শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ

(ষট্সন্দর্ভান্তর্গতঃ)

ওঁ

মূল, অনুবাদ, তাৎপর্য, পাদটীকা ও সূচী প্রভৃতি সমেত
বৈষ্ণবাচার্য অদ্বৈতবংশ্য
পণ্ডিত শ্রীরাধারমণ গোস্বামী বেদান্তভূষণ
ও
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের রীডার
অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, এম্. এ., পি. আর. এস্.,
শাস্ত্রী, স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ
কর্তৃক সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫৫

মূল্য—২০.০০ টাকা

সংক্ষেপ সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	[৭]
গ্রন্থ সঙ্কেত	[৩১]
মূল সংস্কৃতের বিষয়সূচী	[৩৩]
অনুবাদ অংশের বিষয়সূচী	[৩৭]
মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ	১
উদ্ধৃত শ্লোক প্রভৃতির অক্ষরানুক্রমিক সূচী	৫৯৭
উদ্ধৃত গ্রন্থ প্রভৃতির নামসূচী	৬১১
অশুদ্ধি সংশোধন	৬১৪

ভাবভগীরথ শ্রীমন্মহাপ্রভুই অফুরন্ত মাধুর্যরসের প্লাবন সৃষ্টি করেন। তিনি ও তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত পরিকর এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম মাধুর্যের রূপকেই গ্রহণ করিয়াছেন। উহাতেই ঐশ্বর্যের পূর্ণতম বিকাশ। সেই রসতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাহিত্য, তত্ত্ব ও সাধনা।

ইহার পূর্বে বেদবেদ্য পরতত্ত্বের আলোচনায় দার্শনিক প্রস্থানে নানা মতবাদ গড়িয়া উঠে। বিশেষতঃ বেদান্তদর্শনের ইতিহাসে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই বিবিধ মতের প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীল শঙ্করাচার্য তাঁহার বলিষ্ঠ যুক্তিজাল দিয়া খণ্ডন করিলেন কর্মবাদ, নিরাস করিলেন বেদবিরোধী বৌদ্ধমতের শূন্যবাদ—স্থাপিত করিলেন নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ। তাঁহার মতে নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। জীব বলিয়া কোন কিছুর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির ন্যায় জীবের অস্তিত্ব শুধু প্রতীতি মাত্র। মায়া বা মিথ্যা দৃষ্টিবশতই এইরূপ প্রতীতি। বস্তুতঃ জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। মায়ার অন্ধকার দূর হইলে জ্ঞানের আলোকে সর্ববিধ ভেদ অবলুপ্ত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেরই উপলব্ধি হয়। জীব তখন ব্রহ্ম হইয়া যায়।

বেদান্তমতের ভিত্তি ও কাঠামো রচনায় শ্রীল শঙ্করাচার্যের সেই অবদান কম নহে, কিন্তু তিনি উহাতে রূপ দান করিলেন না। ব্রহ্মের শক্তি, রূপ বা মাধুর্যের কথা তিনি যে একেবারে বলেন নাই তাহা নহে। কিন্তু তাঁহার নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদে সে সকলের স্থান নাই। হয় তো শূন্যবাদের পরিপ্রেক্ষিতে নির্গুণ ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সেই সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা ছিল। বৈষ্ণব-বেদান্তীর মতে কিন্তু উহাই চরম সিদ্ধান্ত নহে। জগৎ ও জীবের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিতে গিয়া আচার্য শঙ্কর যে মায়ার কথা বলিলেন, উহা তাঁহার মতে সৎ-ও নয়, অসৎ-ও নয়, অনির্বচনীয়। কিন্তু একমাত্র সত্যস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মের অতিরিক্ত এই মায়ার স্বীকৃতি কোথায়—এ প্রশ্নের সমাধান কুজ্ঝটিকারই সৃষ্টি করে। তদুপরি ব্রহ্ম ও জীবে অভেদ কল্পনায় তিনি ভক্তহৃদয়ের চিরকাঙ্ক্ষিত উপাস্য-উপাসক ভাবের বিরোধিতাই করিয়াছেন। তাই বৈষ্ণব-বেদান্তের বিভিন্ন সম্প্রদায় আচার্য শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডনে ব্যাপৃত হইয়া কালক্রমে চারিটি প্রস্থান গড়িয়া তোলেন। শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনকসম্প্রদায় নামে তাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

পঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত শ্রীরামানুজাচার্য বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীভাষ্য[১] প্রভৃতি রচনা করেন। তাঁহার মতে জীব ও মায়া—উভয়ই ঈশ্বরের আশ্রিত এবং ঈশ্বর হইলেন তদ্বিশিষ্ট। জীব চিৎ, মায়া অচিৎ এবং ঈশ্বর তদ্বিশিষ্ট। কিন্তু জীব ও মায়া—এই দুইটি ঈশ্বর স্বরূপের অতিরিক্ত। ইহাই হইল শ্রীপাদ রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

১। Calcutta Bibliotheca Indica Series-এ প্রকাশিত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ইহার বঙ্গানুবাদ করেন। রামানুজাচার্য তাঁহার 'বেদান্তসংগ্রহ' গ্রন্থেও মায়াবাদ খণ্ডন করেন।

ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীপাদ মধ্বাচার্য (অন্য নাম আনন্দতীর্থ) তাঁহার 'সূত্র ভাষ্য', 'অনুব্যাখ্যান', 'অনুভাষ্য' ও 'তত্ত্বসংখ্যান' প্রভৃতি গ্রন্থে [১] দ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। জীব ও ব্রহ্ম এক নহে--ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্তের মূল কথা।

বিষ্ণুস্বামী হইতেই রুদ্রসম্প্রদায়ের সূচনা। তথাপি শ্রীপাদ বল্লভাচার্য এই সম্প্রদায়ের শুদ্ধাদ্বৈত মতবাদকে এমন দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন যে, প্রধানতঃ তাঁহারই নামে সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধি দেখা যায়। ইহাদের মতে শুদ্ধ জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন।

শ্রীপাদ নিম্বার্ক [২] দ্বৈতাদ্বৈত মতের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের সম্প্রদায়কে সনকাদি-সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত করা হয়। চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জগৎ)—ইহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন—এই মত তাঁহারা পোষণ করেন। শ্রীপাদ নিম্বার্ক হইলেন স্বাভাবিক ভেদাভেদ-বাদী। [৩]

রামানুজ ও মধ্বাচার্য পরব্যোমাধিপতি চতুর্ভুজ নারায়ণকেই পরব্রহ্ম বলেন, কিন্তু বল্লভাচার্য ও নিম্বার্কের মতে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। অবশ্য এই উভয়বিধ মতের মধ্যে তত্ত্বগত বিশেষ বিরোধ নাই বলিলেও চলে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীনারায়ণে তত্ত্বদৃষ্টিতে সেরূপ কিছু ভেদ নাই—কারণ, শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই একপ্রকার অভিব্যক্তি। তথাপি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই পরব্রহ্মের পূর্ণতম বিকাশ।

এই সকল আচার্য জীবজগতের সহিত ব্রহ্মের সম্পর্ক স্থাপনায় সেব্য-সেবক ভাবের দার্শনিকতার সঙ্কেত দিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে একবাক্যতার সন্ধানকল্পে তাঁহাদের এই প্রয়াস। ভেদাভেদবাদ যে পুরাণসম্মত, বাদরায়ণসম্মত এবং এমন কি শঙ্কর-পূর্ববর্তী আচার্যগণেরও স্বীকৃত—সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন। [৪]

॥ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ॥

প্রাচীন বৈষ্ণব-বেদান্তসম্প্রদায়ের আচার্যগণ ব্রহ্মের সহিত কেবল জীবজগতের সম্বন্ধের কথাই আলোচনা করিয়াছেন। ভগবদ্ধাম, ভগবৎপরিকর প্রভৃতির কথা তাঁহারা বিশেষ কিছু

১। কুম্ভকোণম্ হইতে ইঁহার প্রণীত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

২। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ' (ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা) এবং 'সিদ্ধান্তরত্ন' (মাত্র দশটি শ্লোকে লিখিত)।

৩। এই চারি সম্প্রদায়ের মতগুলির একত্র সমাবেশ দেখা যায় শ্রীনিবাস প্রণীত 'সকলাচার্যমতসংগ্রহ' গ্রন্থে।

৪। আচার্য রামানুজ বাক্যকার, বৃত্তিকার বোধায়ন ও শঙ্করের পূর্ববর্তী শ্রীদ্রমিড়াচার্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। History of Indian Philosophy, Vol. II (1932), p. 48.

বলেন নাই। সবই যে রসস্বরূপ পরব্রহ্মের শক্তি, এবং শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ হইতেছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ—এ তথ্য ছিল পূর্বে অপরিজ্ঞাত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মেই এই দার্শনিক তত্ত্ব বিশেষ ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জীব হইতেছে ব্রহ্মের জীবশক্তি, জগৎ তাঁহারই মায়াশক্তির পরিণাম, আর ভগবদ্ধাম, ভগবৎপরিকর সব কিছুই ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির বিলাস। জীব স্বরূপতঃ পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশ। ভগবৎ-সেবারূপ প্রেমানন্দেই তাহার স্বরূপ-উপলব্ধি। জীবের সহিত শ্রীভগবানের এই সম্পর্কে ভেদ ও অভেদ দুই-ই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভেদাভেদসম্পর্ক অচিন্ত্য, কারণ, উহার হেতু নির্ণয় করা যায় না; কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে অস্বীকার করিবার উপায়ও নাই। সূর্য ও সূর্যকিরণের মত শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে রহিয়াছে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তিরূপ পরিকরবৃন্দের সম্পর্ক, বা শ্রীভগবান্ ও তাঁহার তটস্থরূপ জীবশক্তির সম্পর্ক—উহা এই তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

রসিকশেখর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেই অখিলরস-বৈচিত্রীর সমাবেশ। তিনি একাধারে আস্বাদ্য ও আস্বাদয়িতা। রস-আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি তাঁহার চিচ্ছক্তির বিশেষ বৃত্তি হ্লাদিনীশক্তিকে ভক্তহৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া রসিকশেখর রূপে নরলীলা প্রকটিত করেন। গৌড়ীয় সিদ্ধান্তে শ্রীরাধা প্রভৃতি পরিকরবৃন্দ অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত বিগ্রহ, এবং সেই পরিকর-বৃন্দেই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিরসের বিলাসবৈচিত্র্য ও পরম চমৎকারিতা। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিকরবৃন্দের যে লীলাবিলাস, উহাতে শান্ত অপেক্ষা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর বা কান্তভাবেরই উৎকর্ষ বেশী। সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময়ী আনন্দলীলার রূপচ্ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবতে বৃন্দাবনলীলার মহাকবি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভাবধারায় সেই লীলাবিলাসের অসামান্য তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে উহার অভিনব বৈশিষ্ট্য। ব্রজলীলার সহায়ক নিত্যপরিকরবৃন্দের আনুগত্যে রসঘন শ্রীগোবিন্দের ভজনই যে জীবের ভগবৎ-সেবারূপ ভক্তির সার কথা—এই রসভাব তত্ত্বের পরিচয় পূর্বে আর কেহ দেন নাই—যেমন দিয়াছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তয়িতা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

বাংলার ভক্তিধর্মে সত্যই নব ভাববন্যার আবির্ভাব হয়। উহার উৎসমুখে উৎসারিত হয় কাব্য, দর্শন ও ধর্মসাধনার ত্রিধারা। উহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে ত্রিবেণী তীর্থের সন্ধান দেয়। যাঁহারা বাংলার সেই বৈষ্ণবসাহিত্য, দর্শন ও ধর্মসাধনার ত্রিবেণীধারায় নিরন্তর রসনিবেকে পুষ্টি বিধান করিয়াছেন, তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ ছয় গোস্বামী। তাঁহারাই—

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ॥ [১]

১। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ, ১৮ শ্লোক।

প্রথম চারিটি সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা হইল 'সর্বসংবাদিনী'। সর্বসংবাদিনীর নাম ভক্তিরত্নাকরে বা, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তালিকায় দৃষ্ট হয় না। কিন্তু শ্রীজীবপাদ রচিত আরও যে গ্রন্থাদি ছিল, তাহার নির্দেশকল্পে 'আদ্য' অর্থাৎ 'ইত্যাদি' পদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উহা হইতে অনুমান করা যায় যে, তাঁহাদের তালিকাটিতে শ্রীজীব-কৃত যাবতীয় গ্রন্থ ও টীকার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই।[১]

॥ শ্রীল জীব গোস্বামী ও ষট্‌সন্দর্ভ ॥

প্রসিদ্ধি আছে রূপ ও সনাতনের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রতি প্রদত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীমদ্‌ গোপাল ভট্ট এক কারিকাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহাই শ্রীজীব প্রণীত 'ষট্‌সন্দর্ভের' মূল। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভগুলির প্রত্যেকটিতে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে সেই ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সেই কারিকাগ্রন্থে বিশেষ কোন ক্রমপরিপাটী ছিল না, পরন্তু বিচ্ছিন্ন তত্ত্বের ইতস্ততঃ সমাবেশ ছিল মাত্র। শ্রীজীব গোস্বামীই সেই সকল তত্ত্ব পৌর্বাপর্য ও সঙ্গতিক্রমে বিস্তৃত ভাবে তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। উহাতে নানা শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তিতর্কের অবতারণায় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ মনীষা ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

ছয়টি সন্দর্ভে[২] তত্ত্ব[৩], শ্রীভগবৎ[৪], পরমাত্ম[৫], শ্রীকৃষ্ণ[৬], ভক্তি[৭] ও প্রীতি[৮]—এই ছয় নামে ছয়টি বিষয়বস্তুর গৌড়ীয় সিদ্ধান্তসম্মত দার্শনিক আলোচনা স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে 'তত্ত্ব' 'শ্রীভগবৎ' 'পরমাত্ম' ও 'শ্রীকৃষ্ণ'—এই চারটি সন্দর্ভে সম্বন্ধতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। 'ভক্তিসন্দর্ভে' অভিধেয় তত্ত্ব এবং 'প্রীতিসন্দর্ভে' প্রয়োজন তত্ত্ব স্থান পাইয়াছে। সম্বন্ধ তত্ত্ব বলিতে গ্রন্থের যাহা প্রতিপাদ্য—তাহার সহিত গ্রন্থের যে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ তাহাই বোঝায়। প্রথম চারিটি সন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই একমাত্র তত্ত্ব। এ বিষয়ে সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতই সর্বপ্রমাণশিরোমণি এবং উহাই বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। 'তত্ত্বসন্দর্ভে' প্রধানতঃ এই সকল বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে।

১। রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের ও Aufrecht এর Catalogus Catalogorum তালিকায় 'সারসংগ্রহ' পুস্তকটি শ্রীজীবগোস্বামী-বিরচিত বলা হইয়াছে। ঐ পুস্তকটি চারিখানা পুঁথি অবলম্বনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আশুতোষ গ্রন্থমালায় বিস্তৃত ইংরাজী ভূমিকা, সূচী ও পাদটীকা প্রভৃতি যোজনায় বর্তমান লেখক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী সম্পাদনা করিয়াছেন। উহা যে শ্রীজীবপাদ-রচিত নহে, ইহা নিশ্চিত। তবে পুস্তকটিতে বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। গৌড়ীয় রসতত্ত্বের, বিশেষতঃ মধুররতির আলোচনা ইহাতে দৃষ্ট হয়। পুস্তকটি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর পূর্ববর্তী সময়ের লেখা। সম্ভবতঃ ইহা শ্রীল রূপ কবিরাজের লেখা।

২। সন্দর্ভ কাহাকে বলে—এ সম্বন্ধে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায় বলিয়াছেন—

গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা।
নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥

জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি। কিন্তু অনাদিকাল হইতে মায়া সম্পর্কবশতঃ তাহার স্বরূপ উপলব্ধিতে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। তাই সে অনাদিবহির্মুখ। কিন্তু ভক্তিবশতঃ শ্রীভগবানে প্রপন্ন হইবামাত্র তাহার সেই মায়াকৃত বন্ধন দূর হয়। ভগবদনুভবরূপ ইষ্ট লাভে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। কিন্তু, প্রশ্ন এই—ভক্তিলাভ কিরূপে হইবে? তদুত্তরে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—পূর্বজন্মের সজ্জনকৃপা বা স্বভাবলীন পরতত্ত্বানুভবের সংস্কারবশতঃ, অথবা ইহজন্মের সাধুসঙ্গে অনুশীলিত শ্রবণরূপ ভক্তিযোগের সম্পর্ক হইতে ভক্তি লাভ হয়।

জ্ঞান, কর্ম, যোগ—এই সকলের ঊর্ধ্বে ভক্তিধর্মের স্থান। ভক্তিবিরহিত জ্ঞান ও কর্মের উপযোগিতা নাই। ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর কিছু নাই—"ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থাঃ।"[১] চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত পৃথক্‌ভাবে যোগাভ্যাসের আবশ্যকতা নাই। কারণ, ভক্তির কিরণমঞ্জুষায় আপনা হইতেই চিত্তের মলীনতা দূর হয়। কর্মেরও পৃথক্ প্রয়োজন নাই; কারণ, সকল কর্মের যিনি মূল—যিনি বিশ্বের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের নেতা, যিনি প্রযোজক কর্তা—সেই ঈশ্বরে কর্ম সমর্পণই তো যথার্থ কর্মানুষ্ঠান। কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া যাঁহারা নৈষ্কর্ম্যরূপ জ্ঞান গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সেই জ্ঞান পৃথক্‌রূপে সিদ্ধি লাভের যোগ্যতা অর্জন করে না। বিশেষতঃ ভক্তিবিরহিত জ্ঞানযোগে ভগবদনুগ্রহলাভের বাধা হয়, ফলে সিদ্ধিলাভেও ব্যাঘাত ঘটে।

অতএব শুদ্ধ ভক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট। পরতত্ত্বসাক্ষাৎকারের উহাই উৎকৃষ্ট সাধন। উহাতে অন্য কোন বাসনা নাই। সুখৈকরূপা ভক্তিই ভক্তির পরম ফল। অতএব ভক্তি এক দিক দিয়া যেমন সাধন, আবার আর এক দিক দিয়া উহা সাধ্য। ভক্ত তাঁহার ভক্তিসাধনার দ্বারা সাধনার পথে সিদ্ধিলাভ করিয়াও অন্য কিছু কামনা করেন না। ভগবদ্‌ভক্তিই তাঁহার একমাত্র কাঙ্ক্ষিত ধন,—যে সম্পদে তিনি চিরসম্পন্ন। অতএব ভক্তিই পঞ্চমপুরুষার্থ। উহাই পরম ধর্ম। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।"[২] অন্য ফলাভিসন্ধিরূপ কপটতার স্থান ইহাতে নাই। মোক্ষাভিলাষও নিরস্ত। স্বর্গাপবর্গ বা মুক্তি চতুষ্টয় দিলেও ভক্ত উহ গ্রহণ করেন না।[৩] ভক্তিই ভক্তির ফল। উহাই সাধ্যভক্তি।

সাধন ভক্তিতে শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি নানা কর্তব্য কলাপের উপদেশ দৃষ্ট হয়। পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুণকথা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের বিধিপথে ভক্তির অনুশীলন আয়ত্ত হয়। শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের সকল তত্ত্ব, সকল উপদেশ, সকল বিধি, নিষেধ—সে সবই ভগবান্ শ্রীহরিকে কেন্দ্র করিয়া। অতএব জীবনের যা কিছু কর্তব্যকলাপ, যা কিছু আচরণ, যা কিছু সাধন ভাবনা—সকলেরই লক্ষ্য ভগবদুপাসনারূপ ভক্তি। ভক্তিই সমস্ত সাধনা ও সিদ্ধির জীবন।

১। ভাগবত ২. ২. ৩৩। ভক্তিসন্দর্ভ, পৃ০ ৩১০ দ্র০।

২। ভাগবত ১. ২. ৬.। ভক্তিসন্দর্ভ, পৃ০ ১০ দ্র০।

৩। মৎসেবয়া প্রতীতাস্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্।—ভাগবত ৯. ৪. ৪৯; ভক্তিসন্দর্ভ, পৃ০ ২০৫ দ্র০।

শ্রবণরূপ বৈধীভক্তির অনুষ্ঠানে শ্রীভগবানের এবং তাঁহার পরিকরবৃন্দের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি শ্রবণের উপযোগিতা দৃষ্ট হয়।[১] তন্মধ্যে মহামুনিপ্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতকথা শ্রবণই শ্রবণরূপা ভক্তির সর্বোৎকৃষ্ট সাধন। কীর্তনেও শ্রবণের অনুরূপ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রভৃতি কীর্তনের উপদেশ দৃষ্ট হয়।[২] শ্রীহরির নামকীর্তন একাধারে সাধন ও সাধ্য। সাধক ভক্ত একান্ত আগ্রহে নিরন্তর শ্রীহরির নামকীর্তনে ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ করেন। সিদ্ধ ভক্তও নামকীর্তনে নিরন্তর ভগবৎপ্রেমানন্দে বিভোর থাকেন। নামকীর্তনে সমস্ত অপরাধ নিঃশেষে দূর হয়। নামের মাহাত্ম্যকীর্তনে বলা হয়--নাম ও নামীতে অভেদ সম্বন্ধ। একই ত্রিবিক্রম বিষ্ণু বেদ ও পুরাণে নানাবিধ নামে কীর্তিত হইয়াছেন। তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বৈশিষ্ট্যবশতই এই নামভেদ। বস্তুতঃ সকল নামের শ্রীবিষ্ণুতেই পর্যবসান। তবে শ্রীকৃষ্ণনাম মধুর হইতেও সুমধুর, মঙ্গল হইতেও সুমঙ্গল—"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাম্"।[৩] অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের পরমমধুর রূপ, লীলা ও গুণ কীর্তন করিলে হৃদয় দ্রবীভূত হয়—ভগবানও সেখানে আসিয়া আবির্ভূত হন। কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু নামসঙ্কীর্তনের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন—অনেকে একত্র সম্মিলিত হইয়া যে কীর্তন করেন, তাহাকেই বলে সঙ্কীর্তন। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা, অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"।[৪] কলিযুগের লোকের সামর্থ্য অতি অল্প। অতএব কীর্তনাখ্যা ভক্তিই তাহাদের পক্ষে শ্রীভগবৎ-প্রীতিবিধানের পরম উপযোগী সাধন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ"।[৫] সঙ্কীর্তনপ্রচাররূপ গুণগরিমার জন্যই কলিযুগ ধন্য। নামসঙ্কীর্তনরূপ ভক্তিসাধনায় সকলেরই সমান অধিকার। উহাতে কালাকাল বা পাত্রাপাত্র বিচার নাই।

অতঃপর, নামস্মরণরূপ ভক্তির আচরণে বাহ্য বিষয়বস্তু হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া শ্রীভগবানের নাম ও রূপে নিবিষ্ট করিবার বিধি দেখা যায়।[৬] শ্রীভগবানের গুণ, লীলা পরিকর, এমন কি তাঁহার সেবাস্মরণও স্মরণ বিধির অন্তর্ভুক্ত। এই স্মরণ পাঁচপ্রকারের—সাধারণভাবে স্মরণ বা যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধান, সামান্যাকারে মনে স্থান দেওয়া—যাহার নাম ধারণা, বিশেষরূপে রূপচিন্তন বা ধ্যান, নিরবচ্ছিন্ন স্মরণ অর্থাৎ ধ্রুবানুস্মৃতি এবং ধ্যেয় বিষয়ের স্ফুরণরূপ সমাধি। পাদসেবাও স্মরণসেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ভক্ত শ্রীভগবানের চরণসেবাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে চান না। অবশ্য পাদসেবা উপলক্ষণ মাত্র। শ্রীমূর্তি দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অনুগমন, ভগবন্মন্দির বা দ্বারকা, মথুরা বা পুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থে গমন—সবই পাদপরিচর্যার অন্তর্ভুক্ত।

১। ভক্তিসন্দর্ভ ৪৬০ পৃ° দ্র°।
২। ঐ ৪৪৫-৪৬৪ পৃ° দ্র°।
৩। উদ্ধৃতি ৪৫৮ পৃ° দ্র।
৪। উদ্ধৃতি ৪৬৬ পৃ° দ্র°।
৫। ভা. ১২. ৩. ৪৪
৬। ভক্তিসন্দর্ভ ৪৭৩ পৃ° দ্র°।

পুণ্যতীর্থ সেবায় সমাগত ভক্তজনের সহিত পবিত্র সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হয় এবং উহা হইতেই বাসুদেব-কথায় শ্রদ্ধারতির উদ্ভব হয়।

পরিচর্যামার্গে বৈধীভক্তির অনুশীলনে পূজা বা অর্চনার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে।[১] আগমশাস্ত্রমতে আবাহনাদিক্রমে শ্রীহরি অর্চনার নিয়ম আছে। অর্চনমার্গে শ্রদ্ধা হইলে মন্ত্রগুরুর আশ্রয় লইতে হয়। তাঁহার নিকট হইতে অর্চনার রীতি-নীতি শিক্ষা করিতে হয়। গুরু যে দীক্ষা দেন উহা হইতেই অর্চনমার্গে প্রবেশের সূচনা। তিনি যে দিব্য জ্ঞান দেন, উহা হইতে পাপক্ষয়ও হয়। তাঁহার প্রদত্ত দিব্য-জ্ঞানে শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কারণ, মন্ত্রের মাধ্যমে ভগবৎস্বরূপের যে জ্ঞান হয়, তাহা হইতেই শ্রীভগবানের সহিত সাধকের সম্বন্ধ-বিশেষের জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায় দ্রব্যাদি উপচার-সাধ্য এই পরিচর্যামার্গ সাধারণতঃ গৃহিগণের পক্ষেই মুখ্য। কিন্তু ষড়্‌বিধ শরণাপত্তিতে নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিরও অধিকার আছে।

শ্রীভগবানের নামাত্মক শব্দ মাত্রেই মন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।[২] তথাপি শ্রীভগবান্ ও ঋষি-বৃন্দের নিহিত শক্তিবিশেষ দ্বারা সমন্বিত যে নামাত্মক শব্দ—তাহাই বিশেষভাবে মন্ত্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নাম ও মন্ত্রের স্বভাব-বলেই পরমার্থ লাভ হয়। তবুও দীক্ষাগ্রহণের উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। কারণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে যাহার মন আকৃষ্ট ও তদ্বশতঃ বিক্ষিপ্ত, তাহার সেই বিক্ষেপাকুল চিত্তবৃত্তি যাহাতে সঙ্কোচিত হয়, তদুদ্দেশ্যেই অর্চনমার্গে দীক্ষা প্রভৃতি নিয়মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অর্চন দ্বিবিধ—কেবল ও কর্ম্মমিশ্র। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি কেবল শ্রদ্ধাভরেই অর্চন করিয়া থাকেন, কিন্তু কর্ম্মমিশ্র অর্চনরীতিতে ভক্তির অনুষ্ঠানবশতঃ শ্রদ্ধা উপজাত হয়। অর্চনমার্গে শ্রীভগবানের পীঠাবরণ-দেবতা পূজারও উপদেশ আছে।[৩] জন্মাষ্টমী, কার্ত্তিক-ব্রত, একাদশী প্রভৃতি ব্রতসমূহ অর্চনার অন্তর্ভুক্ত। অর্চনার অঙ্গরূপে বন্দনার বিধি আছে।[৪] তথাপি স্মরণ-কীর্ত্তনের মত বন্দনারও পৃথক্ বিধান দৃষ্ট হয়।

বৈধীভক্তির আচরণে দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনের উপদেশ আছে। দাস্যভাবে সাধক জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া নিজেকে শ্রীভগবানের দাসরূপে বিভাবিত করেন। পরিচর্যামার্গে সখ্যভাবে ভজনের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বন্ধুর ন্যায় হিতকথনরূপ প্রেম-বিশ্বাসময় ভাব বিদ্যমান। আত্মনিবেদন বলিতে শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ। ইহাতে নিজের যা কিছু সাধ্য ও সাধন, সবই শ্রীভগবানে সমর্পণ করা হয়। এই আত্মনিবেদন দাস্য প্রভৃতি ভাবের মাধ্যমে প্রকাশ পাইতে পারে বা অন্য কোন ভাবের সহিত যুক্ত না হইয়াও পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ পাইতে পারে। নবধা ভক্তির মধ্যে যে দাস্য ও সখ্যের উল্লেখ আছে, উহা রাগানুগা ভক্তির অন্তর্ভুক্ত যে দাস্য ও

১। ৪৮৩ পৃ° দ্র°।

২। ৪৮৭ পৃ° দ্র°।

৩। ৪৯২ পৃ° দ্র°। ৫০০ পৃষ্ঠায় ধ্যান-পূজাদির বিবরণের সূচনা দৃষ্ট হয়।

৪। ৫২৮ পৃ° দ্র°।

D—1880B.

সেরূপ আবিষ্টতা প্রকাশ পায় না। বিধিনিরপেক্ষ কাম বা স্বাভাবিক প্রেমরুচিতে যে ভাবাবেশ বা তন্ময়তা, তাহার তুলনা নাই। ব্রজগোপীগণের যে কাম, তাহা তো একমাত্র প্রেমরূপই, যেহেতু তাঁহারা নিজের সুখ অতিক্রম করিয়াও প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দের আনুকূল্য বিধানে নিত্যই তৎপরায়ণা। ভগবদ্বিষয়ক কামই অপ্রাকৃত প্রেম। উহা পরম পবিত্র, উহাতে পাপ-সম্ভাবনা নাই। শ্রীভগবান্ ইহলোকে মনুষ্যের ন্যায় লীলাকৈবল্য প্রকাশ করেন। অতএব শ্রীভগবানের লীলারস-মোহের স্বভাববশতই মাধুর্যাদি লীলাবিলাস প্রসঙ্গে ঐশ্বর্যের অনুসন্ধান দৃষ্ট হয় না। আর, তিনি যে ব্রজগোপীবৃন্দের সহিত লীলাবিলাসে কামবিলসিত ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ করেন, তাহা তাঁহার লীলাবৈশিষ্ট্য বশতই অভিরুচিসম্মত। বিশেষতঃ তাঁহার যে প্রেয়সীবর্গ—তাঁহারা তো তাঁহারই স্বরূপশক্তির বিগ্রহ। অতএব তাঁহারাও শুদ্ধস্বরূপা। তাঁহারা তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহার যোগ্য তাদৃশ বিগ্রহ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া প্রেমবিলাস করেন। শ্রীভগবানে সমর্পিত পতিভাবযুক্ত প্রেমভাবে কোনই দোষ নাই। এমন কি, উপপতিভাবেও পাপস্পর্শ হয় না। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজগোপীগণের কুলশীল-ও-ধর্মতিরস্কারী সর্বস্বপণ প্রেমের ঋণ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ"[1]—'দেবতার মত পরমায়ু পাইলেও তোমাদের এই অনবদ্য প্রেমসংযোগের অনুরূপ প্রত্যুপকার করিবার শক্তি আমার নাই।' ভগবদ্বিষয়ক যে কাম উহা কামদেবের উদ্ভাসিত প্রাকৃত কাম নহে, কারণ, শ্রীভগবান্ "সাক্ষান্মন্মথমন্মথ"—'মন্মথেরও তিনি মন মথিত করেন।' স্বয়ং শ্রুতি, মুনি ও কত সাধক নিত্যসিদ্ধা গোপিকাবৃন্দের ভাবাভিলাষে বিভাবিত হইয়া অপ্রাকৃত কামভাবে শ্রীভগবানের আরাধনায় গোপীযূথের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। ভগবদ্বিষয়ক কাম অপ্রাকৃত প্রেমেরই নামান্তর। রাগানুগাভাবে সেই অকৈতব প্রেমভাবের চরম উৎকর্ষ। অতএব রাগানুগাতেই ভক্তির অভিধেয়তার পরমতম অভিব্যক্তি।

অভিধেয়রূপা যে রাগানুগা ভক্তি উহা একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়েই মুখ্যরূপে প্রযোজ্য। কামবশে যে আবেশ উহা সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বলিয়াই নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—"তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"।[2] বৈধীভক্তিতে চতুর্ভুজ দেব রূপে তাঁহার উপাসনা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ রাগানুগা ভক্তিতে একমাত্র গোকুলবিহারী ব্রজেন্দ্রনন্দনেই ভজনাবেশ। ভগবান্ পরমস্বতন্ত্র ও সর্বসমর্থ ঈশ্বর হইয়াও ব্রজলীলায় ভক্তপ্রেমাধীন স্বভাবেরই পরিচয় দিয়া থাকেন। উহাতেই তাঁহার পূর্ণতম মাধুর্যের অভিব্যক্তি। শুদ্ধা ভক্তি স্বয়ং হ্লাদিনী শক্তিরূপা, কারণ, উহাতে স্বয়ং হ্লাদরূপী যে শ্রীভগবান্, তিনিও আনন্দরস আস্বাদান করিয়া থাকেন। গোবর্ধন ধারণের মত অদ্ভুত ও অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া গোপবালকগণ যখন বিস্ময়ে অভিভূত হন, তখন তাঁহাদের

১। ভা. ১০. ৩২. ১১ ; ভক্তিসন্দর্ভ পৃ° ৫৬৪ দ্র°।
২। ভা. ৭. ১. ৩০ ; ভক্তিসন্দর্ভ পৃ° ৫৭০ দ্র°।

সূচীপত্রম্

(মূলসংস্কৃতাংশবিষয়কম্)

বিষয়াদিক্রমঃ	পৃষ্ঠাঙ্কঃ
গ্রন্থবিবরণম্	১
[অনুবাদকর্তুর্মঙ্গলাচরণম্]	১
অবতরণিকা	২
জীবানাং সংসারদুঃখম্	৩
পরতত্ত্বানুভবঃ	৪
ভগবৎসাম্মুখ্যস্যাভিধেয়ত্বং ভগবদনুভবস্য প্রয়োজনত্বঞ্চ	৬
শ্রীহরিরেব সেব্যঃ	৮
নিরপেক্ষভক্তিসাধনস্যৈব পরধর্মত্বম্	৯
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তিসাপেক্ষত্বম্	১২
ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবদিতি তত্ত্বত্রৈবিধ্যম্	১৬
ভক্ত্যা পরতত্ত্বসাক্ষাৎকারঃ	১৭
হরিতোষণমেব পরমফলম্	১৯
শ্রবণাদিকর্তব্যতা	২০
কথারুচিমারভ্য নৈষ্ঠিকভক্তিপর্যন্তমুপদেশঃ	২১
ভক্তিযোগস্যানুষঙ্গিকফলম্	২৪
দেবতান্তরবর্জং শ্রীভগবদ্ভজনমেবাভিধেয়ম্	২৬
সর্বশাস্ত্রাণাং বাসুদেবে তাৎপর্যম্	৩০
ভক্তিসংসর্গং বিনা জ্ঞানকর্মণোর্ব্যর্থত্বম্	৩২
ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বম্	৩৪
ভক্তিযোগস্য শ্রেষ্ঠতা	৩৮
শ্রেষ্ঠত্বেন ভক্তেরভিধেয়ত্বম্	৪২
ভক্তিসাফল্যার্থং জ্ঞানোপদেশঃ	৫৫
ভগবৎপূজনে দেবাদীনামপি পূজনম্	৫৯
ভগবদ্ভজনস্য শ্রেষ্ঠত্বম্	৬১
ভক্তিপ্রাপ্তেরুপায়ঃ	৬৪
বিষ্ণুসেবায়ামাত্যন্তিকক্ষেমঃ	৬৮
ভক্ত্যৈব স্বতো মনোনিরোধঃ	৭০
কর্মাদিপরিহারেণাপি ভক্তিবিধানম্	৭১
ভক্তিযোগস্য সুখসাধ্যত্বম্	৭৯
ভগবল্লীলাহীনং বাক্যং নাভ্যসনীয়ম্	৮১
ভক্ত্যৈব জ্ঞানসিদ্ধিঃ	৮৩
শুদ্ধা ভক্তিঃ	৮৩
ভক্তিযোগে শ্রেয়ঃপ্রাধান্যম্	৮৬
ভক্তিযোগে জ্ঞানবৈরাগ্যাদীনামাদরাভাবঃ	৯০
ভগবদ্ভজনমেব বিবেকাদীনাং ফলম্	৯৪
ভক্তিসাধনস্য শ্রবণপূর্বকত্বম্	৯৫
ভগবৎকীর্ত্তনাদিষ্বাদরঃ	১০১
উপদেশবাক্যেন ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বম্	১০৪
বর্ণাশ্রমাচারবিধানস্য ভক্তিরেব ফলম্	১০৭
ভক্তিমূলান্যেব জ্ঞানাদিসর্বসাধনানি	১০৮
কর্মযোগ-জ্ঞানাদীনামনাদরেণ ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বম্	১১৪
ব্রহ্মশিবাদীনাং বৈষ্ণবত্বাদিনা ভজনং যুক্তম্	১২৭
ব্রহ্মশিবাদীনামবজ্ঞাদৌ তু দোষসদ্ভাবঃ	১৩৭
ভগবৎপ্রতিমায়াং শিলাবুদ্ধের্নিষেধঃ	১৩৯
প্রতিমাপূজায়া উপযোগিত্বম্	১৪৩
অভক্তানাদরেণ ভক্তের্বিধানম্	১৫০
ভক্তেরেব সর্বোর্ধ্বত্বম্	১৫৪
ভক্তেঃ সর্বেষু নিত্যত্বম্	১৫৫
প্রেমকৃত-কর্মনাশাভক্তিঃ	১৫৯
মহানিত্যত্বে ভক্তেরভিধেয়ত্বম্	১৬০
ভক্তেঃ সার্বত্রিকতা	১৬৬
ভক্তেরেব পরমশ্রেয়ঃপ্রদত্বং পরমপাবনত্বঞ্চ	১৭৬

বিষয়ক্রম	পৃষ্ঠাঙ্ক
কৈবল্যকামা ভক্তিতে কর্ম ও জ্ঞানের মিশ্রণ	৩৮৩
কর্মমিশ্রা ভক্তিমাত্রকামা ভক্তি	৩৮৫
জ্ঞান ও কর্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমাত্রকামা ভক্তি	৩৮৬
কেবল-স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি—সকামা এবং কৈবল্যকামা	৩৮৯
কেবলা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি—নিষ্কামা	৩৯১
বৈধীভক্তি	৩৯৬
বৈধীভক্তির শরণাপত্তি প্রভৃতিরূপে ভেদ	৩৯৭
বৈধীভক্তির ভেদরূপে শ্রীগুরুর সেবা	৪০৩
বৈষ্ণবগণের সেবায় শ্রেয়োলাভ	৪০৭
মহাভাগবতজনের সেবা	৪০৯
সংসঙ্গের দ্বারা ভগবদ্বশীকরণ	৪১৩
পরিচর্যারূপ সেবা	৪২০
বৈষ্ণবমাত্রেরই আরাধন বিধেয়	৪২৩
নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিশ্রবণ	৪৩০
ভগবল্লীলার বৈবিধ্য	৪৩৭
শ্রীভগবৎপরিকরবৃন্দের নাম গুণ প্রভৃতির শ্রবণ	৪৪০
শ্রীভাগবতশ্রবণ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ	৪৪৪
নামাদি কীর্তন	৪৪৬
রূপকীর্তন	৪৬০
গুণকীর্তন	৪৬১
লীলাকীর্তন	৪৬২
কলিযুগে নামসঙ্কীর্তনের মহিমা	৪৬৫
নামরূপাদির স্মরণ	৪৭৩
স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি	৪৭৫
পাদসেবা	৪৭৮
মূর্তিদর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা প্রভৃতি	৪৮০
অর্চনমার্গে দীক্ষাদির আবশ্যকতা	৪৮৩
মন্ত্র ভগবন্নামাত্মক	৪৮৭
অর্চন দ্বিবিধ	৪৯০
শ্রীভগবানের পীঠাবরণ দেবতার পূজা	৪৯২
ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি	৪৯৯
ধ্যান ও পূজা প্রভৃতির বিবরণ	৫০০
পূজার অন্য অধিষ্ঠানসমূহ	৫১০
অর্চনার অধিকারী নির্ণয়	৫১৫
জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতসমূহ	৫১৭
অর্চনাপরাধের খণ্ডন	৫২৩
অনন্তর বন্দন	৫২৮
দাস্য	৫৩০
সখ্য	৫৩২
আত্মনিবেদন	৫৩৫
রাগানুগা ভক্তি	৫৩৮
রুচিপ্রধান রাগানুগামার্গে মনেরই প্রাধান্য	৫৪২
বিধিনিরপেক্ষভাবে রাগানুগায় সিদ্ধিলাভ	৫৪৫
লোকশিক্ষার্থ রাগানুগাতেও বিধির আবশ্যকতা	৫৪৯
বিধিনিষেধের উল্লঙ্ঘন দ্বিবিধ	৫৫০
বৈধী না হইলেও রাগানুগা বেদবাহ্য নহে	৫৫১
রাগানুগা অপেক্ষা বৈধীর বলবত্তা	৫৫২
কামাদি দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি	৫৫৯
রাগানুগাতেই অভিধেয়তা	৫৭০
দ্বেষাদিতে ভক্তির অভাব	৫৭২
শ্রীকৃষ্ণেই রাগানুগা মুখ্যা	৫৭৩
রাগানুগাভক্তের জ্ঞানযোগাদিতে অনাদর	৫৭৮
গোকুললীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশ ভক্তির মাহাত্ম্য	৫৮৩
রাসাদিলীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণভজনেরই পরম বৈশিষ্ট্য	৫৯২
সাধনভক্তির সিদ্ধিক্রম	৫৯৩
[অন্য অনুবাদকের আত্মনিবেদন]	৫৯৬

শ্রীমন্মদনগোপালো রাধালিঙ্গিতবিগ্রহঃ।
সীতানাথস্য যঃ প্রাণাঃ স মেঽনন্যগতের্গতিঃ ॥
শ্রীমদদ্বৈতবংশ্যেন রাধারমণশর্মণা।
ভক্তিসন্দর্ভনাম্নোঽস্য গ্রন্থস্য বঙ্গভাষয়া ॥
ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে যত্নাদ্ যথামতি সমাসতঃ।
জীবস্য তুষ্টয়ে চেৎ স্যাৎ সফলোঽয়ং মম শ্রমঃ
প্রমাদাদ্ যদি বা মোহাদযুক্তমিহ ভাতি যৎ।
সংশোধয়ন্তু তৎসর্বং বৈষ্ণবা হি কৃপালবঃ ॥][1]

[অবতরণিকা]

অত্র[2] পূর্বসন্দর্ভচতুষ্টয়েণ সম্বন্ধো ব্যাখ্যাতঃ। তত্র পূর্ণসনাতন-পরমানন্দলক্ষণ-পরতত্ত্ব-রূপং সম্বন্ধি চ ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানিতি ত্রিধাবির্ভাবতয়া শব্দিতমিতি নিরূপিতম্। তত্র চ ভগবত্ত্বেনৈবাবির্ভাবস্য পরমোৎকর্ষঃ প্রতিপাদিতঃ। প্রসঙ্গেন বিষ্ণ্বাদ্যাশ্চতুঃসনাদ্যাশ্চ তদবতারা দর্শিতাঃ। স চ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবেতি নির্ধারিতম্।

[অবতরণিকা]

এই (ভাগবতসন্দর্ভ) গ্রন্থের পূর্ব সন্দর্ভচতুষ্টয়ে (তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে) সম্বন্ধতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তথায় পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণসনাতন শ্রেষ্ঠতত্ত্বরূপ সম্বন্ধি[3] ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ আবির্ভাবরূপে কথিত বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এবং উহাতে (ব্রহ্মপরমাত্মাদি আবির্ভাবনিচয়ের মধ্যে) ভগবত্তত্ত্বরূপ আবির্ভাবেরই পরমোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিষ্ণু ও চতুঃসন প্রভৃতি যে ভগবানের অবতার—উহাও প্রসঙ্গক্রমে দর্শিত হইয়াছে, এবং সেই ভগবানই যে শ্রীকৃষ্ণ—ইহাও নির্ধারিত হইয়াছে।

১ বন্ধনীর মধ্যে এই শ্লোক পাঁচটী অনুবাদক রচিত মঙ্গলাচরণ। উহার আর অনুবাদ দেওয়া হইল না।

২ 'তত্র'—ইহা পাঠান্তর।

৩ সম্বন্ধ যাহাতে আছে তাহাকে সম্বন্ধী বলে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই সম্বন্ধিতত্ত্ব তিন প্রকার বলিয়া নির্ণীত। ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবৎ ভেদে উক্ত তত্ত্ব এক হইয়াও ত্রিবিধ সাধনবশতঃ তিন প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যথা—

'জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥'

[চৈ চ. ২. ২০. ১৩৪]

অতস্তেষাং নোপদেশান্তরাপেক্ষা। যাদৃচ্ছিকমুপদেশান্তরশ্রবণন্তু তত্তল্লীলাশ্রবণবত্তদীয়রসস্যোদ্দীপকম্। যথা শ্রীপ্রহ্লাদাদীনাম্। তথান্যেষাং তচ্ছ্রবণমাত্রেণ তাদৃশত্বং বীজায়মানমপি কামাদিবৈগুণ্যেন তদিতরদোষেণ প্রতিহতং তিষ্ঠতি।

নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সংপ্রীতয়ে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ॥

[ভা. ৭. ৯. ৩৯]

ইতি দীনম্মন্যপ্রহ্লাদবচনানুসারেণান্যেষামেব তৎপ্রাপ্তেঃ।

অত এবোক্তং ব্রহ্মবৈবর্তে—

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা॥
অনেকজন্মজনিতপুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গশাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥

ইতি।

অতএব তাহাদের পক্ষে আর অন্য উপদেশের অপেক্ষা থাকে না। শ্রীভগবানের তত্তল্লীলাশ্রবণাদির ন্যায় অন্য উপদেশ যাদৃচ্ছিকভাবে শ্রবণ করিলেও উহা সেই (পরতত্ত্ব) রসেরই উদ্দীপক হয়। শ্রীপ্রহ্লাদাদি (ভক্তগণই) তাহার দৃষ্টান্ত। অন্য ব্যক্তিগণের পক্ষে (পরতত্ত্ব) শ্রবণমাত্র তাদৃশতা (অর্থাৎ ভগবানের প্রতি চিত্তোন্মুখতা) বীজের ন্যায় (কারণরূপে) বর্তমান থাকিলেও কামাদিবৈগুণ্যরূপ দোষান্তর কর্তৃক উহা প্রতিহত হইয়া অবস্থান করে। দীনম্মন্য শ্রীপ্রহ্লাদের বচন যথা—

'হে বৈকুণ্ঠনাথ, আমার মন পাপদুষ্ট ও অসাধু, উহা তীব্র (দুর্দ্ধর্ষ) এবং কামাতুর ; হর্ষ, শোক, ভয় এবং বাসনাদিতে পীড়িত বলিয়াই উহা তোমার (গুণলীলাদি) কথায় প্রীতিলাভ করে না। অতএব এই প্রকার (মন লইয়া) মাদৃশ দীন ব্যক্তি কিরূপে তোমার তত্ত্ববিচার করিবে ?'—এই বচন হইতে জানা যায় যে অন্য সকলের (অর্থাৎ যাহাদের পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার কামাদি-প্রতিকূল-দোষ নাশ করিতে সমর্থ তাহাদের) পক্ষে তৎ-(ভগবৎ-)প্রাপ্তির যোগ্যতা রহিয়াছে।

অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কথিত হয়—'যে পর্যন্ত পাপরাশি হৃদয়কে মলিন করিয়া রাখে সে পর্যন্ত শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি এবং সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। বহু জন্মার্জিত পুণ্যরাশির ফলস্বরূপ মহৎ প্রেমাদি একমাত্র সৎসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণ হইতেই উৎপন্ন হয়।'

[শ্রীহরিরেব সেব্যঃ]

কিঞ্চ—

এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ
আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্বৃতো নিয়তার্থো ভজেত
সংসারহেতূপরমশ্চ যত্র ॥ ২ ॥

[ভা. ২. ২. ৬.]

উপাসনা করা উচিত। কিন্তু পুনরায় আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশ-বশতঃ দেহাদির অহঙ্কার হইতে যখন স্বরূপ স্ফূর্তির অভাবে উক্ত ভয়োৎপত্তি হয়, তখন এ বিষয়ে মায়ার কি কার্য? তদুত্তরে বলিলেন 'ঈশ্বর বিমুখের' ইত্যাদি—অর্থাৎ ঈশ্বরবিমুখ জনগণের মায়াদ্বারা বিস্মৃতি অর্থাৎ স্বরূপের অস্ফূর্তি হয় এবং উহা হইতে 'আমিই দেহ'—এই প্রকার বিপর্যয় হওয়ায় দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃ ভয় উৎপন্ন হয়। লৌকিক মায়াতেও এই প্রকার প্রসিদ্ধি আছে।[১] ভগবান্ বলিয়াছেন—

'আমার এই দৈবী মায়া সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী এবং দুরতিক্রমণীয়া; কিন্তু যাঁহারা আমাতে শরণাপন্ন হন, তাঁহারাই এই মায়া অতিক্রম করিয়া থাকেন।'

'একমাত্র' অর্থে অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা (অর্থাৎ জ্ঞান-কর্মাদিনিরপেক্ষ ভক্তিতে) ভজনা করা উচিত। আর 'গুরুদেবতাত্মা' অর্থে গুরুই দেবতা ঈশ্বর এবং আত্মা অর্থাৎ প্রিয়তম—এইরূপ দৃষ্টি লইয়া (ভজন বিধেয়)—ইহাই টীকা।

ইতি। ১১শ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে বিদেহের প্রতি কবি যোগীন্দ্রের (উক্তি) ॥

[শ্রীহরিই সেব্য]

অপর—

"(জীবের) নিজচিত্তে আত্মা এই প্রকারে স্বতঃই সিদ্ধ হয়—উহা প্রিয় এবং অর্থযুক্ত অর্থাৎ সত্য ও অনন্ত (নিত্য) ভগবান্। স্বরূপজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তি (ভগবদনুভবের) আনন্দে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে ভজন করেন যাহাতে সংসারহেতু (অবিদ্যার) নাশ হয়[২]।" ২॥

১ 'আমি দেহ'—এই প্রকার জ্ঞান হওয়ায় দেহাদিরূপ দ্বিতীয়বস্তুতে অভিনিবেশ হয় এবং তাহা হইতে ভয় হয়। যাদুকরের লৌকিক মায়াতেও এইরূপ দেখা যায়। যাদুকর কোন একটী চর্মখণ্ড ফেলিয়া দিয়া বলিল—'ইহাই সর্প'; তখন ঐ চর্মখণ্ড হইতে প্রতীয়মান দ্বিতীয় বা পৃথক্ বস্তু যে সর্প তাহাতে ভয় হইয়া থাকে।

২ অবিদ্যানাশ অবশ্য ভাগবতজনের আনুষঙ্গিক ফল। কারণ ভক্ত এই ফল লক্ষ্য করিয়া ভজনা করেন না।

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বাসুদেবকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ৫ ॥

[ভা. ১.২.৮]

বাসুদেবালম্বনাভাবেন যদি তৎকথাসু তল্লীলাবর্ণনেষু রতিং রুচিং নোৎপাদয়েত্তদা শ্রমঃ স্যান্ন তু ফলম্। কথারুচেঃ সর্বত্রৈবাদ্যত্বাৎ শ্রেষ্ঠত্বাচ্চ সৈবোক্তা। তদুপলক্ষণত্বেন ভজনান্তররুচিরপ্যুপদিষ্টা। এব-শব্দেন প্রবৃত্তিলক্ষণকর্মফলস্য স্বর্গাদেঃ ক্ষয়িষ্ণুত্বং হি-শব্দেন তত্রৈব চ

তদ্‌যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে [ছান্দো. ৮. ১. ৬]

ইতি সোপপত্তিকশ্রুতিপ্রমাণত্বম্। কেবল-শব্দেন নিবৃত্তিমাত্রলক্ষণধর্মফলস্যাসাধ্যত্বং, সিদ্ধস্যাপি নশ্বরত্বম্। তত্রাপি তেনৈব হি-শব্দেন, —

'অহৈতুক' অর্থে শুষ্কতর্কাদির অগোচর উপনিষৎসম্বন্ধি জ্ঞান। উহা শীঘ্র অর্থাৎ ঈষৎ শ্রবণমাত্রেই জন্মাইয়া থাকে—ইহাই তাৎপর্য।

ব্যতিরেকচ্ছলে[১] উক্ত হয়—

"জীব কর্তৃক ধর্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও যদি উহা বাসুদেব-লীলাকথায় রুচি উৎপাদন না করে তাহা হইলে কেবল পরিশ্রমই সার হয়।" ৫ ॥

যদি (ধর্ম) বাসুদেবকে অবলম্বন না করায় তাঁহার কথায় অর্থাৎ লীলাবর্ণনে রতি অর্থাৎ রুচি উৎপন্ন না করে তাহা হইলে মাত্র শ্রমই হয়, কিন্তু ফল হয় না। কারণ সর্বত্র কথারুচির আদ্যত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় উহাই কীর্তিত হইয়াছে।[২] তবে কথারুচির উপলক্ষণরূপে[৩] ভজনান্তররুচিও উপদিষ্ট হইয়াছে। 'শ্রম এব হি'—এখানে যে 'এব' শব্দ আছে তদ্দ্বারা প্রবৃত্তিলক্ষণ কর্মের ফল যে

১ 'তৎসত্ত্বে তৎসত্তা'—ইহা অন্বয় বা বিধিমুখে প্রকাশের একপ্রকার ভঙ্গী এবং 'তদসত্ত্বে তদসত্তা'—ইহ ব্যতিরেক বা নিষেধমুখে প্রকাশ।

২ তাৎপর্য—ভক্তিরসের আলম্বন যে বাসুদেব অর্থাৎ শ্রীভগবান্ তাঁহার লীলাকথায় ভজনার্থী ব্যক্তির প্রথমে রুচি হয়, পরে শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তি হয় বলিয়া কথারুচিই আদ্য ও শ্রেষ্ঠ। যে ধর্মানুষ্ঠানে বাসুদেব কথায় রুচি হয় না সে ধর্ম শ্রমমাত্র। শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানাদি ধর্ম হইলেও উহা বৃথা শ্রমমাত্র, কারণ যদিও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে স্বর্গাদি ফলোদয় হয় তথাপি স্বর্গাদি ক্ষয়শীল বলিয়া উক্ত ধর্মকে শ্রমমাত্র বা ফলরহিতই বলা হইল।

৩ 'স্ববোধকত্বে সতি স্বেতরবোধকত্বমুপলক্ষণম্'—যাহা নিজেকে বুঝাইয়া অধিকন্তু অপরকে বুঝাইয়া দেয়—তাহাই উপলক্ষণ। 'কাক হইতে দধি রক্ষা করিবে' বলিলে যেমন কাকশব্দে কাককেও বুঝায়, সঙ্গে সঙ্গে দধিনষ্টকারী অন্য প্রাণীকেও বুঝায়, তদ্রূপ এখানে ভগবৎকথা বলিতে ভগবৎকথা বুঝাইয়া উপলক্ষণদ্বারা অন্যপ্রকার ভগবদ্ভজনও বুঝাইয়া দিতেছে।

নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দন।
মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে॥

ইতি। অত উক্তরীত্যা ভক্তিসম্পাদকসেত্যর্থঃ। অর্থায় ফলত্বায় তথার্থস্যাপ্যেবম্ভূতধর্মাব্যভিচারিণঃ কামো লাভায় ফলত্বায় ন হি স্মৃতস্তত্ত্ববিদ্ভিঃ। কামস্য বিষয়ভোগস্যেন্দ্রিয়প্রীতিলাভঃ ফলং ন ভবতি, কিন্তু যাবতা জীবেত তাবানেব কামস্য লাভঃ। তাদৃশজীবনপর্যন্ত এব কামঃ সেব্য ইত্যর্থঃ। জীবস্য জীবনস্য চ পুনর্ধর্মানুষ্ঠানদ্বারা কর্মভির্য ইহ প্রসিদ্ধঃ স্বর্গাদিঃ সোঽর্থো ন ভবতি, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসৈবেতি। তদেবং তত্ত্বজ্ঞানং যস্যা ভক্তেরবান্তরফলমুক্তং সৈব পরমং ফলমিতি ভাবঃ।

[ব্রহ্মপরমাত্মভগবদিতি তত্ত্বত্রৈবিধ্যম্]

কিং তত্ত্বমিত্যপেক্ষায়াং পদ্যমেকমুদাহৃতম্—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

[ভা. ১, ২. ১১]

ইতি। অদ্বয়মিতি তস্যাখণ্ডত্বং নির্দিশ্যান্যস্য তদনন্যত্ববিবক্ষয়া তচ্ছক্তিত্বমেবাঙ্গীকরোতি। তত্র শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে।

এইপ্রকার স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে উক্ত হয়—

'হে জনার্দন, তোমাতে যে নিশ্চলা ভক্তি তাহাই মুক্তি; হে হরে, হে বিষ্ণো, তোমার সেই (প্রসিদ্ধ) ভক্তগণ নিশ্চিত মুক্ত।'

অতএব (অপবর্গ অর্থে) ভক্তিসম্পাদক যোগ। 'অর্থের নিমিত্ত' বলিতে ফলের নিমিত্ত। কাম এবম্ভূত ধর্মের অব্যভিচারী অর্থের ফল বলিয়া তত্ত্ববিদ্গণ কর্তৃক স্মৃত হয় না। কাম অর্থাৎ বিষয় ভোগ। ইন্দ্রিয়-প্রীতি-লাভ তাহার ফল হইতে পারে না, কিন্তু যে পরিমিত কাল জীবন-ধারণ করা যায় তৎপরিমিত কালই কামলাভ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাদৃশ জীবন কাল পর্যন্তই কাম সেব্য। 'জীব' অর্থে জীবন। অপর—ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা কর্ম হইতে প্রসিদ্ধ যে স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহা (জীবনের) অর্থপদ বাচ্য হইতে পারে না। কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসাই একমাত্র (জীবনের) অর্থ। অতএব এই তত্ত্বজ্ঞান যে-ভক্তির অবান্তর ফল বলিয়া নির্ণীত সেই ভক্তির ফল পরম উৎকৃষ্ট—ইহাই বুঝিতে হইবে।

[ত্রিবিধতত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্]

সেই তত্ত্ব কি—উহা বলিবার ইচ্ছায় একটী পদ্যের উল্লেখ হইতেছে—

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্নেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥
[ভা. ২. ২. ৩৪]

ইতিবদ্ যদি বিপরীতভাবনাত্যাগকৌ মননযোগ্যতা-মননাভিনিবেশৌ স্যাতাং, ততঃ শ্রদ্দধানৈশ্চ সা ভক্তিরুপাসনাদ্বারা লভ্যত ইতি। অতঃ শ্রুতিরপি তদর্থমাগৃহ্ণাতি—

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ
[বৃ. আ. ২. ৪. ৪. ৬]

ইতি। অত্র নিদিধ্যাসনমুপাসনং, দর্শনং সাক্ষাৎকার উচ্যতে।

[হরিতোষণমেব পরমফলম্]

সা চৈবং দুর্লভা ভক্তির্হরিতোষণে প্রযুক্তাৎ স্বাভাবিকধর্মাদপি লভ্যতে। তস্মাদ্ধরিতোষণমেব তস্য পরমফলমিত্যাহ—

'ভগবান্ ব্রহ্মা কূটস্থ (নির্বিকার ও একাগ্রচিত্ত) হইয়া সমগ্র বেদ (পুনঃপুনঃ) তিনবার বিচার করিয়া যাহাতে আত্মরূপী হরিতে প্রীতি হয় এই মনীষা দ্বারা উহার (ভক্তিযোগাখ্য বস্তুর) নিশ্চয় করিতে যত্ন লইয়াছিলেন'—এই প্রকার যদি বিপরীত ভাবনা (অর্থাৎ কর্ম জ্ঞানাদিই শ্রেয়ঃ-সাধন—এই ভাবনা) ত্যাগে সমর্থ যে মননযোগ্যতা ও মননাভিনিবেশ—তাহা হয়, তাহা হইলে শ্রদ্ধাবান্ কর্তৃক সেই ভক্তি উপাসনা দ্বারা লাভ হয়। শ্রুতিও সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন—'ওহে, আত্মা নিশ্চিতই শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য (ধ্যেয়)।' এখানে নিদিধ্যাসন অর্থে উপাসনা, দর্শন অর্থে সাক্ষাৎকার।

অর্থাৎ 'ভক্তি ক্লেশ অর্থাৎ পাপ ধ্বংস করে, কল্যাণ বিধান করে এবং মোক্ষ পর্যন্ত পুরুষার্থকেও লঘুজ্ঞান করায়—সেই ঘনানন্দবিশেষ শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক ভক্তি সুদুর্লভ।' ভগবৎ কথারুচির পর যে প্রেম হয় তাহাকে প্রেমলক্ষণ ভক্তি বলে। প্রেমোৎপত্তির ক্রম এইরূপ—শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম। উক্ত প্রেমলক্ষণ ভক্তিদ্বারা পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়। পরতত্ত্ব বলিতে মুখ্য আবির্ভাব যে ভগবান্ তাহাকেই বুঝায়, ব্রহ্ম তাঁহার জ্যোতিঃ ও পরমাত্মা তাঁহার অংশ। অতএব ত্রিবিধ আবির্ভাবযুক্ত তত্ত্বই ভক্তি দ্বারা সাক্ষাৎকৃত হয়, শাস্ত্রার্থশ্রবণবিচারাদি পূর্বক আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য ভক্তি অবশ্য কর্তব্য—ইহাই প্রকৃত শ্রবণ। কেবল কর্মজ্ঞানাদির দ্বারা পরতত্ত্বের দর্শন হয় না—ভক্তি দ্বারাই হয়। যোগ্যতা লাভ করিয়া অভিনিবেশ করার নামই মনন, পরে যথারীতি উপাসনা বা নিদিধ্যাসন। অনন্তর পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়।

ভুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনান্যৃষয়ো বিমদাঃ

[ভা. ১০. ৮৭. ৩৫]

ইত্যাদি বচনানুসারেণ প্রায়স্তত্র মহৎসঙ্গো ভবতীতি তদীয়টীকানুমত্যা চ পুণ্য-তীর্থনিষেবণাদ্দৈবতোর্লব্ধা যদৃচ্ছয়া যা মহৎসেবা তয়া বাসুদেবকথারুচিঃ স্যাৎ। কার্যান্তরেণাপি তীর্থে ভ্রমতো মহতাং প্রায়স্তত্র ভ্রমতাং তিষ্ঠতাং বা দর্শনস্পর্শনসম্ভাষণাদিলক্ষণা সেবা স্বত এব সম্পদ্যতে, তৎপ্রভাবেণ চ তদীয়াচরণে শ্রদ্ধা ভবতি, তদীয়স্বাভাবিক-পরস্পর-ভগবৎকথায়াং কিমেতে সংকথয়ন্তি তচ্ছৃণোমীতি তদিচ্ছা জায়তে; তচ্ছ্রবণে চ তস্যাং রুচির্জায়ত ইতি। তথা চ মহদ্ভ্য এব শ্রুতা ঝটিতি কার্যকরীতি ভাবঃ। তথা চ কপিলদেব-বাক্যং—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ

[ভা. ৩ ২৫. ২২]

ইত্যাদিঃ। ততশ্চ—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥ ১২ ॥

[ভা. ১. ২. ১৭]

এই আশঙ্কা করিয়া তদ্বিষয়ে উপায় গুলির নির্দ্দেশ করিয়া কথা রুচি হইতে আরম্ভ করিয়া নৈষ্ঠিক ভক্তি পর্যন্ত ভক্তি পাঁচটি শ্লোকে উপদেশ করিতেছেন।

"হে বিপ্রগণ পুণ্যতীর্থের সম্যক্ সেবা হেতু মহৎগণের সেবা হয় এবং তদ্দ্বারা শ্রবণেচ্ছুক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির বাসুদেব কথায় রুচি হয়।" ১১ ॥

'নিরহঙ্কার ঋষিগণ পৃথিবীতে বহু পুণ্যতীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র (সেবা করেন)'—ইত্যাদি বচন অনুসারে তথায় প্রায়ই মহৎ সঙ্গ লাভ হয়। (স্বামিপাদের) টীকার এই অনুমতি হইতে (বোঝা যায়)—পুণ্যতীর্থ সেবা হেতু দৈবাৎ লব্ধ যে মহৎ সেবা তদ্দ্বারা বাসুদেব কথায় রুচি উৎপন্ন হয়। যদি কেহ তীর্থ ভ্রমণ ইচ্ছা না করিয়া অপর কোন কার্যবশতঃ সেখানে ভ্রমণ করেন, মহাপুরুষগণ তথায় প্রায়ই ভ্রমণ বা অবস্থিতি করেন বলিয়া মহৎগণের দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণাদি-রূপ সেবা আপনা হইতেই সম্পন্ন হয় এবং তাহার প্রভাবে তাঁহাদের আচরণে শ্রদ্ধা হয়, তাঁহাদের স্বাভাবিকভাবে পরস্পর যে ভগবৎ কথা হয় সেই কথায় 'ইঁহারা কি কথা বলিতেছেন আমি তাহা শুনিয়া দেখি'—এই প্রকার শ্রবণেচ্ছা হয়, আর সেই শ্রবণ বশতঃ ভগবৎ কথায় রুচি হয়—এই প্রকারে মহদ্গণ হইতেই শ্রুত যে ভগবৎ-কথা উহা শীঘ্র কার্যকরী হয়—ইহাই তাৎপর্য। কপিলদেবের বাক্যও তদনুরূপ ; যথা—

কথাদ্বারান্তঃস্থো ভাবনাপদবীং গতঃ সন্ হরিরভদ্রাণি বাসনাঃ। ততশ্চ—

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥ ১৩ ॥
[ভা. ১. ২. ১৮]

নষ্টপ্রায়েষু ন তজ্‌জ্ঞানমিব সম্যঙ্‌নষ্টেষ্বেবেতি ভক্তের্নিরর্গল-স্বভাবত্বমুক্তম্। ভাগবতানাং ভাগবতশাস্ত্রস্য বা সেবয়া ভক্তিরনুধ্যানরূপা নৈষ্ঠিকী সন্ততৈব ভবতি। তদৈব—"ত্রিভুবন-বিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিঃ"[১] ইত্যাদ্যুক্তরীত্যা সর্ববাসনানাশাৎ চিত্তং শুদ্ধসত্ত্বময়ং সৎ ভগবত্তত্ত্বসাক্ষাৎকারযোগ্যং ভবতীত্যাহ—

'সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে শ্রুত যে আমার বীর্য-জ্ঞাপক বৃত্তান্ত উহা হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন (সুখপ্রদ) হইয়া থাকে' ইত্যাদি।

অপর—

"যাঁহার শ্রবণ ও কীর্তন পবিত্রতা আনয়ন করে, যিনি সাধুগণের সুহৃৎ, সেই শ্রীকৃষ্ণের নিজ কথা যাঁহারা শ্রবণ করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের হৃদয়স্থ হইয়া অভদ্র (কামাদি-মালিন্য) দূর করেন।" ১২ ॥

কথাদ্বারা হৃদয়স্থ অর্থাৎ ভাবনা-পদবী প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরি অভদ্র অর্থাৎ বাসনা সকল (দূর করেন)। অপর—

"অকল্যাণ (বাসনা) সকল নষ্টপ্রায় হইলে নিত্য ভাগবতের সেবায় উত্তমঃশ্লোক (উৎকৃষ্টযশঃ) ভগবানে নৈষ্ঠিক ভক্তি হয়।" ১৩ ॥

নষ্টপ্রায় হইলে অর্থাৎ সম্যক্ নষ্ট হইলে যেরূপ জ্ঞানোদয় হয়, তদ্রূপ নহে। ইহার দ্বারা ভক্তি যে প্রতিবন্ধকরহিত, তাহাই উক্ত হইল। 'ভাগবতে'র অর্থে ভগবদ্ভক্তের অথবা ভাগবত-শাস্ত্রের সেবা—তদ্দ্বারা অনুচিন্তনরূপ ভক্তি 'নৈষ্ঠিক' অর্থাৎ সতত (অবিচ্ছিন্ন) হয়। তখনই—

১ সম্পূর্ণ শ্লোক যথা—

'ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
ল্লবনিমেষার্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥' [ভা ১১. ২. ৫৩]

হরি যোগীন্দ্র নিমিরাজের নিকট শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের লক্ষণ বলিতেছেন—

'যাঁহাদের আত্মা ভগবন্নিষ্ঠ, তাঁহারা ত্রৈলোক্যরাজ্যের নিমিত্তও দেবতাদুর্লভ অর্থাৎ কেবল অন্বেষণীয় যে ভগবৎপদারবিন্দ, তাহা হইতে নিমেষার্ধও বিচলিত হন না; এবং ভগবচ্চরণ সার বস্তু বলিয়া অন্য বস্তুর অসারতারূপ স্মৃতি তাঁহাদের কখনও অপগত হয় না। এইরূপ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ।'

আত্মপ্রসাদনীং মনঃশোধনীম্। ন কেবলমেতাবদ্গুণত্বং তস্যাঃ, কিঞ্চ পরময়া মুদেতি কর্মানুষ্ঠানবন্ন সাধনকালে সাধ্যকালে বা ভক্ত্যনুষ্ঠানং দুঃখরূপং প্রত্যুত সুখরূপমেবেত্যর্থঃ। অত এব নিত্যং সাধকদশায়াং সিদ্ধদশায়াঞ্চ তাবৎ কুর্বন্তীত্যুক্তম্। ১ ॥ ২ শ্রীসূতঃ ॥

[দেবতান্তরবর্জং শ্রীভগবদ্ভজনমেবাভিধেয়ম্]

তদেবং কর্মজ্ঞান-বৈরাগ্যযত্ন-পরিত্যাগেন ভগবদ্ভক্তিরেব কর্তব্যেতি মতম্। কর্ম-বিশেষরূপং দেবতান্তরভজনমপি ন কর্তব্যমিত্যাহ সপ্তভিঃ। তত্রান্যেষাং কা বার্তা? সত্যপি শ্রীভগবত এব গুণাবতারত্বে শ্রীবিষ্ণুবৎ সাক্ষাৎপরব্রহ্মত্বাভাবাৎ সত্ত্বমাত্রোপকারকত্বাভাবাচ্চ প্রত্যুত রজস্তমোবৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম-শিবাবপি শ্রেয়োঽর্থিভির্নোপাস্যাবিত্যত্র দ্বৌ শ্লোকৌ পরমাত্মসন্দর্ভ এবোদাহৃতৌ।

ইহাই বুঝিতে হইবে—তাঁহার (ঈশ্বরের) ইচ্ছামাত্রই (কর্মনিচয়ের) ক্ষয় হয়—অর্থাৎ কিঞ্চিন্মাত্র কর্মাভাস (প্রারব্ধ কর্মের আভাস) অবশিষ্ট থাকে।

এই প্রকরণে সদাচারের (সমর্থন) উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিতেছেন—

"সাধুগণ এই হেতু পরমহর্ষে ভগবান বাসুদেবে নিত্য ভক্তি করিয়া থাকেন এবং উহা হইতে চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন।" ১৭ ॥

'আত্মপ্রসাদনী' অর্থে মনঃশোধনকারিণী (অর্থাৎ চিত্তপ্রসাদিকা)। কিন্তু ইহাই তাহার একমাত্র গুণ নহে। 'পরম হর্ষে'—এই পদে বুঝান হইতেছে যে, কর্মের অনুষ্ঠান যেমন সাধনকালে অথবা সাধ্যকালে (উভয়থা) দুঃখময়, ভক্তির অনুষ্ঠান তদ্রূপ নহে, বরং ইহা নিশ্চিত সুখরূপ। অতএব 'নিত্য' অর্থাৎ কি সাধকদশা, কি সিদ্ধদশা, সর্বত্রই (সাধুগণ ভক্তি) করিয়া থাকেন। ইতি। ১ম স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে শ্রীসূতের উক্তি ॥

[দেবতান্তর ত্যাগে ভগবদ্ভজনই অভিধেয়]

অতএব কর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যে যত্ন পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ ভক্তিই যে কর্তব্য, তাহাই উক্ত প্রকারে নির্ণীত হইল। অন্যদেবতা-ভজনরূপ কর্মবিশেষও যে কর্তব্য নহে, তাহা (পরবর্তী) সাতটী শ্লোকে বলা হইয়াছে। অতএব অন্যান্য ভজনবিষয়ের ত' কথাই উঠিতে পারে না। যদিও ব্রহ্মা ও শিব শ্রীভগবানের গুণাবতার, তথাপি পরব্রহ্মত্বের অভাব থাকায় শ্রীবিষ্ণুর ন্যায় তাঁহারা সত্ত্বগুণমাত্রের উপকারক নহেন; প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা রজঃ ও তমোগুণের বৃদ্ধি করিয়া থাকেন বলিয়া শ্রেয়স্কাম ব্যক্তিগণ কর্তৃক উপাস্য নহেন। এই বিষয়ে দুইটী শ্লোক পরমাত্মসন্দর্ভে উদাহৃত হইয়াছে[১]।

---

১ কলিকাতা 'ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্' হইতে ভারতী গ্রন্থমালায় প্রকাশিত মৎসম্পাদিত 'পরমাত্মসন্দর্ভঃ' ১২ অঙ্ক দ্রষ্টব্য।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাঃ হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ [শ্বেতা. ৬. ২৩]

ইত্যাদেঃ। তদেবং দ্বাবিংশত্যা তদ্ভজনস্যৈবাভিধেয়ত্বং দর্শয়িত্বা পূর্বোক্তং সর্বশাস্ত্রসমন্বয়মেব স্থাপয়তি—

স এবেদং সসর্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
যদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাগুণো বিভুঃ॥ ২২॥
[ভা. ১. ২. ৩০]

ইত্যাদি।

টীকা চ—নম্নু জগৎসর্গপ্রবেশ নিয়মনাদি-লীলাযুক্তে বস্তুনি সর্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে, কথং বাসুদেবপরত্বং সর্বস্য? তত্রাহ 'স এব' ইতি চতুর্ভিরিত্যেষা।

ইদং মহদাদিবিরিঞ্চিপর্যন্তম্। এবং প্রবেশাদিকাপ্যুত্তরশ্লোকেষু দ্রষ্টব্যা। ১৷২। শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকম্॥

কারণ 'গতি' বলিতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই গতি অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল? কিন্তু সেই গতিও যখন বাসুদেবের আনন্দাংশরূপ, তখন উহা (পরম্পরাক্রমে) যে বাসুদেবপর, তাহাই উক্ত হইল। অথবা 'বেদসকল তৎপর'—এই কথা বলায় সকল শাস্ত্রই যে বাসুদেবপর, ইহাই প্রতিপাদিত হইল, কারণ শাস্ত্রসকল বেদমূলক। আচ্ছা, শাস্ত্রসকল যোগক্রিয়াদি নানার্থপর বলিয়া কিরূপে উহা একমাত্র বাসুদেবপর হইবে—এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যজ্ঞাদিক্রিয়াও নারায়ণপর, ইহাই এখানে বুঝিতে হইবে। এই পর্যন্ত (টীকা)।

এস্থানে যোগাদি কথঞ্চিৎ ভক্তির সহায়ক বলিয়া উহা মুখ্যরূপেই বাসুদেবপর বুঝিতে হইবে। বেদসকলও কর্মকাণ্ডপরই জানিতে হইবে; কিন্তু কতক বেদের সাক্ষাৎ ভক্তিপরত্বও দেখা যায়। যথা—

'দেবে যাঁহার পরা ভক্তি, দেবে যেমন গুরুতে তেমনই ভক্তি—তাঁহারই নিকট মহাত্মা কর্তৃক কথিত অর্থসকল প্রকাশিত হয়।'

এই প্রকার (বর্তমান সন্দর্ভের নিম্নোক্ত) দ্বাবিংশতি-সংখ্যক শ্লোক দ্বারা (বাসুদেব-ভজনেরই অভিধেয়ত্ব দেখাইয়া পূর্বকথিত সকলশাস্ত্রের সমন্বয়ই স্থাপন করিতেছেন—

"সেই এই (প্রাকৃত-) গুণ-রহিত বিভু ভগবান গুণময়ী কার্যকারণরূপ মায়া দ্বারা অগ্রে এই জগৎ (মহদাদি বিরিঞ্চিপর্যন্ত) সৃষ্টি করেন।" ২২॥

টীকা—আচ্ছা জগতের সৃষ্টি-প্রবেশ-নিয়মাদি লীলাযুক্ত বস্তুতে তো সর্বশাস্ত্রের সমন্বয় দেখা যায়। তবে কেন সকলশাস্ত্রেরই বাসুদেবপরত্ব হইবে? ইহার উত্তরে (সূত শৌনকাদি ঋষিগণকে) 'স এব' (সেই এই)—এই শ্লোক হইতে চারিটি শ্লোক বলিতেছেন।—এই পর্যন্ত (টীকা)।

ন কাচিচ্চিন্তা। যদি পুনরপক্ক এব ম্রিয়েত ভ্রশ্যেদ্বা তদা তু স্বধর্মত্যাগনিমিত্তোঽনর্থঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ, ততো ভজনাৎ পতেৎ কথঞ্চিদ্ ভ্রশ্যেন্ ম্রিয়েত বা যদি তদাপি ভক্তি-রসিকস্য কর্মানধিকারান্নানর্থশঙ্কা। অঙ্গীকৃত্যাপ্যাহ, বা শব্দঃ কটাক্ষে, যত্র ক্ব বা নীচযোনাবপি অমুষ্য ভক্তিরসিকস্যাভদ্রমভূৎ কিম্? নাভূদেবেত্যর্থো, ভক্তিবাসনাসদ্ভা-বাদিতি ভাবঃ। অভজতামভজদ্ভিস্তু কেবলং স্বধর্মতঃ কো বার্থ আপ্তঃ? অভজতামিতি ষষ্ঠী সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়েত্যেষা।

১॥৫ ॥ শ্রীনারদঃ ব্যাসম্ ॥

[ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বম্]

তদেবং ভক্তিরেবাভিধেয়বস্ত্বিত্যুক্তম্। তথৈব শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদোপ-ক্রমেঽপি—

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥ ২৪ ॥

[ভা. ২. ১. ২]

ইত্যাদি। গৃহেষ্বিত্যাদিকমুপলক্ষণং বহির্মুখাণাম্। আত্মতত্ত্বং ভগবত্তত্ত্বং, তথা নিগময়িষ্যমাণত্বাৎ।

কর্তব্য—তাহাই বুঝাইবার জন্য '(স্বধর্ম) ত্যাগ করিয়া'—ইত্যাদি বাক্যের উল্লেখ হইল। আচ্ছা যখন স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে করিতে (কেহ) কৃতার্থ হয় তখন (অবশ্য) কোন চিন্তা নাই। কিন্তু যদি অসিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুলাভ হয় অথবা (কোন প্রকারে) ভ্রষ্ট হইতে হয়—তাহা হইলে তো স্বধর্মত্যাগজন্য অনর্থ হয়—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—'তাহা হইতে' অর্থাৎ ভজন হইতে 'পতিত' অর্থাৎ কোনও প্রকারে ভ্রষ্ট বা মৃত হইলেও তৎকালে ভক্তিরসিক জনের কার্যাধিকার যোগ্যতা না থাকায় অনর্থাশঙ্কা থাকিতে পারে না। (আবার অনর্থ) স্বীকার করিয়াও (ঐ প্রকারে) বলিলেন 'বা' শব্দের অর্থ কটাক্ষ করা—অর্থাৎ (অনর্থহেতু) যে কোন নীচযোনিতে পতিত হইলেও সেই ভক্তিরসিকের কি কোন অমঙ্গল হয়? না হয় না—ইহাই অর্থ;—কারণ তাহাতে ভক্তির সংস্কার বর্তমান আছে (বলিয়া অমঙ্গল হয় না)—ইহাই তাৎপর্য। যাহারা ভজন করে না তাহাদের বা তাহাদিগের দ্বারাই বা কি ফল-লাভ হইয়া থাকে? 'যাহারা ভজন করে না তাহাদের'—এই শব্দে যে ষষ্ঠী বিভক্তি উহা কেবল সম্বন্ধ বিবক্ষায় (প্রযুক্ত)।[১] —ইহাই (টীকা)।

ইতি। (ভাগবতের) ১ম স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে ব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের বাক্য ॥

১ প্রকৃতপক্ষে কর্তার এখানে তৃতীয়া বিভক্তি হইতে পারিত

এতদনন্তরং বিরাড্‌ধারণামুক্ত্বা তদপবাদেনাপি ভক্তিমেবাহ[১]।

স সর্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ।
তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত নান্যত্র সজ্জেদ্‌ যত আত্মপাতঃ ॥ ২৬ ॥
[ভা. ২. ১. ৩৯]

টীকা চ—সর্বেষাং ধীবৃত্তিভিরনুভূতং সর্বং যেন স এক এব সর্বান্তরাত্মা। তমেব সত্যং ভজেত। অন্যত্রোপলক্ষণে ন সজ্জেত। যত আসঙ্গাদাত্মনঃ পাতঃ সংসারো ভবতি। একস্য তত্তদিন্দ্রিয়ৈঃ সর্বানুভূতৌ দৃষ্টান্তঃ—স্বপ্নজনানামীক্ষিতা যথেতি। স্বপ্নেঽপি কদাচিদ্বহূন্‌ দেহান্‌ প্রকল্প্য জীবস্তত্তদিন্দ্রিয়ৈঃ সর্বং পশ্যতি তদ্বদীশ্বরস্য তু বিদ্যাশক্তিত্বান্ন বন্ধ ইত্যেষা।

অত্র স্বধীবৃত্তিভিঃ পশ্যন্নেব সর্বেষাং ধীবৃত্তিভিরপি সর্বং পশ্যতীত্যেবং তথোক্তং—"স ঐক্ষত"[২] ইত্যত্র সর্বধীবৃত্তিসৃষ্টেঃ পূর্বমপি তচ্ছ্রবণাৎ। তথা স্বপ্নদেহানামীশ্বর-

---

ইহার পর বিরাট্‌ ধারণার উল্লেখপূর্বক তাহার দোষ দেখাইয়া সেই ভক্তিকেই নির্দেশ করিতেছেন—

"আত্মা যেমন স্বপ্নগত জন ও বস্তু ইত্যাদির একমাত্র দ্রষ্টা তদ্রূপ যোগী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা (বিরাট্‌ ধারণার অন্তর্ভুক্ত) সমস্ত অনুভব করিয়া সেই সত্যস্বরূপ আনন্দনিধি (শ্রীনারায়ণকেই) ভজন করেন কিন্তু বিষয়ান্তরে আসক্ত হন না—যাহার আসক্তি হইতে আত্মপাত অর্থাৎ সংসারই ঘটিয়া থাকে"। ২৬ ॥

টীকা—যে (ঈশ্বর) সকলের জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সকলকে অনুভব করেন তিনি নিশ্চয় এক এবং সকলের অন্তরাত্মা। (যোগী) সত্যস্বরূপ তাঁহাকেই ভজন করেন, তদুপলক্ষণ অন্য কিছুতেই আসক্ত হন না—যাহার আসক্তি হইতে আত্মপাত অর্থাৎ সংসার ঘটিয়া থাকে। এক হইয়াও তিনি যে সকলের তত্তৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্বানুভূতি করেন তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্তস্থল—স্বপ্নগত জনগণের দ্রষ্টা—যেমন কখন কখন স্বপ্নেও বহু দেহ প্রকল্পিত করিয়া জীব তত্তৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা সকল দেখিয়া থাকে তদ্রূপ। কিন্তু ঈশ্বরে বিদ্যাশক্তি বর্তমান থাকায় তাঁহার বন্ধ হয় না। এই পর্যন্ত (টীকা)।

নিজ ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা দেখিলেও (ঈশ্বর সম্বন্ধে) এখানে বলা হইয়াছে তিনি সকলের ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা সকল বিষয় দেখিয়া থাকেন। যেহেতু 'তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন'—এই শ্রুতিবাক্যে সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি সৃষ্টির পূর্বেও শ্রুত হইতেছে। অপর, ঈশ্বর কর্তৃক স্বপ্নদেহ

১ পাঠান্তর—'ভক্তিতামাহ'
২ ঐত. উ. ১. ১. ২

এতদনন্তরাধ্যায়েঽপি তথৈবাহ—

যাবন্ন জায়েত পরাবরেঽস্মিন্
বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ।
তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং
ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত ॥ ২৭ ॥

[ভা. ২. ২. ১৪]

পরে ব্রহ্মাদয়োঽবরে যস্মাৎ। বিশ্বেশ্বরি দ্রষ্টরি ন তু দৃশ্যে চৈতন্যঘনত্বাৎ। ভক্তিযোগঃ "কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্, চতুর্ভুজম্"[1] ইত্যাদিনোক্তসাধনলক্ষণাভিনিবেশঃ। ক্রিয়াবসান আবশ্যককর্মানুষ্ঠানানন্তরম্। অনেন কর্মাপি ভক্তিযোগপর্যন্তমিত্যুক্তম্।

[ভক্তিযোগস্য শ্রেষ্ঠতা]

অনন্তরঞ্চ "স্থিরং সুখঞ্চাসনমাস্থিতো যতির্যদা জিহাসুঃ"[2] ইত্যাদিনা "যদি প্রযাস্যন্ নৃপ পারমেষ্ঠ্যং বৈহায়সানামুত যদ্বিহারম্"[3] ইত্যাদিনা চ ক্রমেণ সদ্যোমুক্তিক্রমমুক্ত্যুপায়ৌ জ্ঞানযোগাবুক্ত্বা ততোঽপি শ্রেষ্ঠত্বং ভক্তিযোগহেতুভগবদর্পিতকর্মণ এবোক্ত্বা সাক্ষাদ্ভক্তিযোগস্য কৈমুত্যমেবানীতম্। যথা—

ময়-জগৎকর্তৃত্বের পূর্ণতা সিদ্ধ হওয়ায় (জীব ও ঈশ্বরের) বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইল[4]। সত্যাদি-পদদ্বয়ে (অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ও আনন্দনিধি—এই পদদ্বয়ে ভগবদ্ভজনের) পরমপুরুষার্থতা বুঝিতে হইবে। ইতি। ২য় স্কন্ধের ১ম অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি॥

ইহার পরবর্তী অধ্যায়েও তদ্রূপ উক্ত হয়—

"যাবৎকাল পর ও অবরের কারণ বিশ্বনিয়ন্তা দ্রষ্টাপুরুষে ভক্তিযোগ না হয় তাবৎকাল কর্মানুষ্ঠানের পর সেই পুরুষের স্থূলরূপ অর্থাৎ বৈরাজরূপ সমাহিতভাবে স্মরণ করিবে"। ২৭॥

১ ভা. ২. ২. ৮

২ ভা. ২. ২. ১৫

৩ ভা. ২. ২. ২২

৪ স্বপ্নে যে রথাদি দৃষ্ট হয়—উহার কর্তা জীব অথবা ঈশ্বর—এই সংশয় অবলম্বন করিয়া বেদান্ত দর্শনের ৩. ২. ১ সূত্রে পূর্বপক্ষপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে স্বপ্নদ্রষ্টা জীবই ঐ রথাদিবস্তুর কল্পয়িতা। পরবর্তী সিদ্ধান্তসূত্রে উক্ত মত খণ্ডন করিয়া বলা হইয়াছে—স্বপ্নে যে রথাদির সৃষ্টি উহা মায়ামাত্র। উহাতে জীবের কোন কর্তৃত্ব নাই; কিন্তু জীবের সঙ্কল্প দ্বারা ঈশ্বরেরই কর্তৃত্ব।

তথৈব চ 'যচ্ছ্রোতব্যম্'[১] ইত্যাদিনা প্রশ্নস্যোত্তরত্বেনোপসংহরতি—

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥ ৩০ ॥

[ভা. ২. ২. ৩৪]

চকারাৎ পাদসেবাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে। অনন্তরঞ্চ শ্রবণাদিফলং যদ্দর্শিতং তত্তূদাহৃতম্—

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥

[ভা. ২. ২. ৩৭.]

ইতি। অত্র পুনন্তীত্যনেন পূর্বোক্তঃ স্থূলধারণামার্গঃ পরিহৃতঃ। ভক্তিযোগস্যৈব স্বতঃপাবনত্বাদলং তৎপ্রয়াসেনেতি। ২॥২। শ্রীশুকঃ ॥

'কিসে বিধান করা হয়, কিসে প্রকাশ করা হয়, কিসে অনুবাদ করিয়া বিকল্প করা হয়—(বেদের) এই তাৎপর্য লোকে আমা ভিন্ন অন্য কেহ জানে না।'

'যাহা শ্রবণীয়'—ইত্যাদি (শ্লোকে) যে প্রশ্ন (উত্থাপিত) হইয়াছে তাহার উত্তরে উপসংহার করিয়া বলিলেন—

"হে রাজন্, ভগবান্ হরি সর্বস্থানে সর্বকালে সর্বাত্মরূপে (অনন্যচিত্তে) মনুষ্যের শ্রবণীয়, কীর্তনীয় এবং স্মরণীয়"[২]। ৩০ ॥

এবং-বাচক 'চ' শব্দ থাকায় পাদসেবাদিও গৃহীত হইল। শ্রবণাদির ফল যাহা দর্শিত হইয়াছে অনন্তর তাহাই উদাহৃত হইতেছে—

'ভগবান্ সাধুগণের আত্মা (অর্থাৎ প্রাণেশ্বর)। তাঁহার কথামৃত যাঁহারা কর্ণপুট ভরিয়া পান করেন তাঁহারা বিষয়দূষিত চিত্তকে পবিত্র করেন এবং তাঁহার চরণপদ্মের সান্নিধ্যলাভ করেন।'

'পবিত্র করেন'—এই (উল্লেখ থাকায়) যে স্থূল ধারণামার্গ পূর্বে উক্ত হইয়াছে তাহা পরিত্যক্ত হইল। ভক্তিযোগ স্বতই (চিত্ত) পবিত্র করে বলিয়া উহার জন্য (স্থূল ধারণায়) কষ্টস্বীকারের কি প্রয়োজন? ইতি। ২য় স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে শ্রীশুকের (উক্তি)।

১ ভা. ১. ১৯. ৩৮

২ গৃহী প্রভৃতি বহির্মুখ জন যে সকল সাংসারিক ফল কামনা করে তাহার সাধন অনেক এবং তত্তদ্বিষয়ে শ্রোতব্য বস্তুও বহু। কিন্তু ভাগবৎসাম্মুখ্যরূপ ভক্তির সাধন বহু নহে—মাত্র নামলীলাদি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ।

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥ ৪৩॥

অশ্মবৎ সারো বলং কাঠিন্যং যস্য। বিক্রিয়ালক্ষণমথেতি। যদা তদ্বিকারো ভবেত্তদা নেত্রাদৌ জলাদিকং ভবতীত্যর্থঃ। ইদমেবান্বয়েন শ্রীমতা রাজ্ঞা দৃঢ়ীকরিষ্যতে—"সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে"[১] ইত্যাদিভ্যাম্। তদেবং শ্রীশুকবাক্যারম্ভাধ্যায় এবাভিধেয়ত্বেন শ্রীভক্তিরেব লব্ধা।

পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ অথবা কিরীট দ্বারা সেবিত হইলেও। (এই শ্লোকে 'কঙ্কণৌ বা') —এখানে যে 'বা' শব্দ আছে তাহা 'অপি' শব্দের 'হইলেও'—এই অর্থে (প্রয়োগ হইয়াছে)।

"যে দুই নয়ন বিষ্ণুব মূর্তি দর্শন করে না, সেই নয়নদ্বয় ময়ূবপুচ্ছ সদৃশ। (অর্থাৎ ময়ূব পুচ্ছে যে নয়নাকার চিহ্ন আছে, তাহার দ্বাবা কিছুই দেখা যায় না—তদ্রূপ ভগবানের মূর্তি দর্শন যে চক্ষু করে না সে বৃথা।) আর যে পদদ্বয় হরিব ক্ষেত্রে গমন করে না, সেই পদদ্বয় বৃক্ষের ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে"। ৩৮॥

বৃক্ষ-জন্মভাক্—ইহার অর্থ বৃক্ষমূলতুল্য[২]।

"যে মনুষ্য কখনও ভগবদ্ভক্তের চরণ-রেণু না ধারণা করে, সে জীবদ্দশাতেই শবতুল্য। আর যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর পাদলগ্ন তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া অভিনন্দন করে না, সে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেও মৃততুল্য"। ৩৯॥

শ্রীবিষ্ণুপদীর অর্থাৎ বিষ্ণুচরণ লগ্না তুলসীর[৩]।

---

১ সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎকর্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ॥
শিরশ্চ তস্যোভয়লিঙ্গমানমেত্তদেব যৎপশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্॥
(ভা. ১০. ৮০. ৩-৪)

অর্থ—সেই বাক্যকেই বাক্য বলে যাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গুণ গৃহীত হয়। সেই হস্তকেই হস্ত বলে যে হস্ত শ্রীকৃষ্ণের কর্ম করে। সেই মনকে মন বলি যাহা দ্বারা স্থাবরজঙ্গমে বিদ্যমান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা হয়। যে কর্ণ তাঁহার পুণ্যকথা শ্রবণ করে সেই কর্ণই কর্ণ। যে মস্তক তাঁহার স্থাবর জঙ্গম উভয় অবলম্বনকে নমস্কার করে সেই মস্তকই মস্তক। যে চক্ষুদ্বারা তদীয় মূর্তিকে দর্শন করা যায় সেই চক্ষুই চক্ষু। যে অঙ্গদ্বারা শ্রীবিষ্ণু অথবা তদীয় ভক্তগণের পাদোদক নিত্য সেবিত হয়, সেই অঙ্গই অঙ্গ।

২ তাৎপর্য—লোকে যেমন বৃক্ষমূল কর্তন করে তেমন যমদূতগণ কুঠারের দ্বারা তাহার পদদ্বয়কে ছেদন করিবে।

৩ তাৎপর্য—বিষ্ণুর চরণে লগ্ন থাকে বলিয়া তুলসীর নাম বিষ্ণুপদী। সন্দর্ভকার তজ্জন্যই বিষ্ণুপদী শব্দের অর্থ করিলেন বিষ্ণুচরণলগ্না।

নম্বন্যেঽপি দেবাস্তত্রোপাস্যত্বেনাভিধীয়ন্তে ? সত্যং তেঽপি নারায়ণাঙ্গপ্রভবত্বেনৈব তথা বর্ণ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যেঽপি তদাশ্রয়া লোকাস্তৎপদপ্রাপ্তিহেতবোঽন্যে মখাশ্চ তে তৎপরা এব তদানন্দাংশাভাসরূপত্বাত্তৎসাধনত্বাচ্চেতি ভাবঃ। তথা যোগোঽষ্টাঙ্গঃ সাংখ্যঞ্চ। তৎসাধ্যং তপশ্চিত্তৈকাগ্র্যম্। তৎসাধ্যং ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ তৎপরং, তদীয়সামান্যাকারপ্রকাশত্বাত্তজ্জ্ঞানস্য। যোগতপসোস্তৎসাধনত্বাচ্চেতি ভাবঃ। কিং বহুনা ? গতিস্তৎপ্রাপ্যং ব্রহ্মাপি তৎপরা, তদীয়সামান্যাকারপ্রকাশত্বেন তদধীনাবির্ভাবত্বাৎ। তদুক্তং শ্রীমৎস্যদেবেন সত্যব্রতং প্রতি—

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতিশব্দিতম্।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥

[ভা. ৮. ২৪. ৩৮]

ইতি। ২।৫। শ্রীব্রহ্মা নারদম্ ॥

ভগবানেব স্থূল রূপ (বিষয়ে) মনের ধারণা কীর্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থূল ধারণা দ্বারা মন জিত হইলে সর্ব-সাক্ষিস্বরূপ সর্বেশ্বর বিষ্ণুতে মন ধার্য হইবে—ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মুনি (শ্রীশুকদেবের) মুখ হইতে বিষ্ণুভক্তির বিশিষ্টতা শ্রবণ করিয়া রাজা (পরীক্ষিতের) ভক্তির উদ্রেক ও ভগবৎকার্য শ্রবণে যে আদর হইয়াছিল তাহাই কথিত হইয়াছে। এই পর্যন্ত টীকা। ইতি। ২য় স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে শ্রীশৌনকের উক্তি ॥

শ্রীব্রহ্মানারদ সংবাদেও উক্ত হয়—

"হে বৎস! তুমি দয়াবান্ (এবং) তোমার সন্দেহ সম্যক্ প্রযুক্ত। কেননা (উক্ত) সন্দেহ আমাকে ভগবদ্বীর্যপ্রকাশনের নিমিত্ত প্রবৃত্ত করিতেছে"। ৪১ ॥

ইহার পরেও সর্ব শাস্ত্র সমন্বয় করিয়া বলিয়াছেন যে "বেদসকল নারায়ণপর"। ৪২ ॥ ইত্যাদি। শ্রীনারায়ণ উপাস্যরূপে পর অর্থাৎ তাৎপর্যবিষয় যাহাদের সেই বেদসকল। আচ্ছা, অন্যদেবতা তো সেই বেদে উপাস্য বলিয়া উক্ত আছেন ? (তদুত্তরে বলিতেছেন)—তাহা সত্য, কিন্তু তাঁহারাও নারায়ণের অঙ্গ হইতেই জাত এবং এই কারণেই সেই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যে (স্বর্গাদি) লোকসকল থাকে তাঁহারা তৎপদপ্রাপ্তির হেতু। অপর, যজ্ঞসকলও নারায়ণপর। কারণ যজ্ঞ নারায়ণের আনন্দাংশের আভাস রূপ ও নারায়ণের সাধনরূপ। তেমনি অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্য জ্ঞান। তৎসাধ্য অর্থে তাহার সাধ্য অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ-

ইহার অর্থ—বেদ সকল নারায়ণপর অর্থাৎ নারায়ণকেই প্রতিপাদন করে। নারায়ণের অঙ্গ হইতে দেবতাসকল জাত হইয়াছেন। স্বর্গাদি লোকসকল নারায়ণপর অর্থাৎ তাঁহারই আনন্দের অংশ। যজ্ঞসকল নারায়ণপর। যোগসকল নারায়ণপর, তপস্যা নারায়ণপর, তপস্যাসাধ্য জ্ঞান নারায়ণপর, জ্ঞানসাধ্য মুক্তিও নারায়ণপর।

পানেন তে দেবকথাসুধায়াঃ প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ॥
তথাপরে চাত্মসমাধিযোগ-বলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাম্।
ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি তেষাং শ্রমঃ স্যান্ন তু সেবয়া তে ॥ ৪৪ ॥

[ভা. ৩. ৫. ৪৪-৪৫]

অকুণ্ঠধিষ্ণ্যং বৈকুণ্ঠলোকমিতি।

টীকা—বিশদাশয়াঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবাঃ সেবৈকপুরুষার্থাঃ। অপরে মোক্ষমাত্রকামাঃ। তন্মাত্রপুরুষার্থেঽপি তেষাং শ্রমঃ স্যাৎ। যে তু সেবৈকপুরুষার্থাস্তেষাং সেবয়া শ্রমো ন স্যাৎ। সদৈব সেবয়া পরমানন্দমনুভবতামানুষঙ্গিকতয়া মোক্ষশ্চ স্যাদিত্যর্থঃ।

৩।৫। অজানজদেবাঃ শ্রীপরমাত্মানম্ ॥

অত এব স্বয়ং তৎ শ্লাঘতে—

সংসেবনীয়ো বত পূরুবংশো যল্লোকপালো ভগবৎপ্রধানঃ।
বভূবিথেহাজিতকীর্তিমালাং পদে পদে নূতনয়স্যভীক্ষ্ণম্ ॥ ৪৫ ॥

[ভা. ৩. ৮. ১]

তস্মাৎ কথোপলক্ষিতা ভক্তিরেব পরং শ্রেয় ইতি ভাবঃ। ৩।৮। শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥

শ্রীকাপিলেয়েঽপি[১] যথাহ—

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥ ৪৬ ॥

[ভা. ৩. ২৫. ১৮]

ব্রহ্মসিদ্ধিঃ পরতত্ত্বাবির্ভাবঃ।

ভগবান্ ও পরমাত্মার আবির্ভাব রূপ তত্ত্ব—তৎসহ।

ইতি। ৩য় স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে বিদুর শ্রীমৈত্রেয়কে (ইহা বলিয়াছেন) ॥

এই বিষয়ে অজানজদেব স্তুতিভঙ্গীতে তাহার উত্তর দিয়াছেন—

"হে দেব! তোমার কথারূপ সুধাপানে যাঁহাদের ভক্তি প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং ঐ ভক্তি বৃদ্ধি হেতু যাঁহাদের অন্তঃকরণ নির্মল হয়, তাঁহারা বৈরাগ্যপ্রভব জ্ঞান লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হন। অন্যান্য ধীর ব্যক্তিরা মনঃস্থৈর্যরূপ যোগ দ্বারা বলবতী প্রকৃতিকে জয় করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হন সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগকে ইহাতে অতিশয় পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু সেবা দ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হইলে পরিশ্রম হয় না।" ৪৪ ॥

১ 'শ্রীকপিলদেবযোগেঽপি'—হস্তলিখিত পুস্তকে।

[ভক্তিসাফল্যার্থং জ্ঞানোপদেশঃ]

অতো যচ্চ জ্ঞানমুপদিষ্টং তদপি তদুপদেশাব্যর্থতাসম্পাদনেচ্ছামাত্রেণানুষ্ঠীয়মানং, তেন ভক্তিরসাদেব কৃতমিত্যাহ—

সনৎকুমারো ভগবান্ যদাহাধ্যাত্মিকং পরম্ ।
যোগং তেনৈব পুরুষমভজৎ পুরুষর্ষভঃ ॥
ভগবদ্ধর্ম্মিণঃ সাধোঃ শ্রদ্ধয়া যততঃ সদা ।
ভক্তির্ভগবতি ব্রহ্মণ্যনন্যবিষয়াভবৎ ॥ ৪৯ ॥

[ভা. ৪. ২৩. ৭]

তেনৈব দ্বারীকৃতেন । ৪॥২৩ । শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥

শ্রীরুদ্রগীতেঽপি—

ইদং জপত ভদ্রং বো বিশুদ্ধা নৃপনন্দনাঃ ।
স্বধর্মমনুতিষ্ঠন্তো ভগবত্যর্পিতাশয়াঃ ॥
তমেবাত্মানমাত্মস্থং সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ।
পূজয়ধ্বং গৃণন্তশ্চ ধ্যায়ন্তশ্চাসকৃদ্ধরিম্ ॥ ৫০ ॥

[ভা. ৪. ২৪. ৬৪-৬৫]

সমান প্রাপ্য যে দুইটী পথ[১] তাহার একটি দুর্গম—এই কথা বলায় অন্য পথের অভিধেয়ত্ব আপনা আপনি সিদ্ধ হইতেছে। এই (শ্লোকে) 'উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন'—এই পদের অর্থ এই যে জ্ঞানিগণ সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার বাসনা করেন মাত্র কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন না, (কিন্তু ভক্তগণ অনায়াসে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হন)। ইতি। ৪র্থ স্কন্ধের ২২তম অধ্যায়ে শ্রীপৃথুরাজের প্রতি শ্রীসনৎকুমারের উক্তি ॥

[ভক্তির সফলতার জন্যই জ্ঞানের উপদেশ]

জ্ঞানের যে উপদেশ উহা ভক্তির অভিধেয়ত্ব বিষয়ে সফলতা সম্পাদন ইচ্ছায় ভক্তিরসহেতুরূপে পৃথুরাজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে[২]—

"ভগবান্ সনৎকুমার যে আধ্যাত্মিক যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা পুরুষশ্রেষ্ঠ (পৃথুরাজ) পরমপুরুষ ভগবানের ভজন করিয়াছিলেন। সাধু ভগবদ্ ধর্মনিষ্ঠ পৃথুরাজ শ্রদ্ধাসহ

১ জ্ঞান ও ভক্তি—এই উভয় পথেই এক বস্তুকে পাওয়া যায়, কিন্তু জ্ঞানপথ বড় দুর্গম ও ক্লেশবহুল। সুতরাং ভক্তিপথই যে অভিধেয় বা প্রাপ্তির পক্ষে সুসাধন—তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

২ তাৎপর্য—জ্ঞানের যে উপদেশ, ইহা দ্বারা ভক্তিরসেরই উৎকর্ষ হইবে। এই কারণেই পৃথুরাজ তদ্রূপ উপদেশের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহাই পরবর্তী শ্লোক দ্বারা দেখাইতেছেন। নচেৎ ভক্তিই যখন অভিধেয় তখন জ্ঞানের উপদেশ কেন ?—এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

শুক্রসম্বন্ধি জন্ম বিশুদ্ধ-মাতাপিতৃভ্যামুৎপত্তিঃ। সাবিত্রমুপনয়নেন। যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া। ইন্দ্রিয়রাধসা তৎপাটবেন। অত্র সাংখ্যেন দেহাদি-ব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানমাত্রেণেতি টীকা।

অথ শ্রেয়সামিত্যাদিটীকা চ—নন্বেষাং নানাফলসাধনানাং হরিসেবনাভাব-মাত্রেণ কুতো বৈয়র্থ্যম্? তত্রাহ—শ্রেয়সাং ফলানামাত্মৈবাবধিঃ পরা কাষ্ঠা। অর্থতঃ পরমার্থত আত্মার্থত্বেনৈবান্যেষাং প্রিয়ত্বাদিত্যর্থঃ। ভবত্বাত্মাবধিঃ, হরেঃ কিমায়াতম্? তত্রাহ—সর্ব্বেষামপীতি। আত্মদশ্চ অবিদ্যানিরাসেন স্বরূপাভিব্যঞ্জকঃ। ঐশ্বর্য্যেণাপি রূপেণ বলিপ্রভৃতিভ্য ইব আত্মপ্রদঃ, প্রিয়শ্চ পরমানন্দরূপত্বাদিত্যেষা।

অর্থে বার বার অর্থাৎ এক পূজা সমাপ্তি হইলেই অন্য পূজা আরম্ভ কর্তব্য, কিন্তু কর্মাদির আগ্রহের জন্য বিরাম কর্তব্য নয়—ইহাই অর্থ। ইতি। ৪র্থ স্কন্ধে ২৪তম অধ্যায়ে প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীরুদ্রের উক্তি॥

অন্বয় ও ব্যতিরেক উক্তি দ্বারা দেবর্ষি নারদও ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

"মনুষ্যগণের সেই জন্মই জন্ম, সেই সকল কর্মই কর্ম, সেই পরমায়ুই পরমায়ুঃ, সেই মনই মনঃ ও সেই বাক্যই বাক্য, যাহা দ্বারা বিশ্বাত্মা হরির সেবা করা হয়। শুক্রশোণিত-সংযোগ, উপনয়নসংস্কার ও দীক্ষা গ্রহণ—এই তিন প্রকারে মানুষের ত্রিবিধ জন্ম হয়। হরিসেবা যে না করে তাহার এই জন্মত্রয়ে কি ফল? হরিসেবা যে না করে তাহার বেদোক্ত কর্ম সকলেই বা কি উপকার? দেবতার তুল্য দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিয়াই বা কি লাভ? হরিসেবা ব্যতীত বেদশ্রবণ, তপস্যা, বাগ্‌বিলাস, চিত্তবৃত্তি (নানাশাস্ত্রার্থজ্ঞান সামর্থ্য)—এই সকলেই বা কি ফল? নিপুণবুদ্ধি, বল ও ইন্দ্রিয়ের পটুতাতেই বা লাভ কি? যেখানে আত্মপ্রদ হরি নাই, সেখানে প্রাণায়ামাদি যোগ, সাংখ্য (অর্থাৎ দেহাদি হইতে আত্মা পৃথক্ ইত্যাকার জ্ঞান) ও সন্ন্যাস এবং বেদাধ্যয়ন—এই সকলে কি ফল? আর অন্যান্য মঙ্গলসাধনকর ব্রত ও বৈরাগ্যা-দিতেই বা কি ফল হইবে? কর্ম সকল নানা ফল দেয় বটে কিন্তু সেই সকল ফলের আত্মাই বাস্তবিক সীমা। কারণ অন্য যাবতীয় বস্তু আত্মার নিমিত্তই প্রিয়। সকল জীবের আত্মাই হরি, তিনি আত্মপ্রদ অর্থাৎ অবিদ্যানাশ পূর্বক নিজস্বরূপকে প্রকাশ করেন, এবং তিনি পরমানন্দস্বরূপ, সুতরাং প্রিয়"। ৫১॥

'শুক্রসম্বন্ধি জন্ম' অর্থে বিশুদ্ধ মাতা পিতা হইতে উৎপত্তি, উপনয়নের দ্বারা সাবিত্র জন্ম, দীক্ষা দ্বারা যাজ্ঞিক জন্ম। ইন্দ্রিয়ারাধনা অর্থে ইন্দ্রিয়ের পটুতা—তদ্দ্বারা। এখানে যে সাংখ্য শব্দ আছে তাহার অর্থ দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান মাত্র—ইহাই টীকা।

'অনন্তর শ্রেয়ঃ সকলের'—ইত্যাদির টীকা—আচ্ছা কেবল হরিসেবার অভাবে নানাফলপ্রদ সাধনসমূহের ব্যর্থতা কি জন্য? তদুত্তরে বলিলেন—আত্মাই মঙ্গল ফলের সীমা অর্থাৎ পরা কাষ্ঠা। 'অর্থহেতু' বলিতে পরমার্থহেতু, আত্মার প্রয়োজনেই উহা অন্যের প্রিয়ত্বের

[ভগবৎপূজনে দেবাদীনামপি পূজনম্]

কিঞ্চ।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥৫২॥

[ভা. ৪. ৩১. ১২]

টীকা চ—নানাকর্মভিস্তত্তদ্দেবতাপ্রীতিনিমিত্তান্যপি ফলানি হরিপ্রীত্যা ভবন্তি, কেবলতত্তদ্দেবতারাধনেন তু ন কিঞ্চিদিতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেত্যাদিনা।

৪॥৩১। শ্রীনারদঃ প্রচেতসঃ ॥

শ্রীঋষভদেবকৃতস্বপুত্রশিক্ষণেঽপি—'যে বা ময়ীশে'[1] ইত্যাদিকং 'মত্তোঽপ্যনন্তাৎ'[2] ইত্যাদিকঞ্চাগ্রে দর্শনীয়ম্। ব্রাহ্মণরহূগণসংবাদান্তেঽপীদমস্তি—

রহূগণ ত্বমপি হ্যধ্বনোঽস্য
সংন্যস্তদণ্ডঃ কৃতভূতমৈত্রঃ।
অসজ্জিতাত্মা হরিসেবয়াশিতং
জ্ঞানাসিমাদায় তরাতিপারম্ ॥ ৫৩ ॥

ভা. ৫. ১৩. ২০]

[ভগবৎ পূজায় দেবতাগণেরও পূজা সাধিত হয়]

অপর—

"যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখা প্রভৃতি পুষ্ট হয়, (মূল সেচন না করিয়া তাহার এক শাখায় বা কোন অঙ্গে জল সেচন করিলে যেমন কিছুই হয় না) প্রাণের উপহার অর্থাৎ ভোজন দ্বারা যেমন সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, তেমনি ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনাতেই সকলের আরাধনা সাধিত হয়"। ৫২ ॥

টীকা—নানা কর্মের দ্বারা সেই সেই দেবতার প্রীতির নিমিত্ত ফলসকলও হরির প্রীতির

মৈত্রেয়ি! কোন পত্নীই পতির প্রীতির জন্য পতিকে ভালবাসে না, কেবল আত্মপ্রীতির জন্যই পতিকে ভালবাসে।' কেহ অপরের প্রীতির জন্য অপরকে ভাল বাসে না। এই প্রকার ধন জন গৃহ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু আত্মতৃপ্তির সহায়তা করে বলিয়াই তাহারা প্রিয়; আত্মা স্বভাবতই প্রিয়।

১ ভা. ৫. ৫. ৩

২ ভা. ৫. ৫. ২৫

জ্ঞানমত্র ভক্ত্যাশ্রয়মেব। তথোক্তমেতদনন্তরং শ্রীরহূগণেনৈব—

অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং
কিং জন্মভিরপরৈরপ্যমুষ্মিন্।
ন যদ্ধৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং
মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ॥
ন হ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জরেণুভি-
র্হতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা।
মৌহূর্তিকাদ্ যস্য সমাগমাচ্চ মে
দুস্তর্কমূলোপহতো বিবেকঃ।
[ভা. ৫. ১৩. ২২-২৩]

ইতি। ৫॥১৩। স্পষ্টম্। শ্রীব্রাহ্মণো রহূগণম্॥

তথা চিত্রকেতুং প্রতি শ্রীসঙ্কর্ষণোপদেশান্তেঽপি 'দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভিঃ'[1] ইত্যাদৌ 'মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেদ্' ইত্যগ্রত উদাহার্যম্।

দ্বারা লাভ হয়, কিন্তু কেবল সেই সেই দেবতার আরাধনায় কিছুমাত্র ফল হয় না। ইহা দৃষ্টান্ত উল্লেখে 'যেমন'—ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা বলিলেন।

ইতি। ৪র্থ স্কন্ধে ৩১তম অধ্যায়ে প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীনারদেব উক্তি॥

ঋষভদেবের নিজপুত্র শিক্ষাতেও (বলা হইয়াছে)—'যাহারা আমাতে (অর্থাৎ ঈশ্বরে সুহৃদ্ভাব করে)' ইত্যাদি এবং 'অন্তহীন আমা হইতে (যাহারা স্বর্গাদি কিছুমাত্র প্রার্থনা করে না)'—ইত্যাদিও অগ্রে দেখান হইবে।

ব্রাহ্মণ (জড়ভরত) ও রহূগণ সংবাদের শেষেও ইহাই আছে ; যথা—

"অহে রহূগণ, তুমি মায়া কর্তৃক সংসাররূপ বনপথে স্থাপিত হইয়া আছ। অতএব রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক সকল প্রাণীর সহিত মিত্রতা কর। এবং বিষয়ে অনাসক্ত-চিত্ত হইয়া হরিসেবা দ্বারা শাণিত জ্ঞানরূপ অসি গ্রহণ করিয়া অতি দুস্তর সংসার পথ উত্তীর্ণ হও"। ৫৩॥

এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হইল তাহা ভক্ত্যাশ্রিত। ইহার পর শ্রীরহূগণ তাহাই বলিয়াছেন—

'অহো! হে ব্রহ্মন্! সকল জন্ম হইতে মনুষ্য জন্ম শ্রেষ্ঠ। স্বর্গ লোকে দেবজন্মেরই বা

১ 'দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভির্নির্মুক্তঃ স্বেন তেজসা।
জ্ঞানবিজ্ঞানসংতৃপ্তো মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ'॥ [ভা. ৬. ১৬. ৫৭]

অর্থাৎ বিবেক বলে দৃষ্ট (ঐহিক) ও শ্রুত (পারলৌকিক) বিষয়ে বিমুক্ত হইয়া জ্ঞান (শাস্ত্রজ্ঞান) ও বিজ্ঞান (অনুভব) দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া মানুষ আমার ভক্ত হয়।

ইক্ষা আত্মবিদ্যা। তদেতৎ সর্বং নিগমস্যার্থজাতং স্বসুহৃদঃ স্বান্তর্যামিনঃ পরমস্য পুংসস্তস্মৈ স্বাত্মার্পণসাধনঞ্চেত্তর্হি সত্যং মন্যে সত্যফলত্বাৎ। যদ্বা সত্যমর্থক্রিয়াকারকং সফলমিতি যাবৎ। অন্যথা ধর্মাদীনাং নিষ্ফলত্বমেবেতি ভাবঃ[1]। ৭ ॥ ৬। শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুরবালকান্ ॥

অগ্রে চ—

তত্রোপায়সহস্রাণাময়ং ভগবতোদিতঃ।
যদীশ্বরে ভগবতি যথা যৈরঞ্জসা রতিঃ ॥ ৫৬ ॥

[ভা. ৭. ৭. ২৪]

তত্র পূর্বোক্তে ত্রিগুণাত্মককর্মণাং বীজনির্হরণেঽপ্যুপায়সহস্রাণাং মধ্য অয়মেব উপায়ো ভগবতা শ্রীনারদেন মাং প্রত্যুপদিষ্টঃ। যৈরুপায়সহস্রৈঃ সিদ্ধাদ্ যদ্ যস্মাদুপায়াদ্ যথা যথাবদীশ্বরে ভগবতি অঞ্জসা ব্যবধানানন্তরং বিনৈব রতিঃ প্রীতির্ভবতি। অতঃ কর্মবীজনির্হরণমপি তস্যানুষঙ্গিকমেব ফলমিতি ভাবঃ।

'ঈক্ষা' বলিতে আত্মবিদ্যা, পূর্বকথিত বিষয় সকলই, স্বসুহৃদ্ অর্থাৎ নিজের অন্তর্যামী যে পরম পুরুষ—তাঁহাতে স্বীয় আত্মার অর্পণ বিষয়ে যদি সাধন হয় তবেই সত্য বলিয়া মানি। যেহেতু তাহা সত্য ফল প্রদান করে।[2] অথবা 'সত্য' অর্থে অর্থক্রিয়া কারক, অতএব সফল—ইহাই অর্থ। অন্যথা ধর্মাদির নিষ্ফলত্বই হইবে—ইহাই ভাবার্থ। ইতি। ৭ম স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে অসুর বালকগণের প্রতি (উক্তি) ॥

অগ্রেও[3] (পরেও বলিয়াছেন)—

"অজ্ঞানের বীজনাশবিষয়ে সহস্র সহস্র উপায় থাকিলেও যথাবিধ ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা সাক্ষাৎ ভগবদ্ বিষয়ে রতি হয়। ইহা ভগবান্ নারদ আমার প্রতি উপদেশ করিয়াছিলেন"। ৫৬ ॥

পূর্বোক্ত (সত্ত্বরজস্তমঃ—এই) ত্রিগুণাত্মক কর্মসকলের বীজনাশের সহস্র উপায় মধ্যে এই উপায়ই ভগবান্ নারদ কর্তৃক আমার প্রতি উপদিষ্ট হইয়াছিল। উপায় সহস্র দ্বারা সিদ্ধ যে উপায় হইতে যথাবৎ ঈশ্বর ভগবানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ ব্যবধান ব্যতীত প্রীতি হয় (তাহারই উল্লেখ হইতেছে)। কর্মের বীজনাশ তাহার আনুষঙ্গিক ফল—ইহাই অভিপ্রায়।

১ 'যদ্বা' হইতে 'ভাবঃ' পর্যন্ত পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

২ শ্রীপ্রহ্লাদ অসুর বালকগণকে বলিয়াছেন—কোন সাধনের অনুষ্ঠান কর না কেন, তাহা যদি ভগবানে সমর্পণের নিমিত্ত হয় তবেই তাহা সত্য, অন্যথা ধর্মার্থাদির জন্য অনুষ্ঠিত হইলে তাহা অসত্য।

৩ শাস্ত্রে বৃদ্ধব্যবহার হেতু এখানে অগ্রে বলিতে পরেই বুঝিতে হইবে।

[ভক্ত্যৈব স্বতো মনোনিরোধঃ]

নমু তথাপি মনোনিরোধরূপেণ যোগাভ্যাসেন ভক্তিকৈবল্যব্যভিচারঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য ভক্ত্যৈব ক্রিয়মাণয়া তদাসক্তত্বেন স্বত এব মনোনিরোধোঽপি স্যাদিতি।

তস্মাত্রস্থোপায়মাহ দ্বিতীয়েন—

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ৬১ ॥

[ভা. ১১. ২. ৩৭]

কল্পিত হয় মাত্র। স্বপ্ন এবং মনোরথ (বাসনা) যে প্রকার সেই প্রকারে—ইহাই অর্থ। অতএব কর্মসকলের সংকল্প ও বিকল্প করে যে মন তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। তাহা হইলে অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা ভজনহেতু অভয় হইবে—ইহাই ভাবার্থ[১]।

[ভক্তির দ্বারা স্বতই মনোবৃত্তির নিরোধ হয়]

আচ্ছা তাহা হইলে মনোনিরোধরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা ভক্তির কেবলতা নাশ হইল[২], এই আশঙ্কা করিয়া বলিলেন—ভক্তি করিলে ভগবানে আসক্তি হেতু স্বতই মনোনিরোধ হইবে—(তজ্জন্য আর পৃথক্ চেষ্টা যোগাদির অভ্যাস করিতে হইবে না)।

---

১ তাৎপর্য—আমার নিকট ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি কিছুই নাই কিন্তু আমি স্বপ্নে ব্যাঘ্র ভল্লুক দেখিতে পাই বা মনোরথে রাজা বা মহারাজ হই—তদ্রূপ এই দ্বৈতমায়াপ্রপঞ্চ কিছুই নহে কিন্তু অবিদ্যা ইহাকে সত্য বলিয়া প্রতীতি করাইতেছে। অতএব যে মন কর্মসকলকে সংকল্প ও বিকল্প বৃত্তিদ্বারা আচ্ছন্ন করে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। মনের নিরোধ হইলেই অব্যভিচারিণী ভক্তি হইবে। তখন ভগবদ্ ভজন হইতে অভয় আসিবে; দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত ভয় থাকিবে না।

শাস্ত্রকারেরা এক অন্তঃকরণে বিষয়ভেদে চারি প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন।

'মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।' [বেদান্ত পরিভাষা, প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ পৃঃ ৭৬]
'এটা এই কি নয়'—এই প্রকার অন্তঃকরণের বৃত্তিকে মন বলে। 'সংশয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তির্মনঃ।'
'এটা ইহাই' এই প্রকার অন্তঃকরণের বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে। 'নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তির্বুদ্ধিঃ।'
'আমিই' ইত্যাকার অন্তঃকরণ বৃত্তিকে গর্ব বলে। 'গর্বাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিরহঙ্কারঃ।'
যাহাতে স্মরণ হয় তাহাকে চিত্ত বলে—'স্মরণাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিশ্চিত্তম্।'

২ অর্থাৎ মনোনিরোধ করিয়া তদনন্তর ভগবান্‌কে ভজন করিবে—ইহা দ্বারা কেবল ভক্তিযোগের দ্বারা যে মনোনিরোধ হয় না, ইহাই বুঝা গেল।

ত্বনভিনিবেশবান্। ঈশ্বরে তন্নিমিত্তমেব তত্রার্পিতং ন তু ফলোদ্দেশেন। নন্নু ফলস্য শ্রুতত্বাৎ কর্মণি কৃতে ফলং ভবেদেব। ন। রোচনার্থেতি কর্মণি রুচ্যুৎপাদনার্থা অগদপানে খণ্ডলড্ডুকাদিবৎ। ততশ্চ কর্মাভিরুচ্যা বেদার্থং সম্যগ্বিচারয়তি। অথ চ—“যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ”[1] ইত্যনেনাব্রহ্মজ্ঞস্য কৃপণতাং, “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্য্যেণ”[2] ইত্যাদিনা যজ্ঞাদীনাং জ্ঞানশেষতাং চাবধার্য নিষ্কামেষু কর্মসু প্রবর্ত্ততে। ততঃ ‘স্বর্গকামো যজেত’ ইত্যাদিভিঃ কামিতস্যৈব স্বর্গাদেঃ ফলত্বেনাবগমাদকামিতোঽসৌ ন ভবতীতি নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিঃ স্বত এব ভবতীতি স্থিতে কিমুত শ্রীমদীশ্বরার্পণেন তৎপ্রসাদে সতীত্যর্থঃ। তদেবং বিলম্বেনৈব নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধের্হেতুমুক্ত্বা, যথা “তরোর্মূলনিষেচনেন”[3] ইতিন্যায়েন সর্বধর্মপর্যাপ্তিহেতুং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিসাধ্যহৃদয়গ্রন্থিভেদনস্যাপি শীঘ্রোপায়ং স্বাতন্ত্র্যেণাহ,—‘য আশু’ ইতি”। য আশু শীঘ্রমেব

বলিলেন—‘নিঃসঙ্গ’ অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভিনিবেশ বিশিষ্ট নহে। (আমি কর্তা ইত্যাকার অভিনিবেশ যাহার নাই) তাহার কর্ম ঈশ্বরের নিমিত্তই, অন্য ফলের উদ্দেশ্য তাহাতে নাই।

(প্রশ্ন)—আচ্ছা যখন (বেদে) ফল শুনা যায় তখন কর্ম করিলে ত' ফল হইবেই।

(উত্তর)—না, (ফল হইবে না)। ঐ কারণেই বলিলেন ‘রুচির নিমিত্ত’ অর্থাৎ (ফলশ্রুতি) কর্মে রুচি উৎপাদনের নিমিত্ত—ঔষধপানে খণ্ডলড্ডুকাদির ন্যায়। সেই হেতু কর্মের অভিরুচির দ্বারা বেদার্থের সম্যক্ বিচার করিতেছেন। অপর, ‘হে গার্গি! যে এই অক্ষর (নির্বিকার) ব্রহ্মকে না জানিয়া (বিষয়সুখকামনা) লইয়া এই লোক হইতে গমন করে সে কৃপণ (দীন)’—এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তির কৃপণতা (দীনতা) দেখাইয়াছেন। এবং ‘সেই ইহাঁকে (বেদান্তের পরমাত্মাকে) ব্রাহ্মণগণ বেদানুবচনরূপ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন’—ইত্যাদি শ্রুতি যজ্ঞাদি যে জ্ঞানের অঙ্গ তাহাই অবধারণ করিয়া নিষ্কাম কর্মে প্রবর্তিত করিয়াছেন। অতএব ‘স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবে’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রার্থিত যে স্বর্গাদি ফল তাহারই প্রাপ্তি হয়; অপ্রার্থিত স্থলে স্বর্গাদি ফল হয় না; এই কারণেই নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি আপনা আপনি হয়। কর্ম ঈশ্বরার্পিত হইলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভে যে সিদ্ধিলাভ হয় সে বিষয় বলিবার কি আছে?[4] কিন্তু উক্ত প্রকারে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধির কারণ বিলম্বে হয় বলিয়া বলিলেন ‘যেমন তরুর মূল সেচনে স্কন্ধশাখা পরিপুষ্ট

১ বৃ. আ. ৩. ৮. ১০

২ বৃ. আ ৪. ৪. ২২

৩ ভা. ৪. ৩১. ১৪

৪ তাৎপর্য—‘স্বর্গকামী ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে’—এই বাক্যে স্বর্গকামনা যে ব্যক্তি করে তাহারই ‘ফল স্বর্গ’ হয়,

ইত্যেতৎপ্রশ্নোত্তরম্—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৬৪ ॥

[ভা. ১১. ৫. ২-৩]

পূর্বং শ্রীদ্রবিড়োপদেশেঽপি দেবকৃতশ্রীনারায়ণস্তুতৌ—

ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্ধ্নি ॥

[ভা. ১১. ৪. ১০]

পরেও নিষেধ মুখে বলিয়াছেন—

(বিদেহ রাজ জিজ্ঞাসা করিলেন)—'হে আত্মজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, যে সকল মনুষ্য প্রায়ই হরির ভজন করে না, সেই অবিজিতাত্মা এবং অশান্তকাম পুরুষগণের কি গতি হইবে ?'

(যোগীন্দ্র) এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—

"পরমপুরুষ ভগবানের মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমের সহিত ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ পৃথক্ গুণানুসারে উৎপন্ন হইয়াছে।[১] সেই চারি বর্ণের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আপনাপন উৎপত্তিক্ষেত্র ঈশ্বরকে ভজন করে না, এবং জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা বর্ণ ও আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়"[২]। ৬৪ ॥

পূর্বে শ্রীদ্রবিড়ের উপদেশে দেবকৃত শ্রীনারায়ণস্তুতিতেও বর্ণিত হইয়াছে—'যাঁহারা তোমার (অর্থাৎ নারায়ণের) সেবা করেন, তাঁহাদের পক্ষেই দেবতাকৃত বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়, কারণ তাঁহারা (দেবতার) নিজস্থান (স্বর্গ) অতিক্রম করিয়া তোমার পরমপদে গমন করিতেছেন। তোমাকে সেবা না করিয়া অন্যের (ইন্দ্রাদির) উদ্দেশ্যে যাহারা যজ্ঞে দেবতাগণের দেবভাগ

১ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু (জঘন) হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। এবং পরমপুরুষের জঘন হইতে গৃহাশ্রম, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য, বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থাশ্রম ও মস্তক হইতে সন্ন্যাসাশ্রম হইয়াছে।

২ 'চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে।'

[চৈ. চ. ২. ২২ পরিচ্ছেদ]

নানৈব বিধিনা বিবিধেন মার্গেন। ১১॥৫॥ শ্রীকরভাজনো বিদেহম্॥

শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদেঽপি—

ত্বন্তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্বিচরস্ব গাম্ ॥৬৬॥

[ভা. ১১. ৭. ৪]

"নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনঃ"[১] ইত্যাদিভিঃ শ্রীমদুদ্ধবস্য সিদ্ধত্বেনৈব প্রসিদ্ধত্বাত্তং লক্ষ্যীকৃত্য তদ্দ্বারান্যেভ্য এবোপদেশোঽয়ম। এবমন্যত্র জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ জহল্লক্ষণয়া ত্বং

"সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে কেশব নানা বর্ণ, নানা নাম ও নানা আকার ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং নানাবিধ উপায়ে কেশব পূজিত হন্"। ৬৫॥

'নানা বিধি' অর্থে বিবিধ পথে। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে বিদেহের প্রতি শ্রীকরভাজনের (উক্তি)॥

শ্রীভগবান ও উদ্ধবসংবাদেও ইহা পাওয়া যায়—যথা—

"হে উদ্ধব, তুমি স্বজন ও বন্ধুসকলে স্নেহশূন্য হইয়া আমাতে (ভগবানে) সম্যক্ প্রকারে মনোনিবেশ করিয়া সমদৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ কর"। ৬৬॥

'উদ্ধব আমা হইতে ন্যূন নয়' ইত্যাদি দ্বারা শ্রীমান্ উদ্ধব যে সিদ্ধ পুরুষ ইহা প্রসিদ্ধি আছে এবং সেই উপলক্ষ্য করিয়া অন্যের প্রতি এই উপদেশ। এই প্রকার অন্য স্থানেও বুঝিতে হইবে। অতএব 'জহল্লক্ষণা'[২] বৃত্তি দ্বারা 'তুমি' অর্থাৎ আমার পথানুগত ভক্তগণ 'বিচরণ কর' অর্থাৎ বিচরণ করুক—ইহাই অর্থ। সমদৃষ্টি অর্থে সমানদর্শী। আমা ব্যতীত অন্য

১ ভা ৩. ৪. ৩১.

২ সাহিত্য দর্পকার জহৎস্বার্থলক্ষণাকে লক্ষণলক্ষণা নামে অভিহিত করিয়াছেন। যথা—

'অর্পণং স্বস্য বাক্যার্থে পদার্থান্বয়সিদ্ধয়ে।
উপলক্ষণহেতুত্বাদেষা লক্ষণলক্ষণা॥' (সা দ. ২. ১১)

অর্থাৎ বাক্যার্থে পদের অর্থাৎ মুখ্যার্থ ভিন্ন অর্থের অন্বয় সিদ্ধির নিমিত্ত স্বকীয় অর্থের পরিত্যাগ সম্পন্ন হয় যে উপলক্ষণে তাহাই লক্ষণলক্ষণা। জহল্লক্ষণা শব্দের অর্থ—'যাহা সম্যক্ প্রকারে স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াছে' অর্থাৎ মুখ্যার্থসম্বন্ধ যেখানে একেবারে নাই। যেমন বক্রোক্তি দ্বারা কেহ বলিল 'তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছ তাহাতে আমি কি বলিব।' এখানে উপকার শব্দ থাকিলেও সে অর্থ বাদ দিয়া অপকারই বুঝাইল। সেই প্রকার এখানে "তুমি বিচরণ কর"—জহল্লক্ষণা বৃত্তি দ্বারা উদ্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া 'তুমি' শব্দে অন্যকে বুঝাইল। অর্থাৎ অন্যই বিচরণ করুক।

যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম
স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য।
লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্
বন্ধ্যাং গিরন্তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ ॥ ৬৯॥

[ভা. ১১. ১১. ২০]

যস্যাং মে জগতঃ শোধকং চরিতং ন স্যাৎ কিন্তদস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদিরূপং তদ্ধেতু-রিত্যর্থস্ততোঽপ্যুৎকৃষ্টতমত্বেন বিমৃশ্যাহ—লীলাবতারেষু ঈপ্সিতং জগতঃ প্রেমাস্পদং শ্রীকৃষ্ণরামাদিজন্ম বা ন স্যাৎ, তাং নিস্ফলাং গিরং বেদলক্ষণামপি ধীরো ধীমান্ ন ধারয়েৎ। তদুক্তং শ্রীনারদেন—"ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা"[১] ইত্যাদি।

অত এব গীতং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা—

শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরি-কথামৃতাৎ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ[২] ॥

"হে উদ্ধব! যে বাক্যে এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-জনক আমার (ভগবানের) বৃত্তান্ত না থাকে অথবা (প্রেম) লীলা-অবতারের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত না হয়, সেই নিষ্ফল বাণী বেদোক্ত হইলেও ধীর ব্যক্তিগণ তাহাকে ধারণ করেন না"। ৬৯॥

যাহাতে জগতের শোধক আমার চরিতকথা না থাকে সেই চরিতকথা কি? না, এই বিশ্বের স্থিতি ইত্যাদি (সৃষ্টি নাশও) তাহার কারণ। ইহা অপেক্ষাও সর্বোৎকৃষ্টরূপে বিচার করিয়া বলিলেন—লীলাবতারে বাঞ্ছিত জগতের প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ ও রাম প্রভৃতির জন্মকথা যাহাতে না থাকে সেই নিষ্ফল বাক্য বেদবর্ণিত হইলেও বুদ্ধিমান্ জন তাহা পোষণ করেন না। তাই শ্রীনারদ বলিয়াছেন—'(লীলাকথাস্বাদনই) পুরুষের তপস্যার ও শাস্ত্র আলোচনার ফল' ইত্যাদি। অতএব কলিযুগপাবনাবতার শ্রীভগবান্ (শ্রীমন্মহাপ্রভু) স্বয়ং শ্রীমুখে কীর্তন করিয়াছেন—

'হরিকথামৃত হইতে উপনিষৎ সম্বন্ধি শ্রবণ বহু দূরে অবস্থিত। যেহেতু উপনিষৎ-সম্বন্ধি কথা শ্রবণে চিত্ত গলিত হইয়া কম্প, অশ্রু ও পুলকাদির উদ্রেক করে না।'

[ভক্তিতেই জ্ঞানসিদ্ধি]

কেবল ভক্তিদ্বারাই জ্ঞান সিদ্ধ হয়—ইহা বলিয়া সেই জ্ঞানমার্গের উপসংহার করিতেছেন।

১ ভা. ১. ৫. ২২

২ 'পুলকোদ্গমাঃ'—হস্ত লিখিত পুস্তকে।

টীকা চ—মদর্পণৈঃ কর্মভির্বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তরঙ্গাং ভক্তিমাহ শ্রদ্ধালুরিতীত্যেষা।

অভিনয়ন্ জন্মকর্মলীলয়োর্মধ্যে যেঽংশা নিজাভীষ্টভাবভক্তিগতাস্তান্ স্বয়মনুকুর্বন্ ভগবদ্গতাং ভক্তান্তরগতাংশ্চ তানন্যদ্বারানুকুর্বন্নিত্যর্থঃ। কিঞ্চ। যো ধর্মো গোদানাদিলক্ষণস্তমপি মদর্থে মদীয়জন্মাদিমহোৎসবাঙ্গত্বেনৈব। যশ্চ কামো মহাপ্রাসাদবাসাদিলক্ষণস্তমপি মদর্থে মদীয়সেবাদ্যর্থে মন্মন্দিরবাসাদিলক্ষণত্বেনৈব। যশ্চার্থো ধনসংগ্রহস্তমপি মদর্থে মৎসেবামাত্রোপযোগিত্বেনৈবাচরন্ সেবমানঃ। মদপাশ্রয়ঃ মদর্থ আশ্রয়ান্তরশূন্যচেতাশ্চ সন্ তামেব কথাশ্রবণাদিলক্ষণাং ভক্তিং ময়ি নিশ্চলাং কালত্রয়েঽপ্যব্যভিচারিণীং লভতে, তৎসুখেন কৈবল্যাদাবপ্যনাদরাৎ। ন চ ভজনীয়স্য চলতয়া বা সা চলিষ্যতীতি মন্তব্যমিত্যাহ সনাতন ইতি।

নন্বেবম্ভূতভক্তিমার্গে প্রবৃত্তির্নিষ্ঠা বা কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্র হেতুমাহ—

সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা ॥ ৭৩ ॥

[ভা. ১১. ১১. ২৫]

ইতি ভক্ত্যা ভক্তিরুচ্যা স ভক্তো মামুপাসিতা ভজমানো ভবতি। তস্য চ ভক্তস্য মদীয়ং ব্রহ্মাকারং ভগবদাকারঞ্চ সর্বমপি স্বরূপবিজ্ঞানমনায়াসেনৈব ভবতীত্যাহ—

টীকা—আমাতে সমর্পিত কর্মের দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্বের অন্তরঙ্গ ভক্তির উল্লেখ হইল। তাই 'শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া' ইত্যাদি শ্লোক। এই পর্যন্ত টীকা।

'অভিনয় করিয়া' অর্থে ভগবানের জন্ম, কর্ম ও লীলার মধ্যে যে সকল অংশ নিজের ভাব অর্থাৎ ভক্তির অন্তর্গত সেই সকল অংশ নিজে অনুকরণ করিয়া ভগবদ্গত বা অন্য ভাবের ভক্তান্তরগত যে লীলা তাহা অন্য দ্বারা বার বার অনুকরণ করাইয়া আর গোদানাদিরূপ যে ধর্ম তাহাও আমার নিমিত্ত অর্থাৎ আমার জন্মাদি মহোৎসবের অঙ্গরূপেই অনুষ্ঠেয়। মহাপ্রাসাদে বাসাদির যে কামনা তাহাও আমার নিমিত্ত অর্থাৎ আমার সেবার জন্য আমার মন্দিরে বাসের ন্যায়। ধন সংগ্রহও আমার নিমিত্ত (অর্থাৎ)—কেবলমাত্র আমার সেবা আবশ্যকতায়। 'আচরণ করিয়া' অর্থে সেবমান হইয়া। মদপাশ্রয় অর্থে আমার নিমিত্ত আশ্রয়ান্তরশূন্য-চিত্ত হইয়া এই মৎকথা-শ্রবণাদিরূপ আমাতে নিশ্চলা অর্থে কালত্রয়েও (ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানেও) অব্যভিচারিণী যে ভক্তি—তাহাই লাভ করে। যেহেতু সেই (ভক্তি-) সুখে কৈবল্যাদি মুক্তিরও অনাদর হয়। ভজনীয় ভগবানের (আবির্ভাব তিরোভাবরূপ) চঞ্চলতা হেতু সেই ভক্তি যে চলিয়া যাইবে—ইহা বিবেচনা করিও না।—তাহাতেই বলিলেন—'সনাতন' (ভগবান্)।

আচ্ছা, এই প্রকার ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তি ও নিষ্ঠা কি প্রকারে হয়? এই আশঙ্কায় (শ্রীভগবান্) ভক্তিমার্গের হেতু বলিয়াছেন—

"সৎসঙ্গলব্ধ ভক্তি দ্বারা সেই ভক্ত আমাকে উপাসনা করিবে"। ৭৩॥

অহৈতুকঃ। অয়মর্থো—ভবতা যো ভক্তিযোগ উক্তঃ, অন্যে চ যানি নিঃশ্রেয়সসাধনানি বদন্তি তেষাং কিং ফলসাধনত্বেন প্রাধান্যমেব সর্বেষামুতাঙ্গাঙ্গিত্বম্। প্রাধান্যেনাপি সর্বেষাং কিং বিকল্পেন তুল্যফলত্বং যদ্বা কশ্চিদ্বিশেষ ইত্যেষা।

অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥ ৭৬ ॥

[ভা. ১১. ১৪. ৩]

টীকা চ—তত্র ভক্তিরেব মহাফলত্বেন মুখ্যা, অন্যানি তু স্ব-স্ব-প্রকৃত্যনুসারেণ খপুষ্পস্থানীয়স্বর্গাদিফলবুদ্ধিভিঃ প্রাণিভিঃ প্রাধান্যেন পরিকল্পিতানি ক্ষুল্লকফলানীতি বিবেক্তুং প্রকৃত্যনুসারেণ বহুধা প্রতিপত্তিমাহ—'কালেনে'তি সপ্তভিঃ। মদাত্মকো ময্যেবাত্মা চিত্তং যেন স ইত্যেষা।

টীকা—'মঙ্গল' অর্থে মঙ্গলের সাধন। বিকল্পে (সকলের) প্রাধান্য অথবা একেরই প্রাধান্য? একের প্রাধান্য বলিবার কারণ তো আপনিই বলিয়াছেন। 'নিরপেক্ষ' অর্থে অহৈতুক (ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত)। ইহাই অর্থ:—আপনি স্বমুখে যে ভক্তিযোগের তাৎপর্য বলিয়াছেন, অন্য সকলেও পরম মঙ্গলের সাধনসমূহ যে বলেন, ফলবিষয়ে তাহারা সকলেই প্রধান, না অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধে অথবা বিকল্পে যে কোন একটী করিলেই তুল্যফল লাভ হয়? কিংবা কোন বিশিষ্টতা আছে? এই পর্যন্ত টীকা।

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যাহাতে আমার ধর্ম কথিত হইয়াছে, সেই বেদবাক্য সকল কালক্রমে প্রলয়ে নষ্ট হইয়াছিল, পরে সৃষ্টির পূর্বে (ব্রাহ্ম কল্পের আদিতে) যদ্দ্বারা আমাতে চিত্ত আবিষ্ট হয় তাহাই আমি ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম"। ৭৬ ॥

টীকা—মহাফলপ্রদ বলিয়া এ বিষয় ভক্তিই প্রধান। আকাশপুষ্প স্থানীয় স্বর্গাদিতে যাহাদের ফলবুদ্ধি এমন প্রাণিগণ কর্তৃক অন্য সকল (ধর্মকর্মাদির) প্রাধান্য পরিকল্পিত হইয়াছে কিন্তু সেগুলির ফল তুচ্ছ। 'কালক্রমে'—ইত্যাদি সপ্ত শ্লোকের দ্বারা বহুপ্রকার প্রতিপত্তি দেখাইয়া প্রকৃতি অনুসারে সেইগুলির ফল যে অতি তুচ্ছ তাহাই বলিয়াছেন। ('মদাত্মক' অর্থে) আমাতে আত্মা অর্থাৎ চিত্ত যৎকর্তৃক আবিষ্ট। ইহাই টীকা।

অথবা 'মদাত্মক' বলিতে নির্গুণরূপে প্রতিপাদন হেতু প্রাকৃতগুণশূন্য বলিয়া আমার স্বরূপভূত ভক্তিরূপ যে ধর্ম তাহা 'বলিয়াছিলাম' অর্থাৎ সর্বসমন্বয়ের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছিলাম।

ভক্ত্যৈব দৃষ্টে সাক্ষাৎকৃতে।

তথৈবাহ—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।

ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ ৮৩ ॥

[ভা. ১১. ২০. ৩১]

টীকা চ—তদেবং ব্যবস্থয়াধিকারিত্রয়মুক্তম্। তত্র ভক্তেরন্যনিরপেক্ষত্বাদন্যস্য চ তৎসাপেক্ষত্বাদ্ভক্তিযোগ এব শ্রেষ্ঠ ইত্যুপসংহরতি 'তস্মাদি'তি ত্রিভিঃ। মদাত্মনো ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তস্য শ্রেয়ঃসাধনমিত্যেষা।

অত্র প্রায়োগ্রহণস্যায়ং ভাবঃ। ভজতাং জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসেন প্রয়োজনং নাস্ত্যেব। তত্র যথাস্থিতেঽপি সদ্যো মুক্তিমার্গে কেষাঞ্চিৎ ক্রমমুক্তিমার্গে প্রবৃত্তির্জায়তে, তথা 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা'[১] ইত্যাদি শ্রীগীতানুসারেণ যদি ক্রমভক্তিমার্গে প্রবৃত্তিঃ[২] স্যাত্তদা ভবত্বিতি[৩]। তদেবং ভক্তেঃ প্রেমলক্ষণে সর্বফলরাজে স্বফলে নাস্ত্যেব জ্ঞানাদ্যপেক্ষা।

"অতএব আমাতে সমর্পিতচিত্ত, এবং মদীয়-ভক্তিযুক্ত যে যোগি-গণ তাহাদের ইহলোকে প্রায়ই জ্ঞান ও বৈরাগ্য মঙ্গলের সাধন হয় না"। ৮৩॥

টীকা—এই প্রকার ব্যবস্থা দ্বারা ত্রিবিধ অধিকারী উক্ত হইয়াছে।[৪] তন্মধ্যে অন্য (কর্ম ও জ্ঞান) ভক্তিকে অপেক্ষা করে কিন্তু ভক্তি কাহাকেও অপেক্ষা করে না—এই কারণে ভক্তিযোগই যে শ্রেষ্ঠ ইহাই 'তস্মাৎ' এই তিনশ্লোকে উপসংহার (শেষ) করিলেন। 'মদাত্মা' অর্থে আমাতে (ভগবানে) 'আত্মা' অর্থাৎ চিত্ত যাহার (সমর্পিত) তাহার মঙ্গল সাধন—ইহাই (টীকা)।

১ ভ. গী. ১৮. ৫৪

২ 'ক্রমমুক্তিমার্গেণ প্রবৃত্তিকামনা স্যাৎ'—ইহা হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠ।

৩ 'ভবত্বেবেতি' হস্তলিখিত পুস্তক।

৪ ইতঃপূর্বে ভা. ১১. ২০. ৬–৯ শ্লোকে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের অধিকারী নিরূপিত হইয়াছে। 'নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু'—এই শ্লোকে কর্মফলে যাঁহারা বিরক্ত তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞান-যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। 'কর্মযোগস্তু কামিনাম্'—এই শ্লোকে কামনাসক্ত ব্যক্তিগণের কর্মযোগ উক্ত হইয়াছে। ভক্তি-যোগের অধিকারিপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

'যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।

ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥'

অর্থাৎ,—কোন পরমভক্তের সঙ্গলাভ জন্য কৃপাবশতঃ আমার অর্থাৎ (শ্রীভগবৎ) কথায় যাহার শ্রদ্ধা হয় এবং যে কর্ম ও তৎফলে অত্যন্ত বিরক্তও নয় অথচ অত্যন্ত আসক্তও নয় তাহার পক্ষে ভক্তিযোগ।

পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানাদিফলেঽপি সাধ্যে নাস্তীত্যাহ—

যৎকর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।
সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥ ৮৪ ॥

[ভা. ১১. ২০. ৩২-৩৩]

ইতরৈস্তীর্থযাত্রাব্রতাদিভিরপি যদ্ভাব্যং তৎ সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতে। তত্রা-প্যঞ্জসা অনায়াসেনৈব কিং তৎ সর্বং? তদাহ—স্বর্গাপবর্গমিতি। স্বর্গঃ প্রাপঞ্চিকসুখং সত্ত্বশুদ্ধ্যাদিক্রমেণাপবর্গো মোক্ষসুখঞ্চ, তদতিক্রমি সুখঞ্চ ভবতীত্যাহ, মদ্ধাম বৈকুণ্ঠঞ্চেতি।

'প্রায়' শব্দ গ্রহণের অভিপ্রায় এই যে যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে ভজন করেন, তাঁহাদের জ্ঞান ও বৈরাগ্য অভ্যাসের প্রয়োজন নাই। যেমন সদ্যো মুক্তিপথ থাকিলেও কাহারও কাহারও ক্রমমুক্তি পথে[১] প্রবৃত্তি হয়। সেই প্রকার 'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা (পরাভক্তি লাভ করে') গীতার এই উক্তি অনুসারে ক্রম-ভক্তিমার্গে যদি কাহারও প্রবৃত্তি হয়, তাহা হউক। (অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভক্তিপথে না গিয়া কেহ যদি জ্ঞান বৈরাগ্য অভ্যাস দ্বারা ভক্তি লাভের ইচ্ছা করে তাহার ক্ষতি নাই)। (কিন্তু) ভক্তিতে প্রেমরূপ সর্বফলের রাজা যে স্বফল তাহার প্রদান বিষয়ে জ্ঞানাদির অপেক্ষা নাই।

জ্ঞানাদির ফল পৃথক্ পৃথক্ সাধ্য হইলেও (ভক্তিতে জ্ঞানাদির অপেক্ষা) নাই; তাহাই বলিতেছেন—

"কর্ম, তপস্যা ও জ্ঞানবৈরাগ্যের দ্বারা, যোগ ও দানধর্মের দ্বারা এবং (তীর্থযাত্রাদি) অন্যান্য মঙ্গল অনুষ্ঠান দ্বারা যাহা কিছু সিদ্ধ হয়, তৎসকলই আমার ভক্ত মদ্‌ভক্তিযোগের দ্বারা অনায়াসে লাভ করে। (তাহাদের বাঞ্ছা নাই; কিন্তু) যদি কখনও তাহারা ইচ্ছা করে, স্বর্গ, অপবর্গ এবং আমার ধাম (বৈকুণ্ঠ) সকলই পাইতে পারে"। ৮৪ ॥

অন্যান্য অর্থে তীর্থযাত্রা ব্রতাদি দ্বারাও যাহা হইতে পারে—সে সমস্ত মদ্‌ভক্তিযোগের দ্বারা আমার ভক্ত লাভ করে। তাহাও আবার অনায়াসে লাভ করে। 'সকল' বলিতে কি? না, স্বর্গাপবর্গ ইত্যাদি। সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি-ক্রমে বলিতেছেন 'স্বর্গ' অর্থে প্রাপঞ্চিক সুখ, অপবর্গ অর্থে মোক্ষসুখ ও তদপেক্ষা অধিকতর সুখপ্রদ আমার বৈকুণ্ঠধামও (লাভ করে), যদি কথঞ্চিৎ অর্থাৎ ভক্তির উপকরণরূপে কোন ব্যক্তি উহা বাঞ্ছা করে। সেই বিষয়ে শ্রীচিত্রকেতু

১ অর্থাৎ সদ্যোমুক্তি-পথ পরিত্যাগ করিয়া শতজন্ম স্বধর্মানুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়, তারপর ব্রহ্মের সহিত মুক্ত হওয়া যায়। এই যে ক্রমমুক্তি পথ তাহাতে কাহারও কাহারও আস্থা দেখা যায়।

এতত্তে কথিতং তাত যদাত্মা পৃষ্টবান্ নৃপ[১]।
হরের্বিশ্বাত্মনশ্চেষ্টাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥
[ভা. ১২. ৫. ১৪]

ইত্যুপসংহারেঽপি, তাদৃশমহিমত্বেন পূর্বোক্তলীলাকথা শ্রবণস্যৈব প্রাধান্যাৎ। অত উপক্রমোপসংহারনির্দিষ্টত্বাৎ শ্রবণোপলক্ষিত-ভক্তেরেবাত্রাপি প্রাধান্যম্। যস্তু তন্মধ্যে "ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি"[১] ইত্যাদিনা জ্ঞানোপদেশঃ স চ তস্য যা প্রাগবগতা ভক্তিনিষ্ঠা তস্যাঃ সম্প্রত্যপি স্থৈর্যপ্রকটনার্থ এব, একান্তভক্তেষু ভগবতা মোক্ষ বর-চ্ছন্দনবৎ[২]। পূর্বমপি তন্নিষ্ঠয়া স্বতএব মরণভয়পরিত্যাগাদনন্তবক্ষ্য শ্রুত্বাপি তজ্‌-জ্ঞানোপদেশং স্বস্য ভক্তিনিষ্ঠায়া এব স্বয়ং দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। তত্র প্রাচীনা তন্নিষ্ঠা যথা প্রথমে "কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমানঃ"[৩] ইতি। "দধ্যৌ মুকুন্দাঙ্ঘ্রিমনন্যভাবঃ"[৪] ইত্যাদি তন্নিষ্ঠৈব। তদ্ভয়পরিত্যাগো যথা তদ্বাক্যে—

অন্যান্য ভক্তিসাধনেরও এই শ্রবণপূর্বকত্ব হেতু প্রবৃত্তি হয়, এবং উপায়ান্তরের অসম্ভাবনা কথিত হইয়াছে। তদনন্তর অধ্যায়ে (লীলাশ্রবণাদির) সেই প্রকার উপক্রম এবং উপসংহার রহিয়াছে। (যথা উপক্রমে) বলিলেন:—'যাঁহার প্রসাদ হইতে ব্রহ্মা ও যাঁহার ক্রোধ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই ভগবান্ ঈশ্বর যে হরির স্বরূপ[৫]—এই পুরাণে তাহা পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে।' 'হে বৎস রাজন্, ইহা তোমাকে কথিত হইল যে বিষয়ে তুমি নিজে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। হে বৎস! সেই বিশ্বাত্মা হরির চেষ্টা আমি তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। আর অধিক কি শুনিতে বাসনা,—তাহা বল'—এই উপসংহারেও শ্রবণাদির প্রভাব বর্ণিত হওয়ায় পূর্বোক্ত (শ্রীভগবৎ) লীলাকথা শ্রবণেরই প্রাধান্য—(উপায়ান্তরের সম্ভাবনা রহিল না)। অতএব উপক্রম ও উপসংহারে শ্রবণোপলক্ষিত ভক্তিই নির্দিষ্ট থাকায় এখানে (এই অধ্যায়ে) তাহারই প্রাধান্য নিরূপিত হইল। তাহার মধ্যে 'হে রাজন্ তুমি মরিবে এই (বুদ্ধি ত্যাগ কর)' ইত্যাদিদ্বারা যে জ্ঞানের উপদেশ, তাহা পূর্বে সেই (পরীক্ষিতের) যে ভক্তিনিষ্ঠা অবগত আছে সম্প্রতি সেই ভক্তিনিষ্ঠার স্থৈর্যপ্রকাশজন্যই উক্ত হইয়াছে; যেমন ঐকান্তিক ভক্তগণে শ্রীভগবানের

১ ভা. ১২. ৫. ২

২ 'মোক্ষবরচ্ছন্দনাৎ' হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠ।

৩ ভা. ১. ১৯. ৫

৪ ঐ ১. ১৯. ৭

৫ তাৎপর্য—সত্ত্বস্বরূপ ভগবানে প্রাকৃত সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণ থাকিতে পারে না। সত্ত্বগুণের কার্য প্রসাদ (অনুগ্রহ) ও তমোগুণের কার্য ক্রোধের কথা বলা হইল যথা—(ভগবানের প্রসাদজ ব্রহ্মা এবং ক্রোধজ রুদ্র।) নির্গুণ ভগবানের সভক্তের সেবক স্থলে যে প্রসাদ (অনুগ্রহ) ও স্বভক্তদ্রোহীর প্রতি যে ক্রোধ তাহাও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপই বুঝিতে হইবে।

দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ। [ভা. ১. ১৯. ১৩]

ইতি। তজ্জ্ঞানোপদেশশ্রবণানন্তরমপি তাদৃশস্বনিষ্ঠায়াঃ স্থৈর্যদর্শনং যথা তত্র তাবৎ পদ্যত্রয়েণ তজ্জ্ঞানোপদেশমবহুমত্য শ্রবণলক্ষণয়া ভক্ত্যৈব স্বকৃতার্থত্বমুক্তম্।

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা।
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ॥
নাত্যদ্ভুতমহং মন্যে মহতামচ্যুতাত্মনাম্।
অজ্ঞেষু তাপতপ্তেষু ভূতেষু যদনুগ্রহঃ॥
পুরাণসংহিতামেতামশ্রৌষ্ম ভবতো বয়ম্।
যস্যাং খলূত্তমঃশ্লোকো ভগবাননুবর্ণ্যতে॥ [ভা. ১২. ৬. ২-৪]

ইতি। পুনশ্চৈকেন পদ্যেন তদ্বাক্যগৌরবমাত্রেণাঙ্গীকৃতস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য তক্ষকাদিভয়নিবৃত্তি-হেতুত্বমুক্ত্বাপ্যন্যেন তদূর্ধ্বমধোক্ষজ এব বাক্‌চেতসোস্তন্নামকীর্তনধ্যানাবেশানুজ্ঞা প্রার্থিতা।

মোক্ষ বর দিতে যাওয়া একটী ছলনামাত্র—ইহাও তদ্রূপ। পূর্ব হইতেই ভক্তিনিষ্ঠাদ্বারা স্বতই মরণভয়পরিত্যক্ত হওয়ায়, অনন্তর সেই জ্ঞানোপদেশেও বিস্তর ভক্তিনিষ্ঠাই স্বয়ং দেখাইবেন। তন্মধ্যে পূর্বকালীন ভক্তিনিষ্ঠা যথা প্রথমস্কন্ধে—'শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন' এবং 'অনন্যচিত্ত হইয়া মুকুন্দের (চরণ ধ্যান করিয়াছিলেন)'—ইত্যাদি-স্থলে ভক্তিনিষ্ঠাই সুপ্রকটিত। (ভক্তিনিষ্ঠাদ্বারা) মরণভয়পরিত্যাগ পরীক্ষিতের বাক্যে প্রকটিত—যথা—'ব্রাহ্মণ-প্রেরিত কুহক বা তক্ষক আমাকে দংশন করুক, আপনারা (ঋষিগণ) ভগবানের লীলা কীর্তন করুন্।' সেই জ্ঞানোপদেশ শ্রবণের পরও তাদৃশ নিজ নিষ্ঠার স্থিরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেইস্থলে পদ্যত্রয় দ্বারা ঐ জ্ঞানোপদেশকে বহু মনে না করিয়া শ্রবণলক্ষণা ভক্তি দ্বারাই নিজের কৃতার্থতার কথা (পরীক্ষিৎকে) নিজেই বলিয়াছেন।

'অনাদি নিধন যে হরিকে আমি (গর্ভমধ্যে ও বাল্যকালে) সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি, তাঁহার কথা যে আপনি শুনাইলেন তাহাতে করুণাত্মা আপনাকর্তৃক আমি কৃতার্থ ও অনুগৃহীত হইয়াছি। তাপসংতপ্ত (মাদৃশ) অজ্ঞ লোকের প্রতি অচ্যুতাত্মা ভবাদৃশ মহতের এই প্রকার যে অনুগ্রহ ইহা আমি আশ্চর্য মনে করি না। যে পুরাণ সংহিতাতে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণ পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে সেই পুরাণ সংহিতা আপনার নিকট হইতে আমরা শ্রবণ করিলাম।'

পুনরায় একটী পদ্যে তাঁহার (শ্রীশুকদেবের) বাক্য গৌরবে স্বীকৃত ব্রহ্মজ্ঞানই যে তক্ষকাদি হইতে ভয় নিবৃত্তির কারণ—তাহা বলিয়া পরীক্ষিৎ অন্য শ্লোকে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের ঊর্ধ্ব অধোক্ষজ (যে শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাতে নামকীর্তন ও ধ্যানাবেশের নিমিত্ত যথাক্রমে বাক্য ও চিত্ত

"ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থাঃ"[১] ইত্যাদিনা "এবমেতন্নিগদিতম্"[২] ইত্যন্তেন গ্রন্থেন নানাঙ্গবান্ শুদ্ধভক্তিযোগ এব তত্রোত্তরত্বেন পর্যবসিতঃ। তত্রাপি "পিবন্তি যে ভগবতঃ"[৩] ইত্যাদিনা লীলাকথাশ্রবণ এব পরমপর্যবসানং দৃশ্যতে। তস্মাৎ সাধূক্তং "ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি"[৪] ইত্যাদিকং তদ্ভক্তিনিষ্ঠাপ্রকটনার্থমেবেতি। যতো ভক্তাবেব তদুপদেশস্য তাৎপর্যম্। অত এব দ্বিতীয়স্যাষ্টমে রাজপ্রার্থনা চ নান্যথা স্যাৎ। "কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্"[৫] ইতি। তদেবং পিবন্তীত্যাদ্যুপক্রমবাক্যসংবাদেনাপি সাধ্বেব স্থাপিতং "সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরম্"[৬] ইত্যাদি। ১২॥৪। শ্রীশুকঃ॥

দান করেন। হে রাজন্! দোষের আকর হইলেও কলির একটি মহদ্‌গুণ এই যে কৃষ্ণকীর্তনেই জীব বন্ধমুক্ত হইয়া পরম পুরুষার্থ লাভ করে।'

'তাঁহাতে' অর্থাৎ কেশবে 'অবহিত' (অর্থে) কৃতাবধান। 'আত্মভাব' অর্থে আত্মার ভক্তি। থাকুক পরিশ্রম সাধ্য জ্ঞান—যে হেতু অনায়াস সাধ্য কীর্তন হইতেই (সিদ্ধি)—ইহাই অর্থ। দ্বিতীয় স্কন্ধেও 'ইহা (লীলাকথাস্বাদন) ভিন্ন অন্য মঙ্গল পথ নাই' ইত্যাদি শ্লোক হইতে 'এই প্রকার ইহা উক্ত হইল'—এই অন্ত শ্লোক পর্যন্ত বহু অঙ্গ বিশিষ্ট শুদ্ধ ভক্তিযোগ পূর্বপ্রশ্নের উত্তররূপে পর্যবসিত হইয়াছে। সেখানেও (দ্বিতীয়স্কন্ধে) 'যাঁহারা ভক্তগণের আত্মরূপী ভগবানের কথামৃত পান করেন' ইত্যাদি লীলাকথাশ্রবণেই পর্যবসান দেখা যায়। অতএব ঠিকই বলা হইয়াছে 'হে মহারাজ! মরিব' (এই চিন্তা) তুমি (ত্যাগ কর)।' ইহাতে তাঁহার (পরীক্ষিতের) ভক্তিনিষ্ঠাই প্রকাশ পাইয়াছে। যে হেতু ভক্তিই তাঁহার (শুকদেবের) উপদেশের তাৎপর্য। অতএব দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টমাধ্যায়ে (২য় শ্লোকে)—'নিঃসঙ্গ মন কৃষ্ণে নিবেশ করিয়া শরীর পরিত্যাগ করি'—রাজা পরীক্ষিতের এই প্রার্থনারও অন্যথা করা হয় নাই। অতএব '(কথামৃত) পান করে' এই বাক্যদ্বারা উপক্রম করিয়া 'দুস্তর সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে যাহারা ইচ্ছুক (তাহাদের লীলাকথা ছাড়া অন্য ভেলা নাই)'—ইত্যাদি বাক্য উৎকৃষ্টরূপেই উপসংহারে উপন্যস্ত হইয়াছে। ইতি। ১২শ স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের (উক্তি)॥

১ ভা. ২. ২. ৩৩
২ ঐ ২. ৩. ১
৩ ঐ ২. ২. ৩৭
৪ ঐ ১২. ৫. ২; সম্পূর্ণ শ্লোকটী এইরূপ:—'ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।
ন জাতঃ প্রাগভূতোঽদ্য দেহবত্ত্বং ন নঙ্ক্ষ্যসি॥'
৫ ঐ ২. ৮. ২
৬ ঐ ১২. ৪. ৪০

টীকা চ—কিঞ্চ বর্ণাশ্রমাচারাদিষু যঃ পরো মহান্ পরিশ্রমঃ স যশো-যুক্তায়াং শ্রিয়ামেব কীর্ত্তৌ সম্পদি বা কেবলং, ন পরম-পুরুষার্থঃ। গুণানুবাদাদিভিস্তু শ্রীধর-পাদপদ্মযোরবিস্মৃতির্ভবতীত্যেষা।

তথা—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ[১]
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি চ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাঞ্চ ভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥ ৮৯ ॥

[ভা. ১২. ১২. ৪১]

স্পষ্টম্।

তথা—

যূয়ং দ্বিজাগ্র্যা বত ভূরিভাগা
যচ্ছশ্বদাত্মন্যখিলাত্মভূতম্।
নারায়ণং দেবমদেবমীশ-
মজস্রভাবা ভজতাবিবেশ্য ॥ ৯০ ॥

[ভা. ১২. ১২. ৪২]

"এবং বর্ণাশ্রমের আচার ও তপস্যা এবং শাস্ত্রশ্রবণাদিতে যে মহান্ পরিশ্রম, সে কেবল যশঃশ্রীর নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু হরির গুণানুবাদ শ্রবণাদির দ্বারা যে মহান্ পরিশ্রম, তাহাতে লাভ এই যে শ্রীধরের পাদপদ্মদ্বয়ের বিস্মৃতি হয় না"। ৮৮ ॥

টীকা—বর্ণাশ্রমাচারাদি বিষয়ে যে মহান্ পরিশ্রম, তাহা কেবল যশোযুক্ত কীর্তি অথবা সম্পদ্ বিষয়েই হয়—তাহাতে পরম পুরুষার্থ হয় না। কিন্তু গুণানুবাদাদি দ্বারা শ্রীধরপাদপদ্ম-যুগলের বিস্মরণ হয় না। এই পর্যন্ত টীকা।

আরও উক্ত হয়—

"শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মযুগলের যে অবিস্মরণ তাহা অশুভ নাশ করে, মঙ্গল বিস্তার করে, চিত্তের শুদ্ধি, বিজ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত পরম ভক্তি জ্ঞান জন্মায়"। ৮৯॥

(ইহার অর্থ) স্পষ্ট। তথা—(শ্রীসূত শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন)—

---

১ 'শ্রীধরপাদপদ্মযোঃ'—হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ।

পুংসাং জীবমাত্রাণাং পরঃ ধর্মঃ সার্বভৌমো ধর্ম এতাবানেব স্মৃতো নৈতদধিকঃ। এতাবত্ত্বমেবাহ—তন্নামগ্রহণাদিভির্যো ভক্তিযোগঃ সাক্ষাদ্ভক্তিরিতি। এবকারেণান্যব্যাবৃত্তত্বং স্পষ্টয়তি ভগবতীতি। নামগ্রহণাদীন্যপি যদি কর্মাদৌ তৎসাদ্‌গুণ্যাদ্যর্থং প্রযুজ্যন্তে, তদা তস্য পরত্বং নাস্তি, তুচ্ছফলার্থপ্রযোজ্যত্বেন তদপরাধাদিত্যর্থঃ। তথৈব ক্ষয়িষ্ণু-ফলদাতৃত্বঞ্চ ভবতীতি ভাবঃ। ৬॥ ৩। শ্রীযমঃ স্বভটান্॥

তথা চ—

সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ॥ ৯৩॥

[ভা. ৬. ১. ১৫]

অয়ং পন্থাঃ শ্রীনারায়ণভক্তিমার্গঃ।৬॥১। শ্রীশুকঃ॥

'পুরুষ সকলের' (অর্থে) জীবমাত্রের। 'শ্রেষ্ঠ ধর্ম' অর্থে সার্বভৌম ধর্ম। এতৎপরিমিত ধর্ম অর্থাৎ ইহা হইতে অধিক নয়। সেই পরিমিত ধর্ম কি? (তাই বলিলেন) তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নাম কীর্তনরূপ যে ভক্তিযোগ অর্থাৎ সাক্ষাদ্‌ভক্তি, 'তাহাই'—(এই নিশ্চয়ার্থক) 'এব' শব্দের দ্বারা অন্য দেবতার (নাম গ্রহণাদি) নিষিদ্ধ হইল। উহা (আরও) স্পষ্টরূপে বিবৃত হইল,—'ভগবানেই' (এই উক্তি দ্বারা)। যদি কর্মাদি বিষয়ের সদ্‌গুণাদি প্রকাশের উদ্দেশ্যে নামগ্রহণাদি প্রযোজিত হয় তাহা হইলে নামের শ্রেষ্ঠত্ব থাকে না, কেন না,—নাম তখন তুচ্ছ-ফলে প্রযুক্ত হয়। সুতরাং নামের নিকট অপরাধ হেতু সেস্থলে ক্ষয়শীল ফললাভই হয়;—ইহাই ভাব[১]। ইতি। ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে নিজ দূতগণের প্রতি শ্রীযমের উক্তি॥

আরও (উক্ত হয়)—

"ইহলোকে ভক্তিমার্গই পরম মঙ্গলদায়ক এবং সমীচীন পথ,—এই পথে কোন বিঘ্নাদির আশঙ্কা নাই। এই পথে নারায়ণ-পরায়ণ, সুশীল, দয়ালু এবং নিষ্কাম সাধুগণ বিচরণ করেন"। ৯৩॥

এই পথ শ্রীনারায়ণের ভক্তি মার্গ। ইতি। ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে শ্রীশুকের (উক্তি)॥

সেই (শ্রীভাগবতেই) অন্বয়মুখে ভক্তির সর্বশাস্ত্রফলত্ব কৈমুতিক[২] ন্যায়ের সহিত বলিতেছেন—

১ তাৎপর্য্য—কেবলমাত্র ভগবন্নামগ্রহণাদির দ্বারাই পরম ধর্ম হয়। কর্মের অঙ্গ বা উপকারক মনে করিয়া অথবা ফলাধিক্য লাভের জন্য যদি কেহ সেই নাম গ্রহণ করে তাহা হইলে নামের প্রতি গৌণত্ব আরোপ করায় নামের নিকট অপরাধ হয়,—তখন সেই নামে কর্মাদি জন্য ক্ষয়শীল ফলই লাভ হয়, অর্থাৎ অক্ষয়প্রেম রূপ ফললাভ হয় না।

২ 'কৈমুতিক'—'কিমুত বক্তব্যম্'—এ বিষয়ে আর কি বলিব, এই প্রকার উল্লেখের নাম কৈমুত্য। অতএব

তথা চ পাদ্মে বৃহৎসহস্রনাম্নি—

স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে লিঙ্গপুরাণে চ—

আলোড্য[১] সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥ [লি. পু. ২. ৭. ১১]

অত এব বেদাগ্যর্পণমন্ত্র ইতি—

বিদ্যাতপোধ্যান-যোনিরযোনির্বিষ্ণুরীড়িতঃ।
ব্রহ্মযজ্ঞস্ততো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দনঃ ॥

৩ ॥ ১৩। শ্রীবিদুরঃ ॥

[বর্ণাশ্রমাচারবিধানস্য ভক্তিরেব ফলম্]

যতো যশ্চ শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমাচারো বিধীয়তে তস্যাপ্যনুপমচরিতং ফলং ভক্তিরেব। যথা—

দানব্রত-তপো-হোম-জপস্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥ ৯৫ ॥
[ভা. ১০. ৪৭. ২১]

স্কন্দপুরাণের প্রভাস খণ্ডে ও লিঙ্গপুরাণেও (সেইরূপ বর্ণিত আছে)—

'সমস্ত শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া ইহাই সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন হইল যে নারায়ণ সদাই ধ্যেয়।'

অতএব বেদার্পণাদি মন্ত্রে দৃষ্ট হয়—

'(আমি তপ করিতেছি, বিদ্যা ও ধ্যান জনিত ক্লেশ করিতেছি।) যিনি অযোনি (কারণান্তররহিত) অথচ বিদ্যা, ধ্যান ও তপস্যার যোনি—সেই ব্রহ্মযজ্ঞরূপী বিষ্ণু জনার্দন দেব আমার প্রতি প্রীত হউন।'

ইতি। ৩য় স্কন্ধে ১৩শ অধ্যায়ে শ্রীবিদুরের (উক্তি) ॥

সেহেতু শাস্ত্রে যে বর্ণাশ্রমাচার বিহিত হইয়াছে তাহারও উপমারহিত ফল ভক্তিই। যথা—

"দান, ব্রত, তপস্যা, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়দমন ও অন্যান্য বিবিধ শ্রেয়ঃ সাধনের দ্বারা মানব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই উপার্জন করিয়া থাকে"। ৯৫ ॥

১ 'আলোচ্য'—মুদ্রিত পুস্তকে।

যান্যন্যানি সর্বাণি তত্র পুরুষার্থসাধনান্যুচ্যন্তে তান্যপি তথৈব ভক্তিমূলান্যেব। যথা--

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্ ॥ ৯৭ ॥

[ভা. ১০. ৮১. ১৬]

"মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রম্"[1] ইত্যাদিন্যায়েন "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ"[2] ইত্যাদ্যুক্তনিত্যত্বেন চ সর্বথা তদ্বহির্মুখাণাং তু তত্তদলাভ এব স্যাদিত্যর্থঃ। যথা স্কান্দে—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
কায়ক্লেশঃ ফলং তাসাং স্বৈরিণীব্যভিচারবৎ ॥

ইতি। তদুক্তং শ্রীযুধিষ্ঠিরেণ—

ত্বৎপাদুকে অবিরতং পরি যে চরন্তি
ধ্যায়ন্ত্যভদ্রনশনে শুচয়ো গৃণন্তি।
বিন্দন্তি তে কমলনাভ ভবাপবর্গ-
মাশাসতে যদি ত আশিষ ঈশ নান্যে ॥

[ভা. ১০. ৭২. ৪]

অন্য যে সকল পুরুষার্থ-সাধন সেখানে (শ্রীভাগবতে) উক্ত হইয়াছে, সে সকলও তদ্রূপ ভক্তিমূলই। যথা—

"পুরুষগণের স্বর্গ ও অপবর্গ এবং পাতালে ও পৃথিবীতে যে সম্পৎ আছে শ্রীকৃষ্ণ-চরণার্চনই সে সমস্ত সিদ্ধির মূল"। ৯৭ ॥

'কি মন্ত্রে (অর্থাৎ স্বরাদিতে) ও কি তন্ত্রে (অর্থাৎ পদ্ধতি ক্রমাদিতে) যে ছিদ্র হয় (তাহা ভগবন্নাম কীর্তনে পূর্ণ হয়)' ইত্যাদি ন্যায় অনুসারে, এবং '(ভগবানের) মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে (বর্ণাদি উৎপন্ন বলিয়া ভগবদ্ ভজন কর্তব্য)'—ইত্যাদি উক্তির নিশ্চয়তা থাকায় ভগবদ্বহির্মুখগণের সিদ্ধি লাভ হয় না—ইহাই অর্থ। স্কন্দপুরাণে যথা—

'বিষ্ণুভক্তি-হীনগণের শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী ক্রিয়া সকল স্বৈরিণী স্ত্রীর ব্যভিচারের ন্যায় কেবল শরীরের ক্লেশই ফলরূপে উৎপাদন করে।'

(ভাগবতে) শ্রীযুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—

'হে কমলনাভ! যাঁহারা তোমার অমঙ্গল নাশক চরণদ্বয়কে অবিরত সেবা করেন,

১ ভা. ৮. ২৩. ১৬
২ ভা. ১১. ৫. ২

ইতি। এবং শ্রীসনকাদীনামপি ব্রহ্মজ্ঞানিনাং ভক্ত্যনুবৃত্ত্যা তৎপাদপল্লবপ্রাপ্তির্জ্ঞেয়া। ৫ ॥ ১৯। দেবাঃ পরস্পরম্ ॥

[কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদীনামনাদরেণ ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বম্]

অথ ব্যতিরেকে কর্মানাদরেণাহ। তত্র কর্মণঃ ফলপ্রাপ্তাবনিশ্চয়বত্ত্বং দুঃখ-রূপত্বঞ্চ, ভক্তেস্তু তস্যামাবশ্যকত্বং, সাধকদশায়ামপি সুখরূপত্বঞ্চেত্যাহুঃ—

কর্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্ ।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥ ৯৯ ॥

[ভা. ১. ১৮. ১২]

অস্মিন্ কর্মণি সত্র অনাশ্বাস অবিশ্বসনীয়ে বৈগুণ্যবাহুল্যেন কৃষিবৎ ফল-নিশ্চয়াভাবাদনেন ভক্তের্বিশ্বসনীয়ত্বং ধ্বনিতম্। ধূমেন ধূম্রৌ বিরঞ্জিতৌ[১] আত্মানৌ শরীরচিত্তে যেষাং, কর্মণি ষষ্ঠী, তানস্মানিত্যর্থঃ। পাদপদ্মস্য যশোরূপমাসবং মকরন্দং, মধু মধুরম্। অত্র সত্রবৎ কর্মান্তরং, যশঃ-শ্রবণবদ্ভক্ত্যন্তরঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং ভক্তিং[২] বিনা কর্মাদিভিরস্মাকং দুঃখমেবাসীদিতি ব্যতিরেকত্বমত্র গম্যতে। তদুক্তং—"যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরঃ"[৩] ইত্যাদি। "অতো বৈ কবয়ো নিত্যম্"[৪] ইত্যাদি চ। ব্রহ্ম-বৈবর্তে চ শিবং প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্যং—

ব্রহ্মজ্ঞানী সনকাদিরও ভক্তি-অনুশীলন বশতঃ শ্রীভগবানের পাদপল্লব প্রাপ্তি হইযা- ছিল—এই প্রকার জানিতে হইবে। ইতি। ৫ম স্কন্ধে ১৯শ অধ্যায়ে দেবগণের পরস্পর (উক্তি)।

[কর্মযোগ ও জ্ঞানাদির অনাদরে ভক্তিরই অভিধেয়তা]

অনন্তর কর্মের অনাদর ব্যতিরেক মুখে বলিতেছেন। কর্মের ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে অনিশ্চয়তা ও দুঃখরূপতা বিদ্যমান—পরন্তু ভক্তির তদ্বিষয়ে অবশ্যম্ভাবিত্ব এবং সাধক-অবস্থাতেও উহার সুখরূপতা বর্তমান। তাই বলিলেন—

"আমরা এই কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, কিন্তু ইহা সফল হইবে কি না নিশ্চয়তা নাই। (যজ্ঞ-)ধূমের দ্বারা আমাদের শরীর ও চিত্ত বিবর্ণ হইয়াছে,—আমাদিগকে আপনি মধুর গোবিন্দের পাদপদ্মের যশোরূপ মধু সম্যক্ প্রকারে পান করাইতেছেন"। ৯৯ ॥

---

১ 'বিরাজিতৌ' হস্তলিখিত পুস্তকে।

২ 'ভূতানাং'—অধিকপাঠ হস্তলিখিত পুস্তকে।

৩ ভা. ১২. ১২. ৪০

৪ ভা. ১. ২. ২২

যদি মাং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্ত্যেব নান্যথা।
কলৌ কলুষচিত্তানাং বৃথায়ুঃপ্রভৃতীনি চ।
ভবন্তি বর্ণাশ্রমিণাং ন তু মচ্ছরণার্থিনাম্॥

ইতি। ১॥১৮। শ্রীঋষয়ঃ সূতম্॥

তথা 'ত্যক্ত্বা স্বধর্মম্'[১] ইত্যাদিকমনুসন্ধেয়ম্। এবং মহাবিত্ত-মহায়াসাদি-সাধ্যেন কর্মাদিনা তুচ্ছং স্বর্গাদিফলং স্বল্পায়াস-স্বল্পবিত্তাদি-সাধ্যয়া ভক্ত্যা তদাভাসেন চ পরমমহৎ-ফলং তত্র তত্রানুসন্ধায় ভক্তাবেব শাস্ত্রতাৎপর্যং পর্যালোচনীয়ম্। তস্মাত্তত্তচ্ছাস্ত্রাণামপি ভক্তিবিধেয়-তদনুবাদেন প্রবৃত্তত্বান্ন বৈফল্যমিত্যপি জ্ঞেয়ম্।

'এই কর্মে' অর্থে যজ্ঞে; 'অনিশ্চয়' অর্থে অবিশ্বাস্য, বৈগুণ্য বাহুল্যহেতু কৃষিকার্যের ফল যেমন নিশ্চয়তার অভাব তদ্রূপ (উহা) অবিশ্বসনীয়। ইহা দ্বারা ভক্তির বিশ্বসনীয়তাই ধ্বনিত হইল। 'ধূমেব দ্বাবা'—'ধূম্র' অর্থে বিবর্ণ, 'আত্মন্বয়' অর্থাৎ শরীর ও চিত্ত যাহাদের—'কর্মে মগ্ন'—সেই আমাদিগকে; পাদপদ্মের যশোরূপ 'আসব' অর্থে মকরন্দ। 'মধু' অর্থে মধুর। এখানে যজ্ঞের ন্যায় অন্য কর্ম বুঝিতে হইবে, এবং যশের শ্রবণের ন্যায় উহা যে ভক্ত্যন্তর তাহাও জানিতে হইবে। ভক্তি ব্যতীত অন্য কর্মাদি আমাদের দুঃখজনক এই প্রকার ব্যতিরেক মুখে ভক্তির অভিধেয়ত্ব এস্থলে বুঝা যাইতেছে। তাহাই উক্ত হইয়াছে—'বর্ণাশ্রমাদিতে পরিশ্রমই প্রচুর হয়'; সেই কারণেই 'জ্ঞানিগণ ভগবানে ভক্তি করেন' ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীশিবের প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্য—

'আমার প্রাপ্তি ইচ্ছা করিলে প্রাপ্তি হয়ই, তাহার অন্যথা হয় না। কলিকালে মলিনচিত্ত বর্ণাশ্রমী জনগণের পরমায়ু প্রভৃতি বৃথা, কিন্তু আমার শরণার্থিগণের পরমায়ুঃ প্রভৃতি তাদৃশ বৃথা হয় না।'

ইতি। ১ম স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ে সূতের প্রতি ঋষিগণের (উক্তি)॥

অতএব 'স্বধর্মত্যাগ করিয়া শ্রীভগবদ্ভজন করিবে' ইত্যাদি বাক্যের অনুসন্ধান কর্তব্য। এই প্রকার বহু ধন ও মহাপরিশ্রমাদি সাধ্য কর্মাদি দ্বারা তুচ্ছ ফল স্বর্গাদি লাভ হয়। (তৎস্থলে) অল্প পরিশ্রম ও অল্প ধনাদি দ্বারা সাধ্য ভক্তি ও ভক্তির আভাসের দ্বারাই পরম মহৎ ফল লাভ হয়। সেই সেই স্থানে অনুসন্ধান পূর্বক পর্যালোচনা করিলে ভক্তিতে যে শাস্ত্রের তাৎপর্য তাহাই বুঝা যায়। সুতরাং সেই সেই (কর্মাদি প্রবর্তক) শাস্ত্রসকলও ভক্তি-প্রতিপাদ্য কর্মাদির পুনঃ কথনে প্রবৃত্ত হওয়ায় যে বিফল নহে—ইহাও জানিতে হইবে।

১। ১. ৫. ১৭

মুক্তাফলটীকা—দ্বিষড়্ দ্বাদশগুণা ধনাভিজনাদয়ঃ। যদ্বা

শমো দম-স্তপঃশৌচং ক্ষান্ত্যার্জববিরক্তয়ঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসন্তোষাঃ সত্যাস্তিক্যং দ্বিষড়্গুণাঃ॥

ইত্যত্রোক্তা ইত্যেষা।

স্কান্দে শ্রীনারদবাক্যং—

কুলাচারবিহীনোঽপি দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রশস্তং সর্বলোকানাং ন ত্বষ্টাদশবিদ্যকঃ।
ভক্তিহীনো দ্বিজঃ শান্তঃ সজ্জাতিধার্মিকস্তথা॥

কাশীখণ্ডে চ—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্বোত্তমোত্তমঃ॥

দ্বাদশ গুণ—তাহা দ্বারা যুক্ত বিপ্র অপেক্ষাও চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ। অথবা সনৎসুজাত (উপনিষদে) যে উক্ত দ্বাদশ ধর্মাদি গুণ (উল্লিখিত আছে) তাহা দ্রষ্টব্য। যথা 'ধর্ম', সত্য, দম (বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ), তপঃ, অমাৎসর্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, (শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা), অনসূয়তা, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য, শ্রবণ, ব্রত—এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণের গুণ'। 'কেমন বিপ্র অপেক্ষা' অর্থাৎ যিনি ভগবানের পাদারবিন্দবিমুখ সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা; কিরূপ চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ? না,—শ্রীভগবানে যাহার মন ইত্যাদি অর্পিত (সেই চণ্ডাল)। চেষ্টা (অর্থে) কর্ম। শ্রেষ্ঠত্বে হেতু—এবম্ভূত চণ্ডাল সমস্ত কুলকে পবিত্র করে। মান অর্থাৎ গর্ব—তৎপ্রচুর অথচ ভক্তিশূন্য যে বিপ্র সে আত্মাকেই পবিত্র করিতে পারে না,—কুল কেমন করিয়া পবিত্র করিবে? যেহেতু ভক্তিহীন ব্যক্তির এই সমস্ত গুণ গর্বের নিমিত্তই হয়, শুদ্ধির নিমিত্ত হয় না। অতএব তাদৃশ ব্রাহ্মণ হীন—ইহাই অভিপ্রায়।

মুক্তাফল টীকায় (হেমাদ্রি) বলেন—'দ্বিষড়্ (অর্থে) দ্বাদশ গুণ অভিজনাদি; অথবা 'শম (অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ), দম, (বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ) তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, বৈরাগ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সন্তোষ, সত্য ও আস্তিক্য.—এই দ্বাদশ গুণ।'

স্কান্দপুরাণে শ্রীনারদ বাক্য—

'কুলাচার বিহীন হইলেও দৃঢ় ভক্তিমান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সমস্ত লোক মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সজ্জাতি, ধার্মিক এবং অষ্টাদশবিদ্যাযুক্ত ব্রাহ্মণও ভক্তিহীন হইলে শ্রেষ্ঠ নয়'।

কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা অন্য কোন ইতর ব্যক্তিও বিষ্ণুভক্তি সমাযুক্ত হইলে তাহাকে সকলের উত্তম হইতে উত্তম বলিয়া জানিতে হইবে।'

অতঃ সুতরামেব ন 'সাধয়তি মাং যোগঃ'[১] ইত্যাদিকমিতি ভাবঃ। ১ ॥ ৬। শ্রীনারদো ব্যাসম্॥

অথ জ্ঞানানাদরেণোদাহ্রিয়তে। তত্র তস্য কৃচ্ছ্রসাধনত্বেনানাদরো দর্শিত এব "পানেন তে দেবকথাসুধায়াঃ"[২] ইত্যাদিভ্যাম্। তথোক্তং শ্রীকুমারোপদেশে—'কৃচ্ছ্রো মহান্'[৩] ইত্যাদি। শ্রীগীতাসু চ অর্জুন উবাচ—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ [ভ. গী. ১২. ১]

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥

অতএব 'যোগ যে আমাকে বশীভূত করিতে পারে না'—এই বাক্য যথার্থই সত্য। ইহাই তাৎপর্য। ইতি। ১ম স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যাসের প্রতি নারদের (উক্তি)॥

জ্ঞানের অনাদরে (ভক্তির অভিধেয়ত্ব বলিতেছেন)। জ্ঞানের কষ্ট-সাধনতা উল্লেখে এবং 'তোমার কথাসুধা পানের দ্বারা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি হয়'—(এই স্থলে পর পর,) দুই পদ্য দ্বারা জ্ঞানের অনাদর দেখান হইয়াছে। শ্রীসনৎকুমারোপদেশে (উক্ত হয়)—'ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সংসার উত্তীর্ণ হওয়া মহান্ কষ্ট'—ইত্যাদি। শ্রীগীতাতেও অর্জুন প্রশ্ন করিলেন—

'হে কৃষ্ণ, যে সকল ভক্ত সতত যুক্ত (অর্থাৎ ত্বন্নিষ্ঠ) হইয়া তোমার উপাসনা করেন, আর যাঁহারা অক্ষয় অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করেন—এতদুভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী?' শ্রীভগবান্ (উত্তরে) বলিলেন—

'আমাতে যাঁহারা নিত্যযুক্ত হইয়া আমাতে মন সমাবেশ করেন, পরমশ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করেন—তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া জানিবে।

১ ভা. ১১. ১৪. ২০
২ ভা. ৩. ৫. ৪৪—৪৫
৩ ভা. ৪. ২২. ৩৮

পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু।
ভক্ত্যা সুলভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্তৌ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ ॥

ইতি।

বস্তুতস্তু—

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ॥ ১০৫

[ভা. ১০. ১৪. ৪]

টীকা চ—ভক্তিং বিনা নৈব জ্ঞানং সিধ্যতীত্যাহ শ্রেয় ইতি। শ্রেয়সামভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং স্রুতির্যস্যাঃ স রস ইব নির্ঝরাণাং তাং তে তব ভক্তিমুদস্য ত্যক্ত্বা তেষাং ক্লেশল এবাবশিষ্যতে। অয়ং ভাবঃ। যথাল্পপ্রমাণং ধান্যং পরিত্যজ্যান্তঃকণহীনান্ স্থূলধান্যাভাসান্ যেঽবঘ্নন্তি, তেষাং ন কিঞ্চিৎ ফলম্, এবং ভক্তিং তুচ্ছীকৃত্য যে কেবলবোধায় প্রযতন্তে তেষামপীত্যেষা।

সৎকার করিয়া যাঁহারা কেবল জীবধারণ করেন, যদ্যপি অন্য কিছু করেন না, তথাপি ত্রিলোকে অন্য কর্তৃক অজিত হইয়াও তুমি তাহাদের কর্তৃক জিত অর্থাৎ বশীভূত হইয়াছ। অতএব শ্রীনৃসিংহ পুরাণে কথিত হইয়াছে—

'যখন বিনা মূল্যে প্রাপ্য পত্র, পুষ্প, ফল, জল সদা বিদ্যমান আছে এবং ভক্তির দ্বারা সুলভ্য পুরাণপুরুষও বিদ্যমান তখন সাধকের মুক্তি বিষয়ে প্রযত্ন করিবার কি প্রয়োজন?'

বাস্তবিক পক্ষে (জ্ঞানের অনাদর); যথা—

"হে বিভো শুদ্ধ পুরুষ! যে সকল ব্যক্তি পরম মঙ্গলের বর্ত্মস্বরূপ ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান লাভের নিমিত্ত ক্লেশ করে, তাহাদের স্থূল-তুষাবঘাতীর ন্যায় ক্লেশই অবশিষ্ট হইয়া থাকে"। ১০৫ ॥

টীকা—'মঙ্গলের পথ'—ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা দেখাইতেছেন যে ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না। 'মঙ্গল' (অর্থে) অপবর্গ লক্ষণ অভ্যুদয়—তাহাদের 'বর্ত্ম' (অর্থে) পথ। 'যথার্থ রহিয়াছে' অর্থাৎ ভক্তি নির্ঝর সরোবরের ন্যায়। কিন্তু তোমার ভক্তিকে ত্যাগ করায় তাহাদের ক্লেশই অবশেষ থাকে—ইহাই ভাব। যেমন অল্প পরিমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃকণাশূন্য স্থূলধান্যের ন্যায় প্রতীত কেবল তুষকে যে সকল ব্যক্তি অবঘাত করে তাহাদের কেবল শ্রমমাত্র ফল হয়, তদ্রূপ ভক্তিকে তুচ্ছ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানের নিমিত্ত যত্ন করে তাহাদের শ্রম ভিন্ন অন্য কোন ফল হয় না। এই পর্যন্ত টীকা।

ত্বাত্মরামগুরুভির্হৃদি চিন্তিতাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বম্"[১] ইতি। চতুর্থে শ্রীমদষ্টভুজং প্রতি শ্রীপ্রচেতোভিরপি—"বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন"[২] ইতি। বৈষ্ণবস্য সতঃ সমদর্শিনস্তু ন ভক্তিলাভঃ প্রত্যবায়শ্চ। যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে—

> ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ।
> একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ॥
> যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
> সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

ইতি। অত এবাভেদদৃষ্টিবচনং সমভক্তজ্ঞান্যাদিপরমেব। যথা শ্রীমার্কণ্ডেয়োপাখ্যানে দ্বাদশ এব শ্রীশিববাক্যং—

> ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা নিঃসঙ্গা ভূতবৎসলাঃ।
> একান্তভক্তা অস্মাসু নির্বৈরাঃ সমদর্শিনঃ॥

'আপনাতে' বলিতে 'যে আপনি ভগবৎপর তাঁহাতে'। আবার অষ্টম স্কন্ধে প্রজাপতি কৃত শ্রীশিবস্তুতিতে কথিত হইয়াছে—'আত্মারামগণের গুরু সকল তোমার (শ্রীশিবের) চরণ যুগল হৃদয়ে চিন্তা করেন।' চতুর্থ স্কন্ধে প্রচেতাগণ অষ্টভুজ (শ্রীভগবান্‌কে) বলিয়াছেন—'হে ভগবন্! তোমার প্রিয় সখা যে শিব ক্ষণকাল তাঁহার সঙ্গ লাভ হওযাতে আমরা তোমাকে লাভ করিলাম।' কিন্তু (শিব কৃষ্ণে) সমদর্শী বৈষ্ণবজনের ভক্তি লাভ হয় না পরন্তু প্রত্যবায হয়। তাহার প্রমাণ যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে—

'একাগ্রমনা হইয়াও যদি কেহ বিষ্ণু সমদর্শী হয় অর্থাৎ বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতার সমত্ব বিবেচনা করে—সেই জড় ব্যক্তি সকল হরির ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতার সহিত যে জন শ্রীনারায়ণ দেবকে সমরূপে দেখে সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হয়।' অতএব অভেদ দৃষ্টি সম্বন্ধে যে বাক্য উহা সমভক্তি ও সমজ্ঞানিপরই বুঝিতে হইবে। (তাহা অনাদৃত)।—যেমন দ্বাদশ স্কন্ধের শ্রীমার্কণ্ডেয়োপাখ্যানে শ্রীশিববাক্য—

'আমাদিগের একান্ত ভক্ত, নির্বৈর, সমদর্শী, শান্ত (মৎসরাদি রহিত), নিঃসঙ্গ (নিষ্কাম) ও সদাচারনিষ্ঠ এবং ভূতবৎসল যে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে লোকের সহিত লোকপালগণ বন্দনা, অর্চনা ও উপাসনা করেন। কেবল ইহাঁরাই নহে ; ভগবান্ ব্রহ্মা, স্বয়ং ঈশ্বর

১ ভা. ৮. ৭. ২৬
২ ভা. ৪. ৩০. ৩৬

তদেব ব্যঞ্জিতম্। যথা— 'কিমিদং কৃত এবেতি সমাধের্বিরতো মুনিঃ'[১] ইতি। কিঞ্চ 'ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ'[২] ইত্যাদাবভেদদৃষ্টিবচনেঽপি 'স্বয়ঞ্চ হরিরীশ্বরঃ'[৩] ইত্যনেন তস্যৈব প্রাধান্যমুক্তম্। তস্যৈব স্বয়ঞ্চেশ্বরত্বমুক্তং 'পার্থিবাদ্দারুণঃ'[৪] ইত্যাদিনা। ব্রহ্মপুরাণে শ্রীশিববাক্যমপি তথৈব—

যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছেত ব্রহ্মাণং বা পিতামহম্।
দ্রষ্টব্যস্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥ [ব্র পু. ২২৬. ৪৬]

ইতি। তদ্বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানাদিতি ভাবঃ।[৫] তদেবং বৈষ্ণবত্বেনৈব শিবভজনং যুক্তম্।

ঋষি) সমাধি হইতে বিরত হইলেন।' অধিকন্তু 'সাধু ব্রাহ্মণগণ' ইত্যাদি শ্লোকে অভেদ দৃষ্টির উল্লেখে 'স্বয়ং ঈশ্বর হরি' ইত্যাদি দ্বারা শ্রীহরিরই প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। 'পার্থিব কাষ্ঠ হইতে, (যজ্ঞ ধূমযুক্ত কাষ্ঠ যেমন শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ হরিই সর্বশ্রেষ্ঠ)' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা শ্রীহরিরই স্বয়ং ঈশ্বরত্ব কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণে শিবের বাক্যও তদ্রূপ—

'যে ব্যক্তি আমাকে ও পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখিতে চায়, প্রতাপশালী ভগবান্ বাসুদেবই তাহার দ্রষ্টব্য।'

বাসুদেব বিজ্ঞান দ্বারা সমস্ত বিজ্ঞান হয় ইহাই ভাব। অতএব বৈষ্ণবরূপেই শ্রীশিবের ভজন-বিহিত। শ্রীশিবের পূজনই যদি আবশ্যকরূপে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কোন কোন বৈষ্ণব শ্রীশিবমূর্তিতে শ্রীভগবানকেই (শ্রীকৃষ্ণকেই) পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরের শেষভাগে ও এই ইতিহাস দেখা যায়—

'বিষ্বক্সেন নামক ঐকান্তিক ভগবদ্ ভক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি কোনও

---

১ ভা. ১২. ১০. ১১
২ ভা. ১২. ১০. ১৬
৩ ঐ
৪ ভা. ১. ২.২৪
৫ এ স্থানে হস্তলিখিত পুস্তকের অধিক পাঠ যথা—
অত এবমুক্তং সার্বভৌমশ্রীচিন্তামণিদীক্ষিতৈঃ—
'বনমালিনি যাদৃগাশয়া মম ন তাদৃক্ কপালমালিনি।
অসিতে মুদিরে যথা শিখী মুদমত্যেতি ন তথা পাণ্ডুরে॥
দিব্যস্তটিন্যস্ত্রিদশাস্তড়াগা বিশ্বেশ্বরোঽয়ং সরিতামধীশঃ।
তৃষ্ণাহরঃ কোঽসি ন কৃষ্ণমেঘং বিহায় চিন্তামণিচাতকস্য॥ ইতি।

অনুবাদ—এই প্রকার সার্ব্বভৌম শ্রীচিন্তামণি দীক্ষিত কর্তৃক উক্ত হইয়াছে—'বনমালী শ্রীকৃষ্ণে আমার যে প্রকার চিত্তবৃত্তি কপালমালী শিবে কিন্তু সেই প্রকার নহে—যেমন কৃষ্ণবর্ণ মেঘে ময়ূর যেরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হয়, হরিদ্বর্ণ মেঘে তেমন হয় না। দিব্য নদীসকল, দেবতারূপী তড়াগ এবং বিশ্বেশ্বররূপ নদীর অধীশ্বর থাকিলেও চিন্তামণি নামক চাতকের পক্ষে কৃষ্ণমেঘ ব্যতীত কেহই তৃষ্ণাহরণ করিতে পারে না।

কেচিত্তু বৈষ্ণবাস্তৎপূজনমাবশ্যকত্বেনোপস্থিতঞ্চেত্তর্হি তস্মিন্নধিষ্ঠানে শ্রীভগবন্তমেব পূজয়ন্তি। যথা শ্রীবিষ্ণুধর্মাস্তিমোঽয়মিতিহাসঃ—

বিষ্বক্সেননামা কশ্চিদ্বিপ্র একান্তভাগবতঃ পৃথিবীং বিচরন্নাসীৎ। স কদাচিদেক এব বনান্ত উপবিষ্টঃ। তত্রাথ গ্রামাধ্যক্ষসুতঃ কশ্চিদাগতস্তমুবাচ কোঽসীতি। ততঃ কৃতস্বাখ্যানং তমুবাচ,—মম শিরঃপীড়াত্বা জাতেতি নিজেষ্টদেবং শিবং পূজয়িতুং ন শক্নোমি, ততো মম প্রতিনিধিত্বেন ত্বমেব তং পূজয়েতি[১]।

এতদনন্তরঞ্চ তত্রত্যং সার্ধং পদ্যম্—

এতদুক্তং প্রত্যুবাচ বয়মেকান্তিনঃ শ্রুতাঃ।
চতুরাত্মা হরিঃ পূজ্যঃ প্রাদুর্ভাবগতোঽথবা॥
পূজয়ামশ্চ নৈবান্যং তস্মাত্ত্বং গচ্ছ মাচিরম্॥

[বি. ধ পু. ৩. ৩৫৪.১২—১৩]

ইতি। ততস্তস্মিংস্তদনঙ্গীকৃতবতি স খড়গমুন্নমিতবান্ শিরশ্ছেত্তুম্। ততশ্চাসৌ বিপ্রস্তদ্ধস্তেন মৃত্যুমনভীপ্সন্ বিচার্যোক্তবান্ ভদ্রং তত্র গচ্ছাম ইতি গত্বা চেদং মনসি চিন্তিতম্—অয়

সময়ে একাকী বনের প্রান্তভাগে উপবেশন করিযাছিলেন। সেই স্থানে কোনও গ্রামাধ্যক্ষপুত্র আগমন করিযা জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কে?' তিনি নিজের নাম বলিলেন। সেই গ্রামাধ্যক্ষপুত্র বলিল 'আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে আমার ইষ্টদেব শিবকে পূজা করিতে আমি অসমর্থ, অতএব আমার প্রতিনিধিরূপে তুমি শিবকে পূজা কর।' অনন্তর অর্ধপদ্যে বিবৃত হয়—

'এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই বিপ্র বলিলেন—'আমরা একান্তী, চতুরাত্মা (বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ) হরিই আমাদের একমাত্র পূজনীয, অথবা তাঁহাকে প্রাদুর্ভাবগত মনে করিযা আমরা পূজা করি। আমরা অন্যকে পূজা করি না। অতএব তুমি শীঘ্র অন্যত্র গমন কর'।—তদনন্তর শিবপূজায স্বীকৃত হইল না দেখিয়া গ্রামাধ্যক্ষপুত্র ওই বিপ্রের মস্তকচ্ছেদন করিতে খড়্গ উত্তোলন করিল। ব্রাহ্মণ তাহার হস্তে মৃত্যু ইচ্ছা না করিয়া মনে মনে বিচার করিয়া বলিলেন, 'ভাল সেই পূজাস্থানেই যাইব'—ইহা বলিযা সেই শিব (পূজার) স্থানে গমন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন—'প্রলয়ের হেতু তমোগুণ বৃদ্ধি থাকায শ্রীরুদ্রের এই তমোভাব। তমোগুণ নাশের কর্তৃত্ব থাকায় শ্রীনৃসিংহ দেব তমোগুণ ভঞ্জনার্থ তামস দৈত্যগণের বিদারকরূপে প্রকট হইয়াছিলেন। সূর্য উদয়ে যেমন অন্ধকার রাশির বিনাশ হয়, সেই প্রকার শ্রীনৃসিংহদেবের উদয়ে তামস দৈত্যগণের নাশ

১ বি. ধ. পু. ৩ ৩. ৫৪. ৩—২৪ দ্রষ্টব্য

অনুপনীতশতমেককেনোপনীতেন তৎসমম্, উপনীতশতমেকেন গৃহস্থেন তৎসমং, গৃহস্থশতমেকেন বানপ্রস্থেন তৎসমং, বানপ্রস্থশতমেকেন যতিনা তৎসমং, যতীনান্তু শতং পূর্বমেকেন রুদ্রজাপকেন তৎসমং, রুদ্রজাপকশতমেকমথর্বাঙ্গিরসশাখাধ্যাপকেন তৎসমম্, অথর্বাঙ্গিরসশাখাধ্যাপকশতমেকমেকেন মন্ত্ররাজাধ্যাপকেন তৎসমম্।

[নৃ. তা. উত্তর, ৮ অঃ]

ইতি। মন্ত্ররাজশ্চ তত্র শ্রীনৃসিংহমন্ত্র এবেতি। স্বতন্ত্রত্বেন ভজনে তু ভৃগুশাপো দুরত্যয়ঃ। যথা চতুর্থে—

ভৃগুঃ প্রত্যসৃজচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডং দুরত্যয়ম্॥
ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥ [ভা. ৪.২.২৭—২৮]

ইত্যাদি। বেদবিহিতমেবাত্র ভবব্রতমনূদ্যত অন্যবিহিতত্বে পাষণ্ডিত্ববিধানাযোগঃ স্যাৎ, পূর্বত এব পাষণ্ডিত্বসিদ্ধেঃ। অথ তৎপরিপন্থিনাং শ্রীভাগবতাদীনাং সচ্ছাস্ত্রত্বমায়াতম্। তৎপুরস্কৃতানাং সূতসংহিতাদীনামসচ্ছাস্ত্রত্বং স্পষ্টমেব[১]। তস্মাৎ স্বতন্ত্রত্বেনৈবোপাসনায়াময়ং দোষঃ। যতশ্চ তত্রৈব তেন শ্রীজনার্দনস্যৈব বেদমূলত্বমুক্তম্।

'শত অনুপনীত এক উপনীতের সমান; শত উপনীত এক গৃহস্থের সমান; শত গৃহস্থ এক বানপ্রস্থের সমান; শত বানপ্রস্থ এক যতির সমান; শত যতি এক রুদ্রজাপকের সমান; শত রুদ্রজাপক এক অথর্বাঙ্গিরসশাখার অধ্যাপকের সমান, শত অথর্বাঙ্গিরসশাখার অধ্যাপক এক মন্ত্র রাজ অধ্যাপকের সমান।'

মন্ত্ররাজ বলিতে সেখানে (শ্রীনৃসিংহতাপনীতে) শ্রীনৃসিংহ মন্ত্রই বুঝিতে হইবে। শিবের স্বতন্ত্ররূপ ভজনে ভৃগুদত্ত শাপ দুরতিক্রমণীয়। যথা—চতুর্থস্কন্ধে—

'ভৃগু ব্রহ্মদণ্ডরূপ দুরত্যয় অভিশাপ দান করিলেন—যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রত ধারণ করিবে এবং যাহারা তাঁহার অনুগামী হইবে তাহারা সৎশাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী ও পাষণ্ডী হইবে।'

এখানে বিহিত মহাদেব-ব্রতের অনুবাদ করিয়া নিষেধ করা হইল। কারণ বিধ্যন্তর পাষণ্ডিত্ব স্বীকার করিলে তাহাতে ইহা অন্বিত হয় না—কেন না পূর্বেই পাষণ্ডিত্ব সিদ্ধ আছে। অপর, উহাদিগকে সৎশাস্ত্রের প্রতিকূল বলায় শ্রীভাগবতাদির সৎশাস্ত্রত্বই বলা হইল। সৎশাস্ত্র অগ্রগণ্য বলিয়া সূত সংহিতাদির স্পষ্টই অসৎশাস্ত্রত্ব। অতএব স্বতন্ত্ররূপে শিবের উপাসনায়

১ 'অথ তৎপরিপন্থিনাং' হইতে 'স্পষ্টমেব' পর্যন্ত পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

ততঃ সম্পূজ্য শিরসা ববন্দে পরমেষ্ঠিনম্।
ভবং প্রজাপতীন্ দেবান্ প্রহ্লাদো ভগবৎকলাঃ ॥ [ভা. ৭. ১০. ২৬]

ইতি। তদুক্তং[১] শ্রীযুধিষ্ঠিরেণৈব—

ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসূয়েন পাবনীঃ।
যক্ষে বিভূতীর্ভবতস্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো ॥ [ভা. ২. ৪. ১৭]

বিভূতিত্বেনৈবমুক্তং পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীসত্যভামাং প্রতি শ্রীভগবতা—

সৌরাশ্চ শৈবা গণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ।
মামেব প্রাপ্নুবন্তীহ বর্ষাপঃ সাগরং যথা ॥
একোঽহং পঞ্চধা জাতঃ ক্রীড়য়া নামভিঃ কিল।
দেবদত্তো যথা কশ্চিৎ পুত্রাদিজননামভিঃ ॥ [প. পু. ৭১ অধ্যায়]

ইতি। বস্তুতস্তু সর্বাপেক্ষয়া শ্রীবৈষ্ণবা এব শ্রেষ্ঠাঃ। তদুক্তং স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে তথৈবান্যত্র প্রহ্লাদসংহিতায়ামেকাদশীজাগরণপ্রসঙ্গে চ—

প্রহ্লাদকর্তৃক যে প্রকার অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বলিতেছেন—

'অতঃপর প্রহ্লাদ শ্রীভগবানের অংশ ব্রহ্মা, মহেশ ও প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতা সকলকে সম্যক্ প্রকারে পূজা করিয়া মস্তক দ্বারা বন্দনা করিলেন।'

শ্রীযুধিষ্ঠিরও তাহাই বলিয়াছেন—

'হে গোবিন্দ! যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা তোমার পবিত্র বিভূতিকে (অংশ সমূহকে) অর্চনা করিতে যে ইচ্ছা করিয়াছি, হে স্বামিন্! আপনি তাহা সম্পাদন করুন।'

পদ্মপুরাণেও বিভূতি বা অংশরূপেই তদ্রূপ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীসত্যভামার প্রতি শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

'যেমন বর্ষার জল সাগরপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সূর্য্যোপাসক, শিবোপাসক, গণেশপূজক ও শক্তির অর্চক এবং বৈষ্ণবগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। এক দেবদত্ত যেমন পুত্রাদি জননামের দ্বারা (অর্থাৎ অমুকের পিতা, ভ্রাতা বা বন্ধু ইত্যাদিরূপে নানা নামে) নির্দিষ্ট হয়, সেই প্রকার ক্রীড়া এবং নামের দ্বারা আমি এক হইয়াও পঞ্চরূপ হইয়াছি।'

বাস্তবিকপক্ষে সকলের অপেক্ষা শ্রীবৈষ্ণবগণই শ্রেষ্ঠ। স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে ও অন্যত্র

প্রকার সিদ্ধান্তপ করা যাইতে পারে। গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—আমি যদি কাজ না করি তাহা হইলে এই লোক সকল উৎসন্ন হইয়া যায়, অতএব আমি কাজ করি, কিন্তু আমার কোনও কর্তব্য নাই। লোক সংগ্রহের নিমিত্তই আমি কাজ করি। তদ্রূপ শ্রীভগবানের ন্যায় লোকসংগ্রহপর শ্রীভগবানের লীলার অনুকূলতা করিবার জন্য নরাকার যে পার্ষদগণ আছেন তাঁহাদেরই পূজা বিধান শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। অতএব শ্রীভগবৎ প্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে শ্রীভগবানের বিভূতিরূপেই অন্যান্য দেবতার পূজা দেখা সাধিত হইয়াছে।

১ 'যথোক্তং'—হস্তলিখিত পুস্তকে।

তত্র চ শিবাবজ্ঞাদৌ মহানেব দোষঃ। যথা চতুর্থ এব নন্দীশ্বরশাপঃ—"সংসরন্ত্বিহ যে চামুমনু শর্বাবমানিনম্"[১] ইতি। ইদমপি যৎকিঞ্চিদেব, শ্রীশিবস্য মহাভাগবতত্বেন দোষস্য স্বয়মেব সিদ্ধত্বাৎ। "হেলনং গিরিশভ্রাতুর্ধনদস্য ত্বয়া কৃতম্"[২] ইত্যুক্তরীত্যা[৩] নূনং তৎসখ্যমনুস্মৃত্যৈব কুবেরাদপি শ্রীধ্রুবেণ ভগবদ্ভক্তিস্বভাব-কৃতসর্ববিষয়ক-বিনয়পুনঃপুনর্ভক্ত্যভিলাষাভ্যাং যুক্তেন সতা কৃতং ভগবদ্ভক্তি-বরপ্রার্থনমিতি চতুর্থাভিপ্রায়ঃ। অত এবোক্তং—

যো মাং সমর্চয়েন্নিত্যমেকান্তং ভাবমাশ্রিতঃ।
বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

ইতি। দৃষ্টঞ্চ তথা চিত্রকেতুচরিতে।

[ভগবৎপ্রতিমায়াং শিলাবুদ্ধের্নিষেধঃ]

শ্রীকপিলদেবেন সাধারণানামপি প্রাণিনামবমানাদিকং নিন্দিতং, কিমুত তদ্বিধানাম্। তথা হি—

শিবের অবজ্ঞাদিতে মহৎ দোষ হয়। চতুর্থ স্কন্ধে—নন্দীশ্বরশাপে উক্ত হয়—'যে (ব্রাহ্মণগণ) মহাদেবের অবমাননাকারী দক্ষের অনুবর্তী হইলেন, তাঁহারা এই সংসারে জন্মমরণাদি অনুভব করুন।' এ দোষ নিশ্চিতই সামান্য—তথাপি শ্রীশিবের মহাভাগবতত্ব হেতু দোষ স্বতই সিদ্ধ হয়। 'মহাদেবের ভ্রাতা ধনাধিপতি কুবেরের প্রতি তুমি অবজ্ঞা করিয়াছ'—এই উক্তি অনুসারে নিশ্চয় কুবেরের সহিত শ্রীশিবের সখ্য স্মরণ করিয়া শ্রীভগবদ্-ভক্তি-স্বভাবের দ্বারা কৃত যে সর্বপ্রকার বিনয়—তৎসহ ভক্তি-অভিলাষী শ্রীধ্রুব (শিবসখা) কুবেরের নিকট পুনঃ পুনঃ ভক্তি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহাই চতুর্থ স্কন্ধের অভিপ্রায়। অতএব উক্ত হইয়াছে—

'যে ব্যক্তি ঐকান্তিক ভাবসমন্বিত হইয়া আমাকে নিত্য সম্যক্ প্রকারে অর্চনা করে কিন্তু শ্রীঈশানদেবকে নিন্দা করে সে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হয়।'

চিত্রকেতুর উপাখ্যান[৪] হইতেও তাহাই বুঝা যায়।

[ভগবৎ প্রতিমায় শিলাবুদ্ধির নিষেধ]

কপিলদেব সাধারণ প্রাণিদিগের অবজ্ঞাবও নিন্দা করিয়াছেন, (তদ্বিধ দেবতাদির) ত' কথাই নাই। যথা—

---

১ ভা. ৪. ২. ২৪

২ ভা ৪. ১১. ৩২

৩ 'স্বায়ম্ভুবোক্তরীত্যা'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ

৪ 'অবজ্ঞাদিকং'—হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ

৫ গন্ধর্বরাজ চিত্রকেতু ঐকান্তিক হরিভক্ত। ঋষিসভা মধ্যে শ্রীশিবকে পার্বতীসহ একাসনে সমাসীন দেখিয়া কটাক্ষ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য পার্বতীর শাপে তাঁহার অসুরযোনিতে জন্ম হইয়াছিল।

তপস্বিনো বিলাপে—

শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিং বা প্রতিমায়াং হরের্ময়া।
কিং ময়া পথি দৃষ্টস্য বিষ্ণুভক্তস্য কর্হিচিৎ॥
তন্মুদ্রাঙ্কিতদেহস্য চেতসানাদরঃ কৃতঃ।
যেন কর্মবিপাকেন পুত্রশোকো মমেদৃশঃ॥

ইতি। যথা চোক্তং—

বিষ্ণ্বর্চায়াং[1] শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমালিন্যমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ॥
শুদ্ধে তন্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বৈ নারকী সঃ॥

ইতি। তস্য চ মূঢ়স্য মদ্দৃষ্ট্যভাবাৎ সর্বভূতাবজ্ঞাপি ভবতি। ততস্তদ্দোষেণ ভস্মনি যথা জুহোতি কশ্চিৎ তস্যাশ্রদ্ধধানস্য ফলাভাব ইত্যর্থঃ। "যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ"[2] ইত্যাদ্যুক্তরীত্যা লোকপরম্পরামাত্রজাতে যৎকিঞ্চিচ্ছ্রদ্ধাসদ্ভাবে তু কনিষ্ঠভাগবতত্বমেব।

'আমি কি হরির প্রতিমাতে পাষাণ বুদ্ধি করিয়াছি, অথবা ভগবান্ শ্রীহরির মুদ্রাঙ্কিত-দেহ বিষ্ণুভক্তকে পথে দেখিয়া চিত্তদ্বারা অনাদর করিয়াছি, যে-কর্মবিপাকবশতঃ আমার ঈদৃশ পুত্রশোক উপস্থিত হইল।'

আরও উক্ত হয়—

'বিষ্ণুপ্রতিমাতে শিলা বুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, কলি-মালিন্যনাশী বিষ্ণুর ও বৈষ্ণবের পাদোদকে সাধারণ জলবুদ্ধি, শুদ্ধ শ্রীভগবানের নাম, রূপ এবং মন্ত্রে অন্য শব্দের ন্যায় সমানবুদ্ধি এবং সর্ব ঈশ্বরের ঈশ্বর বিষ্ণুতে তদিতর-বুদ্ধি বা সমান বুদ্ধি যে করে সে নিশ্চয়ই নরক ভোগ করে।'

সর্বভূতে যে আমার অবস্থান সেই দৃষ্টির অভাব থাকায় প্রাণিগণের প্রতি সেই মূঢ়ের অবজ্ঞা উৎপন্ন হয়। অতএব সেই দোষে ভস্মে ঘৃতাহুতি যেমন বিফল তদ্রূপ সেই শ্রদ্ধারহিত ব্যক্তির ফলের অভাব হয়—ইহাই তাৎপর্য। 'যাহারা শাস্ত্রবিধিকে পরিত্যাগ করিয়া (কেবলমাত্র) শ্রদ্ধা সহকারে (অর্থাৎ আস্তিক্য বুদ্ধিতে, ভজনা করে'—এই উক্তি বশতঃ লোকপরম্পরা জাত যৎকিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা বুঝিতে হইবে এবং সেইহেতু তাহাকে কনিষ্ঠ ভাগবত বলিতে হইবে। (উক্ত আছে)—

১ 'অর্চ্যে বিষ্ণৌ'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।
২ ভ. গী. ১৭. ১.

পাদয়িষ্যতে—'জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু'[১] ইত্যাদিনা। অতো ভগবজ্‌জ্ঞানাদূর্ধ্বং জাতশ্রদ্ধস্তু স্বকর্ম্মকৃৎ সন্‌ নার্চয়েৎ কিন্তু শুদ্ধমর্চাদিকমেব কুর্বীতেত্যায়াতম্‌। তচ্চ প্রতিপাদয়িষ্যতে—'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত'[২] ইত্যাদিনা নত্বর্চাং পরিত্যজেদিত্যর্থঃ।

প্রতিষ্ঠিতার্চা ন ত্যাজ্যা যাবজ্জীবং সমর্চয়েৎ।
বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্তনম্‌॥

ইতি শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবিরোধাৎ।

অথ স্বধর্মপূর্বকমর্চনং কুর্বংশ্চ ভূতদয়াং বিনা ন সিদ্ধ্যতীত্যাহ—

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্‌।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্‌॥ [ভা. ৩.২৯.২১]

'প্রতিমাদিতে যে পূজা করা বিফল—ইহা মনে করিবেন না, মানুষ যে পর্যন্ত সর্ব প্রাণীতে অবস্থিত আমাকে নিজের হৃদয় মধ্যে জানিতে না পারে, তৎকাল পর্যন্ত স্বকর্মে রত হইয়া প্রতিমাদিতে আমাকে অর্চনা করিবে।'

সেই পর্যন্তই স্বকর্মকারিতা অর্থাৎ প্রতিমাদিতে অর্চনা করিবে যাবৎ সর্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বররূপী আমাকে লোকে না জানে। এখানে যে স্বকর্মের সহায়তা বলা হইল, উহা অজাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য; কারণ তাহার শ্রদ্ধা ভক্তিতে তখন অধিকার হয় নাই। ইহার প্রতিপাদক যথা—'আমার কথাদিতে জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি, সমস্ত কর্মে নির্বিঘ্ন হইবে, অতএব ভগবৎ জ্ঞানের পর জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি স্বকর্মের অনুষ্ঠান করতঃ অর্চনা করিবে না। কিন্তু শুদ্ধ পূজনাদিই করিবে। 'সেই পর্যন্ত কর্ম করিবে'—ইত্যাদিদ্বারা (শ্রীভগবান্‌) তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন কিন্তু প্রতিমা কদাপি পরিত্যাগ করিবে না—ইহাই অর্থ। উক্ত আছে—

'প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা পরিত্যাগ করিবে না। প্রাণ পরিত্যাগ ও মস্তকচ্ছেদন বরং স্বীকার্য। কিন্তু জীবন কাল পর্যন্ত অর্চনা করিবে'।

শ্রীহয়শীর্ষের এবং পঞ্চরাত্রের এই বিরোধ উক্তি হেতু প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা ত্যাগ করিবে না ইহাই বুঝিতে হইবে।

কিন্তু স্বধর্ম পূর্বক অর্চন করিলেও ভূতগণের প্রতি দয়া ব্যতীত তাহা সিদ্ধ হয় না। ইহা (কপিল দেব) বলিয়াছেন—

'যে ব্যক্তি নিজের ও পরের মধ্যে অত্যল্প মাত্রও ভেদ দর্শন করে, সেই ভিন্নদর্শীর প্রতি আমি মৃত্যুরূপী হইয়া ঘোরতর ভয় ও সংসার বিধান করি।'

---

১ ভা. ১১ ২০. ২৭

২ ভা. ১১. ২০. ৯

অন্তরোদরম্ উদরভেদেন ভেদং করোতি ন তু মদধিষ্ঠানত্বেনাত্মসমং পশ্যতি। ততশ্চ ক্ষুধিতাদিকমপি দৃষ্ট্বা স্বোদরাদিকমেব কেবলং বিভর্তীত্যর্থঃ। তস্য ভিন্নদৃশো[১] মৃত্যুরূপোঽহমুল্বণং ভয়ং সংসারম্। নিগময়তি—

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্চয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥ [ভা. ৩. ২৯. ২২]

অথ অতো হেতোঃ যথাযুক্তং যথাশক্তি দানেন তদভাবে মানেন চাভিন্নেন চক্ষুষেতি পূর্ববৎ। তথোক্তং সনকাদীন্ প্রতি শ্রীবৈকুণ্ঠদেবেন—

যে মে তনূর্দ্বিজবরান্ দুহতীর্মদীয়া
ভূতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা। [ভা. ৩. ১৬. ১০]

ইত্যাদি। যদ্বাভিন্নেন চক্ষুষান্যত্র যা দৃষ্টিস্ততোঽতিবিলক্ষণয়া দৃষ্ট্যা সর্বোৎকৃষ্টদৃষ্ট্যেত্যর্থঃ। তত্র সর্বেষাং সাধারণ্যেনেবার্হণে প্রাপ্তে বিশেষয়তি—

উদরভেদে ভেদ করে', কিন্তু আমার অধিষ্ঠান মনে করিয়া নিজের সমান জ্ঞান করে না। 'উদর ভেদ' অর্থাৎ ক্ষুধিত ব্যক্তিকে দেখিয়াও যেমন কেবল নিজের উদর পরিপূর্ণ করে, তদ্রূপ ভিন্নদর্শীর সম্বন্ধে আমি মৃত্যুরূপ সংসার বিধান করি। নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন—

'মানুষের কর্তব্য—প্রাণিগণের অন্তর্যামী, অতএব সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে জানিয়া যথাযথ দান করা এবং সম্মানের দ্বারা সকলের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা এবং অভিন্ন দৃষ্টি দ্বারা সকলের পূজা করা।'

শ্লোকের 'অথ' শব্দের অর্থ অতএব অর্থাৎ এই হেতু, 'যথাযথ' অর্থাৎ যথাশক্তি দান এবং তদভাবে সম্মানের দ্বারা এবং পূর্বের ন্যায় অভিন্ন দৃষ্টিতে। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ কর্তৃক শ্রীসনকাদির প্রতিও সেই প্রকার কথিত হইয়াছে—

('দ্বিজগণ, দুগ্ধবতী গাভী ও রক্ষকহীন প্রাণিগণ,—এই তিনটী) আমার শরীর অর্থাৎ অধিষ্ঠান। (উহারা আমার অধিষ্ঠান নয়)—এই প্রকার ভেদবুদ্ধিতে যাঁহারা উহাদিগকে দেখেন (যমদূতগণ তাঁহাদের চক্ষু বিদ্ধ করিয়া দেয়)।'

অথবা অভিন্নদৃষ্টি (অর্থে) অন্যত্র যে দৃষ্টি তাহা অপেক্ষা অত্যন্ত বিলক্ষণ দৃষ্টি অর্থাৎ সমস্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্টি—তদ্দ্বারা। এখানে সকলের প্রতি সমান ভাবে সম্মান বিহিত হইলেও (শ্রীকপিলদেব নিম্নোক্ত) বিশেষ নির্দেশ দিয়াছেন—

'অয়ি শুভে! প্রাণিসকলের মধ্যে তারতম্য বিবেচনা করিয়া সম্মানাতিশয় করা কর্তব্য। দেখুন—অচেতন পদার্থ অপেক্ষা সচেতন জীব শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা প্রাণবৃত্তিযুক্ত জীব শ্রেষ্ঠ,

---

১ 'পরদুঃখদুঃখসাম্যমবিদুষঃ' এই অধিক পাঠ হস্তলিখিত পুস্তকে।

যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎপারমহংস্যমন্ত্যং যস্মিন্নহিংসা পরমঃ স্বধর্মঃ॥

ইত্যনুসারেণ সিদ্ধ এব সঃ। তত্র পরমসিদ্ধানাঞ্চ "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ"[১] ইত্যাদ্যনুসারেণ সিদ্ধ এব সঃ। তত্র সাধকানাং যত্তু 'যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন'[২] ইত্যাদৌ তদন্যোপাসনানাং পুনরুক্তত্বমুপলভ্যতে, তৎ পুনঃ কেবলস্বতন্ত্র-তত্তদ্দৃষ্ট্যোপাসনানামেব। অত্র তু তত্তদধিষ্ঠানক-ভগবদুপাসনমেব বিধীয়তে। তদাদরাবশ্যকত্বঞ্চ তৎসম্বন্ধেনৈব সম্পাদ্যত ইতি ভেদঃ। তচ্চান্যত্র ঝটিতি রাগদ্বেষবিশ্লেষার্থমিতি জ্ঞেয়ম্। অত এব কেবল-ভূতানুকম্পয়া ভগবদর্চনং ত্যক্তবতো ভরতস্যান্তরায়ঃ। তস্মাত্তু তদন্বয়েব ভগবদ্ভক্তির্মুখ্যা নার্চনমিতি নিরস্তম্। তথা বৈতদব্যবহিতপূর্বং নির্গুণভক্ত্যুপায়ত্বেন "ক্রিয়াযোগেন শস্তেন

সর্বভূতের আদর উৎপন্ন হয়। যাহাদের এইরূপ ভাব হইয়াছে—তাঁহাদের অহিংসা নিবৃত্তিই স্বীয় স্বভাব।[৩] যথা—

'ধীরগণ হিংসানিবৃত্তিরূপ স্বধর্মে অনুরক্ত হইয়া সহসা দেহাদিতে সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক অন্তে প্রাপ্য যে পারমহংস্যপদ তাহা লাভ করেন।'

এই উক্তি দ্বারা বুঝিতে হইবে যে তাঁহারা সিদ্ধভাব। পরম সিদ্ধগণের সম্বন্ধে উক্ত হয়—'নিজের উপাস্য যে ভগবান্, তাঁহাকে তাঁহারা সমস্ত ভূতে বিদ্যমান দেখেন' ইত্যাদি উক্তি অনুসারে উহা সিদ্ধ হইল। তন্মধ্যে সাধকগণের সম্বন্ধে 'যেমন তরুর মূলে জল সেচন করিলে তাহার স্কন্ধ শাখাদি পুষ্ট হয় (সেই প্রকার অচ্যুতের আরাধনায় সকল দেবতার আরাধনা হয়)'—ইত্যাদি যে উক্তি রহিয়াছে তাহাতে অন্য উপাসনার পুনরুক্তিত্ব উপলব্ধি হইতেছে—তাহা কেবল স্বতন্ত্ররূপে সেই সেই দৃষ্টি দ্বারা বিহিত উপাসনার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।[৪] কিন্তু এখানে সর্বভূতের অধিষ্ঠান যে ভগবান্ তাঁহার উপাসনার বিধান হইতেছে। শ্রীভগবৎ সম্বন্ধ দ্বারাই সর্বভূতে আদরের আবশ্যকতা নিষ্পাদিত হইতেছে—ইহাই বিশিষ্টতা। শ্রীঅচ্যুত পূজনেই সকলের পূজা সম্পন্ন হয়। অন্যের প্রতি অনুরাগ বা দ্বেষ নিবারণের নিমিত্তই এই বিধান জানিতে হইবে। সুতরাং কেবল প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিতে গিয়া শ্রীভগবানের অর্চনা পরিত্যাগ করায় ভরত

---

১ ভা. ১১. ২. ৪৩

২ ভা. ৪. ৩১. ১২

৩ তাৎপর্য—সকল প্রাণীতেই ভগবান্ আছেন এই প্রকার বুদ্ধিতে প্রথম উপাসক সর্বপ্রাণীতে আদর করিবেন। শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকগণের সর্বত্রই ভগবানের বিভবস্ফূর্তি হয়, তজ্জন্য সর্বভূতে আদর হয়। ব্রজের বিশুদ্ধ সখ্যাদি ভাবের সাধকগণেরও সিদ্ধ শ্রীগোকুলবাসিগণের ভাব অনুশীলন দ্বারা এবং শ্রীভগবানের গুণ লীলাদি স্মরণের দ্বারাই সর্বভূতে আদর হইয়া থাকে। যাহাদের ভাব সিদ্ধ হইয়াছে তাহাদের পক্ষে হিংসা নিবৃত্তি স্বভাবতই হইয়া থাকে।

৪ তরুর মূল সেচনের ন্যায় অচ্যুতের উপাসনায় সকলের পূজা হয় এই কথা দ্বারা অন্যান্য দেবতাও যে পূজনীয় ইহা বুঝা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও ভগবান্ ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে অন্য উপাসনা নিষিদ্ধ—ইহাই তাৎপর্য।

তথা চ ব্রহ্মবৈবর্তে—

প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতম্।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্॥
অশীতিচতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু।
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্য মানুষ্যং জন্ম পর্যয়াৎ॥
তদপ্যফলতাং জাতং তেষামাত্মাভিমানিনাম্।
বরাকানামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ম্॥

ইতি। ৩॥ ১৫। শ্রীব্রহ্মা দেবান্॥

তথা

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ১০৯॥

[ভা. ৫. ১৮. ১২]

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও সেই প্রকার উক্ত হয়—

'দেবগণ-বাঞ্ছিত মনুষ্য জন্ম লাভ করিযাও যাহারা শ্রীগোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করে না, তাহারা আত্মাকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। জীব চতুরশীতি লক্ষ যোনিতে[১] ভ্রমণ করিয়া জন্মের পর্যায় ক্রমে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া যাহারা আত্মাভিমানী, সেই ক্ষুদ্র আত্মাভিমানিগণের মনুষ্যজন্ম শ্রীগোবিন্দের চরণদ্বয় আশ্রয় না করায় বিফল হইয়াছে।'

ইতি। ৩য় স্কন্ধে ১৫শ অধ্যায়ে দেবগণের প্রতি শ্রীব্রহ্মার (উক্তি)॥

সেইপ্রকার আরও বলিলেন—

"যাঁহার শ্রীভগবানে নিষ্কাম ভক্তি হয়, তাঁহার চিত্তে দেব সকল ধর্মজ্ঞানাদি গুণের সহিত নিত্য বাস করেন। অভক্ত ব্যক্তির কেমন করিয়া জ্ঞানবৈরাগ্যাদি হইতে পারে? যেহেতু সে ব্যক্তি বাসনা দ্বারা অসৎ বিষয়ে বহির্মুখতায় ধাবিত হয়"॥ ১০৯॥

অকিঞ্চন (অর্থে) নিষ্কাম। গুণ (অর্থে) জ্ঞান বৈরাগ্যাদি—তাহার সহিত যুক্ত হইয়া সমস্ত

---

১ ৮৪ লক্ষ যোনির কথা—

স্থাবরা বিংশলক্ষঞ্চ জলজা নবলক্ষকাঃ।
ক্রিমিজা রুদ্রলক্ষঞ্চ পঞ্চ লক্ষঞ্চ বানরাঃ।
পশুজা নবলক্ষঞ্চ ত্রিংশলক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ।
তত্রৈব মানবং জন্ম … …।

স্থাবর যোনিতে বিশলক্ষ, জলজ (মৎস্যাদি) যোনিতে নব লক্ষ, ক্রিমিজ যোনিতে এগার লক্ষ, বানর যোনিতে পঞ্চ লক্ষ, পশু যোনিতে নব লক্ষ, বিহঙ্গম যোনিতে ত্রিশ লক্ষ, তাহার পর মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়।

অকিঞ্চনা নিষ্কামা। গুণৈর্জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভিঃ সহ সর্বে ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সম্যগাসতে। ৫।১৮। ভদ্রশ্রবসঃ শ্রীহয়শীর্ষম্ ॥

অত এব তত্তন্মার্গসিদ্ধ-মুনীনামপ্যনাদরঃ—

অহ্ন্যাপৃতার্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথ-ধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা মুনয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ১১০ ॥

[ভা. ৩. ৯. ১০]

অহ্ন্যাপৃতার্তইত্যাদিস্বভাবা যুষ্মদ্ভজনবিমুখাঃ সংসারিণো ভবন্তি। কিং বহুনা তত্তৎমার্গসিদ্ধা মুনয়োঽপি যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখাশ্চেদিহ জগতি তদ্বদেব সংসরন্তি। অথবা মুনয়োঽপি ত্বদ্বিমুখাশ্চেৎ তর্হি সংসরন্ত্যেব। কথম্ভূতাঃ সন্তঃ সংসরন্তি ইত্যত্রাহ অহ্ন্যাপৃতেত্যাদি। 'আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদম্'[১] ইত্যাদেঃ। অত উক্তং শ্রীধর্মেণ—

ব্রহ্মাদি দেবগণ সম্যক্ প্রকারে (তাঁহার চিত্তে) বাস করে। ইতি। ৫ম স্কন্ধে ১৮শ অধ্যায়ে শ্রীহয়শীর্ষের প্রতি ভদ্রশ্রবার (উক্তি) ॥

অতএব সেই সেই মার্গসিদ্ধ (কর্মজ্ঞানপথ-সিদ্ধ) মুনি সকলেরও অনাদর উক্ত হইয়াছে—

"হে দেব! যাহারা তোমার ভজনবিমুখ তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল দিবসে নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকায় ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। রাত্রিতে তাহারা নিদ্রালাভ করে কিন্তু নানা বাসনায় স্বপ্ন দর্শনে ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয়,—দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহাদের অর্থের নিমিত্ত যে উদ্যম তাহা নষ্ট হয়—এমন্ ব্যক্তি সকলকে এই জগতে নিত্য সংসারক্লেশ ভোগ করিতে হয়"। ১১০ ॥

'দিবসে নানা বিষয়ে ব্যাপৃত'—এইরূপ স্বভাব বলিতে তোমাদের ভজনবিমুখ বুঝিতে হইবে এবং তাহারা সংসার ক্লেশ পায়। বেশী আর কি বলিব, জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিতে সিদ্ধ মুনিগণও যদি তোমার প্রসঙ্গ (অর্থাৎ তোমার গুণ লীলা শ্রবণ কীর্তনাদি) হইতে বিমুখ হন, তাহা হইলে পূর্ব কথিত (নিত্যবদ্ধ জীবের) ন্যায় এই জগতে তাঁহাদিগকেও সংসার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অথবা মুনিগণ তোমার ভজন বিমুখ হইলে পূর্বপ্রকারে জন্মমরণাদি দুঃখ অনুভব করেন। কিরূপে? না, দিবসে নানা বিষয়ে ব্যাপৃত হয় (অর্থাৎ দিবসে তাহার বিবিধ বাসনা বিধ্বস্ত হয় এবং রাত্রিতেও স্বপ্নদ্বারা মনোরথ ক্লিষ্ট হয়)। অতএব বলিলেন—'বহু ক্লেশে (জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করিয়া) যাঁহারা পরম পদে আরোহণ করেন (যদি তাঁহারা তোমার শ্রীচরণকমলকে আশ্রয় না করেন তবে তাঁহারা অধঃপতিত হন)'।

১ ভা. ১০. ২৮. ৩২.

[ভক্তেঃ সর্বেষু নিত্যত্বম্]

তদেবমভক্তনিন্দাশ্রবণাৎ শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তেঃ সর্বেষু নিত্যত্বমপি সিদ্ধম্। উক্তঞ্চ শ্রীভগবতা উদ্ধবং প্রতি—"ভিক্ষোর্ধর্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ"[১] ইত্যাদৌ 'সর্বেষাং মদুপাসনম্'[২] ইতি। তথা নারদেন চ সার্ববর্ণিকস্বধর্মকথনে, 'শ্রবণং কীর্তনঞ্চাস্য'[৩] ইত্যাদি। অকরণে দোষশ্রবণঞ্চান্যত্র 'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ'[৪] ইত্যাদি। তথা চ মহাভারতে—

মাতৃবৎপরিরক্ষন্তং সৃষ্টিসংহারকারকম্।
যো নার্চয়তি দেবেশং তং বিদ্যাদ্ব্রহ্মঘাতকম্॥

ইত্যাদি। শ্রীগীতোপনিষৎসু—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ [ভ. গী. ৭. ১৫]

ইত্যাদি। আগ্নেয়ে বিষ্ণুধর্মে চ—

[ভক্তি সকলের পক্ষেই নিত্য ধর্ম]

সুতরাং যাঁহারা ভক্তিপথাবলম্বী নহেন, এরূপ অভক্তগণের নিন্দা শাস্ত্রে বর্ণিত হওয়ায় শ্রীভগবদ্ভক্তিরই সর্বাধিকারিত্বে নিত্যতা সিদ্ধ হইল। উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি, যথা—'শম ও অহিংসা ভিক্ষুর ধর্ম, বানপ্রস্থের ধর্ম হইল তপস্যা ও আত্মানাত্ম-বিবেক,' ইত্যাদি এবং 'সর্ববর্ণাশ্রমীর (ধর্মই) হইল আমার উপাসনা।' (যুধিষ্ঠিরকে) নারদ সর্ববর্ণের স্বধর্ম উপদেশ প্রসঙ্গে বলিলেন—'(সাধুদের একমাত্র গতি হইতেছে) শ্রীহরির লীলাদি শ্রবণ ও কীর্তন' ইত্যাদি। উক্ত ভক্তির অকরণে যে দোষ হয় তাহা 'মুখ বাহু, উরু ও পাদ হইতে (চতুর্বর্ণ সৃষ্টি হয়)' ইত্যাদি উক্তিতে প্রকাশ।—মহাভারতেও কথিত হইয়াছে—

'যিনি সৃষ্টি করেন, মাতৃবৎ সস্নেহে পালন করেন এবং সংহার করেন, সেই দেব বিষ্ণুকে যে ব্যক্তি অর্চনা করে না, তাহাকে ব্রহ্মঘাতী পাপী বলিয়া জানিতে হইবে।'

শ্রীগীতায়ও বর্ণিত হইয়াছে—

'দুষ্কৃতিপরায়ণ বিবেক শূন্য নরাধমগণ মায়া দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া অসুর ভাব প্রাপ্ত হওয়ায় আমাকে ভজন করে না।'

১ ভা. ১১. ১৮. ৪৪

২ ভা. ১১. ১৮. ৪৩

৩ ভা. ৭. ১১. ১০

৪ ভা. ১১. ৫. ২

অত এব তত্রৈব—

জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্।
যোগিনো বৈ নো লিপ্যন্তে কর্মভির্ভগবৎপরাঃ ॥

ইতি। তথা রথযাত্রাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদিধৃতং পুরাণান্তরবচনং—

নানুব্রজতি যো মোহাদ্‌ব্রজন্তং পরমেশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাপি স ভবেদ্‌ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥

ইতি। এবমুক্তং—'যো নাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ'[১] ইতি। অত এবোপদিষ্টং—

তস্মাজ্‌জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ ॥

[ভা. ১১. ১৪. ২৪]

তস্মাৎ সুতরামেব সর্বেষাং শ্রীহরিভক্তির্নিত্যেত্যায়াতম্। ১০॥ ২। দেবাঃ শ্রীভগবন্তম্॥

অতএব উহাতেই (উক্ত বাসনাভাষ্যেই) কথিত হয়—

'জীবন্মুক্তগণ কখনও কখনও সংসার বাসনা প্রাপ্ত হন, কিন্তু ভগবৎপরায়ণ যোগিগণ কখনও কর্মের দ্বারা জড়িত হন না'।

পুনরপি বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদিধৃত পুরাণান্তর বচনে উক্ত হইয়াছে—

'যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ রথে গমন করিতেছেন, যে ভগবান্ তাঁহার অনুগমন করেন না, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা তাহার কর্ম দগ্ধ হইলেও সে ব্রহ্মরাক্ষস হইবে'।

ইহাও কথিত আছে—'যে সকল নরাধম অসৎপ্রসঙ্গরূপ কুতর্কনিষ্ঠ হইয়া তোমাকে আদর করে না তাহারা নরকগামী হয়'। (শ্রীভগবানের) উপদেশ যথা—

'হে উদ্ধব! জ্ঞানের দ্বারা স্বীয় আত্মা (অর্থাৎ নিজ স্বরূপকে) জানিয়া জ্ঞান (বিজ্ঞান) সম্পন্ন হইয়া ভক্তিভাবনা দ্বারা আমাকে ভজনা করিবে'।

এই হেতু সকলের যে শ্রীহরিভক্তি নিত্য ধর্ম তাহাই প্রতিপাদিত হইল। ইতি। ১০ম স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে শ্রীভগবানের প্রতি দেবগণের (উক্তি)॥

১ ভা. ৩.৯.৪

[প্রেমকৃতকর্ম্মনাশাদ্ভক্তিঃ]

প্রেমকৃতকর্ম্মাশয়-নির্ধূননানন্তরমপি ভক্তিঃ শ্রূয়তে—

যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি
ধ্যাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্ ।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ । ১১২ ॥

[ভা ১১. ১৪. ১১.]

তথৈবাত্মা জীবো মৎপ্রেম্ণা কর্মাশয়ং বিধূয় ততঃ শুদ্ধস্বরূপঞ্চ প্রাপ্য মাং ভজতীত্যর্থঃ । তদুক্তং 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে' ইতি । ১ ॥ ১৪ । শ্রীভগবান্ ॥

এবমপ্যুক্তং স্কান্দে রেবাখণ্ডে—

ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈব হি ।
শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব ॥
শ্বপচাদপকৃষ্টত্বং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সুরাঃ ।
তদৈবাচ্যুত যান্ত্যেতে যদৈব ত্বং পরাঙ্মুখঃ ॥

ইতি ।

[প্রেমকৃত-কর্মনাশে ভক্তি]

প্রেম দ্বারা কর্মাশয় নিঃশেষ রূপে নষ্ট হইবার পর ভক্তি শ্রুত হইতেছে—

"যেমন অগ্নিতে উত্তপ্ত স্বর্ণ অন্তর্মল পরিত্যাগপূর্বক শুদ্ধ স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ আত্মা (জীব) আমার ভক্তিযোগ দ্বারাই কর্মবাসনাত্মক মালিন্য সম্যক্ রূপে ক্ষালিত করিয়া আমাকে ভজনা করে"। ১১২ ॥

সেই প্রকার আত্মা (জীব) প্রেম দ্বারা কর্মাশয় বিমুক্ত হইয়া নিজ শুদ্ধ স্বরূপ লাভ করিয়া আমাকে ভজনা করে, ইহাই তাৎপর্য্য । তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—'মুক্ত পুরুষগণও লীলা দ্বারা শরীর ধারণ করিয়া শ্রীভগবানকে ভজনা করেন।' ইতি ১১শ স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের (উক্তি) ॥

শ্রীস্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে বর্ণিত হয়—

'হে কেশব ! যখন তুমি তুষ্ট হও তখন (কুক্কুর ভোজী) চণ্ডালও ইন্দ্র, মহেশ্বর, ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম হইয়া থাকে। আবার যখন তুমি পরাঙ্মুখ হও, হে অচ্যুত ! তখন ব্রহ্মা ও ঈশানাদি দেবগণও চণ্ডাল অপেক্ষা অপকর্ষ প্রাপ্ত হন।'

পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা'[১] ইত্যাদি। তথাহ—

মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদ্গুণানাং
সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ ॥ ১১৪ ॥

[ভা. ৩. ৫. ১২]

ইত্যাদি। স্পষ্টম্। ৩ ॥ ৫। শ্রীবিদুরঃ ॥

ইয়মেব ভক্তিঃ "ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্"[২] ইত্যত্রোক্তা। 'অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ'[৩] ইত্যাদৌ দশলক্ষণ্যামপি সদ্ধর্ম ইত্যেকলক্ষণত্বেনোক্তা। তস্যা অভিধেয়ত্বং শ্রীভাগবতবীজরূপায়াং চতুঃশ্লোক্যা[৪]মপ্যুদাহৃতম্।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা ॥

[ভা. ২. ৯. ৩৭]

অনেক উদাহৃত হইয়াছে। ভক্তির অভিধেয়ত্বে যে 'গতিসামান্য'[৫] আছে তদ্বিষয়ে প্রমাণ যথা—'(বিবেকী) ব্যক্তিগণ (শ্রীভগবানের গুণ বর্ণনকেই) তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি বলিয়া, কীর্তন করেন।' এ বিষয়ে আরও উক্ত হয়—

"(হে কৃষ্ণ!) তোমার সখা কৃষ্ণমুনি (মহর্ষি বেদব্যাসও) শ্রীভগবানের গুণ বর্ণন কামনায় মহাভারত রচনা করেন' ॥ ১১৪ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি ৩য় স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে বিদুরের (উক্তি) ॥

এই ভক্তিই 'নির্মৎসর সাধুগণের পরমধর্ম, যাহাতে কপটতা (অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, পুরুষার্থ চতুষ্টয় বিষয়ক কপটতা) প্রকৃষ্ট ভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে।'[৬] 'এই (শ্রীমদ্ভাগবতে) সর্গ বিসর্গাদি দশলক্ষণের স্থলে 'সদ্ধর্ম' এই এক লক্ষণ দ্বারা (ভক্তিই) উক্ত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের বীজরূপ চতুঃশ্লোকীতেও ভক্তির অভিধেয়ত্ব উদাহৃত হইয়াছে। পূর্বে

১ ভা. ১. ৫. ২২
২ ভা. ১. ১. ২
৩ ভা. ২. ১০. ১
৪ ভা. ২. ৯. ৩২-৩৫

৫ গতি সামান্য—অর্থ অবগতির একরূপতা। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল বাক্য পাওয়া যায়, সে সকলই ভক্তির অভিধেয়ত্ব প্রমাণ করে বলিয়া উহাদের অর্থগত সাম্য আছে।

৬ ভাগবতে পরম ধর্ম নিরূপিত হইতেছে। ইহা পরম ধর্ম যে হেতু ফলাভিসন্ধি রূপ যে কপটতা তাহা এই ধর্মে পরিবর্জিত। প্রকৃষ্টরূপে বর্জিত অর্থে মোক্ষাভিসন্ধিও নিরস্ত। ঈশ্বরারাধনারূপ ধর্ম হইতে কেবল হরিভক্তি উৎপন্ন হয় বলিয়াই এই ধর্ম পরম ধর্ম। যথা—'সঃ বৈ পুংসাং পরো ধর্মঃ যতো ভক্তিরধোক্ষজে'।

পূর্বং হি জ্ঞানবিজ্ঞানরহস্য-তদঙ্গানি বক্তব্যত্বেন চত্বার্য্যেব প্রতিজ্ঞাতানি। তত্র চতুঃশ্লোক্যাং প্রাক্তনাত্রয়োঽর্থা অপি ক্রমেণৈব প্রাক্তনশ্লোকত্রয়ে ব্যাখ্যাতাঃ। রহস্য-শব্দেনাত্র প্রেমভক্তিঃ, তদঙ্গশব্দেন সাধনভক্তিরুচ্যতে।

টীকা চ—রহস্যং ভক্তিস্তদঙ্গং সাধনমিত্যেষা।

ততঃ ক্রমপ্রাপ্তত্বেন—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥

[ভা. ১১. ১৪. ৩]

ইতি ভগবদ্বাক্যানুসারেণ চ চতুর্থেঽস্মিন্ পদ্যে সাধনভক্তিরেব ব্যাখ্যাতা। অত্র চ পুনর্ব্যাখ্যা-বিবরণায়োত্থাপ্যতে। তথা হি—আত্মনো মম ভগবতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা প্রেমরূপং রহস্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা এতাবন্মাত্রং জিজ্ঞাসিতব্যং[১], শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ম্। কিন্তৎ ?

জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ এই চারিটী বিষয় (শ্রীনারায়ণ কর্তৃক) প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে।[২] তন্মধ্যে পূর্ব তিনটী (জ্ঞান, বিজ্ঞান ও রহস্য) পূর্ববর্তী তিন শ্লোকে ক্রমানুসারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রহস্য শব্দের দ্বারা প্রেমভক্তি এবং তদঙ্গশব্দ দ্বারা সাধন ভক্তি কথিত হইয়াছে।

টীকাতেও—'রহস্য' অর্থে ভক্তি ও 'তদঙ্গ' অর্থে সাধন ইহাই নির্ণীত হইয়াছে।

তাহারপর ক্রমপ্রাপ্তরূপে উল্লেখ—

'প্রলয় কালে বেদবাক্য সকল নষ্ট হয়। সৃষ্টির পূর্বে সেই বেদ আমি ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম—যাহাতে মদাত্মক (অর্থাৎ হ্লাদিনীসার রূপ আমার স্বরূপ-ধর্ম উক্ত হইয়াছে।)' শ্রীভগবানের এই বাক্য অনুসারে এই চতুর্থ 'এতাবানেব' পদ্যে সাধন ভক্তিই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখানে পুনর্বার ব্যাখ্যা বিবৃতির জন্যই তাহা উত্থাপিত হইতেছে। 'আত্মতত্ত্ব' অর্থে আমার অর্থাৎ শ্রীভগবানের তত্ত্ব। 'তত্ত্বজিজ্ঞাসু' অর্থে প্রেমরূপরহস্য অনুভব করিতে যে ইচ্ছা করে, তৎকর্তৃক এতাবৎ মাত্র অর্থাৎ ইহাই জিজ্ঞাস্য। শ্রীগুরুচরণ হইতে তাহাই শিক্ষণীয়।

১ 'এতদেব জিজ্ঞাস্যং' – হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ।

২ শ্রীমদ্ভাগবতে ২. ৯. ৩২ শ্লোকে—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া'॥

অর্থ—পরম গুহ্য ব্রহ্ম জ্ঞান, ভগবদনুভব-রূপ বিজ্ঞান এবং প্রেমভক্তিরূপ যে রহস্য তদ্‌যুক্ত অঙ্গ অর্থাৎ শ্রবণ কীর্তনাদি সাধন ভক্তি আমা কর্তৃক কথিত হইতেছে, তুমি গ্রহণ কর।

যদেকমেব অন্বয়েন বিধিমুখেন ব্যতিরেকেণ নিষেধমুখেন চ স্যাদুপপদ্যতে। তত্রান্বয়েন যথা "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্"[১] ইত্যাদি,"মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ"[২] ইত্যাদি চ। ব্যতিরেকেণ যথা—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ[৩] পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

[ভা. ১১. ৫. ২—৩.]

'ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ'[৪] ইত্যাদি।

যাবজ্জনো ভজতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্তি-
বার্তা-সুধারসমশেষ-রসৈকসারম্।
তাবজ্জরা-মরণজন্ম-শতাভিঘাত-
দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি ॥

তাহা কি? না, যাহা অন্বয় (বিধি) ও ব্যতিরেক (নিষেধ) মুখে সদা সর্বত্র উৎপন্ন হয়। বিধিমুখে—যথা '(নাম কীর্তনাদি দ্বারা যে ভক্তি যোগ) তাহাই ইহলোকে (পরম ধর্ম)'। 'তুমি আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্ত হইয়া আমাতেই মনোনিবেশ কর' ইত্যাদি। নিষেধ মুখে—যথা—

'পরমপুরুষ ভগবানের মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম সহ গুণানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আপন আপন উৎপত্তি ক্ষেত্র ঈশ্বরকে ভজন করে না, এবং জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা (বর্ণ-ও-আশ্রম-) স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।'

অপর উক্ত হয়—'(আচার্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়াও) দুষ্কর্মান্বিত মূঢ় নরাধমগণ (আমাকে ভজন করে না)' ইত্যাদি।

শ্রীপদ্মপুরাণে কোন কোন স্থানে উপপাদিত হইয়াছে।

'মানব এই পৃথিবীতে যে পর্যন্ত অশেষ রসের একমাত্র সার বিষ্ণুভক্তিকথামৃত রস আস্বাদন না করে, সে পর্যন্ত বহুদেহ জন্য জরামরণ, দুঃখপূর্ণ শত জন্মের অভিঘাত ক্লেশ লাভ করে।'

---

১ ভা. ৬. ৩. ২২
২ ভ. গী. ৯. ৩৪
৩ 'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ' এই পর্যন্ত পাঠ হস্তলিখিত পুস্তকে, সমস্ত শ্লোক নাই।
৪ ভ. গী ৭. ১৫

বিরক্তে রাগিণি চ—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥
[ভা. ১১. ১৪. ১৮]

ইতি। অবাধ্যমানস্তু সুতরাং নাভিভূয়ত ইত্যপেরর্থঃ। মুমুক্ষৌ মুক্তে চ 'মুমুক্ষবো ঘোররূপান্'[১] ইত্যাদি। 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ'[২] ইত্যাদি। ভক্ত্যসিদ্ধে ভক্তিসিদ্ধে চ—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥ [ভা. ৬. ১. ১৫]

ইতি।

ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
ল্লবনিমিষার্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ [ভা. ১১. ২. ৫১]

ইতি।

সুতরাং সদাচর ব্যক্তির পক্ষে আর কি বক্তব্য হইতে পারে—ইহাই 'অপি' শব্দের সার্থকতা।

জ্ঞানী ও অজ্ঞান ব্যক্তিতে যথা—'যে সকল ব্যক্তি আমাকে জানিয়া বা না জানিয়া (কেবল অনন্যভাবে ভজন করেন তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত) এবং 'দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃকও শ্রীহরি স্মৃত হইলে তিনি তাহাদের সকল পাপ হরণ করেন' ইত্যাদি।

বিরক্ত ও বিষয়াসক্ত যথা—

'অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিষয়ের দ্বারা আবিষ্ট হইলেও অচিন্ত্য প্রভাবযুক্ত ভক্তির প্রভাবে তিনি কোনও বিষয়ে অভিভূত হন না।'

সুতরাং বিষয়ে অনাসক্তির জন্য যাঁহারা কোনও বাধা পান না, তাঁহারা যে অভিভূত হন না—ইহা বলাই অনাবশ্যক। (শ্লোকোক্ত) 'অপি' শব্দের তাহাই অর্থ।

মুক্তিকামী ও মুক্ত পুরুষে যথা—'মোক্ষবাঞ্ছা কারী ব্যক্তিগণ ঘোর (ভূপতির অর্চনা ত্যাগ করিয়া শান্ত নারায়ণের অংশ অন্য মূর্তিকে ভজনা করেন)' ইত্যাদি, এবং 'আত্মারাম অর্থাৎ মুক্ত মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন' ইত্যাদি।

ভক্তিতে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ পুরুষে যথা—

'সূর্য্য যেমন নিঃশেষ ভাবে নীহার বিনাশ করেন, তদ্রূপ বাসুদেব-পরায়ণ কোন কোন ব্যক্তি তপশ্চর্যাদি নিরপেক্ষ কেবল ভক্তির দ্বারা পাপ সমূহকে সম্পূর্ণ রূপে উন্মূলিত করিয়া থাকেন।'

১ ভা. ১. ২. ২৬
২ ভা. ১. ৭. ১০

ভগবৎপার্ষদতাং প্রাপ্তে—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কিমন্যৎ কালবিপ্লুতম্। [ভা. ৯. ৪. ৪৯]

ইতি। নিত্যপার্ষদে—

বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাপ্সু
প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্।
অভ্যর্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্র-
মুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ যচ্ছ্রীঃ॥ [ভা. ৩. ১৫. ২]

সর্বেষু বর্ষেষু ভুবনেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু তেষাং বহিশ্চ তৈস্তৈঃ শ্রীভগবদুপাসনায়াঃ ক্রিয়মাণায়াঃ শ্রীভাগবতাদিষু প্রসিদ্ধিঃ সিদ্ধৈবেতি সর্বদেশোদাহরণং জ্ঞেয়ম্। সর্বেষু করণেষু যথা—

মানসেনোপচারেণ পরিচর্য হরিং মুদা।
পরেঽবাঙ্মনসাগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে॥

ইত্যাদি। এবম্ভূতবচনে হ্যস্তু তাবদ্বহিরিন্দ্রিয়েণ মনসা বচসাপি তৎসিদ্ধিরিতি প্রসিদ্ধিঃ।

'যিনি শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে লব নিমেষার্ধ কালও বিচলিত হন না তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ'।

শ্রীভগবৎপার্ষদতা প্রাপ্ত পুরুষে যথা—(শ্রীভগবানের উক্তি)—

'আমার সেবাতে যাঁহারা পরিতৃপ্ত, সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় স্বয়ং তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। কালক্রমে নষ্ট হয় যে ব্রহ্মপদাদি তাহার কথা আর কি বলিব?'

নিত্যপার্ষদে যথা—

'শ্রীবৈকুণ্ঠের সরোবরসমূহের জল স্বচ্ছ ও অমৃত তুল্য, তট সকল বিদ্রুমমণিময়, শ্রীলক্ষ্মী দেবী পারিচারিকাগণ সহ তুলসী দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চনা করিতে করিতে বাপী জলে প্রতিবিম্বিত তাঁহার শোভন অলকা ও উৎকৃষ্ট নাসিকাযুক্ত বদন দেখিয়া মনে করিলেন—(এই যে সৌভাগ্য সুখ, এই যে সৌন্দর্য,) ইহা শ্রীভগবান্ কর্তৃক আমার বদন চুম্বিত হওয়ারই ফল।' (শ্রীলক্ষ্মীরও সৌভাগ্য সুখ শ্রীভগবদনুগ্রহে—ইহাই সূচিত হইল)।

সমস্ত বর্ষে, সমস্ত ভুবনে, এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে এবং তাহার বাহিরেও শ্রীভগবানের উপাসনা শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। ইহা দ্বারা সর্বদেশের উদাহরণ জানিতে হইবে।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥ [ভা. ১২. ৩. ৪৪]

ইতি। কিং বহুনা—

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে॥

ইতি বৈষ্ণবে। সর্বাবস্থাস্বপি—গর্ভে শ্রীনারদ-কারিতশ্রবণে প্রহ্লাদে প্রসিদ্ধম্। বাল্যে শ্রীধ্রুবাদিষু, যৌবনে শ্রীমদম্বরীষাদিষু, বার্ধক্যে ধৃতরাষ্ট্রাদিষু, মরণেঽজামিলাদিষু, স্বর্গিতায়াং শ্রীচিত্রকেত্বাদিষু। নারকিতায়ামপি—

যথা যথা হরেনাম কীর্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ॥ [নৃ পু. ৮. ৩১]

ইতি শ্রীনৃসিংহপুরাণাৎ। অত এবোক্তং দুর্বাসসা—'মুচ্যেত যন্নাম্ন্যুদিতে নারকোঽপি'[১] ইতি। তথা—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্॥ [ভা. ২. ১. ১১]

ইত্যত্রাপি।

'যে-মুহূর্ত ও ক্ষণকাল বাসুদেব চিন্তিত না হয়েন, তাহাই হানি, তাহাই মহচ্ছিদ্র, তাহাই মোহ, তাহাই ভ্রান্তি'—ইহা বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হয়।

সমস্ত অবস্থাতেও (ভক্তির নিত্যত্ব)। গর্ভে শ্রীপ্রহ্লাদকে দেবর্ষি নারদ ভক্তির বিষয় শ্রবণ করাইযাছিলেন—ইহা প্রসিদ্ধ আছে। বাল্যকালে শ্রীধ্রুবাদিতে, যৌবনে শ্রীমান্ অম্বরীষ রাজাদিতে, বার্ধক্যে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিতে, মরণকালে অজামিল প্রভৃতিতে, স্বর্গগত ব্যক্তিতে যথা—শ্রীচিত্রকেতু প্রভৃতিতে। নারকীতে যথা—

'নরকবাসী সকল যেই শ্রীহরির নাম কীর্তন করিল, অমনি শ্রীহরিতে ভক্তি লাভ করিয়া স্বর্গ গমন করিয়াছিল'—ইহা নৃসিংহপুরাণে কথিত আছে। অতএব দুর্বাসা কর্তৃক (উক্ত হইয়াছে)—'হে ভগবন্ তোমার নামকীর্তনে নরকস্থ ব্যক্তিও মুক্তি পায়।' সেই প্রকার উক্ত হয়—

'হে রাজন্! শ্রীহরির যে নামানুকীর্তন ইহা ফলাকাঙ্ক্ষী শ্রীব্যক্তিগণের, মুমুক্ষুগণের ও জ্ঞানিগণের তত্তৎ সাধনের ফল, ইহাতে ভয় দূরের কথা—ইহা পূর্বাচার্যগণকর্তৃক (পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া) নির্ণীত হইয়াছে।'

---

১ ভা. ৯. ৫. ৪৫

ইতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সদা সর্বত্র যদুপপদ্যতে ইতি সাকল্যেন যথা—"ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থাঃ"[১] ইত্যুপক্রম্য তদুপসংহারে—

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্নৃণাম্॥ [ভা. ২.২.৩৬]

ইতি। নৃণাং জীবানাম্ 'ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ঃ'[২] ইতিবৎ। এতদুক্তং ভবতি—যৎ কর্ম তৎ সন্ন্যাসভোগশরীর প্রাপ্ত্যবধি যোগঃ সিদ্ধ্যবধিঃ, সাংখ্যমাত্মজ্ঞানাবধি, জ্ঞানং মোক্ষাবধি। তথা তথা তত্তদ্‌যোগ্যতাদিকানি চ সর্বাণি। এবং তেষু কর্মাদিষু শাস্ত্রাদিব্যভিচারিতা জ্ঞেয়া, হরিভক্তেস্তু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সদা সর্বত্র তত্তন্মহিমভিরুপপন্নত্বাৎ তথাভূতস্য রহস্যস্যাঙ্গত্বং যুক্তম্। অতো রহস্যাঙ্গত্বেন চ জ্ঞানরূপার্থান্তরাচ্ছন্নতয়ৈবেদমুক্তমিতি।

তদেবং শ্রীভাগবতং সংক্ষেপেণোপদেক্ষ্যন্তং শ্রীনারদং শ্রীব্রহ্মাপি তথৈব সঙ্কল্পং কারিতবান্।

'সতত বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কখনই বিস্মৃত হইবে না। কারণ (শাস্ত্রোক্ত) সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইয়েরই কিঙ্কর।'

'বিধি ও নিষেধ দ্বারা সমস্ত স্থানে ও সমস্ত কালে যাহা প্রতিপন্ন হয়' এই উক্তির পূর্ণতা দেখাইতেছেন, যথা—'সংসারে প্রবিষ্ট মনুষ্যদিগের ইহা হইতে মঙ্গলদায়ক অন্য পথ নাই'—এই উপক্রম করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন,—

'(যে হেতু সর্বভূতে শ্রীভগবান লক্ষিত হইয়াছেন,) অতএব রাজন্! মঙ্গলাভিলাষী মনুষ্যগণ একমনে সর্বস্থানে এবং সর্বসময়ে শ্রীহরির গুণ শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করিবে।' মনুষ্যগণ বলিতে জীবগণ। 'জীবগতি বিবেচনা করিয়া আপনার পাদপদ্ম উপাসনা করেন'—এই উক্তির ন্যায় (জীবমাত্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে)। ইহা উক্ত হইল:—সন্ন্যাস ও ভোগশরীর প্রাপ্তি পর্যন্ত কর্ম, সিদ্ধি পর্যন্ত যোগ, সাংখ্য আত্মজ্ঞান পর্যন্ত, সম্যক্ জ্ঞান (জীবব্রহ্মের ঐক্য) মোক্ষ পর্যন্ত।—এই সমস্ত সাধনই সেই সেই প্রকার যোগ্যতা লাভ পর্যন্ত করণীয় (তত্তৎ ফল প্রাপ্তি পর্যন্তই শেষ)। এই প্রকার কর্মাদি বিষয়ে শাস্ত্রাদির ব্যভিচারিতা (অর্থাৎ কোন শাস্ত্রে জ্ঞান, কোথাও বা যোগ নির্দিষ্ট) হইয়াছে। কিন্তু বিধি ও নিষেধ দ্বারা সর্বকালে ও সর্বস্থানে শ্রীহরিভক্তির মাহাত্ম্য উৎপন্ন হওয়ায় তথাভূত রহস্যের অর্থাৎ প্রেমের অঙ্গত্ব যুক্ত বলিয়া ইহা নির্ণীত হইয়াছে। অতএব

১ ভা. ২.২.৩৩
২ ঐ ১০.৮৭.১৬

যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি।
সর্বাত্মন্যখিলাধার ইতি সঙ্কল্প্য বর্ণয় ॥১১

[ভা. ২. ৭. ৫১]

ভবিষ্যতি অবশ্যং ভবেদিতীমং প্রকারং সঙ্কল্প্য নিয়মেনাঙ্গীকৃত্য। ২॥৭। শ্রীব্রহ্মা নারদম্ ॥

শ্রীনারদেনাপি তন্মহাপুরাণাবির্ভাবার্থং তথৈবোপদিষ্টম্—

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিল-বন্ধ-মুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥১১৬॥

[ভা. ১. ৫. ১৩]

শাস্ত্রান্তরে গোপ্য প্রেমের অঙ্গীভূত বিধায় এই সাধন ভক্তি জ্ঞানরূপ অর্থান্তরের আবরণ মধ্যেই কালদেশব্যাপ্য অর্থাৎ সর্বদা ও সর্বত্র স্থায়ী—এইরূপ বলা হইল।১

সংক্ষেপে শ্রীভাগবতের উপদেশকারী দেবর্ষি নারদকে শ্রীব্রহ্মাও সেইপ্রকারই সঙ্কল্প করাইয়াছিলেন। যথা—

"যে প্রকার বর্ণনা করিলে (কলিকালের) মনুষ্যগণের সর্বাত্মা, সর্বাধার, শ্রীভগবান্ হরিতে ভক্তি হইবে—সেই প্রকার সঙ্কল্প পূর্বক অঙ্গীকার করিয়া শ্রীহরিলীলার প্রাধান্য রক্ষা করিয়া শ্রীভাগবত বর্ণনা করিও" ॥ ১১৫ ॥

(দেখিও ইহাতে যেন ভক্তিরস-বিঘাতক কেবল তত্ত্বের বর্ণন না হয়)। হইবে অর্থাৎ অবশ্য হইবে এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া নিয়মপূর্বক এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া (বর্ণন করিও)। ইতি। ২য় স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে নারদের প্রতি ব্রহ্মার (উক্তি) ॥

শ্রীনারদও সেই (শ্রীভাগবত) মহাপুরাণের আবির্ভাবের নিমিত্ত (শ্রীপরাশরনন্দনকে) তদ্রূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—

"হে মহাভাগ! অমোঘদৃক্, শুদ্ধযশঃসম্পন্ন, সত্যরত, ধৃতব্রত, মহদ্গুণ-বিশিষ্ট এবং সমাধিদ্বারা একাগ্রচিত্ত হইয়া আপনি অখিলবন্ধ বিমোচনের জন্য শ্রীহরির বিবিধ লীলা অনুস্মরণপূর্বক বর্ণনা করুন"। ১১৬ ॥

'অথো' (অর্থে) এই হেতু'—অর্থাৎ 'যেহেতু নৈষ্কর্ম্যজ্ঞানও অচ্যুতভাব-বিহীন হইলে শোভা পায় না' (সেইহেতু)। এখানে বিবিধ লীলা অনুস্মরণের দ্বারা অখণ্ড ভক্তিকে পাওয়া

১ তাৎপর্য—কর্মানুষ্ঠান বিশুদ্ধ দেশ ও কালাদির অপেক্ষা করে। শুদ্ধান্তঃকরণ হইলে জ্ঞান লাভ হয়। যোগসিদ্ধ হইতে হইলে পবিত্র দেশাদিতে আসন করিয়া প্রাণায়ামাদি করিতে হয়। সুতরাং কর্মজ্ঞানাদির সার্বত্রিকতা নাই। গর্ভে প্রহ্লাদাদির, যৌবনে শ্রীমান্ অম্বরীষরাজা প্রভৃতির শ্রীহরিভক্তি হইয়াছিল—ইহাদের দ্বারা সর্বাবস্থাতেই যে শ্রীহরিভক্তি

অথো অতো "নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতম্"[১] ইত্যাদিকারণাৎ। অত্র বিচেষ্টিতানুস্মরণেনাখণ্ডৈব ভক্তির্লক্ষ্যতে। অন্তে চ—[২]

ত্বমপ্যদভ্রশ্রুতবিশ্রুতং হরেঃ[৩]
সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্।
প্রখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুরর্দিতাত্মনাং
সংক্লেশনির্বাণমুশন্তি নান্যথা ॥ ১১৭ ॥

[ভা. ১. ৫. ৪০]

বিদাং বিদুষাম্। ১।৫। শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্ ॥

[ভক্তেরেব পরমশ্রেয়ঃপ্রদত্বং পরমপাবনত্বঞ্চ]

শ্রীব্যাসোঽপি তন্মহাপুরাণপ্রচারণারম্ভে ভক্তিমেব পরমশ্রেয়ঃপ্রদত্বেন সমাধাবনুভূতবানিতি প্রথমসন্দর্ভে দর্শিতং 'ভক্তিযোগেন মনসি'[৪] ইত্যাদিপ্রকরণে। তথৈব কো লাভ ইতি প্রশ্নান্তরং[৫] শ্রীভগবতৈব সম্মতম্। 'ভগো মে'[৬] ইত্যাদৌ—

লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ ॥ ১১৮ ॥

[ভা. ১১. ১৯. ৩৭]

ইতি। স্পষ্টম্। ১১।১৯। শ্রীভগবান্ ॥

যাইতেছে। অন্তেও বলিয়াছেন—

"হে সর্বজ্ঞ! শ্রীহরির যশঃ প্রকৃষ্টরূপে কীর্তন কর, যাহার শ্রবণে বিদ্বদ্গণের জানিবার ইচ্ছা সমাপ্ত হয়, পুনঃ পুনঃ দুঃসহ দুঃখে পীড়িত জীবগণের তাহা ব্যতীত আর অন্য পথ দেখিতে পাই না।" ১১৭ ॥

বিদ্বদ্গণের (অর্থে) পণ্ডিতসকলের। ইতি। ১ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে নারদের প্রতি ব্যাসের বাক্য ॥

[ভক্তি পরমশ্রেয়স্কর ও পবিত্রতাবিধায়ক]

শ্রীব্যাস দেবও সেই (শ্রীভাগবত) মহাপুরাণ প্রচারের আরম্ভে ভক্তি যে পরমমঙ্গলপ্রদ—ইহা সমাধিতে অনুভব করিয়াছিলেন, ইহা প্রথম সন্দর্ভে (তত্ত্ব সন্দর্ভে) 'ভক্তিযোগের

হইতে পারে—ইহাই দেখান হইল। 'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম্' এই শ্লোকে জ্ঞানরূপ অর্থান্তরের আচ্ছাদন করিয়া শ্রীভগবান্ পরম রহস্যরূপ প্রেমই বলিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে অতি রহস্য প্রেমব্যঞ্জক এই শ্লোক বহিরঙ্গজনগণের নিকট গোপন রাখিবার জন্যই শ্রীভগবান জ্ঞানরূপ অর্থান্তরের দ্বারা উহার আচ্ছাদন করিয়াছেন।

১ ভা. ১. ৫. ১২
২ 'যথৈবোপদিষ্টম্ উপদিশ্যতে' মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।
৩ 'বিভোঃ'—পাঠান্তর।
৪ ভা. ১. ৭. ৪
৫ ভা. ১১. ১৯. ২৮
৬ ভা ১১. ১৯. ৩৭

ন বৈ জাতু মৃষৈব স্যাৎ প্রজাধ্যক্ষ মদর্হণম্।
ভবদ্বিধেষ্বতিতরাং ময়ি সংগৃভিতাত্মনাম্ ॥১২২॥
[ভা. ৩.২১.২৩]

ময়ি সংগৃভিতঃ সংগৃহীতো বদ্ধ আত্মা যেষাম্। তথা 'বাধ্যমানোঽপি'[১] ইত্যাদি-কমত্রোদাহরণীয়ম্। অত্র প্রায়ো বাধ্যমানত্বং কদাচিৎ তদ্ধ্যানাদিত আকৃষ্যমাণত্বমেব গম্যতে। তথাপ্যনভিভূতত্বং "বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ"[২] ইত্যাদি-ন্যায়েন। তত্রাপি ভগবন্তং প্রতি নিজদৈন্যাদি-বেদনাদিনা ভক্তেরেবানুবৃত্তিরিতি জ্ঞেয়ম্। ৩।২১। শ্রীশুকঃ কর্দমম্॥

দুষ্টজীবাদি-ভয়নিবারকত্বমাহ—

সেই প্রকার আরও উক্ত হয়—

"হে প্রজাধ্যক্ষ! তোমার ন্যায় একাগ্রচিত্তে যাঁহারা আমার অর্চনা করেন তাঁহাদের সেই অর্চনা কখন নিষ্ফল হয় না"। ১২২॥

আমাতে সংগৃহীত অর্থাৎ একাগ্র আত্মা যাহাদের। সেই প্রকার (উত্তমভক্তের কথা দূরে থাকুক, প্রথম প্রবৃত্ত ভক্তও) 'যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়—তাহা হইলেও (ভক্তি-দ্বারা সংরক্ষিত হয় ও অভিভূত হয় না)' ইত্যাদি বাক্যও এইস্থানে উল্লেখযোগ্য। এ স্থানে প্রায়ই বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিতে কদাচিৎ শ্রীভগবদ্ ধ্যানাদি হইতে আকৃষ্ট হয়—ইহাই বুঝিতে হইবে। তথাপি অভিভূত হয় না। কারণ বাধ্যমান হইলেও 'কামনাসকল যে দুঃখাত্মক তাহা সে জানে কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ' ইত্যাদি ন্যায় অনুসারে (সে ব্যক্তি বিষয়দ্বারা অভিভূত হয় না)। সেই অবস্থাতেও শ্রীভগবানের প্রতি নিজদৈন্যাদি নিবেদন দ্বারা ভক্তিরই যে অনুবৃত্তি হয়—ইহাই বুঝিতে হইবে। ইতি। ৩য় স্কন্ধে ২১তম অধ্যায়ে কর্দম (ঋষির) প্রতি শ্রীশুকের (উক্তি)।

(শ্রীভগবদ্ ভক্তির) দুষ্টজীবাদি হইতে ভয়নিবারকত্ব বলিলেন, যথা—

'অসুর হিরণ্যকশিপু যখন দিগ্‌হস্তী, সর্প, অভিচার, পর্বত শৃঙ্গ হইতে অধঃপাত, মায়া দ্বারা এবং গর্তাদিতে সম্যক্‌প্রকারে নিরোধ, বিষদান, অভোজন এবং হিম, বায়ু, অগ্নি ও জল—এই

১ ভা. ১১.১৪.১৮

২ ভা. ১১.২০.২৭.

দিগ্‌গজৈর্দন্দশূকৈন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ।
মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ ॥
হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ পর্বতাক্রমণৈরপি।
ন শশাক যদা হন্তুমপাপমসুরঃ সুতম্।
চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তস্তৎকর্তুং নাভ্যপদ্যত ॥ ১২৩ ॥

[ভা. ৭. ৫. ৩৪—৩৫]

অত্র "দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ"[১] ইত্যাদিকং বৈষ্ণববচনজাতমনুসন্ধেয়ম্ ; 'ন যত্র শ্রবণাদীনি'[২] ইত্যাদিকঞ্চ। যথা বৃহন্নারদীয়ে—

যত্র পূজাপরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নো ন বাধতে।
রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি ॥
প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুষ্মাণ্ডা গ্রহা বালগ্রহাস্তথা।
ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তেঽচ্যুতার্চকম্ ॥

ইতি। ৭।৫। শ্রীনারদঃ শ্রীযুধিষ্ঠিরম্ ॥

সকল দ্বারা অপাপ পুত্র (প্রহ্লাদকে) বিনাশ করিতে পারিল না—তখন সে সুদীর্ঘ চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত হইল"। ১২৩ ॥

'হস্তীর দন্তসকল বজ্রের অগ্রভাগের ন্যায় কঠিন, ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের বচন[৩] এখানে অনুসন্ধেয়। 'শ্রীগোবিন্দের রাক্ষস বিনাশক (নামশ্রবণাদি যেখানে নাই)' ইত্যাদিও অনুসন্ধেয় ; বৃহন্নারদীয়পুরাণেও কথিত হয়—

'যে স্থানে বিষ্ণুপূজানিষ্ঠ ব্যক্তি থাকেন সে স্থানে বিঘ্ন কোন বাধা দেয় না। রাজা চোর, ব্যাধি সকলও (সেখানে অন্তরায়রূপে) থাকে না। প্রেতগণ, পিশাচগণ, শিবানুচরগণ গ্রহ ও বালগ্রহসমূহ, ডাকিনী, রাক্ষসগণ ইত্যাদি কেহই অচ্যুতের পূজককে বাধা দিতে পারে না'।

ইতি। ৭ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের (উক্তি) ॥

১. বি. পু. ১. ১৭. ৪৪

২. ভা. ১০. ৬. ৩

৩. বচনটী যথা—দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ। মহাবিপৎপাতবিনাশনোঽয়ং জনার্দনানুস্মরণানুভাবঃ। (হিরণ্যকশিপু দিগ্‌গজ হস্তী দ্বারা শ্রীপ্রহ্লাদকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। হস্তী প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে দন্তাঘাত করিলেই হস্তীর দন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল। তাহাতে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন)—'হে পিতঃ ! বজ্রের অগ্রভাগের ন্যায় কঠিন হস্তীর দন্ত সকল আমার যে বক্ষঃস্থল প্রাপ্ত হইয়া শীর্ণ হইল ইহা আমার বল নয়, মহাবিপৎপাতের বিনাশক জনার্দন অনুস্মরণেরই ইহা প্রভাব'।

করোতি, তথাপি বিধিসাপেক্ষেয়ং ন ভবতীতি তথাভূতস্বভাবাগ্নিলক্ষণবস্তুদৃষ্টান্তেন সূচিতম্। অত এব 'যানাস্থায় নরো রাজন্'[1] ইত্যাদিকমপি দৃশ্যতে। সুসমিদ্ধার্চিরিত্যনেন সাধনান্তরসাপেক্ষত্বমশক্যসাধ্যত্বং বিলম্বিতত্বঞ্চ নিবাকৃতম্। তদেব ব্যক্তং পাদ্মাৎ তৎক্ষণাদিতি। ১১ ॥ ১৩। শ্রীভগবান্ ॥

তথা চ—

> কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
> অঘং ধুন্বন্তি কাৎর্স্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥ ১২৬ ॥
>
> [ভা. ৬. ১. ১৫]

টীকা চ—কেচিদিত্যনেনৈবম্ভূতা ভক্তিপ্রাধানা বিরলা ইতি দর্শয়তি। কেবলয়া তপআদিনিরপেক্ষয়া বাসুদেবপবায়ণা ইতি নাধিকারি বিশেষণমেতৎ কিন্তু অন্যেষামশ্রদ্ধয়া তত্র প্রবৃত্তেরর্থাৎ তেষ্বেব পর্যবসানাদনুবাদমাত্রমিত্যেষা।

অত্র ভাস্করোহপি[2] কেবলেন স্বরশ্মিনা স্বভাবত এব নীহারং নিঃশেষং ধুনোতি, ন তদর্থং প্রযত্নতস্তথা বাসুদেবপবায়ণা অপি ভক্ত্যেতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ—

অর্থাৎ দহনযুক্ত অগ্নি যেমন। এই কারণেই উক্ত হইয়াছে—'হে রাজন্, ধর্মকে আশ্রয় করিয়া কেহ (স্খলিত অথবা পতিত হয় না)'—(অর্থাৎ বিধি মনে করিয়া সম্যক্ অনুষ্ঠান না করিলেও পতিত হয় না)। 'সম্যক্ প্রকারে প্রজ্বলিত অগ্নি'—এই দৃষ্টান্তদ্বারা ভক্তি যে অন্য সাধনকে অপেক্ষা করে না ও ভক্তির কোন বিষয়ে অসামর্থ্য নাই এবং উহাতে ফল প্রাপ্তি বিষয়ে বিলম্ব হয় না—তাহাই পদ্মপুরাণের বচনের 'তৎক্ষণাৎ'—এই উক্তিতে প্রকাশিত হইল। ইতি ১১শ স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

অপর—"সূর্য যেমন নীহার রাশিকে বিনাশ করে, তদ্রূপ বাসুদেবপরায়ণ কতিপয় সাধু ব্যক্তি তপস্যাদির অপেক্ষা না করিয়া কেবল ভক্তি দ্বারা সমস্ত পাপ সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করিয়া থাকেন"। ১২৬ ॥

টীকা—'কতিপয়'—এই শব্দে এতাদৃশ ভক্তিপ্রধান ব্যক্তি যে বিরল—ইহাই দেখাইতেছেন। 'কেবল' বলিতে তপস্যাদিনিরপেক্ষ। 'বাসুদেবপরায়ণ' এই শব্দটী অধিকারীর

করিতে হইবে। যেমন 'আয়ুর্ঘৃতম্'—আয়ুই ঘৃত।—এখানে আয়ু বৃদ্ধির নিমিত্ত ঘৃত পান করিবে—এই প্রকার বিধি বুঝিতে হইবে। আগ্নেয়াষ্টাকপাল যজ্ঞ সম্বন্ধেও এই প্রকার বিধি কল্পনা করিবে। 'পতিত ও স্খলিত ব্যক্তি অবশেও হরিকীর্তন করিলে যাতনা প্রাপ্ত হয় না'—এই বাক্যমাহাত্ম্যের বোধ হেতু 'হরিং কীর্তয়েৎ' শ্রীহরি কীর্তন করিবে—এই প্রকার বিধি কল্পনা কর্তব্য।

১ ভা. ১১. ২. ৩৫

২ 'ভাস্করো হি'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপআদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপুরুষনিষেবয়া ॥ ১২৭ ॥

[ভা. ৬. ১. ২৪]

টীকা চ—এতচ্চ জ্ঞানমার্গাদপি শ্রেষ্ঠমিত্যাহ ন তথা পূয়েত শুধ্যেৎ। তৎপুরুষনিষেবয়া কৃষ্ণে অর্পিতাঃ প্রাণা যেনেত্যেষা।

অত্র 'প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্'[১] ইতি জ্ঞানস্যাপি প্রায়শ্চিত্তত্বং পূর্বমুক্তম্। অত এব টীকোক্তমেতচ্চেত্যাদি। তদেবম্[২] 'ঋতম্ভরধ্যাননিবারিতাঘঃ'[৩] ইত্যাদ্যুক্ত্যা ভগবদ্ধ্যাননিবারিত-বৃত্রহত্যাপাপস্যেন্দ্রস্য 'তঞ্চ'[৪] ইত্যাদৌ পুনরশ্বমেধবিধানং সাধারণলোকে পাপপ্রসিদ্ধেরেব নিবারণার্থমিতি জ্ঞেয়ম্। নমু কথং তদানীমপ্যাবির্ভূত-ভগবৎপ্রেমত্বাৎ পরমভাগবতস্য

বিশেষণ নহে, কিন্তু অন্যসকলের উহাতে অশ্রদ্ধা থাকায় অপ্রবৃত্তিহেতু সেই সকল ব্যক্তিতে পর্যবসিত বলিয়া ইহা অনুবাদ (অর্থাৎ উদ্দেশ্যের) বোধক।[৫] এই পর্যন্ত টীকা।

এখানে সূর্য কেবল নিজ রশ্মিদ্বারা স্বভাবতই নিঃশেষ ভাবে নীহার নাশ করে, কিন্তু নীহার নাশের নিমিত্ত তাহাকে আর কোন চেষ্টা করিতে হয় না, তদ্রূপ বাসুদেবপরায়ণগণও ভক্তি দ্বারা নিঃশেষ ভাবে পাপ বিনাশ করেন—ইহাই বুঝিতে হইবে। অপর, উক্ত হয়—

"হে রাজন্! পাপী ব্যক্তি তপস্যাদি দ্বারা তেমন শুদ্ধ হইতে পারে না, কৃষ্ণে সমর্পিতপ্রাণ ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তের সেবা দ্বারা যে প্রকার পবিত্র হন্" ॥ ১২৭ ॥

টীকা—ইহা যে জ্ঞানপথ হইতেও শ্রেষ্ঠ—তাই বলিলেন—সেপ্রকার শুদ্ধ হয় না।—সেই পুরুষের (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের) সেবা দ্বারা কৃষ্ণে যাহার প্রাণ অর্পিত হইয়াছে।—এই পর্যন্ত টীকা।

'জ্ঞানই প্রায়শ্চিত্ত'—এই উক্তি দ্বারা জ্ঞানের প্রায়শ্চিত্ততা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই কারণেই টীকাতে জ্ঞানমার্গ হইতেও যে ইহা শ্রেষ্ঠ তাহাই বলিয়াছেন। 'সত্যপালক শ্রীহরির আরাধনায় (ইন্দ্রের বৃত্রাসুর হনন জন্য) পাপ নিবারিত হইয়াছিল।' '(ব্রহ্মর্ষিগণ) তাঁহাকে

---

১ ভা. ৬ ১. ১০

২ 'তদা'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

৩ ভা. ৬, ১৩. ১৩

৪ ভা ৬. ১৩. ১৪—'তঞ্চ ব্রহ্মর্ষয়োঽভ্যেত্য হয়মেধেন ভারত!'—ইত্যাদি শ্লোক।

৫ তাৎপর্য—শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—বাসুদেবপরায়ণ এই শব্দ—'যিনি ভক্তির অধিকারী'—তাঁহার বিশেষণ নয়। অর্থাৎ যিনি ভক্তির অধিকারী তিনি বাসুদেবপরায়ণ হইয়া ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিবেন—এ প্রকার অর্থ নহে, তবে ইহার তাৎপর্য এই যে,—ভক্তিপথে অশ্রদ্ধা হেতু উহাতে অন্য সকলের প্রবৃত্তি হয় না, বটে কিন্তু ভক্তির এতদূর মহিমা যে ভক্তিকে অবিশ্বাস করিতেও পারা যায় না; এবং যাঁহারা শ্রীবাসুদেবপরায়ণ হইবেন তাঁহারা স্বভাবতই ভক্তির পাত্র হইবেন। 'বাসুদেব পরায়ণ' এই শব্দটী উদ্দেশ্য মাত্র—অর্থাৎ বাসুদেবপরায়ণ হইলে ভক্তির অধিকারী হয়—তাহাই বুঝিতে হইবে।

শ্বাদত্বমত্র শ্বভক্ষক-জাতিবিশেষত্বমেব, শ্বানমত্তীতি নিরুক্তের্বর্তমানপ্রয়োগাৎ ক্রব্যাদ-বৎ তচ্ছীলত্বপ্রাপ্তেঃ। কাদাচিৎকভক্ষণে প্রায়শ্চিত্তবিবক্ষায়াং তৃতীয়ঃ প্রয়োগঃ ক্রিয়েত। রূঢ়ির্যোগমপহরতীতি ন্যায়েন চ তদ্বিরুদ্ধ্যতে। অত এব শ্বপচ ইতি তৈ-র্ব্যাখ্যাতম্। সবনঞ্চাত্র সোমযাগ উচ্যতে। ততশ্চাস্য ভগবন্নামশ্রবণাদ্যেকতরাৎ সদ্য এব সবনযোগ্যতাপ্রতিকূল-দুর্জাতিত্ব-প্রারম্ভকপ্রারব্ধ-পাপনাশঃ প্রতিপদ্যতে। উদ্ধবং প্রতি ভগবতা চ—তস্মাৎ 'ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ'[১] ইতি কৈমুত্যার্থমেব প্রোক্তমিত্যায়াতি, কিন্তু যোগ্যত্বমত্র শ্বপচত্বপ্রাপক-প্রারব্ধপাপবিচ্ছিন্নত্বমাত্রমুচ্যতে।

"হে ভগবন্! কুক্কুরভোজী চণ্ডালও যদি কদাচিৎ তোমার নাম শ্রবণ কিংবা অনুকীর্তন, অথবা তোমাকে প্রণাম, কিংবা তোমার স্মরণ করে, সেও তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া সোমযাগ-করণের যোগ্য হয়, অতএব তোমার দর্শনে যে পবিত্র হইবে ইহাতে বলিবার কি আছে? যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান সে চণ্ডাল হইলেও এইকারণে পূজনীয়। যে সকল ব্যক্তি তোমার নাম গ্রহণ করে, তাঁহারাই তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই অগ্নিতে হোম করিয়াছেন ও তাঁহারাই (যথার্থ) সদাচার সম্পন্ন এবং তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন"। ১২৮॥ (অর্থাৎ তোমার নাম কীর্তনেই তপস্যা ইত্যাদির সিদ্ধিলাভ হয়)।

এখানে কুক্কুরভোজিত্ব বলিতে জাতিবিশেষই গ্রহণ করিতে হইবে। 'কুক্কুরকে ভোজন করে'—এই (প্রকৃতি-প্রত্যয়ের) নিরুক্তিতে বর্তমান প্রয়োগ হেতু ক্রব্যাদবৎ অর্থাৎ 'ক্রব্যকে যে ভোজন করে' তদ্বৎ তৎস্বভাবত্ব প্রাপ্তি। কদাচিৎভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত বলিবার ইচ্ছা হইলে অতীত কালের প্রয়োগ হইত, কিন্তু—'রূঢ়ি (প্রসিদ্ধি) যৌগিক অর্থকে অপহরণ করে' এই ন্যায়[২] দ্বারাও তাহা বিরুদ্ধ হইত। অতএব 'কুকুর ভোজনকারী' শব্দের তদ্রূপ অর্থ তাঁহারা (শ্রীস্বামিপাদ প্রভৃতি) ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'সবন' বলিতে সোমযোগ কথিত হইতেছে। সেই হেতু ভগবানের নাম শ্রবণাদি যে কোন একটী হইতে সদ্যই সবনযোগ্যতার প্রতিকূল যে দুর্জাতিত্ব তদারম্ভক প্রারব্ধত্ব[৩] যে নষ্ট হয় তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীভগবান্

১ ভা ১১. ১৪. ২০

২ যেমন মণ্ডপ শব্দের যৌগিক অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয়াদি দ্বারা যে অর্থ তাহাতে—'মণ্ডম্' (মাড়) 'পাতি' পান করে যে তাহাকে বুঝায়। যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিলে মাড়-ভোজী গো-জাতিকে বুঝায়, কিন্তু প্রসিদ্ধি আছে মণ্ডপ বলিতে দেবগৃহ। যৌগিক অর্থ অপেক্ষা প্রসিদ্ধার্থেরই প্রাবল্য ইহাই এই ন্যায়ের প্রতিপাদ্য।

৩ শ্রীরূপগোস্বামিচরণ বলিয়াছেন—

দুর্জাতিরেব সবনাযোগ্যত্বে কারণং মতম্।
দুর্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ।
(ভ. র. সি. পূর্ব ১ম লহরী ১৪০)

নীচজাতিরই সোমযাগ করণ বিষয়ে অযোগ্যতা এবং সেই নীচজন্মের আরম্ভক পাপকেই এক্ষেত্রে প্রারব্ধ পাপ বলে

সবনার্থস্তু গুণান্তরাধানমপেক্ষত এব, ব্রাহ্মণকুমারাণাং শৌক্রে জন্মনি যোগ্যত্বে সত্যপি সাবিত্রদৈক্ষ্যজন্মাপেক্ষাবৎ, সাবিত্রাদিজন্মনি তু সদাচারপ্রাপ্তেরিতি সবনে প্রবৃত্তির্ন যুজ্যতে। তস্মাৎ পূজ্যত্বমাত্রে তাৎপর্যমিত্যভিপ্রেত্য টীকাকৃদ্ভিরপ্যুক্তমনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যত ইতি। তথাপি জাতিদোষহরত্বেন প্রারব্ধহারিত্বস্তু ব্যক্তমেবায়াতম্ ।[1]

টীকা চ—তদুপপাদয়তি অহো বত আশ্চর্যে, যস্য জিহ্বাগ্রে তব নাম বর্ততে শ্বপচোঽপি। অতস্তস্মাদেব হেতোর্গরীয়ান্ যদ্ যস্মাদ্ বর্তত ইতি বা কুত ইত্যত আহ ত এব তপস্তেপুরিত্যাদিকা। ত্বন্নামকীর্তনে তপআদ্যন্তর্ভূতং, ততস্তে পুণ্যতমা ইত্যন্তা।

উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবতা চোক্তং "ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ"[2] ইতি। অত্র জাতিদোষহরত্বেন প্রারব্ধহারিত্বং স্পষ্টম। এবং প্রারব্ধপাপহেতু-ব্যাধ্যাদি-হরত্বঞ্চ স্কান্দে—

শ্রীউদ্ধবমহাশয়কে বলিয়াছেন—'মন্নিষ্ঠা ভক্তি, কুক্কুরভোজী চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে'—এ বিষয়ে আর কি বলিবার আছে—এই কৈমুত্য অর্থই বোঝা যাইতেছে। কিন্তু 'সোমযাগে যোগ্যতা' বলিতে এখানে চণ্ডালত্বের কারক যে প্রারব্ধপাপ তাহা হইতে বিচ্ছিন্নতা মাত্র কথিত হইয়াছে। কিন্তু সোমযাগের নিমিত্ত অন্য কোন গুণের (প্রকৃত পক্ষে) আধান অপেক্ষা করিতেছে। যেমন ব্রাহ্মণ বালকগণের শুক্রলব্ধজন্ম বশতঃ যোগ্যতা আসিলেও উহা উপনয়নদীক্ষা রূপ জন্মের অপেক্ষা করে, এবং সেই জন্মে সদাচার প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ (চণ্ডালের গুণান্তর অর্থাৎ উপনয়ন গায়ত্রীপ্রাপ্তিরূপ ব্যতীত) সোমযোগে প্রবৃত্তি যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব পূজ্যত্বমাত্রই ইহার তাৎপর্য এবং টীকাকারগণও বলিয়াছেন—পূজ্যত্বই লক্ষিত।[3] তথাপি জাতিদোষ হরণ করে বলিয়া প্রারব্ধহারিত্ব স্পষ্টরূপেই প্রতিপাদিত হইল।

টীকা—তাহাই উপপন্ন করিতেছেন। 'অহো বত' এই দুইটী অব্যয় আশ্চর্যবোধক। যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান, চণ্ডাল হইলেও সে শ্রেষ্ঠরূপে বিদ্যমান। কেন না, তাহারা তপস্যা—করিয়াছে ইত্যাদি উক্তি দ্বারা তোমার নামকীর্তনে তপস্যাদিও অন্তর্ভূত থাকায় তাহারা পবিত্রতম। এই পর্যন্ত টীকা।

১ 'স্বাদত্বমত্র স্বভক্ষক° ব্যক্তমেবায়াতম্' (পৃ° ১৮৮ ১ পঙ্ক্তি হইতে এই পর্যন্ত) পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

২ ভা ১১. ১৪ ২০

৩ তাৎপর্য—এখানে বলা হইল যে শ্রীভগবানের নামাদির একতর গ্রহণে কুক্কুরভোজী চণ্ডালও সোমযাগের যোগ্য হয়। তাহা হইলে চণ্ডালও সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুক এই অনুমতি বুঝাইতে পারে, কিন্তু—এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত শ্রীসন্দর্ভকার সিদ্ধান্ত করিলেন যে—চণ্ডাল সোমযাগের যোগ্য হয় মাত্র। সোমযাগের যোগ্যতা তাহার জন্মে কিন্তু যাগের অধিকারী সে হয় না। যেমন ব্রাহ্মণজাতিতে জন্ম হইলেও উপনয়নে সাবিত্রী দীক্ষা ব্যতীত ব্রাহ্মণকুমারের যজ্ঞাদিতে অধিকার হয় না—এখানেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। 'সোমযাগের যোগ্য হয়' বলিতে 'সোমযাগকর্তা ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হয়' অর্থাৎ সেই চণ্ডালের পবিত্রতা হয়—ইহাই বুঝিতে হইবে।

যেনার্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র স্থাবরা জঙ্গমা অপি ॥

ইতি। ৪॥৯। শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥

[সাধনান্তরাদীনাং হেয়ত্বম্]

জ্ঞানবৈরাগ্যাদি-সদ্‌গুণহেতুত্বমুক্তং "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা"[১] ইত্যাদিনা। স্বর্গাপবর্গ-ভগবদ্ধামাদি-সর্বানন্দহেতুত্বমপ্যুক্তং 'যৎ কর্মভির্যত্তপসা'[২] ইত্যাদিনা। স্বতঃ পরম-সুখদানেন কর্মাদিজ্ঞানানন্ত-সাধন-সাধ্যবস্তূনাং হেয়ত্বকারিতামাহ—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥ ১৩২ ॥

[ভা. ১১. ১৪. ১৩]

রসাধিপত্যং পাতালাদিস্বাম্যম্, অপুনর্ভবং ব্রহ্মকৈবল্যরূপং মোক্ষং, কিং বহুনা যৎ কিঞ্চিদপি সাধ্যজাতং তৎ সর্বং নেচ্ছত্যেব, কিন্তু মদ্ মাং বিনা তাদৃশভক্তিসাধ্যং মামেব সর্ব-পুরুষার্থাধিকমিচ্ছতীত্যর্থঃ। ময্যর্পিতাত্মা কৃতাত্মনিবেদনঃ। ১১॥১৪ শ্রীভগবান্ ॥

[অন্য সাধনগুলির হেয়ত্ব]

'যাহার শ্রীভগবানে নিষ্কাম ভক্তি আছে (তাহাতে দেবগণ সমস্তগুণের সহিত বাস করে)' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা (ভক্তি) যে জ্ঞানবৈরাগ্যাদি সদ্‌গুণের হেতু তাহাই বলা হইয়াছে। 'কর্ম ও তপস্যাদি দ্বারা যাহা লাভ হয়, (আমার ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা সেই সমস্ত লাভ করে)' ইত্যাদি বাক্যে ভক্তি যে স্বর্গ, মুক্তি ও শ্রীভগবদ্‌ধামাদি সমস্ত আনন্দের হেতু তাহাই কথিত হয়। ভক্তি স্বতই পরমসুখ দান করে বলিয়া কর্ম, জ্ঞান ও অনন্ত সাধন ইত্যাদি দ্বারা যে-বস্তু-সকল প্রাপ্য তাহাদের হেয়ত্ব বলিয়াছেন, যথা—

"আমাতে যে (ভক্ত) চিত্ত অর্পিত করিয়াছে, সে আমা ব্যতীত অন্য কিছু চায় না, এমন কি ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রলোক, সাম্রাজ্য, পাতাললোকের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, পুনর্জন্মরাহিত্য (মুক্তি)—এ সব কিছুই ইচ্ছা করে না"। ১৩২ ॥

'রসাধিপত্য' (অর্থে) পাতলাদির স্বামিত্ব। 'পুনর্ভব নয়' (অর্থে) ব্রহ্মকৈবল্যরূপ মোক্ষ, বহুকথায় প্রয়োজন কি—যে কিছু সাধ্যসমূহ তাহা সমস্তই (আমার ভক্ত) ইচ্ছা করে না, কিন্তু 'আমাকে ছাড়া' অর্থাৎ ভক্তিসাধ্য আমাকেই সে সর্ব পুরুষার্থেরও অধিক বলিয়া

১ ভা. ৫. ১৮. ১২ ; ১০৯ অঙ্ক, পৃ° ১৫১ দ্র°। ২ ভা. ১১. ২০. ৩২ ; ৮৪ অঙ্ক, পৃ° ৯২ দ্র°।

প্রাকৃতং বালমূকাদিজ্ঞানতুল্যম্। বৈকল্পিকং দেহাদিবিষয়ং যৎ তদ্রজো রাজসম্। কেবলস্য নির্বিশেষস্য ব্রহ্মণঃ শুদ্ধজীবাভেদেন জ্ঞানং কৈবল্যং, ত্বৎপদার্থমাত্রজ্ঞানস্য কেবলত্বানুপপত্তিঃ, তৎপদার্থজ্ঞানসাপেক্ষত্বাৎ। সত্ত্বযুক্তে হি চিত্তে প্রথমতঃ শুদ্ধং সূক্ষ্মং জীবচৈতন্যং প্রকাশতে, ততশ্চিদেকাকারত্বাভেদেন তস্মিন্ শুদ্ধং পূর্ণং ব্রহ্মচৈতন্যমপ্যনুভূয়তে। ততঃ সত্ত্বগুণস্যৈব তত্র কারণতা-প্রাচুর্যাৎ সাত্ত্বিকত্বম্। তথা চ—শ্রীগীতোপনিষদঃ—'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্'[১] ইতি। ভগবজ্জ্ঞানস্য তু—

দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণামমলাত্মনাম্।
ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে॥ [ভা. ৬. ১৪. ২]
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ [ভা. ৬. ১৪. ৫]

ইত্যাদ্যুক্ত্যা সত্ত্বাদিসদ্ভাবেঽপ্যভাবাৎ,—

রজস্তমঃস্বভাবস্য ব্রহ্মন্ বৃত্রস্য পাপ্মনঃ।
নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদ্দৃঢ়া মতিঃ॥ [ভা. ৬. ১৪. ১]

যাহা প্রাকৃত তাহা বালমূকাদি জ্ঞানতুল্য। বৈকল্পিক অর্থাৎ দেহাদিবিষয়ক যে জ্ঞান তাহা রাজস। কেবল যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, শুদ্ধজীবের সহিত তাহার অভেদ জ্ঞানকে কৈবল্য বলে। 'তুমি' রূপ পদার্থ জ্ঞানের (অর্থাৎ জীবজ্ঞানের) কেবলত্ব হয় না—যে হেতু উহা 'তৎ' রূপ পদার্থ (অর্থাৎ ব্রহ্মপদার্থ রূপ) জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। সত্ত্বযুক্ত অন্তঃকরণে প্রথমে শুদ্ধ সূক্ষ্ম জীবচৈতন্য প্রকাশ পায়, তদনন্তর চিদেকাকারত্ব রূপ অভেদের দ্বারা অন্তঃকরণে শুদ্ধ পূর্ণ ব্রহ্মচৈতন্যও অনুভূত হয়। অতএব উহাতে সত্ত্বগুণেরই কারণতার বাহুল্য থাকায় উহাকে সাত্ত্বিক (বলা হইয়াছে)। শ্রীগীতোপনিষদে উক্ত হয়—'সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান সম্যক্ প্রকারে জাত হয়।' ভগবৎজ্ঞান সম্বন্ধে উক্ত হয়—

'শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণের ও নির্মলান্তঃকরণ ঋষিগণের প্রায়ই মুকুন্দচরণে ভক্তি জন্মে না। হে মহামুনে! সিদ্ধ মুক্তগণের কোটিজনের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তি (একজনও) সুদুর্লভ।'

এই উক্তি দ্বারা সত্ত্বাদি গুণসদ্ভাবেও (দেবাদির যে ভগবৎ-জ্ঞানের) অভাব—তাহাই প্রতিপন্ন হইল। (আরও উক্ত হয়)—

'হে ব্রাহ্মণ! (শ্রীশুকদেব) রজস্তমোগুণস্বভাব পাপী বৃত্রাসুরের ভগবান্ শ্রীনারায়ণে কি প্রকারে দৃঢ় মতি উৎপন্ন হইয়াছিল?'

---

[১] ভ. গী. ১৪. ১৭

ব্যক্তম্। তথা ভক্তেরপি গুণসঙ্গনির্ধূননানন্তরক্ষানুবৃত্তিঃ শ্রূয়তে। যদুক্তমুদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবতা—

তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ॥ [ভা. ১১. ২৫. ৩২]

ইতি। পরমেশ্বরজ্ঞানস্য নৈর্গুণ্যহেতুত্বেন নির্গুণত্বোক্তিস্তু লক্ষণাময়কষ্টকল্পনা। তথা কৈবল্যজ্ঞানস্যাপি নৈর্গুণ্যহেতুত্বাদবৈশিষ্ট্যেনোদাহরণভেদাপ্রবৃত্তিশ্চ স্যাৎ, তস্মাৎ স্বত এব নির্গুণং ভগবজ্‌জ্ঞানম্।

[ভক্তের্নির্গুণত্বম্]

অত এব—

সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্॥ [ভা. ১১. ২৫. ২৮]

শোনা যায় বলিয়া শ্রীভক্তি দেবী আবির্ভূত হন। (ভক্তি দ্বারাই ত্রিগুণ জয়)—ইহা উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি যথা—

'এই নবদেহ লাভ করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্ভূত গুণসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিচক্ষণ লোক সকল আমাকে ভজন করুক্।'

এই বাক্যে পরমেশ্বর জ্ঞানের নৈর্গুণ্য হেতু যে নির্গুণোক্তি তাহাতে লক্ষণাবশতঃ কষ্ট কল্পনা আছে। সেই প্রকার (লক্ষণা) হইলে কৈবল্যজ্ঞানও নৈর্গুণ্যহেতু বলিয়া অবৈশিষ্ট্যে উহার উদাহরণ-ভেদের প্রবৃত্তি হইত না।[১] অতএব শ্রীভগবৎ জ্ঞান স্বতই নির্গুণ।

[ভক্তির নির্গুণতা]

অতএব—

'আত্মা হইতে জাত সুখ সাত্ত্বিক, বিষয় জনিত সুখ রাজসিক, মোহ ও দৈন্যাদি সম্ভূত সুখ তামসিক, মদাশ্রয় অর্থাৎ আমার কীর্তনাদি হইতে উত্থিত যে সুখ তাহা নির্গুণ।'

এখানে সেই (শ্রীভগবৎ কীর্তনাদি দ্বারা উত্থিত) সুখের নির্গুণত্ব বলিবেন। শ্রবণ কীর্তনাদিরূপ ভক্তিরও নির্গুণত্ব, যথা—'(পবিত্র তীর্থ নিষেবণ হেতু লব্ধ যে) মহদ্‌গণের সেবা তাহার দ্বারা

১ তাৎপর্য—অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন পরমেশ্বরবিষয়জ্ঞানও নৈর্গুণ্যের কারণ, সুতরাং তাহাও নির্গুণ কিন্তু যদি এই প্রকারই হইত তাহা হইলে কৈবল্য জ্ঞানের সহিত এক ভাবেই ভক্তির উদাহরণ দেওয়া হইত, কিন্তু এস্থানে তাহা দেওয়া হয় নাই। এখানে বলিয়াছেন 'মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্' অর্থাৎ মদ্বিষয়ক জ্ঞান নির্গুণ বলিয়া স্মৃত।

“স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ”[১] ইত্যুক্ত্যা নরকবদপবর্গস্যাপি হেয়ত্বাৎ প্রসাদাভাস এবাসৌ। স্বমত্যনুসারেণ প্রসাদতয়া গৃহ্যমাণস্তন্মতিকল্পিতত্বাৎ সগুণ এব। ততঃ কৈবল্য-জ্ঞানমপি তথা। বিশেষতস্তস্য সগুণসম্বন্ধেন জন্মাঙ্গীকৃতমস্তি। ননু অন্তর্বহিশ্চ করণং পুরুষস্য গুণময়মেব। তদুদ্ভবয়োর্ভক্তিরূপয়োঃ জ্ঞানক্রিয়য়োঃ কথং নির্গুণত্বম্? উচ্যতে—জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্বা ন তাবজ্জড়স্য ত্রৈগুণ্যস্য ধর্মে ঘটস্যেব, ন চ চিদ্রূপস্যাপি জীবস্য ঈশ্বরাধীন-শক্তিত্বেনামুখ্যত্বাদ্দেবতাবিষ্ট-পুরুষস্যেবাতঃ পরমাত্ম-চৈতন্যস্যৈবেত্যায়াতম্। তথোক্তং,—

দেহেন্দ্রিয়প্রাণ-মনোধিয়োঽমী
যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্মসু। [ভা. ৬. ১৬. ২০]

ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ—“প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মন ইতি ন ঋতে তৎ ক্রিয়তে কিঞ্চ নারে” [কে. উ. ৬. ২] ইত্যাদিকা। তদেবং সতি

করেন না। মুক্তি ভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া ‘নারায়ণ পরায়ণগণ স্বর্গ, মুক্তি ও নরক—সবই তুল্যরূপ দর্শন করেন’—এই উক্তিদ্বারা নরকের ন্যায় উহারও (মুক্তির) হেয়ত্ব স্থাপিত হইল এবং এই হেতু মুক্তিকে অনুগ্রহের আভাসই বলা যাইতে পারে। (কিন্তু প্রকৃত অনুগ্রহ বলা যাইতে পারে না)। নিজের বুদ্ধি অনুসারে অপবর্গ বা মুক্তিকে অনুগ্রহরূপে গ্রহণ করিলে বুদ্ধিকল্পিতত্ব হেতু তাহাও সগুণ বলিতে হইবে। অতএব কৈবল্যজ্ঞানও মুক্তির ন্যায় সগুণ। বিশেষতঃ সগুণ সম্বন্ধেই উক্ত কৈবল্যজ্ঞান জন্মে এই প্রকার অঙ্গীকৃত হইয়াছে। আচ্ছা, পুরুষের (জীবের) অন্তরিন্দ্রিয় ও বহি-রিন্দ্রিয় সকল যখন গুণময় তখন তাহা হইতে উদ্ভূত যে ভক্তিরূপ জ্ঞান ও কর্ম, কি প্রকারে উহা নির্গুণ হইতে পারে?—তাহাতেই বলিতেছেন,—জ্ঞানশক্তি অথবা ক্রিয়াশক্তি ত্রিগুণাত্মক ঘটের ন্যায় জড়ের ধর্ম নহে, এবং চিদ্রূপ জীবেরও ধর্ম নয়; কারণ উহার শক্তি ঈশ্বরাধীন ও অস্বতন্ত্র। যেমন দেবতাবিষ্ট জীবের (জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি) নিজস্ব নয়, তদ্বৎ। সুতরাং (জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি) পরমাত্ম-চৈতন্যেরই,—ইহাই বুঝা গেল। উক্ত হয়—

‘দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি এই সমস্ত চৈতন্যাংশে আবিষ্ট হইয়াই জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় প্রচরণশীল হয়।’

এই বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন—‘অরে তিনি প্রাণের প্রাণ এবং চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ এবং মনের মন। তাঁহাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়াদি কিছুই করিতে পারে না’ ইত্যাদি। অতএব এই প্রকার ত্রৈগুণ্যকার্যের প্রাধান্যরূপে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি হয় বলিয়াই সেই উভয়কে গুণময়রূপে নির্দেশ করা হয়। পরমেশ্বরের প্রাধান্যরূপে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি স্বভাবতই গুণাতীত। দেবামৃতপানাধ্যায়ে শুকদেব তাহাই বলিয়াছেন, যথা—

১ ভা. ৬. ১৭. ২৮

এবমেব টীকা চ--ভগবন্নিকেতন্তু সাক্ষাত্তদাবির্ভাবান্নির্গুণং স্থানমিত্যেষা।

এবং বাসমাত্রস্য তাদৃশত্বমুক্ত্বা সর্বাসামেব তৎক্রিয়াণাং তাদৃশত্বমাহ—

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥১৩৬॥

[ভা. ১১. ২৫. ২৫]

অত্র চ ক্রিয়ায়ামেব তাৎপর্যং ন তদাশ্রিতে দ্রব্যে। সাত্ত্বিককারকস্য শরীরাদিকং হি গুণত্রয়পরিণতমেব।

তদেবং ক্রিয়ামাত্রস্য তাদৃশত্বমুক্ত্বা তৎপ্রবৃত্তি-হেতুভূতায়াঃ শ্রদ্ধায়া অপ্যাহ—

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা ॥১৩৭॥

[ভা. ১১. ২৫. ২৬]

অধর্মোঽত্র পরধর্মঃ। অন্যৎ পূর্ববৎ। ১১॥২৫॥ শ্রীভগবান্ ॥

নির্গুণত্ব। 'আকাশস্থিত ব্যক্তিগণ সেইস্থানে সকলকেই চতুর্ভুজ দেখেন,'—ইত্যাদির ন্যায় তাদৃশ ভক্তিচক্ষু যাহাদের আছে তাহারাই নির্গুণত্বরূপে উহা উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

টীকাও এই প্রকার, যথা—ভগবানের যে নিকেতন—তাহা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের আবির্ভাব হেতু নির্গুণ স্থান।

বাস মাত্রের নির্গুণত্ব বলিয়া সমস্ত ভগবৎ ক্রিয়ার নির্গুণত্ব বলিতেছেন,—

"অনাসক্ত কর্তা সাত্ত্বিক, রাগান্ধ (বিষয়াবিষ্ট) কর্তা রাজস, স্মৃতি-বিভ্রষ্ট কর্তা তামস। মদপাশ্রয় অর্থাৎ আমার একমাত্র শরণাপন্ন হইয়া যে সেবা করে, সেই মদেকশরণাপন্ন কর্তা নির্গুণ"। ১৩৬ ॥

এস্থানে ক্রিয়াতেই তাৎপর্য, তদাশ্রিতদ্রব্যে তাৎপর্য নহে; যেহেতু সাত্ত্বিক-কর্তার শরীরাদি নিশ্চয়ই গুণত্রয়পরিণত১।

ক্রিয়ামাত্রের নির্গুণত্ব বলিয়া সেই ভক্তির প্রবৃত্তিহেতু যে-শ্রদ্ধা তাহারও নির্গুণত্ব বলিলেন, যথা—

"আধ্যাত্মিকী ও বেদান্তশাস্ত্র-বিষয়িণী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্মে শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্মে শ্রদ্ধা তামসী এবং আমার সেবাতে যে শ্রদ্ধা তাহা নির্গুণা"। ১৩৭ ॥

'অধর্ম' বলিতে পরধর্ম। অন্য সব পূর্বের ন্যায়। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ২৫তম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের (উক্তি) ॥

১ তাৎপর্য—ক্রিয়াই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কিন্তু ক্রিয়াকর্তা সাত্ত্বিকাদি পদবাচ্য হইতে পারে না। কারণ দেহ ত্রিবিধ গুণের পরিণামী। দেহ কেবল সাত্ত্বিক, কেবল রাজসিক ও কেবল তামসিক হয় না। মায়িক জগতে

অত আহ—

ধর্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবিদ্যঞ্চ গুণাশ্রয়ম্ ॥ ১৩৮ ॥

[ভা. ৬. ২. ২৪]

শুদ্ধং নিগু্‌র্ণম্ ইতি। ত্রৈবিদ্যং বেদত্রয়প্রতিপাদ্যং গুণাশ্রয়মিতি।

টীকা চ—বেদশব্দেনাত্র কর্মকাণ্ডমেবোচ্যতে 'এবং ত্রয়ীধর্মম্'[১] ইত্যাদেঃ ।৬॥২। শ্রীশুকঃ ॥

[ভক্তেঃ স্বয়ম্প্রকাশত্বম্]

অত এব ভক্তেঃ শ্রীভগবৎস্বরূপশক্তিবোধকত্বং স্বয়ম্প্রকাশত্বমাহ—

যজ্ঞায় ধর্মপতয়ে বিধিনৈপুণায়
যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়।
নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং
হাস্যন্মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার ॥ ১৩৯ ॥

[ভা ৫. ১৪. ৪৪]

এই কারণে বলিযাছেন—

"বেদ ত্রযেব প্রতিপাদ্য সগুণ ধর্ম এবং ভগবৎপ্রণালী-বিশুদ্ধ নিগু্‌র্ণ ধর্ম (জানিতে পারিয়া অজামিল শ্রীভগবানে ভক্তিমান্ হইযাছিল)।" ১৩৮ ॥

শুদ্ধ (অর্থে) নিগু্‌র্ণ। ত্রৈবিদ্য (অর্থে) বেদত্রয় প্রতিপাদ্য গুণাশ্রয—ইহাই টীকা।

টীকা—বেদ শব্দের দ্বারা এখানে কর্মকাণ্ডই কথিত হইযাছে। গীতার উক্তি, যথা—'এইরূপ ত্রিবেদসম্মত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া (কামনাকারী পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ জনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে)।'

[ভক্তি স্বয়ম্প্রকাশ]

অতএব শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি বোধক বলিয়া ভক্তির স্বপ্রকাশত্ব যথা—

"যজ্ঞরূপ ভগবান্ ও যিনি যজ্ঞাদি বিধির ফলদাতা, ধর্মের অনুষ্ঠানকর্তা এবং জ্ঞানই

সর্বত্রই সত্ত্বরজস্তমঃ—এই তিনগুণ বিদ্যমান। ষড়্দর্শন টীকাকার শ্রীবাচস্পতি মিশ্র বেদান্তদর্শনের ভামতী টীকাতে এ বিষয় বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন—'পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীকে সুখ দান করে।' "সত্ত্বাৎসঞ্জায়তে সুখম্"—সত্ত্বগুণে সুখ হয়, অতএব বুঝিতে হইবে উক্ত স্ত্রীতে সত্ত্বগুণ আছে। 'সপত্নীগণ তাহার প্রতি ক্রোধ করে' সুতরাং তাহাতে রজোগুণ আছে। অন্য ব্যক্তি তাহার রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহপ্রাপ্ত হয় সুতরাং তাহাতে তমোগুণ আছে। অতএব মায়িক সৃষ্টবস্তু সমস্তই ত্রিগুণাত্মক। তবে গুণের আধিক্য অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক বলা হয়। কিন্তু ক্রিয়াদিতে যে কোন একটী গুণ পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে বলিয়া এই স্থলে ক্রিয়াতেই তাৎপর্য।

১ ভ. গী. ৯. ২১.

ভক্তিবিষয়ক-ভগবৎপ্রীত্যেক-হেতুত্বমপ্যাদাহৃতং। 'নালং দ্বিজত্বং দেবত্বম্'[1] ইত্যাদি। তথা চাহ –

মন্যে ধনাভিজন-রূপতপঃশ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাব-বলপৌরুষ-বুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥ ১৪১॥

[ভা. ৭. ৯. ৮]

অভিজনঃ সৎকুলজন্ম। বুদ্ধির্জ্ঞানযোগঃ। যোগোঽষ্টাঙ্গঃ ॥ ৭ ॥ ১। শ্রীপ্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহদেবম্ ॥

নন্বু নিরতিশয়-নিত্যানন্দরূপস্য ভগবতঃ কথং তয়া সুখমুৎপদ্যেত, নিরতিশয়ত্ব-

---

প্রকার উক্তি হইয়াছে, কিন্তু কর্হিচিদপি—'কখনও' (দান করেন না) এ প্রকার বলা হয় নাই[2]। 'চিৎ' ও 'চন' প্রত্যয় অসমুদয় অর্থে (ব্যবহৃত) হইয়া থাকে ইহা অমরকোষের নির্দেশ। এখানে 'কর্হি' শব্দের উত্তর 'চিৎ' প্রত্যয় হইয়াছে। যদি বহুদিন অতিশয় আবৃত্তি হয় অর্থাৎ কেহ ভগবদ্ ভজন পুনঃ পুনঃ করে তাহা হইলে তিনি বরিও দান করেন। 'প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ মনুষ্যগণের অভিলষিত অর্থ দান করেন' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা 'কর্হিচিৎ' (কখন) পদের অর্থে—ইহাই বুঝা যাইতেছে। ভক্ত বিষয়ক যে শ্রীভগবৎপ্রীতি তাহার ভক্তিই একমাত্র কারণ, তাহাই দেখান হইতেছে, যথা—'দ্বিজত্ব অথবা দেবত্ব কিম্বা ঋষিত্ব ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত হয় না' ইত্যাদি। আরও উক্ত হয়।

"আমি বিবেচনা করি—ধন, সৎকুলে জন্ম, দেহের সৌন্দর্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়ের পটুত্ব, কান্তি, প্রতাপ, শারীরিক বল, উদ্যম, বুদ্ধি ও যোগ—এ সকল পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনার নিমিত্ত হয় না। শ্রীভগবান্ ভক্তিবশতই গজেন্দ্রের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন'। ১৪১ ॥

'অভিজন' বলিতে সৎকুলে জন্ম, বুদ্ধি অর্থে জ্ঞান। যোগ অষ্টাঙ্গ। ইতি। ৭ম স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপহ্লাদের (উক্তি) ॥

আচ্ছা, নিরতিশয় নিত্যানন্দরূপ শ্রীভগবানে কি প্রকারে সেই ভক্তি দ্বারা সুখ

---

১ ভা ৭ ৭ ৪৩

২ তাৎপর্য শ্রীভগবান্ মুকুন্দ ভজনকারী ব্যক্তিকে কখন ভক্তিযোগ (প্রেমভক্তি) দান করেন না। ইহাতে যে কখনও তিনি প্রেমভক্তি দেন না তাহা বুঝিতে হইবে না। যাহার শ্রীভগবদ্ বিষয়ক প্রেম লাভের বাসনা সম্পূর্ণভাবে নাই তাহাকেই দান করেন না এই প্রকারই বুঝিতে হইবে। কখনও কাহাকেও দান করেন না—যদি এই প্রকার উদ্দেশ্য থাকিত তাহা হইলে এস্থানে কর্হিচিদপি 'কখনও' দান করেন না —এই প্রকার কথিত হইত।

যথা দৃশ্যতে তেষু তং প্রীতিমন্তমিত্যর্থঃ।[১] এবং কল্পতরুদৃষ্টান্তেঽপি ভগবতো ভক্তিবিষয়িকা কৃপা যথার্থমেবোপপদ্যতে, যে খলু সহজতৎপ্রীতিমেবাত্মনি প্রার্থয়মানা ভজন্তে তেভ্যস্তদ্দানযাথার্থ্যস্যাবশ্যকত্বাৎ। তস্মাদস্ত্যেবানন্দরূপস্যাপি ভক্ত্যানন্দোল্লাস ইতি। ১ ॥ ১১ ॥ শ্রীসূতঃ ॥

এবং ভক্তিরূপায়াস্তচ্ছক্তের্জীবেঽভিব্যক্তৌ ভগবানেব কারণম্। তদিন্দ্রিয়াদি-প্রবৃত্তৌ স চ এবেতি[২]। তস্মিংস্তয়া জীবস্যোপকারাভাসত্বমেব। তথাপি ভক্তানুরক্ত্যাদাত্মত্বে ভগবতঃ স্বকৃপাপ্রাবল্যমেব কারণমিতি বদন্ পূর্বার্থমেব সাধয়তি—

কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ
সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্মনইন্দ্রিয়াণি।
স্পন্দন্তি বৈ তনুভৃতামজ-শর্বয়োশ্চ
স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ ॥ ১৪৪ ॥

[ভা. ১২. ৮. ৩৪]

তাঁহাদিগকে সেই প্রীতি দানকরা শ্রীভগবানের যথার্থরূপে আবশ্যক। অতএব আনন্দরূপ শ্রীভগবানের ভক্তিতে আনন্দোল্লাসই হইয়া থাকে। ইতি। ১ম স্কন্ধে ১১শ অধ্যায়ে শ্রীসূতের (উক্তি) ॥

জীবে ভক্তিরূপ শ্রীভগবানের শক্তির অভিব্যক্তি বিষয়ে শ্রীভগবানই কারণ। এবং জীবগণের ইন্দ্রিয়াদি প্রবৃত্তিবিষয়ে সেই (শ্রীভগবানই) কারণ। শ্রীভগবানের ভক্তি-দ্বারা জীবের উপকারেরই আভাস। ভক্ত কর্তৃক অনুরক্ত আত্মা যাহার—এমন শ্রীভগবানের নিজ কৃপার প্রবলতাই যে কারণ—ইহা বলিতে গিয়া পূর্ব প্রতিপাদিত অর্থকে নিম্নোক্ত বাক্যদ্বারা সমর্থন করিতেছেন, যথা—

"হে বিভো! আমি তোমার কি বর্ণন করিব? তোমা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই দেহধারিগণের প্রাণ প্রবর্তিত হয় এবং তাহার পশ্চাৎ ইন্দ্রিয়াদি প্রবর্তিত হয়। প্রাকৃত জীবগণের ন্যায় ব্রহ্মা ও শিবের প্রাণেন্দ্রিয়াদিও তোমা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রবর্তিত হয়। অতএব আমারও সেই প্রকার প্রাণেন্দ্রিয়াদি তোমা কর্তৃকই প্রবর্তিত হইয়াছে। তথাপি ভক্তগণের ভাবের (প্রেমের) দ্বারা তুমি বন্ধু"। ১৪৪ ॥

হে বিভো! তোমার কি আমি বর্ণনা করিব? অর্থাৎ কৃপালুতার কিয়দংশ আমি বর্ণনা করিব? যেহেতু তোমা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই অসু বা প্রাণ প্রবর্তিত হয় এবং তাহাকে

১ 'তথা' প্রীতিমন্তমিত্যর্থঃ'—পাঠ হস্তলিখিত পুস্তকে নাই।
২ 'চ স বেতি'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

হে বিভো তব কিমহং বর্ণয়ে, ত্বৎকৃপালুতায়াঃ কিয়ন্তমংশং বর্ণয়েয়মিত্যর্থঃ। যতো যেন ত্বয়ৈব উদীরিতঃ প্রেরিতোঽসুঃ প্রাণঃ সংস্পন্দতে প্রবর্ততে, তমসুমনু চ বাগাদয়ঃ স্পন্দন্তি তত্র হেতুর্বৈ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং 'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্'[1] ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ তৎপ্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। ন কেবলং প্রাকৃতানাং তনুভৃতাং কিন্তু অজশর্বয়োশ্চ। অতঃ স্বস্য মমাপি তথৈব। এবং সত্যপি ন কচিদপি কস্যাপি স্বাতন্ত্র্যং, তথাপি দারুযন্ত্রবৎ প্রবর্তিতৈরপি বাগাদিভির্ভজতাং পুংসাং ভাবেন স্বদত্তয়ৈব ভক্ত্যা বন্ধুরসীতি। ১২॥৮। মার্কণ্ডেয়ঃ শ্রীনরনারায়ণৌ ॥

[ভক্তেরনন্য-হেতুত্বং ভগবৎ-প্রাপকত্বাদিকঞ্চ]

শ্রীভগবদনুভবকর্তৃত্বেঽনন্যহেতুত্বমাহ—

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
তএব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥ ১৪৫ ॥

[ভা. ১. ৮. ৩৫]

স্পষ্টম্। ১॥৮। শ্রীকুন্তী শ্রীভগবন্তম্ ॥

লক্ষ্য করিয়া পশ্চাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল প্রবর্তিত হয়। এ বিষয়ে প্রমাণ—অন্বয় (বিধি) ও ব্যতিরেক (নিষেধ)। 'শ্রবণশক্তির প্রবর্তক শ্রোত্রস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিতেই তাহার প্রসিদ্ধি আছে। কেবল প্রাকৃত দেহধারিগণেরই যে তুমি প্রবর্তক তাহা নহে, কিন্তু ব্রহ্মা ও মহাদেবেরও। অতএব নিজের অর্থাৎ আমারও (এস্থলে মার্কণ্ডেয় ঋষি বক্তা)—তুমি সেই প্রকার (প্রবর্তক)। এই প্রকার হইলে কোন সময়ে কাঁহারও স্বতন্ত্রতা নাই। তথাপি কাষ্ঠ-যন্ত্রের ন্যায় প্রবর্তিত বাগাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাঁহারা ভজন করেন সেই পুরুষগণের ভাবের অর্থাৎ নিজের দত্ত ভক্তিদ্বারাই তুমি বন্ধু। ইতি। ১২শ স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে নরনারায়ণের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের (উক্তি) ॥

[ভক্তিতে অন্য কোন হেতু নাই এবং উহাতে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়]

'শ্রীভগবানের অনুভব কর্তায় যে অন্য কোন হেতু নাই তাহাই বলিয়াছেন—

"হে ভগবন্! যে সকল ব্যক্তি তোমার চরিত্র শ্রবণ, গান, উচ্চারণ, সর্বদা স্মরণ এবং অন্যে কীর্তন করিলে অভিনন্দন করেন, তাঁহারাই ভবপ্রবাহের[2] নিবারক তোমার চরণারবিন্দ অবিলম্বে দেখিতে পান"। ১৪৫ ॥

---

১ কে. উ. ২

২ ভবপ্রবাহ বলিতে জন্মপরম্পরারূপ প্রবাহ।

'ধর্মঃ সত্যদয়োপেতঃ'[১] ইত্যাদ্যন্তং তদীয়মুক্তপ্রকরণং প্রায়সাধনমহিমপরমেব। তত্র বাধ্যমানোঽপীতিপদ্যং সাধ্যভক্তৌ জাতায়াং বাধ্যমানত্বাযোগাৎ—

দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে
ন পুনরুপাসতে পুরুষসার-হরাবসথান্। [ভা. ১০. ৮৭. ৩১]

ইত্যুক্তেঃ—

বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণাচ্চ তন্মহিমপরত্বেন গম্যতে। অত্রৈব তাবদ্বক্ষ্যতে—

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥ [ভা. ১১. ১৪. ২২]

ইত্যনেন, 'মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি'[২] ইতি কৌমুত্যবাক্যেন চ সাধ্যভক্তেঃ সংস্কার-হারিত্বং, ততো বিষয়া এব বাধ্যমানা ভবন্তীতি। অথ 'যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ'[৩] ইতি পদ্যং নামাভাসাদেঃ সর্বপাপক্ষয়-কারিত্বপ্রসিদ্ধেস্তৎপরম্। অথ 'ন সাধয়তি মাং যোগঃ'[৪] ইত্যেতৎ

এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া 'সত্য ও দয়াযুক্ত (ধর্ম ভক্তিবিহীন আত্মাকে পবিত্র করেনা)' ইত্যাদি শেষ প্রকরণ পর্যন্ত প্রায় সাধন ভক্তিতেই তাৎপর্য। '(আমার ভক্ত বিষয় দ্বারা) বাধ্যমান হইলেও (অভিভূত হয় না)' এই পদ্য সাধ্যভক্তিপর হইলে 'বাধ্যমান' কথা খাটে না—অতএব (সাধনভক্তিপরই বুঝিতে হইবে)। এই বিষয়ে উক্ত হয়—

'নিত্য সুখ-স্বরূপ আত্মরূপ আপনাতে যাঁহারা একবার মাত্র মনোনিবেশ করিয়াছেন, জীবগণের সার বিবেক ধৈর্যাদি হরণ করে যে গৃহ (অর্থাৎ গৃহাদিজাত বিষয়) তাহাতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না।'

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

'বিষয়াবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের বিষ্ণুতে আবেশ সুদূরে বর্তমান। পশ্চিমদিক্‌স্থিত বস্তুকে কি পূর্বদিকে গমন করিলে পাওয়া যায় ?'

এই সমস্ত বাক্য সাধ্যভক্তি সম্বন্ধে জানা যাইতেছে। আরও উক্ত হয়।

১ ভা. ১১. ১৪. ২৪
২ ভা. ১১. ১৪. ১৮
৩ ভা. ১১. ১৪. ১৯
৪ কারণ সাধন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে মন আকৃষ্ট হইলে সেই মন আর বিষয় দ্বারা আকৃষ্যমাণ হয় না

সার্দ্ধপদ্যং যোগাদীনাং সাধনরূপাণাং প্রতিযোগিত্বেন নির্দিষ্টত্বাৎ শ্রদ্ধাসহায়ত্বেন বিধানাচ্চ তৎপরম্। সাধ্যায়াং শ্রদ্ধোল্লেখঃ পুনরুক্ত ইতি। যদ্যপি ফলভক্তিদ্বারৈব তদ্বশীকারিত্বং তস্যাস্তথাপ্যত্র সাধনরূপায়া মুখ্যত্বেন প্রাপ্তত্বাত্তত্রৈবোদাহৃতম্। কিং বা—

অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ [ভা. ৫. ৬. ১৮]

ইতি ন্যায়েন নাবশঃ সন্ প্রেমাণং দদাতীতি তস্যা এব সাক্ষাত্তদ্গুণকত্বং জ্ঞেয়ম্। অথ "ধর্মঃ সত্যদয়োপেতঃ"[১] ইতিপদ্যঞ্চ ধর্মাদিসাধনপ্রতিযোগিত্বেন নির্দেশাৎ, সাধ্যভক্তেরেবান্যত্রাপি তৎফলতয়োদাহৃতত্বাচ্চ তৎপরম্। যত্তু 'কথং বিনা,'[২] ইত্যাদিকং তচ্চ সাধন-ভক্তিফলস্য শোধকত্বাতিশয়প্রতিপাদনেন তৎপরমিতি। তস্মাৎ সাধ্বেব 'বাধ্যমানোঽপি'[৩] ইত্যাদি-পদ্যানি তৎপ্রসঙ্গে দর্শিতানি। ১১।১৪। শ্রীভগবান॥

'রোমহর্ষ, চিত্তের আর্দ্রতা এবং আনন্দাশ্রুকণা ব্যতীত ভক্তি কি প্রকারে জানা যায়? ভক্তি ব্যতীতই বা কিপ্রকারে চিত্তশুদ্ধি হইবে?'

'যে আমার ভক্তিযুক্ত সে ভুবনকে পবিত্র করে,' (অন্তঃকরণের আর কথা কি?)' এই 'কৈমুত্য'বাক্যের দ্বারাও সাধ্যভক্তি যে সংসারহারী তাহাই বলা হইয়াছে। অতএব বিষয় নিজেই বাধাপ্রাপ্ত হয় (কিন্তু ভক্তকে বাধা দান করিতে পারে না।) শ্রীভগবানের নামের আভাসাদি দ্বারা সমস্ত পাপক্ষয় হয়। সুতরাং 'যেমন সম্যক্ প্রকারে প্রজ্বলিত অগ্নি (কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে; তদ্রূপ ভক্তি পাপকে দগ্ধ করে)' এই উক্তি সাধনভক্তিপর বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'যোগ আমার তেমন সাধন নহে'—এই উক্তিতে যোগাদি সাধন সমূহের প্রতিযোগিরূপে ভক্তিই নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং শ্রদ্ধা সহায়রূপে বিহিত হওয়ায় সাধন ভক্তিপরই বুঝিতে হইবে। সাধ্য ভক্তিতে শ্রদ্ধার উল্লেখ পুনরুক্তি। যদিও (সাধ্য বা) ফলভক্তি দ্বারাই ভক্তিতে শ্রীভগবানের বশীকারিত্ব হয় তথাপি এস্থানে সাধন রূপ ভক্তির মুখ্যরূপে প্রাপ্তি হেতু সেই (সাধন ভক্তি বিষয়েই) এই উল্লেখ হইয়াছে। 'অথবা' (বলিয়া অন্য প্রকার সিদ্ধান্ত)—

হে মহারাজ! যাহারা শ্রীভগবান্‌কে ভজন করেন তাঁহাদিগকে ভগবান্ মুকুন্দ মুক্তিদান করেন, কিন্তু কখন ভক্তিযোগ দান করেন্ না'—

এই ন্যায়ে বশীভূত না হইয়া তিনি যে প্রেম দেন না—ইহা দ্বারা সাধন ভক্তিরই তদ্গুণকত্ব (শ্রীভগবদ্বশীকারিত্ব) জানিতে হইবে। অনন্তর 'সত্য ও দয়াযুক্ত ধর্ম (ভক্তিহীন আত্মাকে সম্যক্ পবিত্র করে না)' এই ধর্মাদি সাধনের বিরুদ্ধরূপে (ভক্তির) নির্দেশ হেতু এবং অন্যত্র সাধনভক্তির ফলের উল্লেখ করায় ইহাও সাধনপর। 'রোমহর্ষ ব্যতীত' এই যে শ্লোক উহাতে

১ ভা. ১১. ১৪. ২১

২ ভা. ১১. ১৪. ২২

৩ ভা. ১১. ১৪. ১৭

শাঠ্যেনাপি নমস্কারং কুর্বতঃ শার্ঙ্গধন্বিনে।
শতজন্মার্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥

ইতি স্কান্দোক্তমহিমানং নমস্কারং ন করোতি তানানয়ধ্বম্। তত্র হেতুরসতঃ। অসত্ত্বে হেতুরকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্। যথা চ স্কান্দে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ—

স কর্তা সর্বধর্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্তা সর্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥
পাপং ভবতি ধর্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে।
নিঃশেষধর্মকর্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে॥

পাদ্মে—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ক্ষেমায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥

যুক্তঞ্চৈতৎ 'শ্রবণং কীর্তনঞ্চাস্য'[১] ইত্যাদিনা। 'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ'[২] ইত্যাদিনা, 'সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুঃ'[৩] ইত্যাদিনা চ পরমনিত্যত্বাদিপ্রতিপাদনাৎ। এষাং কীর্তনাদীনাং

'শঠতা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিলে, তৎক্ষণাৎ শতজন্মার্জিত পাপ নষ্ট হয়,'— এই প্রকার শ্রীভগবৎ প্রণামের মহিমা স্কান্দপুরাণে কথিত হইয়াছে। এই প্রণামও যে না করে, তাহাদিগকে আনয়ন কর। কারণ তাহারা অসৎ। আবার তাহার কারণ এই যে, তাহারা কখনও ভগবৎকার্য করে নাই।

স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মার উক্তি, যথা—

'হে কেশব! যে তোমার ভক্ত সে সকল ধর্মের কর্তা। হে অচ্যুত! যে তোমার ভক্ত নয়, সে সমস্ত পাপের কর্তা। হে হরি! তোমার অভক্ত কর্তৃক অনুষ্ঠিত ধর্মও পাপ হয়। নিঃশেষভাবে ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াও তোমার অভক্ত সদা নরকে বাস করে। কিন্তু ব্রহ্মঘাতকও তোমার ভক্ত হইলে মুক্ত হয়।'

পদ্মপুরাণে যথা—

'আমার (শ্রীভগবানের) নিমিত্ত পাপও মঙ্গলের নিমিত্ত হয়। আমার অনাদরে ধর্মও আমার প্রভাবহেতু পাপ হয়।'

১ ভা. ৭. ১১. ১০
২ ভা. ১১ ৫. ২; ৬৪ অঙ্ক দ্র'।
৩ প. পু. উত্তর, ১০. ৪২

ত্রয়াণামপি সুকরাণামভাবে পরেষাং সুতরামেবাভাবো ভবেদিতি সামান্যেনৈব বিষ্ণুকৃত্য-রহিতত্বমুক্তম্। জিহ্বাদীনাং করণভূতানামপি কর্তৃত্বেন নির্দেশঃ পুরুষানিচ্ছয়াপি যথা কথঞ্চিৎ কীর্তনাদিকমাদত্তে। চরণারবিন্দমিতি বিশেষাঙ্গনির্দেশঃ শ্রীযমস্য ভক্তিখ্যাপক এব, ন তু তন্মাত্রস্মরণনিয়ামকঃ। অত্রাভক্তানামানয়নেন ভক্তানামনানয়নমেব বিধীয়তে। আনয়নস্যোৎসর্গসিদ্ধত্বাৎ 'বৈবস্বতং সংযমনং প্রজানাম্' ইতি শ্রুতেঃ।

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ॥ [ভা. ৬. ১. ১৭]

ইত্যত্র তদ্গুণরাগীতি বিশেষণং তু তেষাং তদ্দৃষ্টিপথ-গমনসামর্থ্যস্যাপি ঘাতকং তাদৃশ-তৎস্মরণস্য প্রভাববিশেষমেব বোধয়তীতি জ্ঞেয়ম্। যথৈব নারসিংহে—

অতএব ঠিকই বলা হইয়াছে যে '(শ্রীকৃষ্ণের) শ্রবণ কীর্তন জীবের কর্তব্য'। 'মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র উৎপন্ন হয় সুতরাং উৎপত্তিস্থান শ্রীভগবানকে ভজন চারিবর্ণের কর্তব্য)' এই বাক্য এবং 'সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইয়ের কিঙ্কর'—ইত্যাদি বাক্য দ্বারা (শ্রবণ কীর্তনাদির) পরম নিত্যত্বই প্রতিপাদিত হইল। অনায়াসসাধ্য (শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ) এই তিনের অভাব হেতু (সেবা প্রভৃতি শাস্ত্রনির্দিষ্ট) অন্যান্য (ভক্তির অঙ্গ) সকলেরও নিশ্চিতই অভাব হয় এবং এই কারণেই সাধারণভাবে বলা হইল 'যাহারা ভগবৎ কার্য করে না।' কারণরূপী জিহ্বাদিরও এখানে কর্তৃত্বরূপে নির্দেশ করায় মানুষের অনিচ্ছায়ও যে কোন প্রকারে জিহ্বাদি কীর্তনাদি করিতেছে—(ইহাই বুঝিতে হইবে)।[১] 'চরণারবিন্দ স্মরণ করে না'—এখানে (চরণরূপ) অঙ্গ-বিশেষের যে উল্লেখ তাহা শ্রীযমরাজের ভক্তি বিশেষের প্রকাশক, পরন্তু কেবল চরণমাত্র স্মরণের নিয়ামক নয়।[২] 'অভক্তগণের আনয়ন' বলায় ভক্তগণের অনানয়ন (না আনাই) বিহিত হইতেছে। যেহেতু আনয়নই এখানে সাধারণ বিধি। এ বিষয় শ্রুতি বলিয়াছেন—উহা 'লোক

১ তাৎপর্য – কুঠারের দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করে,' – এইবাক্যে কুঠার করণ কারক। তেমনি 'জিহ্বার দ্বারা মানুষ শ্রীভগবন্নাম উচ্চারণ করে,' জিহ্বা (করণ) অর্থাৎ নাম উচ্চারণের সাধন। কিন্তু 'জিহ্বা উচ্চারণ করে' এই শ্লোকে জিহ্বা প্রভৃতি করণকারক না হইয়া কর্তৃকারকরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতেই শ্রীসন্দর্ভকার সিদ্ধান্ত করিলেন যে মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিহ্বা যদি নামগ্রহণ, চিত্ত যদি স্মরণ, ও মস্তক প্রণাম করে – তাহাদের প্রতিও যমদূতগণের অধিকার থাকে না।

২ অর্থাৎ ভক্তিবশতই যমরাজ এখানে চরণের উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য অঙ্গ স্মরণের কথাও ইহা দ্বারা পাওয়া যাইতেছে।

পাদ্মে দেবদ্যুতিস্তুতৌ-

সকৃদুচ্চারয়েদ্ যস্তু নারায়ণমতন্দ্রিতঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা নির্বাণমধিগচ্ছতি ॥

তত্রান্যত্র—

সম্পর্কাদ্ যদি বা মোহাদ্ যস্তু পূজয়তে হরিম্।
সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীনারদপুণ্ডরীকসংবাদে—

যে নৃশংসা দুরাচারাঃ পাপাচাররতাঃ সদা।
তেঽপি যান্তি পরং ধাম নারায়ণপদাশ্রয়াঃ ॥
লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বীতকল্মষাঃ।
পুনন্তি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ
জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্বাল্লোঁকান্ সমুদ্ধরেৎ।
স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ।
কিং পুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ॥

'মনুষ্যসকল শ্রীকৃষ্ণের দীক্ষামাত্রে মোক্ষ লাভ করেন। যে নরগণ সর্বদা ভক্তিদ্বারা অচ্যুতকে পূজা করেন তাঁহাদের কথা আর বলিবার কি আছে?'

বৃহন্নারদীয় বচন যথা—

'অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাহারা একবার মাত্র শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন কখনও তাঁহাদের ভববন্ধন হয় না।'

পদ্মপুরাণে দেবদ্যুতিস্তুতিতে উক্ত হয়—

'অনলস হইয়া যিনি একবার মাত্র শ্রীনারায়ণের নাম উচ্চারণ করেন তিনি শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া (মুক্তি) লাভ করেন।'

তথায় (পদ্মপুরাণে) অন্যত্র, যথা—

'সম্পর্কহেতু অথবা মোহহেতু যিনি শ্রীহরিকে পূজা করেন তিনি সর্বপাপ মুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হন্।'

ইতিহাস সমুচ্চয়ে শ্রীনারদ-পুণ্ডরীক-সংবাদে উক্ত হয়—

'যাহারা নৃশংস দুরাচার, সর্বদা পাপ কার্যে রত, তাহারাও যদি কেবলমাত্র নারায়ণকে আশ্রয় করে তাহা হইলে পরম ধামে গমন করে। বিমল বৈষ্ণবগণ পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না কিন্তু

অত এব—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥

ইতি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রবাক্যঞ্চ।

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং হরেঃ॥১

ইতি চ গরুড়পুরাণে। তথা চাহ—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥ ১৪৯॥
[ভা. ১. ১. ১৪]

ইতি। স্পষ্টম্। ১॥১। শ্রীশৌনকঃ॥

উদিত সহস্রাংশুর (সূর্যের) ন্যায় সকল লোককে পবিত্র করেন। সহস্র জন্মান্তরে আমি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের দাস—এই প্রকার মতি যাহার হয়, তিনি সমস্ত লোককে সম্যক্ প্রকারে উদ্ধার করেন। সেই পুরুষ বিষ্ণুসালোক্য প্রাপ্ত হন্। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তদ্‌গতপ্রাণ সংযতেন্দ্রিয় পুরুষগণের কথা আর কি বলিব?'

অতএব রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র বাক্যও তদ্রূপ,—

'আমার শরণাপন্ন হইয়া যে ব্যক্তি—আমি তোমার হইলাম বলিয়া একবার যাচ্ঞা করে, তাহাকে আমি সর্বদা অভয় দান করি, ইহা আমার ব্রত।'

গরুড়পুরাণে উক্ত হয়—

'প্রসন্ন হইয়া একবার মাত্র—আমি তোমার হইলাম—এই প্রকার যে যাচ্ঞা করে তাহাকে শ্রীহরি সর্বথা অভয় দান করেন— ইহাই শ্রীহরির ব্রত।'

সেই প্রকারই শ্রীভাগবতের উক্তি—

"ঘোর সংসারে পতিত মানব বিবশ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিবামাত্র সংসার হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়। কৃষ্ণের এক নাম হইতে স্বয়ং ভয়ও (মহাকালও) ভয় প্রাপ্ত হন্।" ১৪৯॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি ১ম স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে শ্রীশৌনকের (উক্তি)॥

(শ্রীভাগবতে) তদ্রূপ বলিয়াছেন—

---

১ গরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ১২ শ্লোকে – এই প্রকার শ্লোক যথা—

প্রতীয় প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যো বদেৎ।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদ্যাদেবব্রতং হরেঃ।

ব্রহ্মকৃতসৃষ্টিমাত্র কথনসাম্যেনৈকীকৃত্যোরিয়মিতি যোজিতং শ্রীবরাহাবতারবচ্চ। তত্র প্রথমমন্বন্তরস্যাদৌ পৃথিবীমজ্জনে ব্রহ্মনাসিকাতোঽবতীর্ণঃ শ্রীবরাহস্তামুদ্ধরন্ হিরণ্যাক্ষেণ সংগ্রামং কৃতবানিতি বর্ণ্যতে। হিরণ্যাক্ষশ্চ ষষ্ঠমন্বন্তরাবসানজাত-প্রাচেতসদক্ষকন্যায়া দিতের্জাতঃ। তস্মাত্তথা বর্ণনং তদবতারমাত্রত্বপৃথিবীমজ্জনমাত্রত্বৈক্য-বিবক্ষয়ৈব ঘটতে, তদ্বদত্রাপীতি।

কশ্চিদেবান্যো জীবঃ স্তোত্যন্যঃ সংসরতীত্যেব মন্তব্যম্। অত্র পূর্ববৎ পরমগতি-প্রাপ্তৌ ভক্তেঃ পরম্পরাকারণত্বঞ্চ দৃশ্যতে। বৃহন্নারদীয়ে ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে

ভাগবতের অন্যত্রও দেখা যায়। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে পাদ্মকল্পসৃষ্টি কথনেও শ্রীসনকাদির সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। টীকাতেও বলিয়াছেন ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্টিমাত্র কথনের সাম্যে অথবা এক সঙ্গে এই উক্তি।[১] শ্রীবরাহ অবতারের ন্যায় অর্থাৎ প্রথম মন্বন্তরের আদিতে পৃথিবী যখন জলমগ্না হয় সেই সময়ে শ্রীব্রহ্মার নাসিকা হইতে অবতীর্ণ বরাহ পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে হিরণ্যাক্ষের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন,—ইহা (ভাগবতে) বর্ণিত আছে। কিন্তু হিরণ্যাক্ষ ষষ্ঠ মন্বন্তরের শেষে জাত যে প্রাচেতস দক্ষ তাঁহার কন্যা দিতির গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। (ইহার সঙ্গতি কি প্রকারে হইতে পারে ?)। (তাহাতেই বলিতেছেন)—বরাহের অবতারমাত্রত্ব ও পৃথিবী মজ্জন-মাত্রের ঐক্য বর্ণনা দ্বারা সম্ভবপর হইতেছে[২]—তদ্রূপ এই (ভক্তি) স্থলেও (জীবের) ভেদ থাকিলেও অভেদরূপ বর্ণন হইয়াছে।

১ তাৎপর্য—পাদ্মকল্প সৃষ্টির কথা বলিতে বলিতে শ্রীসনকাদির উৎপত্তিও বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্ম কল্পেই সনক সনন্দাদির জন্ম। কিন্তু তৃতীয় স্কন্ধে পাদ্মকল্প সৃষ্টির বর্ণনে সনকাদির উৎপত্তি বলায় ব্রহ্মা যে সৃষ্টি করিয়াছেন এইমাত্র বলাই সেখানে উদ্দেশ্য। পাদ্ম ও ব্রাহ্ম কল্পের সৃষ্টির ভেদ থাকিলেও তাহা সেখানে বক্তব্য নয়।

২ তাৎপর্য–শ্বেতবরাহকল্পে স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরের আরম্ভে ব্রহ্মার নাসিকা হইতে এক শ্বেতবরাহ আবির্ভূত হইয়া জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াই অন্তর্হিত হন্। তদনন্তর ষষ্ঠচাক্ষুষ মন্বন্তরে আকস্মিক প্রলয়কালে নীলবরাহ জলরাশি হইতে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করে ও হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করে। এই দ্বিবিধ বরাহাবতারের লীলা শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে একসঙ্গে বলা হইয়াছে। এবিষয়ে শ্রীলঘুভাগবতামৃতের কারিকা যথা—

দ্বিরাবিরাসীৎ কল্পেঽস্মিন্নাদ্যে স্বায়ম্ভুবান্তরে।
ঘ্রাণাদ্ বিধের্যোদ্ধৃত্যৈ চাক্ষুষীয়ে তু নীরতঃ॥
হিরণ্যাক্ষং ধরোদ্ধারে নিঘ্নং ক্রতুপুঙ্গবঃ।
চতুষ্পাৎ শ্রীবরাহোঽসৌ নৃবরাহঃ কচিন্মতঃ॥
কদাচিজ্জলদশ্যামঃ কদাচিচ্চন্দ্রপাণ্ডুরঃ।
যজ্ঞমূর্তিঃ স্ববিষ্টোঽয়ং বর্ণদ্বয়যুতঃ স্মৃতঃ॥
দক্ষাৎ প্রাচেতসাৎ সৃষ্টিঃ শ্রূয়তে চাক্ষুষেঽন্তরে।
অতস্তত্রৈব জন্মাস্য হিরণ্যাক্ষস্য যুজ্যতে॥

যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্যাপরায়ণৈঃ।
ঈক্ষিতা অপি গচ্ছন্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিম্॥

[বৃ. না. পু. ১৮. ১১৭]

শ্রীবিষ্ণুধর্মে—

কুলানাং শতমাগামি সমতীতং তথা শতম্।
কারয়ন্ ভগবদ্ধাম নয়ত্যচ্যুতলোকতাম্॥
যে ভবিষ্যন্তি যেঽতীতা আকল্পাৎ পুরুষাঃ কুলে।
তাংস্তারয়তি সংস্থাপ্য দেবস্য প্রতিমাং হরেঃ॥

সেই প্রকার এখানেও (কোন ভাগ্যবান্) জীব শ্রীভগবানের স্তব করেন এবং অন্য জীব সংসার ভোগ করে—এইরূপ বুঝিতে হইবে। এখানে পূর্বের ন্যায় ভক্তির পরমগতি প্রাপ্তি বিষয়ে পরম্পরা কারণত্বও দেখা যায়। বৃহন্নারদীয়ে ধ্বজারোপণ মাহাত্ম্যে উক্ত হয়—

'বিষ্ণুভক্ত যাঁহারা তাহাদের, যাঁহারা পরিচর্যাপরায়ণ তাঁহাদের দৃষ্ট পাপিসকলও পরা গতি লাভ করে।' বিষ্ণুধর্মে আছে—

'যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা করাইয়াছেন, সেই কুলজাত নব অযুত লোক (নব্বই হাজার) তোমাদের শাসনের অধীন নয়। যে ব্যক্তি শ্রীভগবদ্ধাম নির্মাণ

উত্তানপাদবংশ্যানাং তনয়স্তু প্রচেতসাম্।
দক্ষস্তেব দিতিঃ পুত্রী হিরণ্যাক্ষো দিতেঃ সুতঃ।
কল্পারম্ভে তদা নাস্তি সুতোৎপত্তির্মনোরপি।
কাসৌ প্রাচেতসো দক্ষঃ ক দিতিঃ ক দিতেঃ সুতঃ॥
অতঃ কালদ্বয়োদ্ভূতং শ্রীবরাহস্য চেষ্টিতম্।
একত্রৈবাহ মৈত্রেয়ঃ ক্ষত্তুঃ প্রশ্নানুরোধতঃ॥

শ্রীবৃহৎক্রমামৃতম্, পৃ° ৩২-৩৪

অর্থাৎ ব্রাহ্মকল্পে বরাহদেবের বার দুই আবির্ভাব হয়; তন্মধ্যে প্রথম স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধার করিবার জন্য ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে, এবং ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধার এবং হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য জল হইতে পুনর্বার আবির্ভাব হয়। বরাহদেব কদাচিৎ চতুষ্পদ এবং কদাচিৎ নরবরাহ মূর্তি প্রকট করেন্। কখন মেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর, কখন চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। অতএব এই বৃহদাকার যজ্ঞবরাহ বর্ণ যুগলে যুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণ ও শ্বেত বর্ণের। চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রচেতার পুত্র দক্ষ হইতে যে প্রজা সৃষ্টি হয় ইহাই (শ্রীভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে) বর্ণিত আছে অতএব সেই চাক্ষুষ মন্বন্তরেই হিরণাক্ষের জন্ম হওয়া উচিত। প্রচেতা উত্তানবংশসম্ভূত, সেই প্রচেতার পুত্র দক্ষ, এবং দক্ষের কন্যা দিতি, এবং দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ। যে সময়ে আদি বরাহের অবতার হয়, সেই কল্পারম্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র বা কন্যা হইতে সুতোৎপত্তি হয় নাই। তখন কোথায় বা প্রচেতার পুত্র দক্ষ, কোথায় বা দিতি, এবং কোথায় বা দিতির পুত্র। অতএব (শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে) মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের প্রশ্নানুরোধে কালদ্বয়োদ্ভূত বরাহদেবের বর্ণনা এক সঙ্গেই করিয়াছেন, অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব ও চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় লীলাদ্বয় এক স্থানেই বলিয়াছেন।

ভগবন্মন্দিরপরিক্রমণ-ফলপ্রাপ্ত্যা তাদৃশত্বপ্রাপ্তিরিতি। কচিত্তত্র মহাভক্তিপ্রাপ্তিশ্চ। যথা বৃহন্নারসিংহপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদস্য। তস্য প্রাগ্‌জন্মনি বেশ্যয়া সহ বিবাদেন শ্রীনৃসিংহচতুর্দশ্যাং দৈবাদুপবাসঃ সম্পন্নো জাগরণঞ্চেতি।[1]

তথা চাহ—

যস্যাবতারগুণকর্ম-বিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥ ১৫২ ॥

[ভা. ৩. ৯. ১৫]

অসুবিগমেঽপীতি তদানীন্তন-নামমাত্রত্বমশুদ্ধবর্ণত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্। বিবশা ইতি তদিচ্ছাং বিনাপি কেনচিৎ কারণান্তরেণাপীত্যর্থঃ। 'বশকান্তৌ' ইত্যমরঃ। তাদৃশশক্তিত্বে

প্রাপ্তি) হইয়াছিল। সেই প্রকার ব্যাধ কর্তৃক হত পক্ষী কুকুরের মুখগত হইয়া যদি পলায়ন করিতে করিতে শ্রীভগবানের মন্দির বেষ্টন করিয়া গমন করে, তাহাতেই শ্রীমন্দির পরিক্রমের ফলপ্রাপ্তিরূপ শ্রীবিষ্ণুপদপ্রাপ্তি হয়। কোথাও মহাভক্তিপ্রাপ্তিও দেখা যায়। যেমন বৃহন্নৃসিংহপুরাণে প্রহ্লাদের সম্বন্ধে উক্ত হয়—পূর্বজন্মে বেশ্যার সহিত বিবাহ হওয়ায় প্রহ্লাদের শ্রীনৃসিংহচতুর্দশীতে দৈবাৎ উপবাস ও রাত্রি জাগরণ হয়।

সেই প্রকার (শ্রীভাগবতে) উক্ত হইয়াছে—

"হে প্রভো! যে মানবগণ মরণকালে অবশ হইয়াও তোমার অবতার, গুণ ও কর্মসূচক নাম সকল উচ্চারণ মাত্র করে, তাহারা বহুজন্মের পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিয়া আচরণ যুক্ত সত্যস্বরূপ ভগবান্‌কে পাইয়া থাকে।" ১৫২॥

'মরণকালেও'—এই কথা বলায় সেই সময়ে নামমাত্রত্ব ও অশুদ্ধবর্ণত্ব ব্যঞ্জিত হইল। (অর্থাৎ প্রাণবিয়োগ কালে শ্রীভগবানের অশুদ্ধবর্ণ নামমাত্র উচ্চারণ করিলেও উদ্ধার হয়)। 'বিবশ হইয়া' এই কথা বলায়, ইচ্ছা ব্যতীত কোন কারণান্তরেও যদি উচ্চাচরণ করে। অমরকোষ অভিধানে 'বশ' শব্দের অর্থ 'কামনা' সুতরাং বিবশ (অর্থে) কামনা-শূন্য। (নামের) তাদৃশ শক্তিবিষয়ের কারণ বলিতেছেন—'অবতার ইত্যাদি'—অবতার সদৃশ অর্থাৎ তত্তুল্য

১ তাৎপর্য—শ্রীহরিভক্তি বিলাসের চতুর্দশবিলাসে এই ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে—পূর্বজন্মে প্রহ্লাদ বসুদেব নামে জনৈক বেশ্যাসক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কোন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ছিল না। তিনি বেশ্যা গৃহেই সতত বাস করিতেন এবং মদ্যাদি পান ও পাপকার্যে রত ছিলেন। দৈবাৎ উক্ত বেশ্যার সহিত শ্রীনৃসিংহচতুর্দশীতে কলহ করিয়া তিনি উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করেন। তজ্জন্য তাঁহার ও বেশ্যার উভয়েরই শ্রীভগবানে পরমভক্তি হয়।

ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াং বৌধায়নং প্রতি শ্রীপরমেশ্বরোক্তৌ।

ততোঽন্তর্ভূতনামানুসন্ধানেষন্যেষু তদ্ভজনেষু চ সুতরামেবার্থবাদে দোষোঽবগম্যতে তদেবং যথার্থ এব তন্মাহাত্ম্যে সত্যপি যত্র সম্প্রতি তদ্ভজনে ফলোদয়ো ন দৃশ্যতে, কুত্রচিচ্ছাস্ত্রে চ পুরাতনানামপ্যন্যথা শ্রূয়তে তত্র নামার্থবাদকল্পনা-বৈষ্ণবানাদরাদয়ো দুরন্তা অপরাধা এব প্রতিবন্ধকারণং বক্তব্যম্। অত এবোক্তং শ্রীশৌনকেন—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ। [ভা. ২. ৩. ২৪]

ইতি। যথা প্রায়েণাধুনিকানাং—

যথা বা ব্রহ্মণ্যস্য তব দাসস্য কেশব।
স্মৃতির্নাদ্যাপি বিধ্বস্তা ভবৎসন্দর্শনার্থিনঃ॥ [ভা. ১০. ৬৪. ১৭]

ইতি। তদুক্তরীত্যাধ্যবসিতভক্তেরপি নৃগস্য "জিহ্বা ন বক্তি"[১] ইত্যাদিযমবাক্যবিরুদ্ধং

অর্থবাদ (প্রশংসা) বলিয়া মনে করে, আমি ঘোর সংসারে বিবিধ পীড়ার দ্বারা অঙ্গ নিপীড়িত করিয়া তাহাকে দুঃখসমূহে নিক্ষেপ করি।'

অতএব অন্তর্ভুক্ত নামের অনুসন্ধান যাহাতে আছে এমনশ্রীভগবানের ভজন সমূহে অর্থবাদ কল্পনাতে দোষ হয়। এই প্রকার তাঁহার মাহাত্ম্য যথার্থ হইলেও স্থলে যে শ্রীভগবানের ভজনে শাস্ত্রোক্ত ফল সম্প্রতি দেখা যায় না, অথবা কোন শাস্ত্রে পুরাতন ভজনকারিগণের সম্বন্ধে যে অন্যরূপ (অধঃপতনের কথা) শ্রবণ করা যায়, সে বিষয়ে শ্রীভগবানের নামে অর্থবাদকল্পনা এবং বৈষ্ণবে অনাদর প্রভৃতি দুরন্ত অপরাধগুলিই প্রতিবন্ধকারণ বলিতে হইবে।[২] অতএব শ্রীভাগবতে শ্রীশৌনক ঋষি বলিয়াছেন—

১ ভা. ৬. ৩. ২৯

২ তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাতে না হয় অঙ্কুর।'
[চৈ. চ ১. ৮. ২৬]

অগ্নির দাহিকা শক্তি থাকিলেও আর্দ্র কাষ্ঠ যেমন দাহ প্রকাশ করিতে পারে না, তদ্রূপ অপরাধ যুক্ত অন্তঃকরণে নাম ও ভজনের ফল প্রকাশ পায় না। ইহাতে কেহ বলিতে পারেন যে তাহা হইলে অপরাধ অগ্রে দূর করা যাক্, পরে নাম গ্রহণ ও ভজন হউক। কিন্তু তাহা করিবার প্রয়োজন নাই। আর্দ্র কাষ্ঠ অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু অগ্নির নিকট থাকিতে থাকিতে জল শুষ্ক হইলে কিছুক্ষণ পরে কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া যায়। তদ্রূপ নাম গ্রহণ ও ভজনানুষ্ঠানে এবং যাঁহার নিকট অপরাধ তাঁহার কৃপায় অপরাধ ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যাইবে।

যমলোকগমনং প্রাপ্তবতো বিনা চার্থবাদকল্পনাময়ং ভাবং শ্রুতশাস্ত্রস্যাপি তস্য সত্যাং তাদৃশমাহাত্ম্যায়াং ভক্তৌ শ্রীমদম্বরীষাদিবৎ সেবাগ্রহং পরিত্যজ্য দানকর্মাগ্রহো ন স্যাৎ। তাদৃশাপরাধে ভক্তিস্তম্ভশ্চ শ্রূয়তে। যথা পাদ্মে নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্ দেহদ্রবিণ-জনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥ [প. পু. স্বর্গ ৪৮. অ.]

দেহাদিলোভার্থং যে পাষণ্ডা গুর্ববজ্ঞাদি-দশাপরাধযুক্তাস্তন্মধ্য ইত্যর্থঃ। স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াং দ্বারকামাহাত্ম্যে—

পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তরশতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাবমানিতে ॥

'অহো বহুবার শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলেও যে হৃদয়ে প্রেম প্রকাশ জন্য বিকার জন্মে না ও বিকার হইলেও নেত্রে জল এবং গাত্রে রোমাঞ্চ হয় না সে হৃদয় কঠিন।' আধুনিক লোক সকলের যেমন বা যে প্রকার হইয়া থাকে—'যেমন'—এই কথা বলিয়া পুরাতন জনগণেরও যে এ প্রকার হইয়াছিল, তাহাই দেখাইতেছেন—

'হে কেশব! আমি ব্রাহ্মণভক্ত বদান্য এবং তোমার দর্শনপ্রার্থী ও তোমার দাস। আমার আজ পর্যন্তও স্মৃতিভ্রংশ হয় নাই।'—

এইরূপ যে নৃগরাজার ভক্তিতে অধ্যবসায় তাহার পক্ষে 'যাহার জিহ্বা (শ্রীভগবানের নাম) গুণকীর্তন করে না (তাহাকেই যমলোকে আনয়ন কর)'—যমরাজের এই বাক্য সত্ত্বেও তদ্বিরুদ্ধ যম লোকে যে গতি হইয়াছিল এবং ভক্তির যথার্থ মাহাত্ম্য শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করা সত্ত্বেও অম্বরীষাদির ন্যায় শ্রীভগবৎ সেবাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া দান কর্মে যে তাঁহার (নৃগ রাজার) আগ্রহ হইয়াছিল তাহা (ভক্তিবিষয়ে ভক্তিমাহাত্ম্যে) অর্থবাদ কল্পনা ব্যতীত হইতে পারে না। তাদৃশ অপরাধে ভক্তি যে স্তব্ধীভূত হয় তাহাও শোনা যায়। যথা পদ্মপুরাণে নামাপরাধভঞ্জন স্তোত্রে—

'হে বিপ্র! যাঁহার বাক্য ও মনে শ্রীভগবানের নাম উচ্চারিত হয়, স্মরণ পথে উদিত হয় বা যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে, শুদ্ধ বর্ণ বা অশুদ্ধ বর্ণ হউক অব্যবহিতভাবেও যদি উচ্চারিত হয় তাহা হইলে সত্যই তিনি উদ্ধার প্রাপ্ত হন। কিন্তু উহা যদি দেহ, ধন, জনসমূহ, লোভ ও পাষণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না।'

স্কান্দ এবান্যত্র মার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদে—

দৃষ্ট্বা ভাগবতং দূরাৎ সম্মুখে নোপযাতি হি[১]।
ন গৃহ্নাতি হরিস্তস্য পূজাং দ্বাদশবার্ষিকীম্॥
দৃষ্ট্বা ভাগবতং বিপ্রং নমস্কারেণ নার্চয়েৎ।
দেহিনস্তস্য পাপস্য ন চ বৈ ক্ষমতে হরিঃ॥

ইতি। এবং বহূন্যেবাপরাধান্তরাণ্যপি দৃশ্যন্তে।

এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শতধনুর্নাম্নো রাজ্ঞো ভগবদারাধনতৎপরস্যাপি বেদ-বৈষ্ণব-নিন্দকাল্প-সম্ভাষয়ৈব কুক্কুরাদিযোনিপ্রাপ্তিরুক্তা[২]। অতঃ "শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য"[৩] ইত্যাদৌ "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"[৪] ইত্যাদৌ চ পুরুষাণাং প্রায়ঃ সাপরাধত্বাভিপ্রায়েণৈবাবৃত্তি-বিধানম্। সাপরাধানামাবৃত্ত্যপেক্ষা চোক্তা পাদ্মে নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে নামোপলক্ষ্য—

যে পাষণ্ড গুরুর অবজ্ঞাদিরূপ দশ প্রকার অপরাধ[৫]-যুক্ত, তাহাদের মধ্যে দেহাদি লোভের নিমিত্ত (নাম নিক্ষিপ্ত হইলে)—ইহাই অর্থ। স্কন্দপুরাণে প্রহ্লাদ সংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যে উক্ত হয়—

'শত জন্মান্তরে পূজিত হইলেও বিশ্বাত্মা ভগবান্ বৈষ্ণবাবজ্ঞাকারী জনে প্রসন্ন হন না।'

স্কান্দে অন্যত্র মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে যথা—

'দূর হইতে শ্রীভগবদ্ভক্তকে দেখিয়া যে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয় না, শ্রীহরি তাহার দ্বাদশবার্ষিকী পূজাও গ্রহণ করেন না। শ্রীভগবদ্ভক্ত বিপ্রকে যে ব্যক্তি নমস্কারের দ্বারা অর্চনা করে না সেই দেহধারী ব্যক্তির পাপ হরি ক্ষমা করেন না।'

এই প্রকার বহু অন্য অপরাধও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

এই প্রকার শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে শতধনুনামে রাজা শ্রীভগবানের আরাধনায় তৎপর ছিলেন, তথাপি বেদ ও বৈষ্ণব নিন্দকজনের সহিত অল্পমাত্র সম্ভাষণ করায়ও তাঁহার কুক্কুর-যোনি-প্রাপ্তি হইয়াছিল। এই কারণেই অপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে প্রায়শঃ শ্রীভগবদালোচনার আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ অভ্যাস) বিহিত হইয়াছে। —'শ্রদ্ধাবান্ শুশ্রূষু

১ 'নোপগচ্ছতি'—হস্তলিখিত পুস্তকে।

২ বি. পু. তৃতীয়াংশ. ১৮ অ. দ্র°।

৩ ভা. ১, ২. ১৬

৪ বেদা° ৪, ১. ১.

৫ দশ প্রকার নামাপরাধ যথা। ১। সাধুগণের নিন্দা। ২। শ্রীশিব ও শ্রীবিষ্ণুর গুণ ও নামাদির পৃথক্ মনন। ৩। গুরুর অবজ্ঞা। ৪। শ্রুতি ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দা। ৫। শ্রীহরি-নামের মাহাত্ম্যে অর্থবাদ কল্পনা। ৬। নামের প্রকারান্তরে অর্থ কল্পনা। ৭। নামবলে পাপে প্রবৃত্তি। ৮। অন্য শুভ ক্রিয়ার সহিত নামের সমতা জ্ঞান। ৯। অশ্রদ্ধ ও বিমুখ জনে নামের উপদেশ। ১০। নামমাহাত্ম্য শুনিয়াও নামে অপ্রীতি।

অত এবাকুটিলমূঢ়ানাং ভজনাভাসাদিনাপি কৃতার্থত্বমুক্তম্। কুটিলানাস্তু ভক্ত্যনুবৃত্তিরপি ন সম্ভবতীতি। স্কান্দে শ্রীপরাশরবাক্যে দৃশ্যতে—

অপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্তনং স্মরণং তথা ॥

ইতি। তদপেক্ষয়ৈবোক্তং বিষ্ণুধর্মে—

সত্যং শতেন বিঘ্নানাং সহস্রেণ তথা তপঃ।
বিঘ্নাযুতেন গোবিন্দে নৃণাং ভক্তির্নিবার্যতে ॥

ইতি। অত এবাহ—

তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্য-শরণৈর্নৃভিঃ।
কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ ॥১৫৩॥

[ভা. ৩. ১৯. ৩৪]

স্পষ্টম্। ৩॥১৯॥ শ্রীসূতঃ ॥

যথৈব ভগবদ্ভক্তা অপ্যকুটিলাত্মনোঽজ্ঞাননুগৃহ্নন্তি ন তু কুটিলাত্মনো বিজ্ঞানিতি দৃশ্যতে। যথা—

অনাদর থাকায় আধুনিকগণের যে অর্চনাদির আরম্ভ তাহাই কুটিলতা। অতএব অকুটিল মূঢ় ব্যক্তিগণের ভজনের আভাস হইতেও (ভক্তির) কৃতার্থতা শাস্ত্রে উক্ত হয়। কিন্তু কুটিলব্যক্তিগণে ভক্তির অনুবৃত্তি সম্ভব নয়। স্কান্দে শ্রীপরাশরবাক্যে দেখা যায়—

'অপুণ্যবান্ কুটিলস্বভাব মূঢ়গণের শ্রীগোবিন্দে ভক্তি হয় না, এবং কীর্তন-স্মরণও হয় না।'

এই অপরাধ উল্লেখ করিয়াই বিষ্ণুধর্মে কথিত হইয়াছে—

'মনুষ্যগণের শতবিঘ্নের দ্বারা সত্য, সহস্রবিঘ্নের দ্বারা তপস্যা ও অযুতবিঘ্ন দ্বারা গোবিন্দে ভক্তি নিবারিত হয়।'

অতএব বলিয়াছেন—

"(শ্রীভগবান্) অনন্যাশ্রয় সরলচিত্ত মনুষ্যগণের পক্ষে অতিশয় সুখে আরাধনীয় কিন্তু অসাধুগণের পক্ষে দুরারাধ্য। তাঁহাকে কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিই বা সেবা করিবে না ?" ১৫৩॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি। ৩য় স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে শ্রীসূতের (উক্তি)॥

শ্রীভগবানের ভক্তগণও অকুটিলান্তঃকরণ অজ্ঞগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন কিন্তু কুটিলান্তঃকরণ বিজ্ঞজনকে যে অনুগ্রহ করেন না—ইহা দেখা যায়। যথা—

"যাহাদের হরিকথা দূরে, এবং যাহাদের অচ্যুতকীর্তন দূরে—এমন স্ত্রী ও শূদ্রগণ আপনাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের নিকট অনুগ্রহের পাত্র। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, যাঁহারা

দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্ ॥
বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যো বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ ॥১৫৪॥

[ভা. ১১. ৫. ৪—৫]

টীকা চ—তত্র যেঽজ্ঞাস্তে ভবদ্বিধানামনুগ্রাহ্যা ইত্যাহ দূর ইতি। জ্ঞানবলদুর্বিদগ্ধাস্তুচিকিৎস্যত্বাদুপেক্ষ্যা ইত্যাশয়েনাহ বিপ্র ইতি। ইত্যেষা। ১১ ॥ ৫। চমসো নিমিম্ ॥

[ভগবন্নামাদাবশ্রদ্ধা]

অথাশ্রদ্ধা দৃষ্টে শ্রুতেঽপি তন্মহিমাদৌ বিপরীতভাবনাদিনা বিশ্বাসাভাবঃ। যথা দুর্যোধনস্যৈব বিশ্বরূপদর্শনাদাবপি। অত এব যথা "আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্" ইত্যাদি শৌনকস্য,[1] "দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ"[2] ইতি শ্রীপ্রহ্লাদস্যানুভবসিদ্ধং ন তথা সর্বেষাম্। ঈদৃশমানুষঙ্গিকং ফলন্তু শুদ্ধভক্তৈর্ভগবন্মহিমখ্যাপনেচ্ছা যদি স্যাৎ তদৈবেষ্যতে, ন তু স্বরক্ষণায় স্বমহিমদর্শনায় বা।

(উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নাদিরূপ) শ্রৌতজন্ম দ্বারা শ্রীহরিপাদপদ্ম-ভজনের উত্তমাধিকার প্রাপ্ত হইয়াও বেদের অর্থবাদে মুগ্ধ (হইয়া কর্মফলে আসক্ত হন) তাঁহারা আপনাদের উপেক্ষ্য।" ১৫৪ ॥

টীকা যথা—এই সংসারে যাহারা অজ্ঞ, তাহারা যে আপনাদের ন্যায় ব্যক্তির অনুগ্রহের পাত্র ইহা—'দূরে (যাহাদের হরিকথা)' এই শ্লোকে বলিলেন। জ্ঞানী অথচ কুটিলান্তঃকরণ ব্যক্তিসকল দুশ্চিকিৎস্য, সুতরাং তাহারা যে উপেক্ষণীয—সেই অভিপ্রায়েই বলিলেন 'ব্রাহ্মণ (ক্ষত্রিয়)'—ইত্যাদি। এই পর্যন্ত টীকা।

ইতি। ১১শ স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে নিমির প্রতি শ্রীচমসের (উক্তি)।

[ভগবন্নামাদিতে অশ্রদ্ধা]

দেখিয়া ও শুনিযাও শ্রীভগবানের মহিমাদিতে বিপরীত ভাবনাদ্বারা বিশ্বাসের যে অভাব তাহাকেই অশ্রদ্ধা বলে। যেমন শ্রীভগবানের বিশ্বরূপাদি দর্শন করিয়াও দুর্যোধনের (শ্রীভগবানে বিশ্বাস হয় নাই)। অতএব 'ঘোর সংসারপ্রবিষ্ট ব্যক্তি বিবশ হইয়া ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া মুক্ত হয়'—ইহা যেরূপ শৌনকঋষির অনুভব হইয়াছিল এবং 'বজ্রের অগ্রভাগের ন্যায় নিষ্ঠুর গজের দন্ত সকল (আমার বক্ষঃস্থল প্রাপ্ত হইয়া শীর্ণ হইতেছে)—'ইহা

১ ভা. ১. ১. ১৪। ১৪৯ অনু. পৃষ্ঠা ২২২ দ্র°।
২ বি. পু. ১. ১৭. ৩৩

স শ্রীভরতঃ। অত্রৈবং চিন্ত্যং ভগবদ্ভক্ত্যন্তরায়কং সামান্যমারব্ধকর্ম ন ভবিতুমর্হতি দুর্বলত্বাৎ। ততঃ প্রাচীনাপরাধাত্মকমেব তল্লভ্যত ইন্দ্রদ্যুম্নাদীনামিবেতি। ৫॥ ৮ শ্রীশুকঃ॥

[উৎকণ্ঠাবর্ধনার্থং ভক্তেষু প্রারব্ধস্য প্রাবল্যম্]

কেচিত্তু সাধারণস্যৈব প্রারব্ধস্য তাদৃশেষু ভক্তেষু প্রাবল্যং তদুৎকণ্ঠাবর্ধনার্থং স্বয়ং ভগবতৈব ক্রিয়ত ইতি মন্যন্তে। সা চ বর্ণিতা মৃগদেহং প্রাপ্তস্য তস্য। যথৈব শ্রীনারদস্য পূর্বজন্মনি জাতরতেরপি কষায়রক্ষণমাহ—

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মা দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্ ॥ ১৫৮ ॥

[ভা. ১. ৬. ২১]

স্পষ্টম্। ১॥৬। শ্রীভগবান্॥ তদেবমপরাধহেতুক-তদভিনিবেশোদাহরণং গজেন্দ্রাদীনাং বিষয়াবস্থায়াং কার্যম্।

সে বলিতে শ্রীভরত রাজা। এখানে এই প্রকার চিন্তনীয় যে সামান্য আরব্ধ কর্ম শ্রীভগবদ্ভক্তির ব্যাঘাতক হইতে পারে না, যেহেতু উহা (ভক্তি অপেক্ষা) দুর্বল। অতএব এস্থলে প্রাচীন অপরাধরূপে (আরব্ধ কর্মই যে শ্রীভরত রাজার যোগভ্রংশের কারণ)—তাহা পাওয়া যাইতেছে। (তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত)—যেমন ইন্দ্রদ্যুম্নাদির হইয়াছিল[১] তদ্রূপ। ইতি। ৫ম স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে শ্রীশুকের (উক্তি)॥

[ভক্তচিত্তের উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির জন্য প্রারব্ধ কর্মের প্রাবল্য]

স্বয়ং শ্রীভগবান্ উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির নিমিত্তই যে তাদৃশ ভক্তজনগণে সাধারণ প্রারব্ধ কর্মের প্রাবল্য করেন—এই প্রকার কেহ মনে করেন। মৃগদেহপ্রাপ্ত ভরতরাজার উক্ত উৎকণ্ঠা (শ্রীভাগবতে) বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বজন্মে (দাসীপুত্র অবস্থায়) জাতপ্রেম শ্রীনারদেরও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্ত কষায় রক্ষণের বৃত্তান্ত উক্ত হয়[২] —

"হে নারদ! সাধকদেহে তুমি এই জগতে আমাকে আর দেখিতে পাইবে না। যেহেতু যাহাদের কামাদিদুর্বাসনা দগ্ধ হয় নাই, তাদৃশ কুযোগিগণ আমার দর্শন লাভ করিতে পারে না"। ১৫৮॥

---

১ বিষ্ণুব্রতপরায়ণ ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন। রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া মলয় পর্বতে আশ্রম নির্মাণ করিয়া তিনি শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন। আরাধনা কালে একদিন অগস্ত্য ঋষি রাজার নিকট উপস্থিত হন। আরাধনায় নিমগ্ন থাকায় রাজা অগস্ত্যের অভ্যর্থনাদি করেন নাই। 'তুমি গজের ন্যায় স্তব্ধমতি, সুতরাং গজ হইয়া জন্মগ্রহণ কর'—ঋষি এই শাপপ্রদান করেন। অগস্ত্য ঋষির শাপে ইন্দ্রদ্যুম্নরাজা হস্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মহতের অবমাননারূপ অপরাধেই যে ইন্দ্রদ্যুম্নরাজা হস্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাহাই বুঝিতে হইবে।

২ শ্রীনারদ দাসীপুত্র অবস্থায় বনমধ্যে গমন করিয়া শ্রীভগবানের ধ্যান করেন। শ্রীভগবান্ একবার মাত্র

বাপরাধো ন স্যাৎ। মরণে তু সর্বথা সকৃদেব যথাকথঞ্চিদপি ভজনমপেক্ষতে, তত্র হি তস্যৈব সকৃদপি ভগবন্নামগ্রহণাদিকং জায়তে, যস্য পূর্বত্র বাত্র বা জন্মনি সিদ্ধেন ভগবদারাধনাদিনা তদানীং স্বীয়প্রভাবং প্রকটয়তানন্তরমেব ভগবৎসাক্ষাৎকারো গম্যতে।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ [ভ. গী. ৮. ৬.]

ইতি শ্রীগীতোপনিষদ্ভ্যঃ। ততোঽপরাধাভাবাত্তৎক্ষয়ার্থং ন তত্রাবৃত্ত্যপেক্ষা। যথাজামিলস্য, ন তথা কৃততন্নামশ্রবণাদীনামপি যমদূতানাম্। যথাহ—

অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি ॥ ১৫৯ ॥
[ভা. ৬. ২. ৩০]

পূর্বেণ মঙ্গলেন মহতা পুণ্যেনেতি টীকা চ।

প্রতি অপরাধ করেন। একবার মাত্র ভজনাদি দ্বারা যে ফল উদয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিকই। কিন্তু (সে স্থানে বুঝিতে হইবে) যদি প্রাচীন অথবা আধুনিক কোন অপরাধ না থাকে তবেই (উহা ঠিক্ হইবে)। মরণ সময়ে সর্বপ্রকারে যে একবার মাত্র ভজন অপেক্ষা করে তাহারই একবার ভগবন্নামগ্রহণাদি হয়—যাহার পূর্ব জন্মে অথবা ইহজন্মে সিদ্ধ শ্রীভগবানের আরাধনাদি তৎকালে (মরণ সময়ে) স্বীয় প্রভাব প্রকট করিয়া অনন্তর শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার সম্পাদিত করে—ইহা শ্রীগীতোপনিষদ্ হইতে (জানা যায়)—

‘হে কুন্তীনন্দন! যে যে ভাব স্মরণ করিয়া অন্তে দেহ পরিত্যাগ করে, সদা তদ্ভাব ভাবিত থাকায় সেই ব্যক্তি সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়।’

এবং অপরাধের অভাব থাকায় সেখানে (নাম) আবৃত্তির অপেক্ষা নাই। যেমন অজামিলের (অপরাধ না থাকায় একবার মাত্র নাম গ্রহণে মুক্তি হইয়াছিল), শ্রীভগবানের (বহু) নাম শ্রবণাদি দ্বারাও যমদূতগণের সে প্রকার হয় নাই। যথা—(অজামিল বিষ্ণুদূতগণকে বলিয়াছিলেন)—

“যদিও আমি ইহ জন্মে পাপী, তথাপি সেই দেবোত্তমদিগের দর্শন পাওয়াতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে (পূর্বজন্মে আমার) মঙ্গল (পুণ্য) ছিল; যেহেতু তাঁহাদের দর্শনে সম্প্রতি আমার মন প্রসন্ন হইতেছে।” ১৫৯ ॥

পূর্বজন্মের ‘মঙ্গল’ অর্থে মহৎপুণ্য—ইহাই টীকা।

ব্যতিরেকেণাহ—

অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচের্বৃষলীপতেঃ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি॥ ১৬০ ॥

[ভা. ৬. ২. ৩১]

স্পষ্টম্। ৬॥২। শ্রীমানজামিলঃ॥

যত্তু শ্রীভরতস্য মৃগশরীরং ত্যজতো নামানি গৃহীত্বাপি শরীরান্তরপ্রাপ্তিস্তত্রাপি সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রাপ্তিরেব তাদৃশানাং হৃদি সদাবির্ভাবাৎ। এবমজামিলস্য পূর্বশরীরস্থিতাবপি জ্ঞেয়ম্। ততো মরণসময়ে সকৃদ্ভজনস্যানন্তরমেব কৃতার্থত্বপ্রাপণে ব্যভিচারো ন স্যাৎ। অত এবাহ—

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ॥ ১৬১ ॥

[ভা. ২. ১. ৬]

টীকা চ—এতাবানেব জন্মনো লাভঃ ফলম্। তমাহ নারায়ণস্মৃতিরিতি। সাংখ্যাদিভিঃ সাধ্য ইতি তেষাং স্বাতন্ত্র্যেন লাভত্বং বারয়তি। অন্তে চ স্মৃতিঃ পরো লাভো, ন তন্মহিমা বক্তুং শক্যত ইত্যেষা।

নিষেধভঙ্গীতে (অজামিল বলিয়াছেন)—

"জন্মান্তরীয় পুণ্য না থাকিলে আমার ন্যায় অশুচি ও বৃষলীপতির রসনা মৃত্যুকালে বৈকুণ্ঠপ্রাপক (নারায়ণ) নাম উচ্চারণ করিতে পারিত না।" ১৬০ ॥

ইহা স্পষ্ট। ইতি। ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে শ্রীঅজামিলের উক্তি॥

শ্রীভরতরাজা (শ্রীভগবানের) নাম গ্রহণ করিয়া মৃগদেহ পরিত্যাগ করেন ও তাঁহার অন্য শরীর (ব্রাহ্মণদেহ) লাভ হয় এবং সেই দেহে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের প্রাপ্তি হয়। যে হেতু তাদৃশ ভক্তহৃদয়ে শ্রীভগবানের সর্বদা আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। অজামিলের পূর্ব শরীর স্থিতিকালেও এইপ্রকার।[১] অতএব মরণকালে একবার মাত্র ভজনের পরই যে তিনি কৃতার্থতা লাভ করেন তদ্বিষয়ে অন্যথা হইতে পারে না। এই কারণেই (উক্ত হয়)—

"স্বধর্মে নিষ্ঠাপূর্বক আত্ম ও অনাত্মজ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা যে হরি স্মরণ, তাহাই এই (নশ্বর মনুষ্য) জন্মের লাভ এবং অন্তিম কালে শ্রীনারায়ণের চরণ স্মরণই পরম লাভ।" ১৬১ ॥

টীকা—ইহাই জন্মের 'লাভ' অর্থাৎ ফল। সেই লাভ বলিতে অন্তে নারায়ণ স্মরণ। সাংখ্যাদি (অর্থাৎ আত্মানাত্মজ্ঞান) দ্বারা সাধ্য যে লাভ, তাহার স্বতন্ত্রতা নিষেধ

১ অর্থাৎ বিষ্ণুদূতগণের সন্দর্শন লাভের পর তাহাদের কৃপাতে শ্রীঅজামিলের অন্তঃকরণে সর্বদা শ্রীভগবান্ আবির্ভূত থাকিতেন

ইত্যাদি। অশেষশব্দোঽত্র বাসনাপর্যন্তঃ। অঘশব্দশ্চাপরাধপর্যন্ত ইতি। অত্র মরণে সর্বেষাং দৈন্যাদয়োঽপি শ্রীভগবৎ কৃপাতিশয়দ্বারমিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ৬।২। শ্রীবিষ্ণুদূতাঃ যমদূতান্॥

[অধিকারিবিশেষেণ নামফলোদয়ঃ]

তদেবমধিকারিবিশেষং প্রাপ্যৈব তত্তৎফলোদয়ো দ্রষ্টব্যঃ[১]। যথৈব পূর্বমুদাহৃতম্। যথা চ জাতরুচিং প্রাপ্য—

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাসাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ॥১৬৩॥

[ভা. ১১. ৬. ২৮]

অত এবোক্তং—

ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্যং না লোভো ন শুভা মতিঃ।
ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং পুরুষোত্তম॥

ইতি ১১।৬। শ্রীমদুদ্ধবঃ॥

সমুদায় শব্দে পাপবাসনা পর্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে। পাপ শব্দে অপরাধ পর্যন্তের গ্রহণ। এই মরণসময়ে শ্রীভগবানের কৃপাতিশয় আশ্রয় করিয়া সকলের যে দৈন্যের উদয় হয়— তাহাই দেখা যায়। ইতি। ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে যমদূতগণের প্রতি বিষ্ণুদূতগণের (উক্তি)॥

[অধিকারিবিশেষে নামফলের উদয়]

অধীকারি বিশেষেই সেই সেই ফলের উদয় হয়—ইহাই বুঝিতে হইবে। এ বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে। জাতরুচি[২] ব্যক্তিতে যে প্রকার ফলের উদয় হয়—(তাহাই দেখাইতেছেন)—

"হে কৃষ্ণ, মানবগণের পরমমঙ্গল স্বরূপ, কর্ণের অমৃততুল্য যে তোমার লীলাচরিত তাহা আস্বাদন করিয়া লোকে অন্যকামনা পরিত্যাগ করে।" ১৬৩॥

অতএব কথিত হইয়াছে—

"হে পুরুষোত্তম ! কৃতপুণ্য ভক্তগণের ক্রোধ, মাৎসর্য ও অশুভমতি হয় না"।[৩]

১ 'দৃষ্টঃ'—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ জাত হইয়াছে রুচি যাহার—তাহাকেই জাতরুচি বলে। এখানে রুচি শব্দের অর্থ—শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির অভিলাষ, তদীয় আনুকূল্য এবং সুহৃদ্ভাবেরও অভিলাষ বুঝিতে হইবে।

৩ শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির অভিলাষাদিরূপ রুচি যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহাদের ক্রোধাদির সম্ভাবনা হয় না এবং স্ত্রী-পুত্রাদির অথবা মোক্ষ পর্যন্তেরও বাসনা হয় না। তাহাদের একমাত্র শ্রীভগবানের নামরূপ লীলাশ্রবণাদিতেই সর্বদা বাসনা থাকে

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥ [ভ. গী. ৯. ২২-২৩]

ইতি বাক্যদ্বয়েঽন্বয়ব্যতিরেকোক্ত্যা। অনন্যত্বং নাম হ্যন্যোপাসনা-রাহিত্যেন তদ্ভজনমুচ্যতে। ইত্থমেবাঙ্গীকৃতম্—"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্"[১] ইত্যাদৌ। তস্যাশ্চ মহাদুর্বোধত্বং মহাদুর্লভত্বঞ্চোক্তম্—

ধর্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্
ন বৈ বিদুঋর্ষয়ো নাপি দেবাঃ [ভা. ৬. ৩. ১৯]

ইত্যাদৌ—"যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্নাঃ"[২] ইত্যাদৌ চ। তদেবং তস্যাঃ শ্রবণাদিরূপায়াঃ সাক্ষাদ্ভক্তেঃ সর্ববিঘ্ননিবারণপূর্বকসাক্ষাদ্ভগবৎপ্রেমফলদত্বে স্থিতে পরম-দুর্লভত্বে চ সত্যন্যকামনয়া চ নাভিধেয়ত্বম্। তথা চতুর্থে—

(গীতাতে বলিয়াছেন)—

'যে মনুষ্যগণ কামনাশূন্য হইয়া অনন্যচিত্তে আমার উপাসনা করে, সেই মন্নিষ্ঠ পুরুষগণের আমি যোগক্ষেম বহন করি। (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির নাম যোগ, প্রাপ্ত বস্তুর পরিরক্ষণের নাম ক্ষেম।) হে কুন্তীনন্দন! অন্যদেবতার ভক্তও যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে ভজন করেন, তাঁহারাও অবিধিমতে আমাকেই ভজন করেন।' এই দুই বাক্যের অন্বয় (বিধি) ও ব্যতিরেক (নিষেধ) উক্তি দ্বারা ভক্তির অনন্যতা সিদ্ধ হইল। অনন্যতা বলিতে অন্যের উপাসনারহিত যে শ্রীভগবানের উপাসনা তাহাই। এই প্রকারই স্বীকৃত হইয়াছে যে—'অত্যন্তদুরাচারী ব্যক্তিরও যদি অনন্যচিত্তে আমার উপাসনা করে, (তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে সাধুই মনে করিবে ইত্যাদি)'। ভক্তির দুর্বোধত্ব এবং মহাদুর্লভত্ব কথিত হইয়াছে, যথা—সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীত যে ধর্ম তাহা কি ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, কি দেবগণ কেহই জানে না।' 'সেই প্রার্থিত মানবজন্ম লাভ করিয়া (হতভাগ্যেরা শ্রীভগবানের আরাধনা করেন),—এই প্রকারে শ্রবণাদিরূপ সাক্ষাৎ ভক্তি সর্ব

১ ভা. ৩. ১৫. ২৪
২ ভা. ২. ৩. ১০

তং দুরারাধ্যমারাধ্যং সতামপি দুরাপয়া।
একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহিঃ ॥ [ভা. ৪. ২৪. ৫২]

ইতি। তন্মাত্রকামনায়াঞ্চ ভক্তেরেবাকিঞ্চনত্বমকামত্বঞ্চ সংজ্ঞাপিতম্।

যতোঽপ্যনন্তাৎ পরতঃ পরস্মাৎ
স্বর্গাপবর্গাধিপতের্ন কিঞ্চিৎ।
যেষাং কিমু স্যাদিতরেণ তেষা-
মকিঞ্চনানাং ময়ি ভক্তিভাজাম্ ॥ [ভা. ৫. ৫. ২৫]

ইতি শ্রীঋষভদেববাক্যাৎ। 'অকামঃ সর্বকামো বা' ইত্যাদেশ্চ। তথা ইয়মেবৈকান্তিতেত্যুচ্যতে—

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ ॥ [ভা. ৮. ৩. ২০]

ইতি গজেন্দ্রবাক্যাৎ।

বিঘ্ন নিবারণ পূর্বক সাক্ষাৎ ভগবানের ক্ষেমফলপ্রদ ও পরমদুর্লভ হইলেও অন্য-কামনার দ্বারা উহা অভিধেয় নয়।[৩] সেই প্রকার চতুর্থ স্কন্ধে উক্ত হয়—

'দুর্লভ একান্ত ভক্তি দ্বারা সাধু পুরুষগণের দুরারাধ্য সেই শ্রীভগবান্‌কে আরাধনা করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পাদপদ্ম ভিন্ন বাহিরের স্বর্গাদিসুখ প্রার্থনা করিবে?'

তন্মাত্র (ভগবন্মাত্র) কামনা থাকায় সেই ভক্তির অকিঞ্চনত্ব ও অকামত্ব সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।[৪]

---

৩ তাৎপর্য—দুর্লভভক্তি শ্রীভগবানের প্রেমফল দান করে।

অতএব ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়।
সুখভোগ হইতে দুঃখ আপনি পলায় ॥
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হইলে ভব নাশ পায় ॥ [চৈ. চ, মধ্য, ১২২. ২৪]

কিন্তু অন্য কামনার সহিত ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে তাহা অভিধেয় অর্থাৎ শ্রীভগবৎ প্রেম প্রাপ্তির সাধন হইবে না।

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা মনে যদি হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥ [চৈ. চ, মধ্য, ১৯ ১৫০]

৪ তাৎপর্য—শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির যে কামনা তাহাকে কামনা বলা যাইতে পারেনা। যাহাতে বন্ধন হয়, যেমন স্বর্গাদি তাহাকেই কামনা বলে। তন্মাত্র কামনা বলিতে শ্রীভগবানের কামনাই ইহাতে আছে বুঝিতে হইবে—কিন্তু ইহা বন্ধন ফলক সাধারণ কামনা নহে।

মৎকর্ম শ্রবণকীর্তনাদি। অহমেব পরমঃ সাধনত্বেন সাধ্যত্বেন চ যস্য। অত এব সাধনসাধ্যান্তরসঙ্গবিবর্জিত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। ইমামেব ভক্তিমাহ—

তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ।
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্ ॥ ১৬৫ ॥

[ভা. ৭. ৭. ৪১]

যদপাশ্রয়া যদধীনাঃ। তং হরিমিত্যন্বয়ঃ। অনীহয়া কামনাত্যাগেন। অনীহং তথৈব কামনাশূন্যম্। 'ইচ্ছাকাঙ্ক্ষা-স্পৃহেহা-তৃড়্'[১] ইত্যমরঃ। ৭॥৭। শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুর-বালকান্ ॥

[কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োর্নিষ্কামত্বম্]

তথৈবোভয়োঃ কামনাশূন্যত্বং স্বয়মেবাহ—

আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ[২] স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ ॥
অহন্ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব ॥ ১৬৬ ॥

[ভা. ৭. ১০. ৫—৬]

স্পষ্টম্। ৭ ॥ ১০। শ্রীপ্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহদেবম্ ॥

এস্থানে 'আমার কর্ম' বলিতে শ্রবণকীর্তনাদি বুঝিতে হইবে। 'মৎপরায়ণ' অর্থে আমিই যাহার সাধ্যও সাধনরূপে পরম ফল সেই ব্যক্তি। অতএব সে যে অন্য সাধন ও সাধ্যের সঙ্গ-বিবর্জিত—এই প্রকারই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই ঐকান্তিকী ভক্তির বিষয় বলিতেছেন—

"অতএব অর্থ, কাম ও ধর্ম যাঁহার অধীন, সেই ঈহাশূন্য, আত্মা, ঈশ্বর হরিকে তোমরা নিষ্কাম হইয়া ভজন কর"। ১৬৫ ॥

'যদপাশ্রয়' বলিতে যাঁহার অধীন সেই হরিকে—এই প্রকার অন্বয় করিতে হইবে। নিষ্কাম অর্থে কামনাত্যাগ করিয়া, 'ঈহাশূন্য অর্থে কামনাশূন্য। 'ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা, ঈহা, তৃষ্' ইত্যাদি অমরকোষে এক পর্যায় শব্দ বলিয়া কথিত আছে। ইতি। ৭ম স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে অসুরবালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের (উক্তি) ॥

[কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তের কামনাশূন্যতা]

সেই প্রকার উভয়ের (শ্রীকৃষ্ণের ও ভক্তের) কামনাশূন্যত্ব বিষয়ে স্বয়ং বলিয়াছেন—

---

১ অ. কো. বর্গ. ২. ২.

২ 'ভৃত্যতঃ' হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ

যদি দাস্যস্যভিমতান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥ [ভা. ৭. ১০. ৭]

ইতি বক্ষ্যমাণাৎ, "ভক্তিযোগস্য তৎ সর্বমন্তরায়তয়ার্ভকঃ" [ভা. ৭. ১০. ১] ইতি শ্রীনারদেন প্রাগুক্তত্বাচ্চ। এবং শ্রীমদম্বরীষস্য যজ্ঞবিধানমপি লোকসংগ্রহার্থকমেব জ্ঞেয়ম্। তমুদ্দিশ্যাপ্যেকান্ত-ভক্তিভাবেনেত্যুক্তমস্তি। তত্র চৈহিকং নিষ্কামত্বং ভক্ত্যা

দেখাইতেছেন—যেমন নিজমুখে যে যে শোভা (তিলকাদি) করে, তাহা প্রতিবিম্বের শোভার নিমিত্তই হয়, অন্য কিছুর জন্য হয় না ইতি। ৭ম স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ে শ্রীনৃসিংহের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের (উক্তি)॥

অতএব (শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন)—

"হে অসুরনন্দনগণ! দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সচ্চরিত্রতা, বহুজ্ঞতা, জ্ঞান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, এবং ব্রত—কিছুই মুকুন্দের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ নহে। অমল ভক্তি দ্বারাই শ্রীহরি প্রীত হন। ভক্তি ব্যতীত অন্য সকল বিড়ম্বনমাত্র।" ১৬৮॥

অমল বলিতে নিষ্কাম ভক্তি, বিড়ম্বন অর্থে অনুকরণমাত্র। অতএব সকাম ভক্তেরও স্বার্থসাধনের তৎপরতাবশতঃ ভক্তির অভিনয় মাত্রই হয়। কারণ সে ভক্তির মাত্র অনুকরণই ত' করিয়া থাকে। অন্য নটের অনুকরণ লোকে কোন কোন স্থলে করে—তদ্রূপ (সে অনুকরণ করে)[৩]। সেই কামনা ঐহিক ও পারলৌকিক ভেদে দ্বিবিধ, কিন্তু (ভক্তিতে) কামনা মাত্রেই নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে (ভগবান্ শ্রীনন্দদুলালের প্রতি) শ্রীনাগপত্নীগণের উক্তি যথা—'(যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণরজঃপ্রাপ্ত হন) ব্রহ্মপদ ও মহেন্দ্র স্থান প্রভৃতিও তাঁহারা বাঞ্ছা করেন না।' অতএব বৈবস্বত মনুর পুত্র মুক্তিকামী পৃষধ্রকে যে একান্তী বলিয়া নির্দেশ আছে, তাহা গৌণই বুঝিতে হইবে।[৪]

১ ভা. ১০ ১৬ ৩৭

২ 'যদি দাস্যসি মে কামান্'—মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

৩ তাৎপর্য—যাহারা নাট্যাভিনয় করে, তাহারা নটের অনুকরণ করে। প্রকৃতপক্ষে সে দশরথনন্দন নয় তথাপি রামচন্দ্রের অনুকরণ করিতেছে। তদ্রূপ যাঁহারা সকামভক্ত, তাঁহারা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত ভক্তির অনুকরণ করেন মাত্র, প্রকৃত পক্ষে নিষ্কামভক্তির অধিকারী নন। ইহাতে সকামভক্তি যে বিড়ম্বনা মাত্র—ইহাই প্রতিপাদিত হইল।

৪ তাৎপর্য—মুখ্যরূপে তিনি একান্ত ভক্ত নন, কিন্তু গৌণরূপে। গুণ লইয়া যাহা প্রতিপাদন করা হয় তাহার নাম গৌণ। যেমন "সিংহো মানবকঃ"—'ব্রাহ্মণবালক সিংহ' এ কথা বলিলে সে বালক বস্তুতঃ সিংহের মত বনে বাস করে না, কিন্তু সিংহের শৌর্য্যবীর্য্য প্রভৃতি যে গুণ—তাহা তাহাতে আছে ইহাই বুঝায়। সুতরাং শৌর্য্যবীর্য্য রূপ গুণাংশ লইয়া বালককে যেমন সিংহ বলা হয়, তদ্রূপ একান্তী ভক্তের অন্য বাসনা নাই, মুমুক্ষু পুরুষেরও অন্য কামনা থাকে না, এই কামনা-ত্যাগরূপ গুণাংশ লইয়াই মুমুক্ষুকে একান্তী ভক্ত বলা হইয়াছে, মুখ্যরূপে নয়—"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। মুক্তি-ভুক্তিসিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥" (চৈ. চ. মধ্য, ১৯. ১৭২।)

জীবিকাপ্যুপার্জনং যত্তদভাবময়মপি বোদ্ধব্যম্। 'বিষ্ণুং যো নোপজীবতি' ইতি গারুড়ে শুদ্ধভক্তলক্ষণাৎ।

মৌনব্রত-শ্রুততপোঽধ্যয়নস্বধর্ম-
ব্যাখ্যা রহোজপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্তা ভবন্ত্যুত ন বা বত দাম্ভিকানাম্॥ [ভা. ৭. ৯. ৪৬]

'হে ভগবন্! আমি স্বভাবতঃ কামাসক্ত, অতএব এই সকল বর দ্বারা আমাকে প্রলোভিত করিবেন না। আমি কাম সঙ্গ হইতে ভীত হইয়া মুক্তি-বাসনায় আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।'

এই পদ্যে শ্রীপ্রহ্লাদ যে মুমুক্ষু ছিলেন তাহা বুঝা যায়। কিন্তু এখানে প্রহ্লাদের যে মোক্ষের ইচ্ছা তাহা কামত্যাগ ইচ্ছাতেই জানিতে হইবে; কেন না, ইহার পরে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিবেন—

'হে বরদশ্রেষ্ঠ! আপনি যদি আমাকে নিতান্তই অভিলষিত বর দান করেন, তবে আমার হৃদয়-মধ্যে যেন অভিলাষ অঙ্কুরিত না হয়—এই বর আপনার নিকট যাচ্ঞা করি।'

ইহার পূর্বেও শ্রীদেবর্ষিনারদের (ভক্তিযোগের) অন্তরায় বিবেচনা করিয়া বালক প্রহ্লাদ (বর গ্রহণের অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন)। এই প্রকার শ্রীঅম্বরীষ রাজার লোক সংগ্রহের নিমিত্তই যজ্ঞের অনুষ্ঠান। শ্রীঅম্বরীষ রাজাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন—শ্রীভগবান্ একান্ত-ভক্তিভাবে প্রীত। পুরাণে ইহা বলিয়াছেন। ঐহিক নিষ্কামত্ব বলিতে ভক্তির দ্বারা জীবিকার[২] উপার্জনের যে অভাব তাহাই বুঝিতে হইবে। 'বিষ্ণুকে যে উপজীবিকা করে না'—ইহা গরুড় পুরাণে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ। (অাৎ) 'শ্রীভগবৎ প্রতিমাদি যাঁহারা উপজীবিকারূপে সেবা করেন তাঁহারা শুদ্ধ ভক্ত নহেন।' (শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেবের প্রতি) শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্য—

'হে অন্তর্যামিন্! মৌন, ব্রত, শাস্ত্রশ্রবণ, তপস্যা, অধ্যয়ন স্বকর্মব্যাখ্যা, নির্জনে বাস, জপ এবং সমাধি—এই যে দশটী মোক্ষের সাধন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে—এই সকল প্রায় অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের জীবনোপায় হইয়া থাকে, কিন্তু দাম্ভিক লোক সকলের পক্ষে ঐ সকল মৌনাদি কখন জীবনোপায় হয়, কখন নাও হয়।'

মৌনাদিই অজিতেন্দ্রিয়গণের বৃত্তি অর্থাৎ জীবনোপায় হয়। দম্ভের ফল অনিশ্চিত, অতএব দাম্ভিকগণের জীবনোপায় কখন হয়, কখন নাও হয়। অতএব দিতির প্রতি শ্রীইন্দ্রের বাক্য—

১ ভা. ৭. ৭. ৫১

২ তাৎপর্য—ভক্তির অনুষ্ঠানে আমার জীবিকা সুন্দররূপে চলিবে-এই বুদ্ধিতে যে ব্যক্তি ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাহা নিষ্কাম ভক্তি নয়।

ইতি শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যবৎ। মৌনাদয় এবাজিতেন্দ্রিয়াণাং বার্তা জীবনোপায়া ভবন্তি। দাম্ভিকানান্তু বার্তা অপি ভবন্তি ন বা দম্ভস্যানিয়তফলত্বাদিত্যর্থঃ। অত এবোক্তম্—

আরাধনং ভগবত ঈহমানা নিরাশিষঃ।
যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ ॥ [ভা. ৬. ১৮. ৭২]

ইতি।

পরং মোক্ষমপীতি টীকা চ।

তস্মাৎ সাধূক্তং 'নালং দ্বিজত্বম্'[১] ইত্যাদি। ৭॥৭ শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুরবালকান্ ॥

[অকিঞ্চনভক্তেঃ সর্বশাস্ত্রসারত্বম্]

ততোঽস্যা এব ভক্তেঃ সর্বশাস্ত্রসারত্বমাহ—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ১৬৯ ॥

[ভা. ৭. ৫. ১৮]

শ্রবণকীর্তনে তদীয়নামাদীনাং স্মরণঞ্চ। পাদসেবনং পরিচর্যা। অর্চনং বিধ্যুক্তপূজা। বন্দনং নমস্কারঃ। দাস্যং তদ্দাসোঽস্মীত্যভিমানম্। সখ্যং বন্ধুভাবেন তদীয়-হিতাশংসনম্। আত্মনিবেদনং গবাশ্বাদিস্থানীয়স্য স্বদেহাদিসংঘাতস্য তদেকভজনার্থং

'যে সকল ব্যক্তি কামনাশূন্য হইয়া যে শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে যত্ন করেন, এবং সেই আরাধনা দ্বারা মোক্ষ পর্যন্তও অভিলাষ করেন না তাঁহারা স্বার্থকুশল বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন।'

টীকাতেও 'পর' শব্দে মোক্ষই অর্থ।

অতএব দ্বিজত্ব প্রভৃতি যে শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত হয় নাই ইহা উৎকৃষ্টই বলা হইয়াছে॥ ইতি ৭ম স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে অসুর-বালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উক্তি ॥

[অকিঞ্চনা ভক্তি সর্বশাস্ত্রের সার]

সেই হেতু এই অকিঞ্চনা ভক্তিই যে সমস্ত শাস্ত্রের সার তাহা বলিতেছেন—

"শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নব লক্ষণাক্রান্ত ভক্তি যদি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুতে সমর্পণ পূর্বক কেহ অনুষ্ঠান করেন, আমার মনে হয় তাহার অধ্যয়ন উত্তম।" ১৬৯ ॥

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাশ্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্যম্। [গো. তা. পূর্ব, ১৫]

ইতি। অতএব নবলক্ষণেতি সমুচ্চয়ো নাবশ্যকঃ। একেনৈবাঙ্গেন সাধ্যাব্যভিচারশ্রবণাৎ। ক্বচিদন্যাঙ্গমিশ্রণন্তু তথাপি ভিন্নশ্রদ্ধারুচিত্বাৎ। ততো নবলক্ষণশব্দেন ভক্তিসামান্যোক্ত্যা তন্মাত্রানুষ্ঠানং বিধীয়ত ইতি জ্ঞেয়ম্। নবলক্ষণত্বঞ্চাস্যা অন্যেষামপ্যঙ্গানাং তদন্তর্ভাবাদুক্তম্। ৭।৫। শ্রীপ্রহ্লাদঃ স্বপিতরম্॥

অথাস্যা অকিঞ্চনাখ্যায়া ভক্তেঃ সর্বোধ্বভূমিকাবস্থিতিঃ[১]। অধিকারিবিশেষনিষ্ঠত্বঞ্চ দর্শয়িতুং প্রক্রিয়ান্তরম্। তত্র পরতত্ত্বস্য বৈমুখ্যস্য পরিহারায় যথাকথঞ্চিৎ সাম্মুখ্যমাত্রং

এই নয়টি লক্ষণ যাহার সাক্ষাৎরূপে শ্রীভগবানে প্রযোজিত হয়, কিন্তু কর্মাদি অর্পণরূপ পারম্পরিকভাবে[২] নহে, তাহার ভক্তিকে তদ্বিষয়ক বলা যায়। এখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পিত ভক্তির কথাই বলিতেছেন, কিন্তু ধর্মার্থাদির নিমিত্ত যে-ভক্তি অর্পিত তাহার সম্বন্ধে নহে। অধ্যয়ন সম্পন্ন ব্যক্তি এই প্রকার অনুষ্ঠান করিলে তাহারই অধ্যয়ন উত্তম বলিয়া বিবেচনা করি। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি বলেন—

'ইঁহার (শ্রীভগবানের) ভজনই ভক্তি; ঐহিক এবং পারলৌকিক বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীভগবানে মনঃ কল্পনারূপ ভজনই নৈষ্কর্ম্য।'

এক অঙ্গের দ্বারা সাধ্য (শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির) অব্যভিচার শ্রবণহেতু (এখানে) নয়টী লক্ষণের সমুচ্চয়ের প্রয়োজন নাই।[৩] কোনস্থানে অন্যাঙ্গের যে-মিশ্রণ—তাহা ভিন্ন প্রকার শ্রদ্ধারুচির হেতু বুঝিতে হইবে[৪]। অতএব নবলক্ষণ শব্দের দ্বারা ভক্তিসামান্যের উল্লেখে তন্মাত্রের (অর্থাৎ শ্রবণ কীর্তনাদির) অনুষ্ঠান বিহিত হইতেছে—ইহাই জানিতে হইবে। অন্যান্য অঙ্গও এই নবলক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। ইতি। ৭ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে নিজপিতার প্রতি প্রহ্লাদের (উক্তি)॥

অনন্তর অকিঞ্চনাখ্য ভক্তি যে সকলের উর্ধ্ব স্থানে অবস্থিত তাহা, এবং অধিকারিবিশেষের নিষ্ঠা দেখাইবার নিমিত্ত অন্য প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিতেছেন। পরতত্ত্বের বৈমুখ্যপরিহারের নিমিত্ত

---

১ 'সর্বোপরিভূমিকাবস্থিতিঃ' মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া কার্যের ফল ভগবানে অর্পিত হইল, অতএব তিনি সন্তুষ্ট হইবেন—এই প্রকার পারম্পরিক ভক্তির কথা এখানে বলা হইতেছে না।

৩ শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ নববিধ ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে তবে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হইবে, এ প্রকার ব্যাখ্যা সঙ্গত নয়, কারণ এই নববিধ ভক্তির যে কোন একটীতে নিষ্ঠা হইলেই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি অনিবার্য। উল্লেখ আছে—

'এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হইলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন॥' [চৈ. চ. মধ্য ২২ ৭৮-৭৭]

৪ অর্থাৎ এই নবলক্ষণ ভক্তির অঙ্গের সহিত অন্য জ্ঞানকর্মাদি যে মিশ্রিতভাবে আছে, সেগুলি সাধকের বিভিন্নপ্রকার রুচি হেতু বুঝিতে হইবে।

[জ্ঞানকর্মভক্তিযোগানামধিকারিণঃ]

তেষ্বধিকারিহেতূনাহ দ্বাভ্যাং—

নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগশ্চ কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ ১৭১॥

[ভা. ১২.২০. ৭-৮]

ইহ এষাং মধ্যে নির্বিণ্ণানামৈহিক-পারলৌকি-বিষয়প্রতিষ্ঠাসুখেষু বিরক্তানামত এব তৎসাধনভূতেষ লৌকিকবৈদিক-কর্মসু ন্যাসিনাং তানি ত্যক্তবতামিত্যর্থঃ। পদদ্বয়েন দৃঢ়জাত-মুমুক্ষূণামত্যভিপ্রেতম্। এষাং জ্ঞানযোগঃ সিদ্ধিদ ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কামিনাং তত্তৎসুখেষু রাগিণামত এব তেষু কর্মসু অনির্বিণ্ণচিত্তানাং তানি ত্যক্তুমসমর্থানাং কর্মযোগঃ সিদ্ধিদঃ তৎসঙ্কল্পানুরূপফলদঃ।

[জ্ঞান কর্ম ও ভক্তিযোগের অধিকারী নির্ণয়]

(শ্রীভাগবতের) দুই শ্লোকে (শ্রীভগবান্) সেই (জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের) অধিকারীর হেতু নির্দেশ করিয়াছেন; যথা—

"দুঃখবোধ করিয়া সংসারে কর্মফলসমূহে যাহারা বিরক্ত তাহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ, এবং সেই কর্মসকলে (ও ফলবিষয়ে) যাহারা অবিরক্ত ও আসক্ত তাহাদের পক্ষে কর্মযোগ সিদ্ধিদায়ক। আর যে-পুরুষের আমার কথাদিতে যদৃচ্ছাক্রমে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে ও যিনি কর্মফলে বিরক্ত ও অত্যন্ত আসক্ত নহেন—তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিদান করে।" ১৭১॥

এখানে—ইহাদের (জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি যোগের) মধ্যে বিরাগযুক্ত বলিতে ঐহিক এবং পারলৌকিক বিষয়ে প্রতিষ্ঠা ও সুখ বিষয়ে যাহারা বৈরাগ্যাশ্রিত, অতএব সেই ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়াদির সাধন যে লৌকিক ও বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম—তাহা যাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন (তাঁহাদের জ্ঞানযোগ সিদ্ধি দান করে)। (বিরক্ত ও কর্মত্যাগী) এই দুই পদে মুমুক্ষু ব্যক্তিই অভিপ্রেত। তাহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ যে সিদ্ধি দান করে ইহা—পরের শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ হইবে। কামনাপর বলিতে কর্মফলাদি সুখ সকলে যাহারা আসক্ত অর্থাৎ যাহারা তদুপায়ভূত কর্মে অবিরক্ত-চিত্ত অর্থাৎ তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ,—সেই ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্মযোগ সিদ্ধি-সম্পাদক অর্থাৎ সেই-সঙ্কল্পানুরূপ ফলপ্রদায়ী।

তাং বিনা বহিরন্তঃ সম্যক্‌প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেস্তথাপ্যত্র শ্রদ্ধামাত্রস্য কারণত্বেন বিশেষতস্তদঙ্গীকারঃ। অত্রাপি চ তদপেক্ষা পূর্ববৎ সম্যক্‌প্রবৃত্ত্যর্থৈব, তাং বিনা অনন্যতাখ্যভক্তিস্তথা ন প্রবর্ততে। কদাচিৎ কিঞ্চিৎ প্রবৃত্ত্যা চ নশ্যতীতি। অত এব "ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তঃ"[১] ইত্যস্যানন্তরমপি "মৎকথাশ্রবণাদেব"[২] ইত্যত্র শ্রদ্ধায়াং জাতায়ামেব কর্মপরিত্যাগো বিহিতঃ। ভক্তিমাত্রস্তু তাং বিনা সিধ্যতি।

সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

যেহেতু শ্রদ্ধা ব্যতীত বাহিরে এবং অন্তরে সম্যক্ প্রকারে প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় না, তথাপি ভক্তিযোগে বিশেষরূপে শ্রদ্ধামাত্রেরই কারণরূপে অঙ্গীকার।[৩] অনন্যভক্তিও সম্যক্ প্রবৃত্তির নিমিত্ত পূর্বের ন্যায় শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে। শ্রদ্ধা ব্যতীত অনন্যাখ্য ভক্তি সেরূপ প্রবর্তিত হয় না এবং কোন সময় কিঞ্চিৎ প্রবৃত্ত হইলেও নষ্ট হইয়া যায়। অতএব যিনি 'বিরক্ত ও অত্যাসক্ত নন্ (তিনি ভক্তিযোগের অধিকারী)'—এই শ্লোকের পর (শ্রীভগবান্) বলিয়াছেন—'যাবৎ আমার কথাদিতে শ্রদ্ধা না হয় (তাবৎ কর্ম করিবে'—এখানে শ্রদ্ধা হইলে কর্মপরিত্যাগের বিধান রহিয়াছে)—কিন্তু যাহা ভক্তিমাত্র তাহা শ্রদ্ধা ব্যতীতও সিদ্ধ হয়।

'শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রদ্ধা সহকারে বা অবহেলাক্রমেও যদি উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে ওই নাম নরমাত্রকে অবিশেষে উদ্ধার করিয়া থাকে।'

'সাধু-সমাগমে হৃদয় ও কর্ণের প্রীতিকর আমার বীর্যপ্রকাশক কথা উচ্চারিত হয়। তৎসেবনে অপবর্গবর্ত্মস্বরূপ আমাতে (হরিতে) শীঘ্রই শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মে।'—ইত্যাদিস্থলে শ্রদ্ধার পূর্বেও ভক্তির ফলদাতৃত্ব শ্রুত আছে।[৪]

১ ভা. ১১ ২০ ৮

২ ভা ১১. ২৪ ৯

৩ তাৎপর্য্য—শ্রদ্ধা না থাকিলে অন্তঃকরণে জ্ঞানবিষয়ের ভাবনা এবং বাহিরে কর্মবিষয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু জ্ঞানযোগে কেবল শ্রদ্ধা কারণ নহে, বৈরাগ্যই প্রধানরূপে কারণ। এবং কর্মযোগেও যে কেবল শ্রদ্ধাই কারণ, তাহা উৎকৃষ্ট জাতি ব্রাহ্মণাদির পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু ভক্তিযোগে একমাত্র শ্রদ্ধাই কারণরূপে নির্দিষ্ট—উহাতে জাত্যাদির অপেক্ষা নাই।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥ [চৈ, চ, মধ্য ২২ পরি, ৩১]

৪ সাধুগণের সঙ্গে ভগবৎ কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, রতি, ও ভক্তি হয়। ইহা দ্বারা অগ্রে যে শ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু পরে শ্রদ্ধা ও রতি প্রভৃতির উদয় হইল—ইহাই বোঝা যায়। সুতরাং শ্রদ্ধাই যে ভক্তিমাত্রের একান্ত কারণ—ইহা বলা যাইতে পারে না।

ভক্ত্যা বাধ্যত ইত্যুক্তমেব। জ্ঞানবল-দুর্বিদগ্ধাদৌ তু তদ্বৈপরীত্যেন বাধ্যতে, যথা মৎসরেণ নামাদিকং গৃহ্নতি বেণে। ক্বচিদ্বস্তুশক্তির্বাধিতা দৃশ্যতে, আর্দ্রেন্ধনাদৌ বহ্নিশক্তিরিব।

শ্রদ্ধয়োপহৃতং শ্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি।
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে ॥ [ভা. ১১. ২৭. ১৭]

ইত্যত্র শ্রদ্ধাভক্তিশব্দাভ্যামাদর এবোচ্যতে। স তু ভগবত্তোষণলক্ষণ-ফলবিশেষস্যোৎপত্ত্যাবনাদরলক্ষণ-তদ্বিঘাতকাপরাধস্য নিরসনপরঃ। তস্মাৎ শ্রদ্ধা ন ভক্ত্যঙ্গং, কিন্তু কর্ম্মণ্যর্থিসমর্থ-বিদ্বত্তাবদনন্যতাখ্যায়াং ভক্তৌ অধিকারিবিশেষণমেবেত্যত এব তদ্বিশেষণত্বেনৈবোক্তং "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্"[১] ইতি 'জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু'[২] ইতি চ। অত্র তামারভ্যেত্যর্থেন ল্যবলোপে পঞ্চম্যন্তেন তত ইতি পদেনানবধিক-নির্দ্দেশেনাত্মারামতাবস্থায়ামপি সা কেষাঞ্চিৎ প্রবর্ত্তত

কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিলে) ইহার বিপরীত হয় এবং (দুরাত্মতা হেতু) ভক্তি বাধা প্রদান করে; যেমন মাৎসর্য পূর্বক শ্রীভগবন্নাম গ্রহণ করায় বেণাসুর নামগ্রহণের ফল পায় নাই। কোথাও বস্তুশক্তিও বাধা পায়, যেমন—আর্দ্র কাষ্ঠে বহ্নি শক্তি।[৩] (শ্রীভগবানের উক্তি)—

'ভক্ত কর্তৃক শ্রদ্ধাপূর্বক প্রদত্ত জলও আমার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অশ্রদ্ধাপূর্বক প্রদত্ত প্রচুর দ্রব্যও আমার সন্তোষ বিধান করিতে পারেনা'—

এখানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি শব্দের দ্বারা আদরই উক্ত হইয়াছে। সেই আদর শ্রীভগবানের সন্তুষ্টিবিধান-রূপ ফলবিশেষ উৎপন্ন করে; উহাতে তদ্বিঘাতক অনাদররূপ অপরাধের নাশ হয়। অতএব শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নহে, কিন্তু কর্মে অর্থী, সমর্থ ও বিদ্বানের গুণাবলীর ন্যায় অনন্যাখ্য ভক্তিতে যে-জন অধিকারী তাহার বিশেষণ। এই কারণে উক্ত হয়—'(কোন ভাগ্যের উদয়ে) আমার কথাসমূহে যে ব্যক্তি জাতশ্রদ্ধ হয়',—এই বচনে 'আমার কথাসমূহে জাতশ্রদ্ধ'—(এইরূপ উল্লেখ আছে—এখানে শ্রদ্ধা

১ ভা. ১১ ২০ ৮

২ ভা. ১১. ২০. ২৭

৩ কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ হইলে কাষ্ঠ দগ্ধ হইবে, কিন্তু আর্দ্র কাষ্ঠকে বহ্নি দগ্ধ করিতে পারে না। তদ্রূপ শ্রীভগবন্নামাদি গ্রহণে অপরাধাদি প্রতিবন্ধক থাকিলে সিদ্ধি লাভ হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও কথিত আছে—

হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহু বার।
তবু যদি প্রেম, নহে নহে অশ্রু ধার।
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহা না হয় অঙ্কুর। (চৈ. চ ১,৮.২৫-২৬)

ইতি তস্যাঃ সাম্রাজ্যমভিপ্রেতম্। অনন্তরঞ্চ বক্ষ্যতে 'ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরাঃ'[১] ইতি। অতঃ সাম্রাজ্যজ্ঞাপনয়া তাং বিনা কর্মজ্ঞানে অপি ন সিধ্যত ইতি চ জ্ঞাপিতম্। তদেবমনন্যভক্ত্যধিকারে হেতুং শ্রদ্ধামাত্রমুক্ত্বা স যথা ভজেৎ তথা শিক্ষয়তি—স শ্রদ্ধালুর্বিশ্বাসবান্। প্রীতো জাতায়াং রুচাবাসক্তঃ। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ সাধনাধ্যবসায়-ভঙ্গরহিতঃ সন্ সহসা ত্যক্তুমসমর্থত্বাৎ কামান্ জুষমাণশ্চ গর্হয়ংশ্চ। গর্হনে হেতুঃ—দুঃখোদর্কান্ শোকাদিকৃদুত্তরকালানিতি। অত্র কামা অপাপকরা এব জ্ঞেয়াঃ। শাস্ত্রে কথঞ্চিদপ্যন্যানুবিধানাযোগাৎ। প্রত্যুত—

পরপত্নীপরদ্রব্য-পরহিংসাসু যো মতিম্।
ন করোতি পুমান্ ভূপ তোষ্যতে তেন কেশবঃ ॥ [বি. পু. ৩. ৮. ১৪]

ইতি বিষ্ণুপুরাণবাক্যাদৌ কর্মার্পণাৎ পূর্বমেব তন্নিষেধাৎ, অতৈব চ নিষ্কামকর্মণ্যপি

অধিকারী পুরুষের বিশেষণ-রূপেই উক্ত হইয়াছে)। অতএব শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া—এই অর্থে 'ল্যপ্‌লোপে পঞ্চমী বিভক্তি'—'তাহা হইতে (আরম্ভ করিয়া)'—এই পদের দ্বারা অবধি (সীমা) নির্দেশ না করায় (বুঝিতে হইবে) আত্মারাম অবস্থাতেও কাহারও কাহারও শ্রদ্ধা প্রবর্তিত হয়; এই কারণে ইহার সার্বভৌম আধিপত্য অভিপ্রেত হইল।[২] অনন্তর (শ্রীভগবান্) বলিয়াছেন—('একান্ত ভক্ত) ধীর সাধুগণ কিছুই (গ্রহণ করেন্ না)'—ইত্যাদি। অতএব উক্ত আধিপত্য জানাইবার জন্য শ্রদ্ধা ব্যতীত কর্ম ও জ্ঞান সিদ্ধিলাভ করে না—ইহাই জানান হইয়াছে। অনন্য ভক্তির অধিকারে একমাত্র শ্রদ্ধাই কারণ বলিয়া—সেই শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি যে-প্রকারে ভজন করিবে তাহারই শিক্ষা দান করিতেছেন—'শ্রদ্ধালু' অর্থে বিশ্বাসযুক্ত, 'প্রীত' (অর্থে) রুচি জাত হইলে তাহাতে আসক্ত। 'দৃঢ়নিশ্চয়' (অর্থে) সাধন বিষয়ে যে-অধ্যবসায়,—উহার বিরাম রহিত হইয়া এবং সহসা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ বলিয়া সে ব্যক্তি কামনা সকলের সেবাপর হইয়াও তাহার নিন্দা করে—কারণ দুঃখই তাহাদের উত্তরকালীন (ফল);—এখানে যে কামনা (-সেবার কথা বলা হইল) তাহা অপাপকর কামনাই বুঝিতে হইবে। যে হেতু শাস্ত্রে কোন প্রকারেই অন্য অর্থাৎ পাপের বিধান নাই, প্রত্যুত নিষেধই আছে; যথা—

'হে ভূপ! যে-পুরুষ পরপত্নী, পরদ্রব্য, ও পরহিংসাতে মতি না করে শ্রীভগবান্ কেশব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন্'—

১ ভা. ১১. ২০. ৩৪

২ শ্রদ্ধা যেন সম্রাজ্ঞী, কি মুক্ত, মুমুক্ষু ও ভক্ত—সকলেরই উপরে ইহার আধিপত্য।

টীকায়াং—ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্তাধিকারতয়া সংত্যজ্যেতি। নিবৃত্তাধিকারত্বঞ্চোক্তং শ্রীকরভাজনেন—

দেবর্ষি-ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্॥ [ভা. ১১. ৫. ৩৭]

ইতি তেষাং ন কিঙ্করঃ কিন্তু শ্রীভগবত এব ইত্যনধিকারিত্বম্। কর্তং কৃত্যম্। কর্তং ভেদমিত্যর্থে ততো দেবতাদীনাং স্বাতন্ত্র্যমিতি যাবৎ। এবমেবোক্তং গারুড়ে—

অয়ং দেবো মুনির্বন্দ্য এষ ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ।
ইত্যাখ্যা জায়তে তাবদ্ যাবন্নার্চয়তে হরিম্॥ [গ. পু. ২৩৫. ২০]

ও ভক্তি জাত হইলে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠানে আজ্ঞাভঙ্গ দোষই হইবে[১]। 'যে ব্যক্তি-সকল গুণদোষ জ্ঞাত হইয়া (স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করেন তিনি আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত)' —এই শ্লোকের টীকায় ভক্তির দৃঢ়তা হেতু অধিকারে তাহারই (কর্মের) নিবৃত্তি হইয়াছে, অতএব তাহার পক্ষে স্বধর্মত্যাগ কর্তব্য। কর্মে অধিকার নিবৃত্তি বিষয়ে শ্রীকরভাজন যোগীন্দ্র বলিয়াছেন—

'হে রাজন্! যে ব্যক্তি কর্ম ত্যাগ করিয়া কায়-মনোবাক্যে শরণাগত প্রতিপালক শ্রীমুকুন্দের শরণ গ্রহণ করিয়াছে, সে দেব, ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব, মনুষ্য ও পিতৃগণের কিঙ্কর এবং ঋণী নহে'।

তাহাদের কিঙ্কর নহে কিন্তু শ্রীভগবানেরই কিঙ্কর—ইহা দ্বারা তাহার কর্মে অনধিকার বুঝিতে হইবে। কর্ত (কার্য) অর্থে কৃত্য। কর্ত অর্থে ভেদও হয়—তাহা হইলে শ্রীভগবান হইতে দেবতাদিগের স্বতন্ত্রতা বুঝিতে হইবে। গরুড়পুরাণে এই প্রকার কথিত হইয়াছে—

১ তাৎপর্য—'শ্রুতিস্মৃতি প্রতিপাদিত কর্ম না করিলে সে বৈষ্ণব নহে'—ইহা শ্রীভগবদ্বাক্য, এবং 'বৈরাগ্য ও শ্রীভগবৎ-কথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিলে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম করিবার প্রয়োজন নাই'—ইহাও শ্রীভগবানের উক্তি। অতএব ইহাই বক্তব্য যে কাহারও যদি বৈরাগ্য অথবা শ্রীভগবৎকথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে পর্যন্ত বৈরাগ্য ও ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা না জন্মিবে ততদিন কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে—শ্রীভগবানের এই আজ্ঞা অনুসারে কর্মের অনুষ্ঠান না করায় দোষ হইবে। কারণ যে ব্যক্তি শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কর্ম করে না, সে বৈষ্ণব নহে—এই বাক্যে যাহাদের কর্মফলে বৈরাগ্য অথবা শ্রীভগবানের কথাদিতে শ্রদ্ধা হয় নাই তাহাদের সম্বন্ধে কর্ম করণীয় বুঝিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হয়—

পূর্ব আজ্ঞা বেদধর্ম কর্মযোগ জ্ঞান।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্॥
এই আজ্ঞা বলে ভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্বকর্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥" (চৈ. চ. ২. ২২. ৫৭—৫৯).

[ভক্তস্য নিষিদ্ধকর্মণি প্রবৃত্ত্যভাবঃ]

ন চ বিকর্মপ্রায়শ্চিত্তরূপং কর্মান্তরং কর্তব্যং, তস্য তচ্ছরণস্য বিকর্মপ্রবৃত্ত্যভাবাৎ। কথঞ্চিদাপতিতেঽপি বিকর্মণি তদনুস্মরণেনৈব প্রায়শ্চিত্তস্যাপ্যানুষঙ্গিক-সিদ্ধিরিত্যপ্যুক্তমনন্তরপদ্যেনৈব—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ [ভা. ১১. ৫. ৪৮]

ইতি। ত্যক্তোঽন্যত্র দেবতান্তরে ভগবতীব ভাবো ভক্তির্যেনেতি ব্যাখ্যেয়ম্। অত্র কর্ম-পরিত্যাগ-হেতুত্বেনাভিধানাৎ শ্রদ্ধাশরণাপত্ত্যোরৈকার্থ্যং লভ্যতে, তচ্চ যুক্তম্। শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্য ভয়ং তচ্ছরণস্যাভয়ং বদতি। ততো জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াঃ শরণাপত্তিরেব লিঙ্গম্। ন চ দেবাদীনাং তর্পণমাত্রতাৎপর্যেণাপি পৃথক্পৃথগারাধনং

'যে পর্যন্ত শ্রীহরিকে অর্চনা করা হয় না, কেবল ততদিনই—ইনি মুনি, দেবতা বা ইনি ব্রহ্মা বৃহস্পতি বন্দনীয় ইত্যাদি জ্ঞান জন্মে।'[১]

[ভক্তের নিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্তির অভাব]

বিকর্মের (নিষিদ্ধকার্যের) প্রায়শ্চিত্তরূপ অন্য কর্মও কর্তব্য নয়—যেহেতু শ্রীহরির শরণাপন্ন ব্যক্তির নিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্তির অভাব। যদিও কথঞ্চিৎ নিষিদ্ধ কর্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবানের অনুস্মরণের দ্বারা আনুষঙ্গিকরূপে প্রায়শ্চিত্তের সিদ্ধি হইয়া থাকে—ইহাও অনন্তর শ্লোকে (যোগীন্দ্র) বলিয়াছেন—

'নিজপাদমূলসেবী অন্যভাবনা রহিত প্রিয়ভক্ত যদি কখনও নিষিদ্ধকর্মে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার হৃদয়প্রবিষ্ট (শ্রীহরি) সে সমুদায় পাপ বিনাশ করেন'।

'অনন্যভাব' অর্থে শ্রীভগবানের ন্যায় অন্যদেবতাতে ভাব অর্থাৎ ভক্তি যৎকর্তৃক—এইরূপ ব্যাখ্যা। এস্থানে কর্মপরিত্যাগের কারণরূপে বর্ণনা থাকায় শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তির যে একার্থতা লাভ হইতেছে তাহা যথার্থই। শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের শরণাপন্ন নহে তাহার ভয়, এবং যে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন তাহার অভয়—ইহা শাস্ত্রেই বলিতেছেন। অতএব শ্রদ্ধা জন্মিলে শরণলাভই তাহার চিহ্ন। কিন্তু মাত্র দেবতাগণের সন্তুষ্টি করিবার নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে আরাধনা কর্তব্য নহে। কারণ 'যেমন তরুর মূল নিষেচনে তাহার স্কন্ধশাখাদি

১ তাৎপর্য—যতদিন লোকে শ্রীহরির অর্চন করে না, ততদিনই ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতার পৃথক্ত্ব জ্ঞান হয় এবং ইনি বৃহস্পতি ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। কিন্তু শ্রীহরির অর্চনকারী ব্যক্তি—সকলই বাসুদেব—ইত্যাকার জ্ঞান করেন; তাঁহার পৃথক্ বুদ্ধি থাকে না।

স্বরূপত এব কর্মত্যাগঃ কর্তব্যঃ। পরিত্যজ্যেত্যত্র পরিশব্দস্য হি তথৈবার্থঃ। গৌতমীয়ে চ—

ন জপো নার্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ।
কেবলং সততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজ-ভাবিনাম্॥ [গৌ. ত. ৩৩. ৫৭]
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু—[ভ. গী. ৯. ৩৪]

ইত্যাদিনা চানন্যামেব ভক্তিমুপদিদেশ। যথা বিষ্ণুপুরাণেঽপি ভরতমুদ্দিশ্য—

যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব।
কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্॥
নান্যজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেঽপি॥ [বি. পু. ২. ১৩. ৪৪]

অত্র বচনান্তরস্যানবকাশাৎ। সুতরামেব তদ্বচনময় কর্মান্তরপরিত্যাগোঽঙ্গীকৃতঃ। কথঞ্চিৎ ক্রিয়মাণমপি তস্মৈব কৃতমিত্যবগতেশ্চ সর্বত্র তদীক্ষণাচ্ছুদ্ধভক্তিত্বমেবাঙ্গীকৃতম্। যথোক্তং পাদ্মে—

আরম্ভকালেই স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ কর্তব্য—'সমস্ত ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া'—এস্থলে 'পরি'উপসর্গের সেই প্রকারই অর্থ। গৌতমীয়তন্ত্রেও উক্ত হয়—

'যে সকল ব্যক্তি কেবল সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিন্তা করেন তাঁহাদের পক্ষে অন্য কোন জপ, অর্চন, ধ্যান ও কোন বিধি নিয়ম নাই।'

'তুমি আমার ভক্ত হইয়া আমাতেই মনোনিবেশ কর, আমার পূজা ও নমস্কার কর' ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবান্ অনন্যা (জ্ঞানকর্মাদিনিরপেক্ষা) ভক্তিরই উপদেশ দিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণেও শ্রীভরতরাজ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

'হে যজ্ঞেশ! অচ্যুত! গোবিন্দ! মাধব! অনন্ত! কেশব! কৃষ্ণ! বিষ্ণো! হৃষীকেশ!—কেবল ইহাই সেই ভরতরাজ বলিতেছেন। হে মৈত্রেয়, তিনি স্বপ্নেও অন্য কথা বলিতেন না।'

এই সকল বাক্যে অন্যবচনের অবকাশ না থাকায় সেই সেই বচনময় কর্মান্তর পরিত্যাগও অঙ্গীকৃত হইল[১]। কোন প্রকারে কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও, তাহা শ্রীভগবানের

১ তাৎপর্য—ধর্মাদি পরিত্যাগপূর্বক শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইবে—এবিষয়ে অন্য কোনও ধর্মপ্রতিপাদক বচনের অবসর নাই। সুতরাং কোন বচনে কর্মাদির বিধান থাকিলেও তাহার পরিত্যাগই স্বীকৃত হইল।

চার-গৌরবাদেব। অন্যথা তদতিক্রমেঽপ্যপরাধঃ স্যাৎ। তে চ তথা মর্য্যাদাং লোকস্য কদর্য্যবৃত্ত্যাদি-নিরোধায়ৈব স্থাপিতবন্ত ইতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ জাতায়াং শ্রদ্ধায়াং সিদ্ধে বাসিদ্ধৌ চ স্বর্ণসিদ্ধিলিপ্সোরিব সদা তদনুগতিচেষ্টৈব স্যাৎ। সিদ্ধিশ্চাত্রান্তঃকরণ-কামাদি-দোষক্ষয়কারি পরমানন্দপরমকাষ্ঠাগামি-শ্রীহরিস্ফুরণরূপৈব জ্ঞেয়া। তস্যাং স্বার্থসাধনানু-প্রবৃত্তৌ চ দম্ভপ্রতিষ্ঠাদি-লিপ্সাদিময়-চেষ্টালেশোঽপি ন ভবতি, ন তেষাং সুতরাং জ্ঞান-পূর্বকং মহদবজ্ঞাদয়োঽপরাধাশ্চাপতন্তি, বিরোধাদেব। অত এব চিত্রকেতোঃ শ্রীমহা-দেবাপরাধঃ তস্য স্বচেষ্টান্তরেণাচ্ছন্নস্বভাবস্য ভাগবত-তত্ত্বাজ্ঞানাদেব মন্তব্যঃ। যদি বা শ্রদ্ধাবতোঽপি প্রারব্ধাদিবশেন বিষয়সম্বন্ধাভ্যাসো ভবতি, তথাপি তদ্বাধয়া বিষয়সম্বন্ধ-সময়েঽপি দৈন্যাত্মিকা ভক্তিরেবোচ্ছলিতা স্যাৎ। যথোক্তং—"জুষমাণশ্চ তান্ কামান্

লোকে স্নানাদি আচরণ করেন, তাহা নারদ, ব্যাস প্রভৃতি সাধুগণের আচারপরম্পরা গৌরবহেতুই বুঝিতে হইবে। তাহা না করিলে (অর্থাৎ নারদাদির আচার অতিক্রম করিলে) অপরাধ হয়। লোকের কুৎসিত বৃত্তি প্রভৃতি নিরোধের নিমিত্তই তাঁহারা (মুনিগণ) আচারাদির এইরূপ সীমা স্থাপন করিয়াছেন। শ্রদ্ধা জন্মিলে সিদ্ধাবস্থাতে বা অসিদ্ধাবস্থাতেই হউক স্বর্ণসিদ্ধি লাভেচ্ছু ব্যক্তির ন্যায় সর্বদা ভগবানের অনুগতিচেষ্টাই করিতে হয়।[1] এখানে সিদ্ধি বলিতে অন্তঃকরণের কামাদি-দোষ-বিনাশকারী পরমানন্দের পরাকাষ্ঠাস্থানীয় যে শ্রীহরিস্ফূর্তি—তাহাই বুঝিতে হইবে। অন্তঃকরণে শ্রীভগবানের স্ফূর্তি থাকিলে স্বার্থসাধন-প্রবৃত্তি বিষয়ে এবং দম্ভ ও প্রতিষ্ঠাদি লাভের ইচ্ছায় কিঞ্চিৎ মাত্রও চেষ্টা হয় না;—অতএব নিশ্চয়ই জ্ঞানপূর্বক মহতের অবজ্ঞাদিরূপ কোন অপরাধ তাঁহাদের হইতে পারে না, কারণ তাহাতে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ হয়। অতএব শ্রীচিত্রকেতু রাজার যে শ্রীমহাদেবে অপরাধ, তাহা অন্য চেষ্টার[2] দ্বারা নিজের স্বভাব আচ্ছন্ন হওয়ায় ভাগবত তত্ত্বের অজ্ঞানতা বশতঃই বলিতে হইবে। যদিও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির প্রারব্ধাদিবশতঃ বিষয়সম্বন্ধের অভ্যাস হয়, (অর্থাৎ পুনঃপুনঃ বিষয়ের সেবায় প্রবৃত্তি হয়), তথাপি শ্রদ্ধার বাধায় বিষয়সেবাকালেও দৈন্যাত্মিকা

১ তাৎপর্য—যেমন সোণা খাঁটী করিতে হইলে তাহার অনুকূল চেষ্টা অগ্নিসংযোগাদি করিতে হয়, তদ্রূপ যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তিনি শ্রীভগবানের কৃপালাভের নিমিত্ত সর্বদা তাঁহার অনুকূল চেষ্টা করিয়া থাকেন।

২ তাৎপর্য—ভক্তের শ্রীভগবদ্ বিষয়ে চেষ্টা থাকে—ইহাই স্বভাব। চিত্রকেতু রাজার স্বভাব অন্যচেষ্টা দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় ভাগবত তত্ত্বে জ্ঞান ছিল না। সেই কারণেই দেবসভাতে মহাদেবের নিকট তিনি অপরাধ করিয়াছিলেন।

দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্"[১] ইত্যত্র 'বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তঃ'[২] ইত্যাদৌ চ। 'অপি চেৎ সুদুরাচারঃ'[৩] ইত্যাদ্যুক্তস্যানন্যভাক্ত্বেন লক্ষিতা তু যা শ্রদ্ধা সা খলু "যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ"[৪] ইতিবল্লোকপরম্পরাপ্রাপ্তা, ন তু শাস্ত্রাবধারণজাতা; শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধায়াস্তু জাতায়াং সুদুরাচারত্বাযোগঃ স্যাৎ। 'পরপত্নীপরদ্রব্য-'[৫] ইত্যাদিবিষ্ণুতোষণশাস্ত্রবিরোধাৎ। 'মর্যাদাশ্চ কৃতাং তেন' ইত্যাদিনা তদ্ভক্তত্ববিরোধাচ্চ। ন তু সা দুরাচারতা তদ্ভক্তিমহিম-শ্রদ্ধাকৃতৈব। অপিশব্দেন দুরাচারত্বস্য হেয়ত্বব্যঞ্জনাৎ, তথা 'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা' ইত্যুত্তরাপ্রতিপত্তেঃ। 'নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ' ইত্যাদিনাপরাধাপাতাচ্চ। ততঃ সা শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রীয়ভক্ত্যধিকারিণাং বিশেষণত্বে প্রবেশনীয়া, কিন্তু ভক্তিপ্রশংসায়ামেব; তাদৃশ্যাপি শ্রদ্ধয়া ভক্তেঃ সত্ত্বহেতুত্বং ন তু দেবাসুরযজনবৎ। 'যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য'[১] ইত্যাদাবেবোক্তমন্যাদৃশত্বমিতি। অস্যাঃ শ্রদ্ধায়াঃ পূর্ণতাবস্থা তু ব্রহ্মবৈবর্তে—

ভক্তিই প্রকাশিত হয়। (শ্রীভাগবতে) উক্ত হইয়াছে—'শ্রদ্ধালু ব্যক্তি সেই সকল কামনা উপভোগ করতঃ (অবশেষে) উভয় কারণে দুঃখাত্মক বলিয়া নিন্দা করিয়া আমাকে ভজন করে,' এবং 'আমার ভক্ত বিষয়কর্তৃক বাধ্যমান হইলেও বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হয় না' ইত্যাদি। 'অত্যন্তদুরাচারী হইলেও (অনন্যভজনকারী ব্যক্তি সাধু)'—এই উক্তিতে অনন্যভক্তিরূপে লক্ষিত যে-শ্রদ্ধা, উহা 'যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্বক শ্রদ্ধাসহকারে পূজাদি করিয়া থাকেন'—এই উক্তির ন্যায় লোকপরম্পরা-প্রাপ্ত, কিন্তু উহা শাস্ত্রাবধারণজাত শ্রদ্ধা নহে। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা জন্মিলে সুদুরাচারতার সংযোগ হয় না;—যে হেতু 'পরপত্নীও পরদ্রব্যাদিতে (মতি না করিলে কেশব প্রসন্ন হন)' ইত্যাদি বিষ্ণুসন্তুষ্টিকারক শাস্ত্রের সহিত (অন্যথায়) বিরোধ হয়। এবং 'শ্রীভগবান্ কর্তৃক যে মর্যাদা বা নিয়মাদি কৃত হইয়াছে, (তাহাকে যে ব্যক্তি মানে না, সে বিষ্ণুভক্ত নয়')—ইত্যাদি বচনবলেও শ্রীভগবদ্ভক্তত্বের বিরোধ হয়। সেই দুরাচারতা ভগবানের ভক্তিমহিমার শ্রদ্ধা দ্বারা নিষ্পাদিত নহে, কারণ ('সুদুচারোঽপি'—সুদুরাচার হইলেও)—এই 'অপি' শব্দের দ্বারা দুরাচারত্বের হেয়ত্বই প্রকাশ পাইতেছে এবং ইহার পরেই

---

১ ভা. ১১. ১৪ ১৭

২ ভা ১১. ১৪. ১৭

৩ ভ. গী. ৯. ৩০

৪ ভ. গী. ১৭. ১

৫ বি. পু ৩. ৮. ১৪.

৬ ভ. গী. ১৭. ১

ইত্যাদি,

জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম ইতীতরস্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥ [ভা. ১. ৫. ১৫]

ইতি চ। এবমজিতবাক্যঞ্চ তদধিকারিবিষয়মেব—

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥

ইতি। অত্র যদ্যপ্যধিকারিতায়াং শ্রদ্ধৈব হেতুঃ সা চাজ্ঞস্য ন সম্ভবতীতি নৈতত্তদ্বিষয়ং স্যাৎ, তথাপি কথমপি প্রাচীনসংস্কারবিতর্কেণ তদধিকারিত্বনির্ণয়ান্ন দোষ ইতি জ্ঞেয়ম্। অন্যথোপদেষ্টুরেব দোষাপাতঃ স্যাৎ। 'অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ'[১] ইতি বক্ষ্যমাণাপরাধশ্রবণাৎ।

- - -

করিবেন না, বরং তিনি নিজে সকলকর্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইয়া তাহাদিগকে কর্মমার্গে নিযুক্ত রাখিবেন'—ইত্যাদি। (শ্রীপরাশরনন্দন বেদব্যাসের প্রতি দেবর্ষি শ্রীনারদের বাক্য যথা)—

'হে পরাশরনন্দন! (তুমি মহাভারতাদিতে) স্বভাবতঃ কাম্যকর্মানুরাগী জনগণকে নিন্দনীয় কাম্যকর্মের উপদেশ দিয়া মহা অন্যায় করিয়াছ, কারণ তাহারা উহাকেই শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানীর অথবা তোমার নিষেধ মানিবে না, বা বেদবিহিত নিষেধও গ্রাহ্য করিবে না।'

এইপ্রকার অজিত শ্রীভগবান্ অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—

'রোগী অভিলাষ করিলেও সদ্বৈদ্য যেমন তাহাকে অপথ্য দেয় না, তদ্রূপ মুক্তিকে যিনি জানেন এমন বিজ্ঞ ব্যক্তি অজ্ঞ মনুষ্যকে কর্ম উপদেশ করেন না।'

এস্থানে যদিও অধিকারিতাবিষয়ে শ্রদ্ধাই কারণ, তথাপি সে-শ্রদ্ধা অজ্ঞ ব্যক্তিতে সম্ভব হয় না, এই কারণে ইহা অজ্ঞের বিষয় নয়,—তথাপি প্রাচীন সংস্কারবিতর্ক দ্বারা কোনও প্রকারে অধিকারিত্ব নির্ণয় হেতু দোষ হইল না—ইহাই ভাব। অন্যথা উপদেষ্টারই দোষ হয়। যেহেতু 'শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ ও শ্রবণ-পরাঙ্মুখ জনের প্রতি যে-উপদেশ (তাহাতে অপরাধ হয়)'—ইত্যাদি বচনে বক্ষ্যমাণ অপরাধ শোনা যায়।

বাক্যের অভিপ্রায়, আর ভক্তির অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে কর্মের অননুষ্ঠান-ইহাই শ্রীভাগবত-গত নারদের বাক্যের অভিপ্রায়।

১ হ. ভ. বি. ১১ বিলাস ধৃত পদ্মপুরাণের বচন।

ভেদদ্বয়ঞ্চ ভগবন্নিষ্ঠত্বং পরমাত্মনিষ্ঠত্বঞ্চ। তদেতত্ত্রয়ং তত্র শ্রীগীতাসূক্তম্। তত্র 'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্'[১] ইত্যক্ষরশব্দেন পূর্ব্বোক্তং ব্রহ্ম। তৎসাম্মুখ্যরূপং জ্ঞানাত্মকমুপাসনং চোত্তরোক্তং যথা—'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি'[২] ইত্যাদি। যথা পরমাত্মানমপি 'পুরুষশ্চাধিদৈবতম্'[৩] ইতি, "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর"[৪] ইতি চ, বিরাড়্ব্যষ্টিরূপাধিষ্ঠান-দ্বয়ভেদেন ভিন্নপ্রায়মুক্ত্বা ভক্তিরীতিদ্বয়ী তয়োরেকপ্রায়া দর্শিতা। 'অভ্যাসযোগযুক্তেন'[৫] ইত্যাদিনৈকা। 'কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্'[৬] ইত্যাদিনান্যা। তথা মৎশব্দোক্ত-শ্রীকৃষ্ণাখ্যস্য ভগবদ্ভক্তি-প্রকাশশ্চায়ম্—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥
[ভ. গী. ৮. ১৪]

ভগবন্নিষ্ঠত্ব ও পরমাত্মনিষ্ঠত্ব এই দুইটি ভেদ[৭]। এই ত্রিবিধ তত্ত্ব (ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্) শ্রীগীতায় কথিত হইয়াছে,—'অক্ষরই পরমব্রহ্ম' এই উক্তিতে অক্ষর শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্ম, এবং সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানাত্মক উপাসনা পরে বলা হইয়াছে, যথা—'বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে-অক্ষর-পুরুষের কথা বলেন' ইত্যাদি। এবং পরমাত্মার কথাও উল্লিখিত হইয়াছে- 'পুরুষ অধিদৈব' 'হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! অর্জুন! এই প্রাণিগণের দেহে আমিই অধিযজ্ঞ পুরুষ (অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপে সর্বভূতে আমিই বিদ্যমান থাকি)'। বিরাট্ ও ব্যষ্টিরূপ এই দুই অধিষ্ঠান ভেদে ভিন্নপ্রায় বলিয়া ভক্তির রীতি (বিরাড়্রূপে ও ব্যষ্টিরূপে) দুই প্রকার। তন্মধ্যে—'(হে পার্থ! অনন্যমনে নিয়ত) ভক্তিযোগ অভ্যাস করিলে (দিব্যপুরুষত্ব লাভ হয়)'—ইহাদ্বারা এক প্রকারের উল্লেখ হইল। আর 'সর্বজ্ঞ ও অনাদি সকলের নিয়ন্তা (আদিত্যবর্ণ পুরুষকে যিনি চিন্তা করেন)'— ইহা দ্বারা অন্যপ্রকারের উল্লেখ

১ ভ. গী. ৮ ৩
২ ভ. গী. ৮. ১১
৩ ভ. গী. ৮. ৪
৪ ভ. গী. ৮. ৪
৫ ভ গী ৮. ৮
৬ ভ. গী. ৮. ৯

৭ বিশেষের সহিত বিদ্যমান যে তত্ত্ব তাহাকেই সবিশেষ বলে অর্থাৎ যাহাতে শ্রীভগবানের স্বরূপানুবন্ধি রূপগুণলীলাদির প্রতীতি হয়, সেই তত্ত্বই সবিশেষ। সবিশেষতত্ত্বের ভগবদ্রূপে, এবং পরমাত্মরূপে আবির্ভাব। কিন্তু নির্বিশেষতত্ত্ব কেবল ব্রহ্ম। অতএব সবিশেষতত্ত্বের সাক্ষাৎকাররূপ যে-ভক্তি উহা শ্রীভগবান ও পরমাত্মা—এই উভয় সম্বন্ধবশতঃ দুই প্রকার।

[সাম্মুখ্যত্রয়ম্]

তদেতৎ সাম্মুখ্যত্রয়ং শ্রীকপিলদেবেনাপ্যুক্তং—

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্‌ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে॥ [ভা. ৩. ৩২. ২১]

দৃশির্জ্ঞানং পৃথক্ পরস্পরমন্যাদৃশো ভাবো ভাবনা। যেষু তথাবিধৈর্জ্ঞানাদিভিরেক-এব পরিপূর্ণস্বরূপগুণঃ পরং ব্রহ্মেয়তে পরমাত্মেয়তে ভগবাংশ্চেয়তে। তত্র জ্ঞানেন পরব্রহ্মতয়া জ্ঞায়তে, ভক্তিবিশেষেণ পরমাত্মতয়া, পূর্ণয়া ভক্ত্যা ভগবত্ত্বয়েতি জ্ঞেয়ম্। পরব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণং জ্ঞানমাত্রমিতি, পরমাত্মন ঈশ্বরঃ পুমানিতি, ভগবতো ভগবানিত্যেব। বিবৃতঞ্চৈতৎ সাম্মুখ্যত্রয়ং ভগবৎপরমাত্ম-সন্দর্ভয়োঃ। ব্রহ্মণঃ 'তথাপি ভূমন্'[১] ইত্যাদিনা,

হইল। এবং (নিম্নোক্ত শ্লোকে) 'আমি' শব্দের প্রযোগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভগবানের ভক্তিপ্রকার প্রকাশিত হইতেছে এইরূপ :—

'যে-ব্যক্তি অনন্যচিত্তে আমাকে নিত্য স্মরণ করে, হে পার্থ! সেই নিত্যযুক্ত যোগিগণ আমাকে অতি সুলভে লাভ করে।'

[ত্রিবিধ সাম্মুখ্য]

শ্রীভগবান কপিলদেব এই ত্রিবিধ সাম্মুখ্য (তাঁহার জননী শ্রীদেবহূতির নিকট) বলিয়াছেন—

'এক ভগবানই জ্ঞানমাত্র-স্বরূপ-পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরমেশ্বর ইত্যাদি শব্দে প্রসিদ্ধ। তিনি এক হইয়াও দৃশ্যাদি পৃথক্‌ভাবে (অর্থাৎ দৃশ্য, দ্রষ্টা ও করণরূপে) পৃথক্ প্রতীয়মান হন।'

'দর্শন' অর্থে জ্ঞান, 'পৃথক্' অর্থাৎ পরস্পর অন্যপ্রকার, 'ভাব' অর্থাৎ ভাবনা। যে-সকল বিষয়ে তথাবিধ জ্ঞানাদি দ্বারা একই পরিপূর্ণস্বরূপ, তিনি পরব্রহ্মরূপে, পরমাত্মরূপে, ও ভগবদ্রূপে প্রতীত হন;[২] —তন্মধ্যে জ্ঞানের দ্বারা পরব্রহ্মরূপে, ভক্তিবিশেষের দ্বারা পরমাত্মরূপে, এবং পূর্ণভক্তির দ্বারা ভগবদ্রূপে তাঁহাকে জানা যায়—ইহাই বুঝিতে হইবে। জ্ঞান পরব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ[৩],

১ ভা. ১০. ১৪. ৬

২ তাৎপর্য—একই তত্ত্ব উপাসনার তারতম্যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধরূপে প্রতীত হন্—
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে। [চৈ. চ. ২. ২০. ১৩৪]

৩ 'তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বমিতি স্বরূপলক্ষণত্বম্'—যাহা অভিন্ন হইয়াও তাহাকে বুঝায় তাহাই স্বরূপলক্ষণ।
আবৃতে প্রকৃতে জানি স্বরূপ লক্ষণ'— (চৈ. চ. ২, ২০. ২৮৬.

পাসনারূপায়াং ভক্তৌ চ শ্রীবিষ্ণুরূপমবহুমন্যমানাঃ কেচিন্নিরাকারেশ্বরস্য বোপাসনাং যাং মন্যন্তে সাপি ন্যক্কৃতাস্তি। যতো হিরণ্যকশিপোরপি 'নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ'[১] ইত্যাদিতদ্বাক্যেন 'যদৃচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ঃ'[২] ইত্যাদি-তদুদাহৃতেতিহাসবাক্যেন তৎকৃতব্রহ্মস্তবেন চ ব্রহ্মজ্ঞানং নিরাকারেশ্বরজ্ঞানমন্যাকারেশ্বরজ্ঞানং তস্যাস্তীতি বর্ণ্যতে। শ্রীবিষ্ণৌ দেবতাসামান্যদৃষ্টেনিন্দ্যতে চ স ইতি। তথান্যত্রাহংগ্রহোপাসনা চ ন্যক্কৃতা, পৌণ্ড্রকবাসুদেবাদৌ যদুভিরিব শুদ্ধভক্তৈরুপহাস্যত্বাৎ। 'সালোক্য-সার্ষ্টিসারূপ্য-'[৩] ইত্যাদিষু তৎফলস্য হেয়তয়া নির্দেশাৎ। তদুক্তং শ্রীহনুমতা 'কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি' ইতি। তদেতৎ সর্বমভিপ্রেত্য নিষ্কিঞ্চনাং ভক্তিমেব তাদৃশভক্ত-প্রশংসাদ্বারেণ সর্বোর্ধ্বমুপদিশতি—

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ ১৭৬ ॥

[ভা. ১১. ২০. ৩৪]

টীকা চ[৪] —ধীরা ধীমন্তো যতো মমৈকান্তিনো ময্যেব প্রীতিযুক্তাঃ। অতো ময়া দত্তমপি ন গৃহ্ণন্তি, কিং পুনর্বক্তব্যং ন বাঞ্ছন্তীত্যর্থঃ। অপুনর্ভবমাত্যন্তিক-কৈবল্যমিত্যেষা।

ইহাই প্রতিপন্ন হইল)। অতএব সবিশেষোপাসনারূপ ভক্তিই অবশিষ্টরূপে পাওয়া গেল। সেই ভক্তিযোগে আবার শ্রীবিষ্ণুরূপ উৎকৃষ্ট নয়—ইহা বিবেচনা করিয়া কেহ নিরাকার ঈশ্বরের অথবা অন্যাকার ঈশ্বরের যে উপাসনা স্বীকার করেন, তাহারও নিন্দা করা হইল। 'আত্মা নিত্য, অব্যয় এবং শুদ্ধ, (আত্মার মরণ নাই)' ইত্যাদি হিরণ্যকশিপুর বাক্যে, 'অব্যয় ঈশ্বর নিজের ইচ্ছায় এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন' ইত্যাদি—সেই হিরণ্যকশিপু কর্তৃক কথিত ইতিহাস বাক্যে[৫] ও হিরণ্যকশিপু কৃত ব্রহ্মস্তবে ব্রহ্মজ্ঞান, নিরাকার ঈশ্বরজ্ঞান এবং অন্যরূপ আকারে যে ঈশ্বর জ্ঞান তাহার আছে—ইহা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবতার তুল্য—এই সমান দৃষ্টি করায় হিরণ্যকশিপুর নিন্দাই করা হইয়াছে। সেই প্রকার অন্যত্র—'আমিই ঈশ্বর' ইত্যাকার উপাসনারও নিন্দা করা হইয়াছে, যেমন যদুগণ কর্তৃক

১. ভা. ৭. ২. ৮

২ ভা. ৭. ২. ৩৪

৩ ভা. ৩ ২৯. ১১

৪ 'টীকা চ'—পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

৫ হিরণ্যকশিপু নিজভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুতে তাঁহার শোকাকুল মাতা, ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের নিকট শোক অপনোদনের নিমিত্ত সুযজ্ঞরাজার ইতিহাস কীর্তন করেন। উশীনরদেশে সুযজ্ঞনামে এক রাজা ছিলেন। যুদ্ধে তাহার মৃত্যু হয়, তাহার পত্নীগণ মৃত রাজার নিকট আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করেন, তখন যমরাজ বালকরূপে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে অব্যয় ঈশ্বর নিজের ইচ্ছায় বিশ্বসৃষ্টি করেন ইত্যাদি।

ইত্যাদি। অত এব শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রণব এব মহাবাক্যমিতি স্থিতম্। তথাষ্টাক্ষরব্যাখ্যানে—

শ্রীমতে বিষ্ণবে তস্মৈ দাস্যং সর্বং করোম্যহম্।
দেশকালাদ্যবস্থাসু সর্বাসু কমলাপতেঃ ॥
ইতি স্বরূপসংসিদ্ধং মুখ্যং দাস্যমবাপ্নুয়াম্।
এবং বিদিত্বা মন্ত্রার্থং তদ্বৃত্তিং সম্যগাচরেৎ ॥
দাসভূতমিদং তস্য জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
শ্রীমন্নারায়ণঃ স্বামী জগতাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥

ইতি। তদেতদাহুঃ—

স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণং
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥ ১৭৮ ॥

[ভা. ১০. ৮৭. ১৬]

শেষেও বলিয়াছেন—'মকার নামে শ্রীভগবানের প্রলয়রূপী সচেতনতত্ত্ব।' এবং—

'কেহ বলেন যে উকার অবধারণ-(নিশ্চয়তা-) বাচী। শ্রীভগবানের পক্ষপাতিত্ব হেতু অকারের দ্বারা লক্ষ্মীদেবীই অভিহিত হন্—ভাস্কর কান্তির ন্যায় শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীভগবানের বিনাশশূন্য নিত্যসঙ্গিনী।'

অতএব বৈষ্ণবগণের প্রণবই (ওঁকারই) মহাবাক্য[১] ইহা স্থির হইল। সেই প্রকার অষ্টাক্ষর মন্ত্র ব্যাখ্যানে উক্ত হইয়াছে—

'সকল দেশে, কালে ও অবস্থাতে সেই শ্রীবিষ্ণুর দাস্য করিতেছি—এই প্রকার চিন্তাতে শ্রীকমলাপতি ভগবানের স্বরূপসিদ্ধ যে মুখ্য দাস্য—তাহা লাভ করা যায়। এই রূপ মন্ত্রের অর্থ জানিয়া সম্যক্প্রকারে সেই বৃত্তির আচরণ করিবে। স্থাবর (বৃক্ষাদি) জঙ্গম (মনুষ্য-পশ্বাদি) সমস্ত জগৎ সেই কমলাপতির দাস। শ্রীনারায়ণ জগতের স্বামী, প্রভু, ও ঈশ্বর।'

অতএব ইহাই বলিতেছেন—

"কর্মের দ্বারা উপার্জিত এই নবাদিদেহে বর্তমান কার্যকারণের আবরণশূন্য পুরুষকে পণ্ডিতগণ সর্বশক্তিধারী আপনার অংশবিশেষ বলিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ এইপ্রকার জীবগতি বিবেচনা করিয়া ও উহাতে বিশ্বস্ত হইয়া পৃথিবীতে আপনার চরণকমলকে সংসারনিবর্তক নিগমশাস্ত্রোক্ত কর্মক্ষেত্র ভাবিয়া সেবা করিয়া থাকেন"। ১৭৮ ॥

---

১ প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্তি।
প্রণব হইতে সর্ববেদ জগতে উৎপত্তি।
তত্ত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য। [চৈ. চ. ২. ৬. ১৪৮—৪৯]

স্বেন ত্বয়া কৃতেষু পরেষু দেহেষু বর্তমানং পুরুষং জনং তবৈবাংশরূপেণ[১] কৃতং নিত্যসিদ্ধং বদন্তি। তত্রাখিলশক্তিধৃতস্তব ইত্যুক্ত্বা তদখিলশক্তি-গণান্তঃপাতি-জীবাখ্য-তটস্থশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তবাংশো ন তু স্বরূপশক্তিবিশিষ্টস্য কেবলস্বরূপস্যেত্যায়াতম্। ততো মূলমণ্ডল-স্থানীয়-ত্বদাশ্রয়করশ্মি-পরমাণুস্থানীয়া জীবা ইতি ভাবঃ। অংশত্বে হেতুরবহিরন্তরসংবরণম্। বহিরন্তরশ্চ যস্য সংবরণং নাস্তি, কিন্তু তৈস্তৈ রূপাদিভিঃ সংবরণমেবাস্তীত্যর্থঃ। অতঃ সংবরণহীনস্য তবায়মংশ এবেতি ভাব ইতি। এতৎপ্রকারাস্ত জীবস্য গতিং স্বভাবত এব ত্বদাশ্রয়কস্ত্বদেবজীবনশ্চাসৌ জীব ইতি তত্ত্বং বিবিচ্য জ্ঞাত্বা কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ বিশ্বসিতাঃ শ্রদ্দধানা ভবত এবাঙ্ঘ্রিমুপাসতে। বিশ্বাসে হেতুর্নিগমাবপনং সকলবেদ-বীজোজ্জীবনৈকাশ্রয়ক্ষেত্রং শাস্ত্রযোনিমিত্যর্থঃ। অতো নিত্য-ত্বাদাশ্রয়ৈক-জীবনানামপি তেষাং ত্বদ্বৈমুখ্যেন যৎ সংসারদুঃখং ভবতি তদপি স্বয়মেব

'স্বকৃত' অর্থে তোমার কৃত, 'পুরসকল' অর্থে দেহসমূহ; তথায় বর্তমান তোমার পুরুষকে অর্থাৎ জনকে, তোমারই অংশরূপে, কৃত অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ—ইহা বলিয়া থাকেন। সেইখানে 'অখিলশক্তিধারী তোমার'—এই উক্তি বশতঃ সেই অখিল শক্তিসমূহের অন্তর্ভুক্ত জীবনামে যাহা তটস্থশক্তিবিশিষ্ট—তাহা তোমারই যে অংশ; ইহাই বোঝা গেল। কিন্তু স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট কেবলস্বরূপ তোমার অংশ নহে।[২] অতএব মূল-মণ্ডলস্থানীয় তুমি যাহার আশ্রয়—এমন রশ্মিপরমাণু-স্থানীয় জীবসকল—ইহাই ভাব। 'অবহিরন্তর'—সংবরণই অংশের কারণ অর্থাৎ বাহিরে এবং অন্তরে সংবরণ নাই, কিন্তু সেই সেই উপাধিদ্বারা সংবরণ আছে। অতএব সংবরণহীন তোমার অংশই জীব—ইহাই ভাব। এই জীবের গতি—অর্থাৎ জীব স্বভাবতই তোমার আশ্রিত এবং তুমিই তাহার একমাত্র জীবন—এই তত্ত্ব 'বিবেচনা করিয়া' অর্থাৎ জানিয়া 'কবিগণ' অর্থাৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তোমারই চরণ উপাসনা করেন। বিশ্বাসের হেতু এই যে তুমি 'নিগমাবপন' অর্থাৎ সকল বেদবীজের উজ্জীবনের (তুমিই) একমাত্র মুখ্য আশ্রয়স্থান, যেহেতু তুমি শাস্ত্রের যোনি (শাস্ত্রকারণ)। অতএব নিত্যই

---

১ 'ত্বদীয়-স্বরূপং' মুদ্রিত পুস্তকে অধিক পাঠ।

২ স্বরূপশক্তি বলিতে স্বরূপই শক্তি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে-শক্তি অভিন্নরূপে বিদ্যমান তাহাই স্বরূপশক্তি। সৎ, চিৎ ও আনন্দময়, অতএব স্বরূপশক্তিও ত্রিবিধ।

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

[চৈ চ. ২. ৮. ১১৯]

স্বয়ং আনন্দরূপী শ্রীভগবান্ যে-শক্তি দ্বারা নিজে আহ্লাদিত হন এবং ভক্তগণকে আহ্লাদিত করেন, তাহারই

পলায়ত ইত্যাহুঃ—অভবমিতি। ন বিদ্যতে ভবঃ সংসারো যত্রেতি। অথবা ভজনীয়স্য নিত্যত্বেন ভক্তেরপ্যনশ্বরত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—অভবং জন্মরহিতমঙ্ঘ্রিমিতি। তস্মাদকিঞ্চনাখ্যা ভক্তিরেব সর্বোধ্বর্মভিধেয়া। ১০ ॥ ৮৭। শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥

[সৎসঙ্গো হি ভক্তিরূপ-সাম্মুখ্যমাত্রস্য নিদানম্]

অথ ভক্ত্যা এব প্রকারান্তরেণ স্থাপনায় প্রকরণান্তরং যাবত্তল্লক্ষণপ্রকরণম্। তদেবং পরমদুর্লভস্বরূপং পরমদুর্লভফলঞ্চাকিঞ্চনাখ্য-সাক্ষাদ্ভক্তিরূপং সাম্মুখ্যং কথং স্যাদিতি বক্তুং সাম্মুখ্যমাত্রস্য নিদানমুপলক্ষয়তি—

একমাত্র তোমার আশ্রিতজীবন-স্বরূপ জীবগণের তোমার চরণবৈমুখ্যহেতু সংসারদুঃখ হয় এবং তাহা (তোমার আরাধনায়) স্বয়ংই পলায়ন করে। তাই—অঙ্ঘ্রি (চরণ) শব্দের বিশেষণ 'অভব।' নাই ভব অর্থাৎ সংসার যেখানে। অথবা ভজনীয় (চরণের) নিত্যত্বহেতু ভক্তিরও অনশ্বরতা প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন,—'অভব' (অর্থাৎ) জন্মরহিত সেই চরণ। অতএব অকিঞ্চনাখ্য ভক্তিই সকলের উপরে অভিধেয়। ইতি। ১০ম স্কন্ধে ৮৭তম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রুতিগণের উক্তি ॥

[ভক্তিরূপ সাম্মুখ্যমাত্রে সৎসঙ্গই কারণ]

অনন্তর সেই অকিঞ্চনাখ্য ভক্তি স্থাপনের নিমিত্ত প্রকারান্তরে লক্ষণ প্রকরণ নির্দেশ করিতেছেন। এই প্রকার পরমদুর্লভস্বরূপ এবং পরমদুর্লভফল তত্ত্ব-সাক্ষাৎরূপ আকিঞ্চনাখ্য ভক্তির দ্বারা (ভগবৎ) সাম্মুখ্য কি প্রকারে হইতে পারে—তাহাই বলিবার নিমিত্ত সাম্মুখ্যমাত্রের কারণ নির্দেশ করিতেছেন—

'হে অচ্যুত! আপনার অনুগ্রহে যখন অনাদিকাল হইতে সংসারাবদ্ধ নানাযোনি-ভ্রমণকারী জীবের সংসার নাশের কাল উপস্থিত হয়, তখন সেই জীব সাধুসঙ্গ লাভ করে।

নাম হ্লাদিনী। শ্রীভগবান্ সত্তারূপ হইয়াও যে-শক্তি দ্বারা স্বয়ং সত্তা (বিদ্যমানতা) ধারণ করেন্ এবং অন্যকে ধারণ করান্—তাহারই নাম সন্ধিনী। জ্ঞানরূপী ভগবান্ যে-শক্তি দ্বারা নিজে জানেন এবং অন্যকে জানান তাহার নাম সম্বিৎ।

জীব তটস্থা শক্তি। তটস্থা বলিতে যে তটে বা সমীপে থাকে।

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
[চৈ. চ. ২. ২০. ১৩১]

জীব স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট কেবল স্বস্বরূপ শ্রীভগবানের অংশ নহে। তটস্থাখ্য-শক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া শ্রীভগবানেরই অংশ, এই কারণেই জীবকে বিভিন্নাংশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—

বিভিন্নাংশ জীব তার শক্তিতে গণন—[চৈ. চ, ২. ২২, ৭]

সূর্যের বহিস্থর কিরণাদির আশ্রয় যেমন সূর্য, তদ্রূপ তটস্থাখ্য জীবশক্তির আশ্রয় শ্রীভগবান্।

যত্র রাগাদিরহিতা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুর্নৃপতের্নাত্র সংশয়ঃ ॥

ইতি। সতাং গতাবিত্যত্র ব্যাখ্যানেঽপি অসতাস্তসৌ ন গতিঃ। অতস্তদ্দ্বারৈবান্যেষাং তল্লাভো যুক্ত ইতি পূর্ববদেব। পিঙ্গলায়া অপি সৎসঙ্গে 'বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ'[১] ইত্যত্র ব্যক্তোঽস্তি।

টীকা চ—সৎসঙ্গতো সত্যামপ্যহো মে মোহ ইত্যাহ বিদেহানামিতীত্যেষা।

তদেবং যত্র নোপলভ্যতে সৎসঙ্গস্তত্রাপ্যাধুনিকঃ প্রাক্তনো বা পারম্পরিকো বানুমেয় এব। অত্র কৃত-শ্রীনারদাদি-দর্শনাদেরপি দেবতাদেঃ শ্রীনলকূবরাদিবত্তাদৃশত্ব-প্রাপ্তির্ন শ্রূয়ত ইত্যত এবং বিবেচনীয়ম্। যদ্যপ্যপরাধসদ্ভাবো বর্ত্ততে পুরুষে তদা তদ্দোষেণ সৎসু নিরাদরাণাং সাধারণ পুণ্যাদি-দৃষ্টীনাঞ্চ তদ্দোষ-শান্ত্যর্থং সৎসঙ্গস্য

'সদ্‌গতি' বলিতে যদি সাধুদিগের গতি—এই প্রকার অর্থ করা যায় তাহা হইলে বুঝা যায়—ইনি অসৎগণের গতি নহেন। অতএব সেই শ্রীভগবদ্ ভক্তের দ্বারাই শ্রীভগবানে মতি লাভ হয়। পিঙ্গলা নাম্নী (কোনও বারবনিতার) সৎসঙ্গবশতঃ তদ্রূপ (ফললাভ) হইয়াছিল। 'বিদেহ নগর মধ্যে কেবল একা আমিই মূঢ়বুদ্ধি'—উহা স্পষ্টরূপে তাহার উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে।[২]

টীকা—হায়, এই বিদেহনগরে সৎসঙ্গ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এই আমার মোহ। এই পর্যন্ত টীকা।

যে-স্থানে সৎসঙ্গের অস্তিত্ব দেখা যায় না সে স্থানে আধুনিক অথবা পূর্বজাত, বা পারম্পরিক সৎসঙ্গের অনুমান করিতে হইবে। তবে শ্রীনারদাদির দর্শন লাভ করিয়াও দেবতাদিগের শ্রীনলকূবর ও মণিগ্রীবের ন্যায়[৩] (কোন ভগবৎ) লাভের বৃত্তান্ত শ্রবণ করা যায় না—(সে-বিষয়ে নিম্নোক্ত) প্রকারে বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ, অপরাধ বিদ্যমান থাকায় সেই দোষে লোকে সাধুগণকে আদর করে না অথবা শ্রীভগবদ্ ভক্তগণকে মাত্র সাধারণ পুণ্যবান্ বলিয়া

১ ভা. ১১. ৮. ৩৩

২ প্রসিদ্ধি আছে অবধূত দত্তাত্রেয় ভ্রমণ করিতে করিতে সায়ংকালে পিঙ্গলার গৃহপ্রাঙ্গণে অতিথিরূপে রাত্রি বাস করেন। বারবনিতা পিঙ্গলা ধনবান্ যুবকের সঙ্গলাভের আশায় অনর্থক রাত্রি জাগরণ করিয়া খেদপ্রাপ্ত হয়। তাহাতেই পিঙ্গলার প্রতি দত্তাত্রেয় অবধূতের কৃপা হয় এবং তজ্জন্য পিঙ্গলার বৈরাগ্য উদয় হয়।

৩ শ্রীভাগবতে (ভা. ১০. ১০) বর্ণিত হইয়াছে যে কুবেরের পুত্রদ্বয় নলকূবর ও মণিগ্রীব শিবধাম কৈলাসের

ভগবৎসাম্মুখ্যকারণত্বেঽপি তৎকৃপাসাহায্যমপেক্ষতে। নিরপরাধত্বে সতি তৎসঙ্গেনৈব জাত-পরমোত্তম-দৃষ্টীনাং তু তেষাং তেষু মনোঽবধানাভাবেঽপি সৎসঙ্গমাত্রং তৎকারণমিতি। অতঃ সাপরাধানেবাধিকৃত্যোক্তমজানজদেবৈঃ—

তাম্বে হ্যসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে
পরাকৃতান্তর্মনসঃ পরেশ।
অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং
যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ ॥ [ভা. ৩. ৫. ৪৩]

তে তব পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ সম্বন্ধিনো যে ভক্তা ইত্যর্থঃ। তে তান্ নূনং প্রায়ো ন পশ্যন্তি ন কৃপাদৃষ্টি-বিষয়ীকুর্বন্তীত্যর্থঃ। কান্? য অসদ্বৃত্তিভিঃ সাপরাধচেষ্টৈ-রক্ষিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ পরাকৃতান্তর্মনসো দূরীকৃতান্তর্মুখচিত্তবৃত্তয়ো বহির্মুখা ইত্যেবং ব্যাখ্যান-

---

দেখে। যদিও মহৎসঙ্গ ভগবৎ-সাম্মুখ্য-লাভের কারণ, তথাপি মহৎকৃপা ব্যতীত সেই (অনাদর প্রদর্শনরূপ) দোষ দূর হয় না। যাঁহারা অপরাধশূন্য তাঁহাদের পক্ষে সাধুসঙ্গ দ্বারাই সাধুগণের প্রতি পরমোত্তম দৃষ্টি লাভ হয় এবং সেই মনুষ্যসকলের মনের আগ্রহের অভাব থাকিলেও সৎসঙ্গ মাত্রই ভগবৎসাম্মুখ্যের কারণ হয়।[১] অতএব অপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া অজানজদেবগণ বলিয়াছেন—

'হে পরমেশ! তুমি অন্তর্যামী হইয়া নির্বিশেষে সকলেরই হৃদয়ে বাস করিতেছ, তথাপি তোমার চরণকমল কেহ সহজে প্রাপ্ত হয় না, তাহার কারণ—যাহাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি বহির্মুখে বিদ্যমান থাকে, তাহাদের মন দূরে অপহৃত হয়; সুতরাং তাহারা তোমার চরণানুরাগী ভক্তবৃন্দকেও দেখিতে পায় না। এ অবস্থায় তাহার সৎসঙ্গ লাভ না হওয়ায় হরিকথাদি শ্রবণ হয় না, সুতরাং তুমি হৃদয়ে থাকিলেও তাহাদের সম্বন্ধে সুদূরবর্তীই থাক।'

তোমার চরণ আরাধনে যাহারা ভক্ত, তাহাদিগকে তাহারা নিশ্চয় প্রায়ই দেখিতে পায় না অর্থাৎ তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টির বিষয়ীভূত করেন না। কাহাদিগকে? না, অসদ্‌বৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ অপরাধ সম্পর্কিত চেষ্টা দ্বারা যাহাদের ইন্দ্রিয়সকল কর্তৃক অন্তর্মনঃ পরাহৃত হইয়াছে, যাহাদের অন্তর্মুখ চিত্তবৃত্তি দূরীভূত অর্থাৎ যাহাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল বহির্মুখ—

নিকট মদ্যপান করিয়া উলঙ্গিনী যুবতীগণসহ উলঙ্গ হইয়া কাম ক্রীড়াদি করিতেছিল। হঠাৎ নারদ সেইস্থানে উপস্থিত হন্। উহাতে উলঙ্গিনী যুবতীগণ লজ্জায় বস্ত্র পরিধান করেন। কিন্তু নির্লজ্জ নলকুবর মণিগ্রীব বস্ত্র পরিধারণ করে না। তাহাতেই নারদ উহাদিগকে 'স্থাবর হও'—বলিয়া অভিশাপ দেন। তাহারাই কালক্রমে বৃন্দাবনে যমলার্জুন বৃক্ষরূপে অভিশপ্ত জীবন পরিগ্রহ করে। শ্রীকৃষ্ণ উহাদিগের উদ্ধার সাধন করেন।

১ তাৎপর্য—যাঁহাদের কোন অপরাধ নাই, তাঁহাদের সাধুগণের সঙ্গ মাত্রেই শ্রীভগবদ্ভক্তি অন্তঃকরণে আবির্ভূতা হন্।

অনেকজন্ম-সংসারচিতে পাপসমুচ্চয়ে।
নাক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী মতিঃ ॥

ইতি। নমু

নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥ [ভা. ৭. ৯. ৪৩]

ইত্যেবং শ্রীপ্রহ্লাদস্য সর্বস্মিন্নপি সংসারিণি কৃপা জাতা তর্হি কথং ন সর্বমুক্তিঃ স্যাৎ? উচ্যতে—জীবানামনন্তত্বান্ন তে সর্বে মনসি তস্যারূঢ়াঃ যাবন্তো দৃষ্টা শ্রুতা-স্তচ্চেতস্যারূঢ়াস্তাবতাং তৎপ্রসাদাত্তবিষ্যত্যেব মোক্ষঃ, নৈতানিত্যেতচ্ছব্দপ্রয়োগাৎ। যে চান্যে তেষামপি তৎকীর্তন-স্মরণমাত্রেণৈব কৃতার্থতা-বরং স্বয়মেব কৃপয়া দত্তবান্ শ্রীনৃসিংহ-দেবঃ—

য এতৎ কীর্তয়েন্মহ্যং ত্বয়া গীতমিদং নরঃ।
ত্বাঞ্চ মাঞ্চ স্মরণকালে কর্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ [ভা. ৭. ১০. ১৪]

'অনেক জন্মের সংসার-সঞ্চিত পাপসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত না হইলে পুরুষগণের মতি গোবিন্দের অভিমুখী হয় না।'

'এই সমস্ত দীন জনকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একা মুক্তি কামনা করি না। এই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল জীবসকলের আপনি ব্যতীত আর কেহ রক্ষক নাই।'
—এই বাক্যে সমস্ত সংসারাবদ্ধ জীবের প্রতি যে প্রহ্লাদের কৃপা হইয়াছিল ইহাই জানা যায়;—তাহা হইলে সকল জীবেরই তো মুক্তি হওয়া উচিত? সেই বিষয় বলিতেছেন—যে জীব অনন্ত, সুতরাং প্রহ্লাদের অন্তঃকরণে যাবতীয় সকল জীবের কথা উদিত হয় নাই। (এতৎ)[১] 'এই সমস্ত' বলিতে যতগুলি তিনি দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মুক্তিকামনা করিয়াছিলেন,—অন্যের নহে। অন্য যে-সকল (জীবের বিষয় প্রার্থনা করেন্ নাই) শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং তাহাদের কৃতার্থতা-স্বরূপ বর কৃপাপূর্বক দান করিয়াছিলেন। (শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি বলিয়াছেন)—

'যে-মনুষ্য তোমাকে ও আমাকে স্মরণ করিয়া আমার নিমিত্ত তোমার কৃত সঙ্গীত পাঠ করিবে, সে কর্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে।'

১ এতৎ শব্দের অর্থ—

ইদমঃ প্রত্যক্ষরূপং সমীপতরবর্ত্তি চৈতদো রূপম্।
অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টে তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ ॥

'ইদম্' শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষরূপ অর্থাৎ প্রত্যক্ষে যাহা দেখা যায় তাহাকে ইদম্ শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হয়। 'এতৎ' শব্দে সমীপতরবর্তী অর্থাৎ সমীপস্থ বস্তুকে নির্দেশ করা হয়। বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরবর্তী বস্তুকে 'অদস্' শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করা হয় এবং 'তৎ'শব্দের দ্বারা পরোক্ষ বস্তুকে বুঝায়। শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিতে 'এতৎ' শব্দের প্রয়োগ

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ [ভা ৭. ৫. ২৫.]

তথা তদ্বিমুখকর্মাদিভিস্তৎসাম্মুখ্য-প্রতিপত্তেশ্চাত্যন্তাযোগঃ। 'কৃতাকৃতাদন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ' ইতি শ্রুত্যাদেঃ।

"তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা-নাশকেন" [বৃহদারণ্যক উ. ৪. ৪. ২]

ইতি শ্রুত্যাদিকস্তু তৎসাম্মুখ্যেনৈব প্রযুক্তানি কর্মাণ্যভিদধাতি। তর্হি তদেব সাম্মুখ্যং কথং স্যাদিতি পুনরপি হেতুরের প্রষ্টব্যঃ স্যাৎ। অথ ভগবৎকৃপৈব তৎসাম্মুখ্যে প্রাথমিকং কারণমিতি চ গৌণম্।

সা হি সংসারদুরন্তানন্ত-সন্তাপসন্তপ্তেষ্বপি তদ্বিমুখেষু স্বতন্ত্রা ন প্রবর্ততে তদসম্ভবাৎ। কৃপারূপশ্চেতোবিকারো হি পরদুঃখস্য স্বচেতসি স্পর্শে সত্যেব জায়তে। তস্য তু সদা পরমানন্দৈক-রসত্বেনাপহতকল্মষত্বেন চ শ্রুতৌ জীববিলক্ষণত্বসাধনাৎ, তেজোমালিন-স্তিমিরাযোগবৎ তচ্চেতস্যপি তমোময়-দুঃখস্পর্শনাসম্ভবেন তত্র তস্যা জন্মাসম্ভবঃ। অত এব

চরণ স্পর্শ করিতে পারে না—যে-চরণ স্পর্শে সংসার নাশ হইয়া যায়।'

ভগবদ্‌বিমুখ কর্মাদি দ্বারা তাঁহার সাম্মুখ্যপ্রাপ্তির কোন যোগ্যতা নাই। যে হেতু 'ধর্ম হইতে অন্যত্র, কৃত ও অকৃত হইতে অন্যত্র, অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতে অন্যত্র'—ইত্যাদি শ্রুতিতে, এবং 'ব্রাহ্মণগণ সেই আত্মাকে বেদানুবচনের দ্বারা, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনশনের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন'—ইত্যাদি শ্রুতি শ্রীভগবানের সাম্মুখ্য-রূপে প্রযুক্ত কর্মসকলের কথাই বলিয়াছেন। তাহা হইলে সেই (শ্রীভগবানের) সাম্মুখ্য লাভ কিসে হইতে পারে, এবং ইহার কারণই বা কি—পুনর্বার সেবিষয়ে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। তাহাতেই বলিলেন—শ্রীভগবৎকৃপাই প্রথম কারণ। (তাঁহার সাম্মুখ্যরূপেপ্রযুক্ত) কর্ম গৌণ[১]।

সংসারের দুরন্ত অনন্ত সন্তাপ কর্তৃক সন্তপ্ত হইলেও ভগবদ্-বহির্মুখ জীবে সেই শ্রীভগবানের কৃপা স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্তিত হয় না, যেহেতু তাঁহাতে উহা অসম্ভব। কেন-না কৃপা চিত্তের বৃত্তি-বিশেষ, অন্যের দুঃখ নিজের চিত্তে স্পর্শ হইলেই কৃপা হয়। কিন্তু যেহেতু নিত্য শ্রুতিতে একমাত্র পরমানন্দরস, ও অপহত-পাপস্বরূপ শ্রীভগবান্ জীব হইতে বিলক্ষণ রূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছেন এবং তেজঃপুঞ্জে যেমন অন্ধকারের যোগ হয় না, তদ্রূপ শ্রীভগবানের চিত্তে অজ্ঞানময় যে-দুঃখ—তাহার

১ তাৎপর্য—শ্রীভগবানের সাম্মুখ্যপ্রাপক কর্ম করিলেই যে তাঁহার সম্মুখে যাওয়া যায় তাহা নহে, তাঁহার সাক্ষাৎকারে তাঁহার কৃপাই মুখ্য কারণ। কিন্তু কর্মাদি করিলে গৌণভাবে তাঁহার কৃপা পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া সাম্মুখ্যরূপে প্রযুক্ত কর্মাদি গৌণ কারণ।

সর্বদা বিরাজমানেঽপি কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুং সমর্থে তস্মিংস্তদ্বিমুখানাং ন সংসারসন্তাপাঃ সন্তি। অতঃ সৎকৃপৈবাবশিষ্যতে। সন্তোঽপি তদানীং যদ্যপি সাংসারিকদুঃখৈর্ন স্পৃশ্যন্ত এব তথাপি লব্ধজাগরাঃ স্বপ্নদুঃখবত্তে কদাচিৎ স্মরেয়ুরপীত্যতস্তেষাং সংসারিকেঽপি কৃপা ভবতি। যথা শ্রীনারদস্য নলকূবরমণিগ্রীবয়োঃ। তস্মাৎ প্রস্তুতেঽপি সংসারিকদুঃখস্য তদ্ধেতুত্বাভাবাৎ, পরমেশ্বরকৃপা তু স এবাত্র মম শরণমিত্যাদিদৈন্যাত্মিকা ভক্তিসম্বন্ধেনৈব জায়তে, যথা গজেন্দ্রাদৌ ব্যতিরেকে নারকাদৌ। ভক্তির্হি ভক্তকোটিপ্রবিষ্ট-তদার্দ্রীভাবয়িতৃ-তচ্ছক্তিবিশেষ ইতি বিবৃতং বিবরিষ্যতে চ। দৈন্যসম্বন্ধেন চ সাধ্বিয়মুচ্ছলিতা ভবতীতি তত্র তদাধিক্যম্। তস্মাদ্ যা কৃপা তস্য সৎসু বর্ততে সা সৎসঙ্গবাহনৈব বা সৎকৃপাবাহনৈব বা সতী জীবান্তরে সংক্রমতে ন স্বতন্ত্রেতি স্থিতম্। তথৈব চাহুঃ—

উদ্ভব হয় না ; অতএব তাঁহার চিত্তে কৃপা জন্মিতে পারে না।[১] যদিও সাধুগণ সংসারের দুঃখে স্পৃষ্ট হন না, তথাপি জাগরণপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বপ্ন-দুঃখের ন্যায় কখন কখন তাঁহারা উহা স্মরণ করেন। তাহার ফলে সংসারাবদ্ধ জীবের প্রতি সাধুগণের কৃপা হয় ; যেমন দেবর্ষি শ্রীনারদের শ্রীনলকূবর ও মণিগ্রীবের প্রতি কৃপা হইয়াছিল। অতএব প্রাসঙ্গিক (শ্রীভগবৎ-সাম্মুখ্য) বিষয়ে সাংসারিক দুঃখে শ্রীভগবৎকৃপার অভাব থাকায় 'শ্রীভগবানই আমার রক্ষক'—ইত্যাদি দৈন্যাত্মিকা ভক্তির সম্বন্ধ দ্বারাই পরমেশ্বরের কৃপা জন্মে। যেমন হস্তীর দৃষ্টান্তঃ—(কুম্ভীরের সঙ্গে যুদ্ধে দীনভাব প্রাপ্ত হইয়া গজেন্দ্র শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল)। নারকী (তাদৃশ শরণাপন্ন না হওয়ায় শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করে না)—ইহা ব্যতিরেক

শ্রীভগবানের যে-শক্তি ভক্তহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ভক্তের হৃদয় বিগলিত করিয়া ভগবানের হৃদয়কে উহাতে আর্দ্রভাবাপন্ন করে—সেই শক্তিবিশেষেরই নাম ভক্তি—ইহা বিবৃত হইল এবং পরেও বিবৃত হইবে। দৈন্যসম্বন্ধ দ্বারা সেই ভক্তি অধিক রূপে উচ্ছলিতা হন। অতএব ভক্তিবিষয়ে দৈন্যেরই আধিক্য বোঝা যাইতেছে। সেই হেতু সাধুগণে যে শ্রীভগবানের কৃপা—সেই কৃপা সাধুগণের সঙ্গ দ্বারা অথবা সাধুগণের কৃপা দ্বারাই অন্য সাংসারিক জীবে সংক্রমিত হয়, কিন্তু স্বতন্ত্ররূপে শ্রীভগবানের কৃপা হয় না—ইহাই সিদ্ধান্ত। (দেবগণ দেবকী-গর্ভস্থ শ্রীভগবানকে) ঐরূপই বলিয়াছেন—

১ পরের দুঃখ নিজের চিত্তে স্পর্শ করিলে দুঃখানুভব হেতু অন্যের প্রতি দয়া হয়, কিন্তু সর্বদা আনন্দৈকস্বরূপ শ্রীভগবানের চিত্তে কোনও দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং বহির্মুখ জীবের দুঃখের প্রতি আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের দুঃখানুভূতিবশতঃ কৃপা হওয়া অসম্ভব। অতএব শ্রীভগবানের কৃপা বহির্মুখ জীবের প্রতি হয় না, সুতরাং তাহার সংসারের তাপও নিবৃত্তি হয় না। একমাত্র শ্রীভগবদ্ভক্তের কৃপায় ভক্তিলাভবশতঃ তাঁহার কৃপালাভ হয়।

ইতি। সৎস্বনুগ্রহো যস্যেতি ব্যাখ্যানেঽপি তদ্বিমুখেষসৎসু তবানুগ্রহো নাস্তীতি প্রাপ্তেঃ সদ্দ্বারৈব তৎপ্রকাশনমুচিতমিত্যেবায়াতি। তদেবং—

জায়মানং হি পুরুষং পশ্যেদ্ যং মধুসূদনঃ।
সাত্ত্বিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভবেন্মোক্ষার্থনিশ্চিতঃ ॥

ইতি মোক্ষধর্মবচনমপি সৎসঙ্গানন্তর-জন্মপরমেব বোদ্ধব্যম্। দেবাঃ শ্রীভগবন্তম্॥

ততঃ সৎসঙ্গহেতুশ্চ সতাং স্বৈরচারিতৈব নান্যঃ। যথাহ—

ত একদা নিমেঃ সত্রমুপাজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া ॥ ১৮১ ॥

[ভা. ১১. ২. ২২]

তে নবযোগেশ্বরা যদৃচ্ছয়া স্বৈরতয়া ন তু হেত্বন্তরপ্রযুক্ততয়েত্যর্থঃ। 'যদৃচ্ছা স্বৈরিতা'[১] ইত্যমরঃ। সৎসু পরমেশ্বর-প্রযোক্তৃত্বঞ্চ সদিচ্ছানুসারেণৈব। তদুক্তং 'স্বেচ্ছাময়স্য'[২] ইতি। 'অহং ভক্তপরাধীনঃ'[৩] ইতি চ। ১১ ॥ ২। শ্রীনারদঃ॥

'সদনুগ্রহ' শব্দে সাধুতে অনুগ্রহ যাহার—এ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেও তোমার বহির্মুখ অসদ্ব্যক্তিতে যে তোমার অনুগ্রহ নাই—ইহাই পাওয়া যাইতেছে। অতএব সাধুগণকে দ্বারস্বরূপ করিয়া তোমার অনুগ্রহ প্রকাশ্য—ইহাই অর্থ। তাই কথিত হয়—

'জায়মান যে পুরুষকে মধুসূদন দেখেন তিনি সাত্ত্বিক এবং তিনি নিশ্চয়ই মোক্ষফল লাভ করেন।'—

এই মোক্ষধর্মের বচনে সৎসঙ্গ লাভের পর যে-জন্ম সেই জন্মেই শ্রীভগবান্ দেখেন— ইহাই বুঝিতে হইবে। ইতি। শ্রীভগবানের প্রতি দেবগণের উক্তি॥

অতএব সৎসঙ্গ লাভের অন্য হেতু নাই, একমাত্র সাধুগণের ইচ্ছাই সৎসঙ্গ লাভের হেতু। (দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন)—

"তাঁহারা (সেই নবযোগীন্দ্রগণ) একদা যদৃচ্ছাক্রমে নিমিরাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।" ১৮১॥

তাঁহারা অর্থাৎ নবযোগীন্দ্রগণ যদৃচ্ছা অর্থাৎ স্বৈরতাক্রমে কিন্তু অন্য কোন কারণবশতঃ নহে। অমরকোষেও 'যদৃচ্ছা' ও 'স্বৈরিতা' একপর্যায় শব্দ। পরমেশ্বর যে তাঁহাদের প্রযোক্তা হন, তাহা সাধুগণের ইচ্ছায় হয়। তাহাই (শ্রীব্রহ্মা শ্রীনন্দনন্দনকে) বলিয়াছেন—'(হে দেব! তুমি স্বেচ্ছাময় (অর্থাৎ নিজ ভক্তগণের যেমন যেমন ইচ্ছা তুমি সেই প্রকার হও)'। (শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছিলেন)—'আমি ভক্তের অধীন'। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে শ্রীনারদের (উক্তি)॥

---

১ অমরকোষ-সঙ্কীর্ণ ২
২ ভা. ১০. ১৪. ২
৩ ভা. ৯. ৪. ৬৩

সৎসঙ্গস্যৈব পরমসংস্কারহেতুত্বাত্তদর্থং ন পুরুষস্য সংস্কারহেত্বন্তরমপেক্ষ্যঞ্চ। যত আহ—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥১৮৪॥
[ভা. ১০. ৮৪. ৬]

ইতি। তে কথং নাদ্রিয়ন্তে গৌণত্বাদিত্যাহ, তে পুনন্তীতি। ১০ ॥ ৮৪। শ্রীভগবান্ মুনিবর্গম্ ॥

তদেবং সৎসঙ্গমাত্রস্য তৎসাম্মুখ্যমাত্রে নিদানত্বমুক্তম্। এতদেব ব্যতিরেকেণাহ—

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরন্ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি ॥
রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈর্বিনা মহৎপাদ-রজোঽভিষেকম্ ॥ ১৮৫॥
[ভা. ৫. ১২. ১১]

সৎসঙ্গই পরম সংস্কারের কারণ, অতএব সেই সৎসঙ্গ অন্য কোন সংস্কারের হেতু অপেক্ষা করে না। উক্ত হয়—

"সাধুগণের দর্শনমাত্রেই (জীব) পবিত্র হয়। জলময় নদ্যাদি তীর্থ, মৃন্ময় এবং পাষাণময় দেবতাসকলও (জীবকে) পবিত্র করেন—কিন্তু সে পবিত্রতা বহুকাল সাপেক্ষ। সাধুগণ কিন্তু দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন" ॥ ১৮৪ ॥

অতএব গৌণ বলিয়া তীর্থাদি তাদৃশ সমাদৃত হয় না। ইতি। ১০ম স্কন্ধে ৮৪তম অধ্যায়ে মুনিবৃন্দের প্রতি শ্রীভগবানের (উক্তি) ॥

শ্রীভগবানের সাম্মুখ্য লাভের একমাত্র নিদান হইতেছে সৎসঙ্গ;—তাহা এক্ষণে নিষেধ-মুখে দেখাইতেছেন—

"কবিগণ যে জ্ঞানকে বাসুদেব বা ভগবৎশব্দে অভিহিত করেন, সেই জ্ঞান বিশুদ্ধ পরমার্থ, এক এবং বাহ্যাভ্যন্তর-শূন্য পূর্ণব্রহ্ম সত্য, প্রত্যক্ ও প্রশান্ত। হে রহূগণ ! এই প্রকার জ্ঞান মহাপুরুষগণের চরণরজেঃর অভিষেক ব্যতীত মানুষ তপস্যা বা বৈদিক কর্ম কিম্বা অন্নাদি বিভাগ, অথবা গৃহস্থ ধর্মে পরোপকার; কিম্বা বেদাভ্যাস, বা জল অগ্নি ও সূর্যের উপাসনা প্রভৃতির দ্বারা লাভ করিতে পারে না।" ১৮৫ ॥

[দ্বিবিধাঃ সন্তঃ—জ্ঞানসিদ্ধা ভক্তিসিদ্ধাশ্চ]

তদেবং সৎসঙ্গ এব তৎসাম্মুখ্যে দ্বারমিত্যুক্তম্। তে চ সন্তস্তৎসম্মুখা এবাত্র গৃহ্যন্তে, ন তু বৈদিকাচার-মাত্রপরা অনুপযোগিত্বাৎ। তত্র যাদৃশঃ সৎসঙ্গস্তাদৃশমেব সাম্মুখ্যং ভবতীতি বক্তুং তেষু সৎসু যে মহান্তস্তেষাং দ্বৈবিধ্যমাহ সার্দ্ধেন—

মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজ-রাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥ ১৮৬ ॥

[ভা. ৫. ৫. ২-৩]

যে সমচিত্তা নির্বিশেষ-ব্রহ্মনিষ্ঠাস্তে মহান্তস্তেষাং শীলমাহ প্রশান্তা ইত্যাদি। মহদ্বিশেষমাহ যে বেতি। বা শব্দঃ পক্ষান্তরে। উত্তরপক্ষত্বাদস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বং ময়ি কৃতং

[সাধু ব্যক্তিগণ দ্বিবিধ—জ্ঞানসিদ্ধ ও ভক্তিসিদ্ধ]

অতএব সৎসঙ্গই ভগবৎ-সাম্মুখ্যের একমাত্র দ্বার ইহাই উক্ত হইল। সাধু বলিতে যাঁহারা ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারা, কিন্তু কেবলমাত্র বৈদিক আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ নহে; কারণ তাঁহাদের কোন উপযোগিতা নাই। এখানে যাদৃশ সাধুর সঙ্গ হইবে তাদৃশ সাম্মুখ্যই লাভ হইবে—ইহাই বলিবার জন্য সাধুগণের মধ্যে যাঁহারা মহৎ তাঁহাদের নির্দেশ হইল এবং সেই মহৎগণ দ্বিবিধ—ইহা (শ্রীভাগবতের) পূর্ণ এক এবং আরও অর্ধ শ্লোকে বলা হইয়াছে; যথা—

"প্রথম মহদ্‌গণ তাঁহারা—যাঁহারা (নির্বিশেষ-ব্রহ্মনিষ্ঠ) সমচিত্ত, প্রশান্ত, ক্রোধরহিত ও সর্বজীবের সুহৃদ্; আর দ্বিতীয়—আমার শ্রীভগবৎস্বরূপে যাঁহাদের প্রীতি পরম পুরুষার্থরূপে সিদ্ধ হইয়াছে এবং যাঁহারা দেহভরণ ও বিষয়-বৃত্তিনিষ্ঠ জনে, অতএব স্ত্রী পুত্র বন্ধুবর্গ-যুক্ত গৃহাদিতে প্রীতিযুক্ত নহেন, বরং কেবলমাত্র ততটুকু (ভগবৎ-সেবা নির্বাহানুরূপ) অর্থমাত্র সংগ্রহে তৎপর—তাঁহারা।" ১৮৬ ॥

যাঁহারা সমচিত্ত ও নির্বিশেষ-ব্রহ্মনিষ্ঠ—সেই সকল মহৎ ব্যক্তির স্বভাব বর্ণনা করিতেছেন—তাঁহারা প্রশান্ত ইত্যাদি। (পূর্বে 'মহতের' সামান্যাকারে লক্ষণ বলিলেও) বিশিষ্ট মহতের বিবরণ বলিতেছেন। "বা" শব্দ পক্ষান্তর অর্থে। ইহাতে পূর্ববর্তিগণ অপেক্ষা পরবর্তিগণের শ্রেষ্ঠতা। আমাতে সিদ্ধ যে সৌহার্দ অর্থাৎ প্রেম উহাই প্রয়োজন অর্থাৎ পুরুষার্থ

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীম্ তনুম্।
আরব্ধকর্ম-নির্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥ [ভা. ১ ৬. ২৮]

ইত্যাদৌ,

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ [ভা. ১২. ১২. ৫২]

ইত্যাদৌ,

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মা দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্বকষায়াণাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্॥ [ভা. ১. ৬. ২১]

ইত্যাদৌ চ প্রসিদ্ধেঃ। শ্রীনারদস্য পূর্ব-জন্মনি স্থিতকষায়স্য প্রেম বর্ণিতং স্বয়মেব—

[ত্রিবিধ ভক্তিসিদ্ধ সাধুগণ]

অপর ভক্ত সিদ্ধগণ ত্রিবিধ—এক শ্রীভগবানের পার্ষদ-দেহ-প্রাপ্ত, দ্বিতীয় নিধূ‍র্ত-কষায় (অর্থাৎ যাঁহাদের কামক্রোধাদি রূপ মালিন্য একেবারে বিধৌত হইয়াছে), এবং তৃতীয় মূর্চ্ছিতকষায়, (অর্থাৎ যাহাদের ক্রোধাদি মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া আছে)। (যথাক্রমে) ইহার উদাহরণ—শ্রীনারদ প্রভৃতি, শ্রীশুকদেব প্রভৃতি এবং (দাসীপুত্র অবস্থায়) পূর্ব-জন্ম-গত নারদ প্রভৃতি। (শ্রীদেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন)—

'শ্রীভগবান্ শুদ্ধ (সত্ত্বরূপ) পার্ষদ দেহ আমাতে সংযোগ করিলে আরব্ধ কর্ম শেষ হওয়ায় আমার পাঞ্চভৌতিক দেহের পাত হইল।'

(শ্রীশুক মুনি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে)—

'জীবানন্দ হইতে উৎকৃষ্টতত্ত্ব যে ব্রহ্মানন্দ—তাহাতে চিত্ত সুপরিতৃপ্ত করিয়া অন্যভাব বর্জিত (শ্রীশুকদেব) শ্রীকৃষ্ণের মনোরুচিকর লীলায় আকৃষ্টমনাঃ হইয়াছিলেন'।[১]

(পূর্বজন্মে দাসীপুত্র অবস্থায় শ্রীভগবানের পুনদর্শন বাসনায় সমাধিস্থ হইলে নারদের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি)—

'(হে নারদ)! ইহজন্মে তুমি আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। যেহেতু যাহাদের (অন্তঃকরণে কামক্রোধাদি জনিত) দুর্বাসনা কষায় দগ্ধ হয় নাই—সেই কুযোগিগণ আমাকে দেখিতে পায় না।'

১ সুতরাং তাঁহার সম্পূর্ণ কষায় বিধৌত হইয়াছিল।

প্রেমাতিভরনির্ভিন্ন-পুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ।
আনন্দসংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে ॥ [ভা. ১. ৬. ১৭]

ইত্যাদৌ। শ্রীভরত এবাত্রোদাহরণীয়ঃ। তস্য চ ভূত-পিপালয়িষারূপঃ প্রারব্ধালম্বনঃ সাত্ত্বিককষায়ো নিগূঢ় আসীৎ প্রেমা চ বর্ণিত ইতি।

তদেবং সমানপ্রেম্ণি ত্রিবিধে পূর্বপূর্বাধিক্যং জ্ঞেয়ম্। ক্বচিৎ স্থিতেঽপি প্রাকৃত-দেহাদিত্বে যদি প্রেম্ণঃ পরিণামতঃ স্বরূপতো বাধিক্যং দৃশ্যতে তদা প্রেমাধিক্যেনৈবাধিক্যং জ্ঞেয়ম্। তচ্চ ভজনীয়স্য ভগবতোঽংশাংশিত্বভেদেন ভজতশ্চ দাস্যসাখ্যাদি-ভেদেন স্বরূপাধিক্যং, প্রেমাঙ্কুরপ্রেমাদি-ভেদেন পরিমাণাধিক্যং চ প্রীতিসন্দর্ভে বিবৃত্য দর্শয়িষ্যামঃ। সাক্ষাৎকার-মাত্রস্যাপি যদ্যপি পুরুষপ্রয়োজনত্বং তথাপি তস্মিন্নপি সাক্ষাৎকারে যাবান্ যাবান্ শ্রীভগবতঃ প্রিয়ত্ব-ধর্মানুভবস্তাবাং স্তাবানুৎকর্ষঃ। নিরুপাধি-প্রীত্যাস্পদতা-স্বভাবস্য প্রিয়ত্বধর্মানুভবং[১] বিনা তু

দেবর্ষি নারদের পূর্বজন্মে অন্তঃকরণে মালিন্য থাকিলেও তাঁহার যে প্রেম হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বয়ং (শ্রীব্যাসদেবকে) বলিয়াছেন—

'হে মুনে! আমার হৃদয়ে যখন শ্রীহরি দর্শন দান করিলেন, তৎকালে প্রেমভরে আমার দেহ পুলকে পরিপূর্ণ হইল, এবং অত্যন্ত আনন্দানুভব হওয়ায় পরমানন্দরসে মূর্চ্ছিত হইয়া আমি (আত্মা ও পরমাত্মা) উভয়কেই আর দেখিতে পাইলাম না। (—অর্থাৎ, আমার আত্মস্মৃতি ও শ্রীভগবৎস্মৃতি দুইটীই নিবৃত্ত হইল)।'

এই (মূর্চ্ছিতকষায়) বিষয়ে শ্রীভরত রাজাই দৃষ্টান্তস্থল। প্রাণিগণের পরিপালন ইচ্ছায় প্রারব্ধাশ্রিত যে সাত্ত্বিক কষায়—তাহা শ্রীভরতরাজার (হৃদয়ে) নিগূঢ় ভাবে ছিল, এবং তাঁহার প্রেমও (শ্রীভাগবতে) বর্ণিত আছে।

এই ত্রিবিধ সিদ্ধ জনে প্রেম সাধারণ ধর্ম, তবে যথাক্রমে পূর্বপূর্বের প্রেমের আধিক্য বুঝিতে হইবে। কোথাও (অর্থাৎ মূর্চ্ছিতকষায়ের পাত্র মধ্যে) প্রাকৃত দেহাদিতে বিদ্যমান থাকিলেও প্রেমের পরিণামবশে বা স্বরূপতঃ যদি আধিক্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রেমাধিক্য বশতই সেই আধিক্য—ইহা জানিতে হইবে। ভজনীয় শ্রীভগবানের অংশাংশিত্ব ভেদে[২] এবং ভজনকারী ব্যক্তির দাস্যসখ্যাদি-ভেদে[৩] স্বরূপাধিক্য এবং প্রেমের

১ 'প্রিয়ত্বধর্মং'—হস্ত লিখিত পুস্তকে।

২ তাৎপর্য—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অংশী, মৎস্য কূর্মাদি অন্য অবতার শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার। সুতরাং অংশী ও অংশের স্বরূপ বিকাশের তারতম্য প্রচুর। আবার, শ্রীবিষ্ণু প্রভৃতির দাসগণের প্রেম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের প্রেমের সর্বাংশে আধিক্য।

৩ দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য ভাবে যাঁহারা ভজন করেন তাঁহাদের দাস্য অপেক্ষা সখ্য, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য, এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মাধুর্য প্রেম শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে শ্রীচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ১৯ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শেষং পূর্ববৎ। অত এব ভক্তরূপাধিষ্ঠান-[1]বুদ্ধিজাতভক্ত্যা তানি নমস্করোতীতি 'খং বায়ুম্' ইত্যাদৌ পূর্বমুক্তমিতি ভাবঃ। তথৈব চোক্তং তাভিরেব—

নদ্যস্তদা তদুপধার্য মুকুন্দগীত-
মাবর্তলক্ষিত-মনোভবভগ্নবেগাঃ [ভা. ১০. ২১. ১৫]

ইত্যাদি। শ্রীপট্টমহিষীভিরপি 'কুররি বিলপসি ত্বম্'[2] ইত্যাদি। অত্র[3] ন ব্রহ্মজ্ঞানান্যভিধীয়ন্তে ভাগবতৈস্তজ্জ্ঞানস্য তৎফলস্য চ হেয়ত্বেন জীব-ভগবদ্বিভাগাভাবেন চ ভাগবতত্ববিরোধাৎ। 'অহৈতুক্যব্যবহিতা'[4] ইত্যাদৌ ঐকান্তিক-ভক্তিলক্ষণানুসারেণ সুতরামুত্তমত্ববিরোধাচ্চ। ন চ নিরাকারেশ্বরজ্ঞানং[5] 'প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ'[6] ইত্যুপসংহারগত-লক্ষণপরমকাষ্ঠাবিরোধাদেবেতি বিবেচনীয়ম্।

ভক্তশ্রেষ্ঠ। অতএব ভক্তরূপেই ভগবানের অধিষ্ঠান—এই বুদ্ধিজাত ভক্তিতে প্রণোদিত হইয়া সর্বভূতকে তিনি প্রণাম করেন—অর্থাৎ 'আকাশ বায়ু' ইত্যাদি যাহা পূর্ববচনে উক্ত হইযাছে তাহাদিকে প্রণাম করেন—ইহাই তাৎপর্য। শ্রীব্রজদেবীগণ কর্তৃক সেই প্রকারই কথিত হইযাছে—

'(হে সখি!) শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের মুরলীধ্বনি শ্রবণ করিয়া অচেতন নদীগণও আবর্তচ্ছলে কামোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছে, এবং এই কামোদ্রেকে উহাদের তরঙ্গবেগ ভগ্ন হইয়া যাইতেছে।'—ইত্যাদি।

শ্রীপট্টমহিষীগণ কর্তৃকও সেই প্রকার উক্ত হইযাছে—'হে সখি! কুররি (পক্ষিবিশেষ) (তোমার চিত্তও কি কৃষ্ণলীলায় বিদ্ধ হইযাছে যে) তুমি (এরূপ) বিলাপ করিতেছ।'—ইত্যাদি। কিন্তু এস্থলে ব্রহ্মজ্ঞান অভিহিত হয় নাই। কেন না—ব্রহ্মজ্ঞান এবং তাহার ফলকে ভগবদ্ভক্তগণ হেয়রূপেই নির্দেশ করিয়াছেন। এবং (ব্রহ্মজ্ঞানে) জীব ও শ্রীভগবানের ভেদের অভাব থাকায় ভক্তত্বের বিরোধ হয়। 'ফলানুসন্ধান রহিত এবং অব্যবহিত (অর্থাৎ জ্ঞান কর্মাদি ব্যবধানরহিত) যে-ভক্তি (তাহাই নির্গুণ ভক্তি)'—এই ঐকান্তিক ভক্তির লক্ষণানুসারেও শ্রেষ্ঠত্বের বিরোধ হয়। সর্বভূতে যে ভগবদ্দর্শন উহা নিরাকার ঈশ্বর জ্ঞান নহে। যেহেতু উত্তম ভক্তের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া শেষে বলিয়াছেন—'প্রেমরজ্জু দ্বারা (শ্রীভগবানের) চরণপদ্মকে যিনি (হৃদয়ে) ধারণ করিয়াছেন, (তিনি সমস্ত ভাগবত মধ্যে প্রধান বলিয়া অভিহিত)'—এই

---

১ 'ভক্তরূপতদধিষ্ঠান'—মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

২ ভা. ১০. ৯০. ৭

৩ 'যত্রৈব'—মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

৪ ভা. ৩. ২৯. ১০

৫ 'নিরাকারেশ্বর-ভগবজ্জ্ঞানং'—মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ

৬ ভা. ১১. ২. ৫৩

[মধ্যম-ভক্তস্য লক্ষণম্]

অথ মানসলিঙ্গ-বিশেষণেনৈব মধ্যমভাগবতং লক্ষয়তি—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ১৮৯ ॥
[ভা. ১১. ২. ৪৪]

পরমেশ্বরে প্রেম করোতি, তস্মিন্ ভক্তিযুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। তথা তদধীনেষু ভক্তেষু চ মৈত্রীং বন্ধুভাবম্। বালিশেষু তদ্ভক্তিমজানৎসু উদাসীনেষু কৃপাম্। যথোক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন—

শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ॥ [ভা ৭. ৯. ৪২]

ইতি। আত্মনো দ্বিষৎসু উপেক্ষাম্। তদীয়দ্বেষে চিত্তাক্ষোভেনৌদাসীন্যমিত্যর্থঃ।

বচনে পরাকাষ্ঠাও বিরোধদুষ্ট হইত বলিয়াই এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে (যে নিরাকার ঈশ্বরের জ্ঞান নির্দিষ্ট নহে)।১

[মধ্যম ভক্তের লক্ষণ]

অনন্তর মানস চিহ্ন বিশেষের দ্বারা মধ্যম ভক্তের লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন—

"যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মিত্রতা, অজ্ঞানের প্রতি কৃপা, এবং দ্বেষী ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা করেন তিনি মধ্যম ভক্ত।" ১৮৯ ॥

পরমেশ্বরে প্রেম করেন, অর্থাৎ তাঁহাতে ভক্তিযুক্ত হন্। তাঁহার অধীন ভক্তগণে মৈত্রী অর্থাৎ বন্ধুভাব করেন, এবং অজ্ঞান অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব জানেন না এমন উদাসীন ব্যক্তির প্রতি যিনি কৃপা (করেন তিনিই মধ্যমভক্ত)। এ বিষয়ে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—

('হে ভগবন্!) যে সকল মূঢ় উহা (অর্থাৎ তোমার বীর্যগানরূপ মহামৃত হইতে) বিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়ের নিমিত্ত মায়াসুখ এবং কুটুম্বাদিভার বহন করে, তাহাদিগকে দেখিয়া আমার দুঃখ হয়।' আত্মার দ্বেষকারীতে যিনি উপেক্ষা করেন, দ্বেষকারীর দ্বেষে (তাঁহার) চিত্তের ক্ষোভ হয় না, সুতরাং তাহার প্রতি ঔদাসীন্যই হয়। কারণ দ্বেষকারীর অজ্ঞতা থাকায় তাহার প্রতি কৃপাংশের উদয় হয়। হিরণ্যকশিপুর প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ ইহার দৃষ্টান্তস্থল।২ শ্রীভগবানে এবং ভক্তের

১ অতএব সমস্ত ভূতে যে ভগবদ্ভাব দর্শন তাহাতে নিরাকার ঈশ্বর দর্শনের নির্দেশ হয় নাই।

২ হিরণ্যকশিপু শ্রীভগবান এবং ভক্তের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রতি ভক্ত প্রহ্লাদ উদাসীন ছিলেন। তিনি তাঁহার কোন অনিষ্ট করেন নাই, বরং তাঁহার প্রতি শেষে কৃপাই করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপুর প্রাণ বিনাশ হইলে শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"তস্মাৎ পিতা মে পূয়েত

তেষ্বপি বালিশত্বেন কৃপাংশসদ্ভাবাৎ। যথৈব শ্রীপ্রহ্লাদো হিরণ্যকশিপৌ। ভগবতো ভাগবতস্য বা দ্বিষৎসু তু সত্যপি চিত্তক্ষোভে তত্রানভিনিবেশ ইত্যর্থঃ। অস্য বালিশেষু কৃপায়াঃ স্ফুরণং দ্বিষৎসূপেক্ষায়া এব। ন তু প্রাগ্বৎ সর্বত্র প্রেম্ণো বা[1] স্ফুরণম্। ততো মধ্যমত্বম্। অথোত্তমস্যাপি তদধীনদর্শনেন তৎস্ফুরণানন্দোদয়ো বিশেষত এব। ততশ্চ তস্মিন্নধিকৈব মৈত্রী যদ্ভবতি তন্ন নিষিধ্যতে, কিন্তু সর্বত্র তদ্ভাবাবশ্যকতা বিধীয়তে। পরমোত্তমেঽপি তথা দৃষ্টম্—

ক্ষণার্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ [ভা. ৪. ২৪. ৫৪]

"অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা"[2] ইতি চ রুদ্রগীতাৎ।

প্রতি দ্বেষ করিলে তাহার প্রতি চিত্তক্ষোভ হইলেও (ভক্তের) উহাতে অভিনিবেশ হয় না। সেইরূপ অজ্ঞলোকের প্রতি (মধ্যম ভক্তের অন্তঃকরণে) কৃপা এবং দ্বেষকারীর প্রতি উপেক্ষারই স্ফুরণ হয় কিন্তু পূর্বের ন্যায় (উৎকৃষ্ট ভক্তের ন্যায়) সর্বস্থানে প্রেমের স্ফুরণ হয় না, তজ্জন্যই ইহার মধ্যমতা। উত্তম ভক্তেরও সর্বত্র ভক্তদর্শন দ্বারা শ্রীভগবৎস্ফুরণে বিশেষ আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। অতএব ভক্তজনে যে তাঁহার অধিক প্রীতি তাহা নিষিদ্ধ হইল না। কিন্তু সর্বত্র শ্রীভগবদ্ভাবের আবশ্যকতার বিধান হইল। উত্তম ভক্তে সেই প্রকারই দেখা যায়—

('হে ভগবন্!) তোমার সঙ্গিগণের যে সঙ্গ—তাহার ক্ষণার্ধের সহিতও স্বর্গ ও মোক্ষ এবং এই উভয়ের তুলনা করা দূরের কথা, তাহার সম্ভাবনাও করা যায় না। অতএব মরণশীল মনুষ্যগণের রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা আর কি বলিব?'

(ভগবদ্ভক্ত যে শ্রীভগবানের প্রিয় তাহা) রুদ্রগীতে উক্ত হয়—'(হে রাজনন্দনগণ!) তোমরা পরম ভাগবত, সুতরাং শ্রীভগবানের ন্যায় তোমরা আমার প্রিয়। (শ্রীভক্তই যে প্রিয় এ বিষয়ে) শ্রীসূতের বাক্য যথা—

'বিষ্ণু ভক্ত যাঁহার প্রিয়—এমন শ্রীশুকদেব (বাদরায়ণি) শ্রীহরির গুণে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতরূপ মহৎ আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।'

(শ্রীশুকমুনি কংসকে) 'ভোজবংশের কুলদূষণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—ইহাতে শ্রীশুকদেব প্রভৃতির দ্বেষও প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু মধ্যম ভক্তগণের সেই দ্বেষে কোনও অভিনিবেশ নাই,

দুরন্তাদ্ দুরাদঘাৎ" [ভা. ৭. ১০. ১৭]—আমার পিতা (হিরণ্যকশিপু) তোমার বহু নিন্দা করিয়াছে, তোমার প্রতি শত্রুবুদ্ধি করিয়াছে, তাই বলিয়া তাহার যেন নরকে গতি না হয়।—ইহা হইতে বোঝা যায় যে ভক্তগণ স্বভাবতই দয়ালু।

১ 'কৃপায়া এব'—মুদ্রিত পুস্তকে।

২ ভা. ৪ ২৪. ২৬

অর্চায়াং প্রতিমায়ামেব তদ্ভক্তেষু অন্যেষু চ সুতরাং ন, ভগবৎপ্রেমাভাবাদ্ভক্ত-মাহাত্ম্যজ্ঞানাভাবাৎ সর্বাদরলক্ষণ-ভক্তগুণানুদয়াচ্চ। স প্রাকৃতঃ প্রকৃতিপ্রারব্ধোঽধুনৈব প্রারব্ধভক্তিরিত্যর্থঃ। ইয়ঞ্চ শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ [ভা. ১০. ৮৪. ৮]

ইত্যাদি শাস্ত্রাজ্ঞানাৎ। তস্মাল্লোকপরম্পরা-প্রাপ্তৈবেতি পূর্ববৎ। অতশ্চাজাতপ্রেমাশাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্তঃ সাধকস্তু মুখ্যো কনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ।

[পুনরপ্যুত্তম-ভক্তস্য লক্ষণম্]

অথ টীকা——পুনরষ্টভিঃ শ্লোকৈরভ্যর্হিতত্বাদুত্তমস্যৈব লক্ষণান্যাহ গৃহীত্বে-ত্যেষা[1]।

পূজা করেন না—ঐ ব্যক্তির শ্রীভগবৎপ্রেমের অভাব থাকায় ভক্তের যে কি মাহাত্ম্য সেই জ্ঞানের অভাব আছে এবং সকলকে আদর করা যে ভক্তের গুণ তাহাও উদয় হয় নাই। এই কারণেই তিনি শ্রীভগবদ্ভক্তের ও অন্যের পূজাদি করেন না। এরূপ ব্যক্তি প্রাকৃত ভক্ত—প্রকৃতি দ্বারা আরব্ধ অর্থাৎ তাহার ভক্তি কেবল সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে—ইহাই বুঝিতে হইবে। এই প্রাকৃত ভক্তের শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থ বিষয়ের অবধারণা হইতে হয় নাই। (কারণ শাস্ত্রে আছে)—

'যাহার ত্রিধাতুক (বাত-পিত্ত-কফময়) দেহে আত্মবুদ্ধি, ভার্যাদিতে আত্মীয়বুদ্ধি, মৃত্তিকাবিকারে দেবতাবুদ্ধি, এবং জলে তীর্থবুদ্ধি আছে, (কিন্তু সাধুজনে তাদৃশ জ্ঞান নাই, সে ব্যক্তি গোতৃণবাহী গর্দভ স্বরূপ)।'

এই সমস্ত শাস্ত্রে তাহার জ্ঞান নাই। অতএব তাহার (পূজার) শ্রদ্ধা (পূর্বের ন্যায়) লোক-পরম্পরা-প্রাপ্ত বুঝিতে হইবে। সুতরাং যাহার প্রেম হয় নাই অথচ অশাস্ত্রীয় (কেবল পূজার প্রতি) শ্রদ্ধা আছে সেই সাধককে মুখ্য কনিষ্ঠ ভক্ত বলিয়া জানিতে হইবে।

[পুনরায় উত্তম ভক্তের লক্ষণ]

টীকা—(পূর্বে 'সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ' এই শ্লোক দ্বারা উত্তম ভক্তের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া)

১ মুদ্রিত পুস্তকে ইহা নাই।

তথা হি—

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১৯১ ॥

[ভা. ১১. ২. ৪৮]

পূর্বোক্তপ্রকারেণ তদাবিষ্টচিত্তো ন গৃহ্ণাতি তাবদিন্দ্রিয়ৈরর্থান্ গৃহীত্বাপীত্যপি-শব্দার্থঃ। ইদং বিশ্বং মায়াং বহিরঙ্গশক্তি-বিলাসত্বাদ্ধেয়মিত্যর্থঃ। অত্রাপি কায়িক-মানসয়োঃ সাঙ্কর্যম্।

অথ কেবলমানসলিঙ্গেনাহ[১] যাবৎ প্রকরণং—

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ১৯২ ॥

[ভা. ১১. ২. ৪৯]

পুনরায়—পরম পূজ্যত্ব হেতু উত্তম ভক্তের লক্ষণ সকল নিম্নোক্ত আট শ্লোকে বিবৃত করিতেছেন—

"বাসুদেবে অন্তঃকরণ নিবিষ্ট থাকাতে যিনি ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়াও উহা বিষ্ণুরই মায়া বলিয়া জ্ঞান করিয়া দ্বেষও করেন না বা আসক্তও হন না, তিনিই উত্তম ভাগবত।" ১৯১ ॥

এই শ্লোকে 'গৃহীত্বাপি'—এখানে যে 'অপি' শব্দ আছে তাহার তাৎপর্যার্থ যথা—তাঁহাতে (শ্রীভগবানে) আবিষ্টচিত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় সকল গ্রহণ করিলেও পূর্বের ন্যায় (অর্থাৎ যৎকালে শ্রীভগবানে চিত্তের যথার্থ আবেশ হয় নাই, তদ্রূপ) গ্রহণ করেন না। এই বিশ্বকে মায়া অর্থাৎ বহিরঙ্গা শক্তির বিলাস হেতু হেয় বলিয়াই জানেন। (অতএব বিশ্বে তাঁহার আসক্তি বা অনাসক্তি হয় না)। এই শ্লোকে কায়িক ও মানসিক চিহ্নের একত্র বর্ণনা হইল।

এই প্রকরণের শেষ পর্যন্ত কেবল মনো-ব্যাপার চিহ্নের বিবরণে উত্তম ভাগবতের লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন—

"শ্রীহরির স্মৃতি বশতঃ যিনি দেহের জন্ম ও মরণ, প্রাণের ক্ষুধা ও মনের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা এবং ইন্দ্রিয়ের পরিশ্রমরূপ সংসারধর্ম দ্বারা মোহগ্রস্ত হন না, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভাগবত।" ১৯২ ॥ যে-ব্যক্তি শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া দেহাদির জন্ম মরণরূপ সংসার ধর্মাদিতে মুহ্যমান হন্ না, তিনি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। গীতায় উক্ত হয়—

১ লিঙ্গেনাহ—মুদ্রিত পুস্তকে।

জন্ম সৎকুলম্। কর্ম তপ আদি। জাতয় অনুলোমজা মূর্ধাভিষিক্তাদয়ঃ। এতাভির্যস্যাস্মিন্ দেহ অহম্ভাবো ন সজ্জতে কিন্তু ভগবৎসেবৌপয়িক-সাধ্যদেহ এব সজ্জত ইত্যর্থঃ স হরেঃ প্রিয়ো ভাগবতোত্তম ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ, প্রকরণার্থত্বাদ্ধরেঃ প্রিয় ইতি ভাগবতমাত্রবাচি[১] ভাগবতত্বাদেব। তথা—

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্বভূতসুহৃচ্ছান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১৯৫ ॥

[ভা. ১১. ২. ৫০]

বিত্তেষু মমতাস্পদমাত্রেষু[২] স্বীয়ং পরকীয়মিতি আত্মনি স্বঃ পর ইতি। অত্র বিত্তবদাত্মনি চ স্বপক্ষপাতমাত্রং নিষিধ্যতে ন ব্যক্তিভেদঃ। তথোক্তং স্কান্দে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথসংবাদে—

পরদুঃখেনাত্মদুঃখং মন্যন্তে যে নৃপোত্তম।
ভগবদ্ধর্মনিরতাস্তে নরা বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥

—

"যাঁহার বিত্ত ও দেহাদি বিষয়ে 'নিজ ও পর' এরূপ ভেদ জ্ঞান নাই, এবং যিনি সর্বভূতের সুহৃৎ ও শান্ত, তিনিই ভগবদ্‌ভক্তের মধ্যে উত্তম।" ১৯৫ ॥

'বিত্ত' বলিতে মমতাস্পদমাত্র ধন, উহার স্বকীয় ও পরকীয়ভাব: এবং আত্মা অর্থাৎ দেহাদিতে নিজ-ও-পর-ভাব। বিত্তের ন্যায় স্বপক্ষপাত নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু উহাতে ব্যক্তিভেদ নিষিদ্ধ হইল না।[৩] তাই স্কন্দপুরাণের মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ সংবাদে বলা হইয়াছে,—

'হে রাজশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা পরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া মনে করেন—ভগবদ্ধর্মে রত সেই মনুষ্যসকল বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ।'

আরও উক্ত হয়—

"হরিই যাঁহাদের আত্মা এমন ব্রহ্মাদি দেবগণ যে-চরণ অন্বেষণ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণের দুর্লভ—সেই হরিচরণকে সারাৎসার ভাবিয়া ত্রিভুবনের সাম্রাজ্য উপস্থিত হইলেও লবার্ধ বা নিমিষার্ধের জন্য ও উহা হইতে যিনি বিচলিত হন না তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ।" ১৯৬ ॥

বিচলিত হওয়ার হেতু কি? না, ত্রিভুবন বৈভব নিমিত্তও অর্থাৎ ত্রিভুবন বৈভব উপস্থিত

---

১ 'ভাগবতমাত্রবাচি'-পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

২ 'মমতাস্পদমাত্রেষু'—মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

৩ তাৎপর্য—আত্মার সহিত সমস্ত ভূতের অভেদ দর্শন বলা হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য 'আমি ও অন্য প্রাণী এক' তাহা বুঝিতে হইবে না। যেমন 'আমার ধন' বলিয়া ধনাদিতে সাধারণ লোকের একটা পক্ষপাত আছে, সেই প্রকার 'আমার দেহ' এই অভিমানে পক্ষপাত হইলে এবং অন্য ব্যক্তির দুঃখাদি দর্শনে আত্মদুঃখ বলিয়া অনুভূত না হইলে উৎকৃষ্ট ভক্ত হওয়া যায় না।

উরুবিক্রমৌ চ তাবঙ্ঘ্রী। তয়োঃ শাখা অঙ্গুলয়ঃ। চন্দ্রিকা তাপহারিণী দীপ্তিঃ। তাপঃ কামাদি-সন্তাপঃ। তথা—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥ ১৯৮॥

[ভা. ১১.২.৫৫]

টীকা চ—উক্তসমস্তলক্ষণসারমাহ—বিসৃজতীতি। হরিরেব স্বয়ং সাক্ষাদ্ যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি ন মুঞ্চতি। অবশেনাপ্যভিহিতমাত্রোঽপ্যঘৌঘং নাশয়তি যঃ সঃ। তৎ কিং ন বিসৃজতি? যতঃ প্রণয়রশনয়া ধৃতং হৃদয়ে বদ্ধম্ অঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য স ভাগবতপ্রধান উক্তো ভবতীত্যেষা।

অত্র কামাদীনামসম্ভবে হেতুঃ সাক্ষাদিতি পদমুত্তরকালত্বাৎ সাক্ষাৎকারস্য।

অপর—

"যাঁহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও সমুদয় পাপ নাশ হয় সেই হরি স্বয়ং সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ না করেন এবং প্রণয়রজ্জু দ্বারা যাঁহার হৃদয়ে তাঁহার চরণ বদ্ধমূল আছে, তিনি সকল ভাগবতের মধ্যে প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।" ১৯৯॥

টীকা—ভাগবতোত্তমের যে সমস্ত লক্ষণ বলা হইয়াছে, '(শ্রীহরি) ত্যাগ করেন (না)'—এই শ্লোকে সেই সমস্ত লক্ষণের সার নিবদ্ধ হইয়াছে।

হরি স্বয়ং অর্থাৎ সাক্ষাৎ যাঁহার হৃদয়কে ত্যাগ করেন না, এবং অবশে কীর্তিত হইলেও যিনি সকল পাপ বিনষ্ট করেন। কেন তাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না? (তাহাতেই একটী বিশেষণ দিতেছেন)—প্রণয়রজ্জু দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে হরি বদ্ধপদ হইয়া আছেন (সুতরাং উত্তম ভক্তের হৃদয় তিনি পরিত্যাগ করেন না)। এবং সেই ব্যক্তি ভাগবত শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। এই পর্যন্ত টীকা (বিবৃত হইয়াছে)।

এই (উত্তম ভক্তের হৃদয়ে) কামাদির সম্ভব হয় না, এই কারণেই 'সাক্ষাৎ' পদ দেওয়া হইয়াছে, সাক্ষাৎকারের পরবর্তী কালে উহা থাকিতে পারে না।[১] 'অবশে অভিহিত হইলেও'—এই বাক্য দ্বারা যে ভক্ত তাদৃশ প্রণয়বিশিষ্ট, তৎকর্তৃক অত্যন্ত আবেশের দ্বারাই কীর্ত্যমান

১ যে-হৃদয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীহরি সর্বদা বিরাজিত থাকেন, সেখানে কামাদির সম্ভাবনা হইতে পারে না। পূর্বে কামাদি থাকিলেও শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারের পর তাহার আর থাকিবার স্থান নাই। যদিও তিনি অন্তর্যামিরূপে সকলের হৃদয়েই আছেন তথাপি সে বিদ্যমানতা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। উত্তম ভক্তের হৃদয়ে তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আছেন এবং ভক্তও তাঁহাকে প্রণয়পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা শ্রীভগবান্ ও ভক্তের পরস্পরের আসক্তি দেখান হইল।

তথা হরিরবশাভিহিতোঽপীত্যাদিনা যত্তাদৃশপ্রণয়বাংস্তেনানেন তু সর্বদা পরমাবেশেনৈব কীর্ত্যমানঃ সুতরামেবাঘৌঘনাশঃ স্যাদিত্যভিহিতম্। উক্তঞ্চ—"এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্"[১] ইত্যাদি। তত উভয়থৈব তেষামঘসংস্কারোঽপি ন স্থাতুমিষ্ট ইতি ধ্বনিতম্। অনেন বাচিকলিঙ্গমপি নির্দিশ্য 'যদ্ ব্রূতে'[২] ইত্যস্যোত্তরমুক্তম্। প্রকরণেঽস্মিন্ 'গৃহীত্বাপি'[৩] ইত্যাদীনামুত্তম-ভাগবতলক্ষণপদ্যানামমীষামপৃথক্ পৃথক্ চ বাক্যত্বং জ্ঞেয়ম্, তথাভূত-ভগবদ্বশীকারবতি ভাগবতোত্তমে তত্তল্লক্ষণানামন্তর্ভাবাৎ, ক্বচিৎ দ্বিত্রাদিমাত্রলক্ষণদর্শনাচ্চ। তত্রাপৃথগ্‌বাক্যতায়ামেকৈক-বাক্যগতেনৈকৈকেনৈব লক্ষণেন 'অয়মেব সর্বভূতেষু'[১] ইত্যাদ্যুক্তো মহাভাগবতো লক্ষ্যতে। তত্তদ্ধর্মহেতুত্বেন তু বিসৃজতীত্যাদিনা সর্বলক্ষণ-সারোপন্যাসঃ। যা চ তত্রাপি স্মৃত্যা হরেরিত্যাদিনা হেতুত্বেন স্মৃতিরুক্তা, তস্যা এব

হরি যে পাপসমূহকে বিনাশ করেন—ইহাও কথিত হইল। উক্ত হইয়াছে—'ইহাই (হরিনাম কীর্তনই) অকুতোভয় ইচ্ছুক নির্বিন্ন-হৃদয় ব্যক্তিসমূহের একমাত্র অবলম্বন। (অতএব সাধক এবং সিদ্ধগণের পক্ষে শ্রীহরিনাম কীর্তন অপেক্ষা অন্য মঙ্গল নাই)। সুতরাং উভয় প্রকারে তাঁহাদের পাপের সংস্কার থাকা অভিপ্রেত নহে—ইহাই ধ্বনিত হইল। এই শ্লোকে বাচিক চিহ্ন নির্দেশ পূর্বক 'যে প্রকার বাক্য ভক্ত বলিয়া থাকেন,' (নিমিরাজের) এই প্রশ্নের উত্তরে তাহাই বলা হইল,—(অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ভক্তগণ শ্রীভগবানের নাম কীর্তনই করেন)। (শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায়ের) এই উত্তম-ভাগবত লক্ষণ প্রকরণে '(যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্থসকল) গ্রহণ করিয়াও (হৃষ্ট হন না এবং দ্বেষ করেন না তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ)' ইত্যাদি (৪৬ শ্লোক হইতে ৫৩ শ্লোক পর্যন্ত) পদ্য সকলের অভেদ ও ভেদবাক্যত্ব বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে ও অপৃথক্‌রূপে তাৎপর্য গ্রহণ করা যাইতে পারে)। শ্রীভগবান্‌কে যিনি বশীভূত করিয়াছেন, সেই ভাগবতোত্তমে সেই সেই লক্ষণের অন্তর্ভাব হয়। (অর্থাৎ যে-সমস্ত উত্তম ভক্তের লক্ষণ বলা হইয়াছে তাহাতে সেই সকল বিদ্যমান থাকায় অপৃথক্‌বাক্যত্ব), আর যে-ভক্তে সমস্ত লক্ষণ নাই, মাত্র দুই তিনটী দেখা যায়, সেই স্থলে পৃথক্ বাক্যত্ব। আর সমস্ত লক্ষণের একবাক্যতা করিতে হইলে এক একটী বাক্যগত এক এক লক্ষণের দ্বারা 'যিনি সর্বভূতে (নিজের ভগবদ্ভাব দর্শন করেন)' এই শ্লোকোক্ত মহাভাগবতই লক্ষিত হইতেছে। সেই সেই ধর্মের হেতুস্বরূপে '(হরি যাঁহার হৃদয়) পরিত্যাগ না করেন' এই শ্লোকে সমস্ত লক্ষণের সার কথিত হইল। 'যিনি হরির স্মরণে (সংসারের ধর্ম অর্থাৎ জন্ম ও বিনাশাদি দ্বারা বিমুগ্ধ না হন তিনি ভাগবত প্রধান)'—এই শ্লোকে যে শ্রীহরিস্মরণের কথা বলা হইয়াছে, তাহারই বিবরণ ('হরি যাঁহার

১ ভা. ২. ১. ১১   ২ ভা. ১১. ২. ৪২   ৩ ভা. ১১. ২. ৪৩

বিবরণমিদমন্তিমবাক্যমিতি জ্ঞেয়ম্। তত্র একেনৈব বাক্যেন কৃতেঽপি ভাগবতোত্তমলক্ষণে স্পষ্টীকরণার্থমেবান্যদন্যদ্বাক্যমিতি সমর্থনীয়ম্। অত এব পৃথক্পৃথগ্ভাগবতোত্তম ইত্যাদ্যনুবাদোঽপি সঙ্গচ্ছতে। পৃথগ্বাক্যতায়ান্তু যত্র সাক্ষাদ্ভগবৎসম্বন্ধো ন শ্রূয়তে, তত্র ভাগবতপদবলেনৈব প্রকরণবলেনৈব বা জ্ঞেয়ঃ। পূর্বোত্তরপদ্যস্থস্মৃত্যেত্যাদিপদং বা যোজনীয়ম্। তথাত্র পক্ষে চাপেক্ষিকমেবান্যত্র ভাগবতোত্তমত্বম্। তত্রোত্তরশ্রৈষ্ঠ্যক্রমোঽয়ম্। 'অর্চায়ামেব' ইতি। 'ন যস্য জন্মকর্মভ্যাম্'[১] ইতি। 'ন যস্য স্বঃ পরঃ'[২] ইতি। 'গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈঃ'[৩] ইতি। 'দেহেন্দ্রিয়প্রাণ-'[৪] ইতি। অস্য সংস্কারোঽস্তি। কিন্তু তেন বিমোহো ন স্যাদিতি মূর্চ্ছিতসংস্কারোঽয়ং জাতনবীনপ্রেমাঙ্কুরঃ স্যাৎ। তথা 'ন কামকর্মবীজানাম্'[৫] ইত্যস্যৈব বিবরণং 'ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপি'[৬] ইতি। ইয়মেব নৈষ্ঠিকী ভক্তির্ধ্যানাখ্যা ধ্রুবানুস্মৃতিরিত্যুচ্যতে। অস্য প্রেমাঙ্কুরোঽপ্যনাচ্ছাদ্যতয়া জাতোঽস্তি। অন্যথা তাদৃশস্মরণ-সাতত্যাভাবঃ

হৃদয় পরিত্যাগ করেন না') এই শেষ বাক্যে উক্ত হইল। এই প্রকরণে একটী বাক্য দ্বারা উত্তম ভাগবতের লক্ষণ নির্দেশ করিলেও উত্তম ভক্তকে সম্যক্‌রূপে বুঝাইবার জন্য অন্য অন্য বাক্যে উহারই সমর্থন হইয়াছে। অতএব পৃথক্ পৃথক্ ভাগবতোত্তম—এই পুনঃ কথন হইল। কিন্তু এই ভক্ত লক্ষণ সমূহের পৃথক্‌বাক্যতা হইলেও যেখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবৎ-সম্বন্ধ শুনা যাইতেছে না, সেই স্থানে ভাগবত (ভগবদ্ভক্ত) পদের দ্বারা অথবা প্রকরণ বলে ভগবৎ-সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। অথবা পূর্ব শ্লোকে ও পর শ্লোকে যে শ্রীহরির স্মরণের কথা আছে, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ যোজনা করিতে হইবে। এই পক্ষে সেই প্রকার এবং অন্যত্র ভাগবতোত্তমত্বের আপেক্ষিকতা অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে পরপর শ্লোকে উক্ত ভাগবতশ্রেষ্ঠের আধিক্য বুঝিতে হইবে। পর পর শ্রেষ্ঠ ক্রম শ্লোকাংশ উল্লেখে দেখান হইতেছে, যথা—'যিনি প্রতিমাতে (শ্রীহরির পূজা করেন, তিনি প্রাকৃত ভক্ত।)' 'যাঁহার জন্মকর্ম দ্বারা (অহংভাবনা হয়, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়)'। '(মমতাস্পদ ধনাদিতে) যাহার স্বকীয় বা পরকীয় বলিয়া জ্ঞান নাই (তিনি উত্তম ভাগবত)'। '(বাসুদেবে আবিষ্ট যে-ব্যক্তির চিত্ত) ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা অর্থ (রূপরসাদি) গ্রহণ করে না (তিনিই ভক্তশ্রেষ্ঠ)।' 'যিনি (হরির স্মৃতি দ্বারা) দেহের (জন্ম মরণ) ও প্রাণের ক্ষুধা প্রভৃতি দ্বারা (বিমুগ্ধ নহেন, তিনিই ভাগবত প্রধান)।' এই ভক্তের (বিষয়াদির) সংস্কার অন্তঃকরণে আছে, কিন্তু ঐ সংস্কার দ্বারা তাঁহার মোহ হয় না—ইহা দ্বারা বুঝা

১ ভা. ১১. ২. ৪৯ ২ ভা. ১১ ২. ৫০
৩ ভা ১১. ২. ৪৬ ৪ ভা. ১১. ২ ৪৭
৫ ভা. ১১. ২. ৪৮ ৬ ভা, ১১. ২. ৫১

নিত্যঃ সর্বগতঃ পূর্ণো ব্যাপকঃ সর্বকারণম্ ।
বেদগুহ্যো গভীরাত্মা নানাশক্ত্যোদয়ো নর ॥

ইত্যাদি ।

স্থানতত্ত্বমতো বক্ষ্যে প্রকৃতেঃ পরমব্যয়ম্ ।
শুদ্ধসত্ত্বময়ং সূর্যচন্দ্র-কোটিসমপ্রভম্ ॥
চিন্তামণিময়ং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ।
আধারং সর্বভূতানাং সর্বপ্রলয়বর্জিতম্ ॥

ইত্যাদি ।

দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ ।
সর্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ ॥
ভবন্তি তাদৃশা বল্ল্যস্তদ্ভবঞ্চাপি তাদৃশম্ ।
গন্ধরূপং স্বাদ্বরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ ॥
হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেদ্ধি তৎ ।
ত্বগ্বীজঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ভবেৎ ॥
সর্বং তদ্ভৌতিকং বিদ্ধি ন হ্যভূতময়ঞ্চ তৎ ।
রসস্য যোগতো ব্রহ্মন্ ভৌতিকং স্বাদুবদ্ভবেৎ ॥
তস্মাৎ সাধ্যো রসো ব্রহ্মন্ রসঃ স্যাদ্ব্যাপকঃ পরঃ ।
রসবদ্ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্যাদ্রসরূপকম্ ॥

ইতি ।

(স্থানতত্ত্ব যথা)—'অনন্তর স্থানতত্ত্ব বলিতেছি—যে-স্থান অব্যয় প্রকৃতির অতীত, শুদ্ধসত্ত্বময়, কোটী সূর্যচন্দ্রতুল্য প্রভাবিশিষ্ট, চিন্তামণিময়, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-লক্ষণ, সর্বভূতের আধার এবং সমস্ত প্রলয় বর্জিত—উহাই শ্রীভগবানের স্থান।'

'হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে সংক্ষেপে দ্রব্যতত্ত্ব বলি তাহাই শ্রবণ কর—সেস্থানে বৃক্ষসকল সর্বভোগপ্রদ কল্পবৃক্ষ তুল্য এবং লতাসকলও তাদৃশ, এবং তদুদ্ভব পুষ্পফলাদি এবং অন্যান্য দ্রব্য সেই প্রকার সুগন্ধি ও সুস্বাদু। হেয় অংশের (ত্বগাদির) অভাব নিবন্ধন দ্রব্য ও পুষ্পাদি রসরূপ, ত্বক্ এবং বীজ হেয়াংশ এবং যাহা কঠিনাংশ, সেই সমস্তকে ভৌতিক বলিয়া জানিবে, তাহা অভৌতিক হইতে পারে না। হে ব্রহ্মন্! রসের যোগে ভৌতিক বস্তু স্বাদুতাযুক্ত হয়, অতএব রস সাধ্য বস্তু। হে ব্রহ্মন্! রস ব্যাপক এবং শ্রেষ্ঠ। রসবিশিষ্ট ভৌতিক দ্রব্য এখানে রসরূপ।'—ইত্যাদি

বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতন্মন্ত্রয়োরিহ।
অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মংস্তত্ত্ববিদ্ভির্বিচারিতঃ ॥

ইত্যাদি।

মরুৎসাগর-সংযোগে তরঙ্গাৎ কণিকা যথা।
জায়ন্তে তৎস্বরূপাশ্চ তদুপাধিসমাবৃতাঃ ॥
আশ্লেষাদুভয়োস্তদ্বদাত্মা নশ্চ সহস্রশঃ।
সঞ্জাতাঃ সর্বতো ব্রহ্মন্ মূর্তামূর্তস্বরূপতঃ ॥

ইত্যাদ্যপি। কিন্তু শ্রীভগবদাবির্ভাবাদিষু স্বস্বোপাসনা-শাস্ত্রানুসারেণাপরোঽপি ভেদঃ কশ্চিজ্জ্ঞেয়ঃ।

জীবনিরূপণঞ্চেদম্। 'ন ঘটত উদ্ভবঃ'১ ইত্যনুসারেণোপাধি-সহিতমেব কৃতম্। নিরুপাধিকন্তু—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণানুসারেণ। তথা—

'দেবতা মন্ত্রের বাচ্য এবং মন্ত্র উহার বাচক। দেবতা ও মন্ত্র অভেদরূপে উক্ত হইয়াছে এবং তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা বিচার করিয়াছেন।' —ইত্যাদি

'বায়ুর সহিত সাগরের সংযোগে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তরঙ্গ হইতে যেমন কণিকাসকল জন্মে, তদ্রূপ হে ব্রহ্মন্। উভয়ের (প্রকৃতি ও পুরুষের) আশ্লেষ হেতু আত্মা হইতে উপাধি সমাবৃত সহস্র সহস্র মূর্ত ও অমূর্তরূপে তাঁহার স্বরূপ সম্যক্‌প্রকারে সঞ্জাত হয়।'—ইত্যাদি। কিন্তু নিজ নিজ উপাসনা শাস্ত্র অনুসারে শ্রীভগবানের আবির্ভাবাদিতে আরও ভেদ আছে জানিতে হইবে।

'(কেবল জড় প্রকৃতি বা কেবল পুরুষ হইতে জীবের) উদ্ভব সম্ভবে না (কিন্তু উভয়ের সংযোগ হইতে)—'এই বচন অনুসারে যে জীবনিরূপণ করা হইয়াছে তাহা উপাধি সহিতই করা হইয়াছে। নিরুপাধি জীব বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে নিরূপিত হইতেছে—

'বিষ্ণুশক্তি পরানামে অভিহিত, ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব অপরা শক্তি, এবং অবিদ্যা কর্ম-

---

১ ভা. ১০. ৮৭. ৩১। পূর্ণ শ্লোক ও ব্যাখ্যা যথা—

ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরজয়ো-
রুভয়যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদ্‌বুদবৎ।

অর্থাৎ কেবল জড়তম অজ প্রকৃতি বা কেবল অধিকারী অজ পুরুষ হইতে প্রাণিসমূহের উদ্ভব সম্ভবে না, কিন্তু বায়ুসহকৃত জল হইতে বুদ্‌বুদের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের সংযোগ হইতে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে জীবের জন্ম নাই, উপাধির জন্মই জীবের জন্ম। অতএব এস্থলে প্রাণাদি উপাধি যুক্ত জীবের উৎপত্তির কথাই বলা হইয়াছে।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ [ভ. গী. ৭. ৫]

ইতি। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"১ ইতি চ গীতানুসারেণ। তথা—

যত্তটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্ বিনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রানুসারেণ জ্ঞেয়ম্। ১১ ॥ ২। হরিযোগেশ্বরো নিমিম্ ॥

[মিশ্রভক্তিসাধকলক্ষণম্]

তদেবমুপদিষ্টা ভাগবতসৎসু মূর্চ্ছিতকষায়াদয়ো মহদ্ভেদাঃ ভাগবতসন্মাত্রভেদাশ্চ। তৎসন্মাত্রভেদেষু 'অর্চায়ামেব হরয়ে'২ ইত্যাদিনা তত্তদ্গুণাবির্ভাব-তারতম্যাল্লব্ধতারতম্যাঃ কতিচিদ্দর্শিতাঃ। অথ সাধনতারতম্যেনাপি তেষাং তারতম্যমাহ পঞ্চভিঃ। তত্রাবরং মিশ্রভক্তি-সাধকমাহ ত্রিভিঃ—

সংজ্ঞাকে অন্য তৃতীয়া শক্তি বলে'।৩

(গীতার শ্লোকে উক্ত হইয়াছে)—'হে মহাবাহো! (অর্জুন!) ইহা ভিন্ন আমার আর একটি জীবস্বরূপ পরা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রকৃতি আছে জানিবে, এবং তাহাই এই জগৎকে ধারণ করিয়া থাকে।'

গীতায় উক্ত হয—'জীবলোকে আমারই অংশ সনাতন জীব।' শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে,—

'স্বসংবেদ্য শ্রীভগবান্ হইতে যে চিদ্রূপ তটস্থতা বিনির্গত হইয়াছে এবং যাহা গুণরাগ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণ দ্বারা রঞ্জিত, তাহাকেই জীব বলে।'৪

ইতি। ১১শ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে নিমিরাজের প্রতি হরিযোগেশ্বরের (উক্তি) ॥

[মিশ্রভক্তির সাধকের লক্ষণ]

সদ্ভক্তগণের মধ্যে মূর্চ্ছিতকষায়াদি মহদ্গণের ভেদ ও ভাগবতগণ মধ্যে সৎমাত্রের ভেদ উপদিষ্ট হইল। সেই সৎমাত্র ভেদমধ্যে 'প্রতিমাতে হরির পূজা'—ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সেই সেই গুণাবির্ভাবের তারতম্যহেতু তারতম্য প্রাপ্ত কতকগুলি ভক্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

১ ভ. গী ১৫. ৭.

২ ভা. ১১. ২. ৪৫

৩ তাৎপর্য—শ্রীভগবানের স্বাভাবিক তিনশক্তি। চিচ্ছক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি অপরা এবং বহিরঙ্গা শক্তি মায়া—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি আর জীবশক্তি। (চৈ. চ. মধ্য, ২০ পরিচ্ছেদ)

৪ সর্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের তটস্থাখ্যা যে শক্তি তাহাকেই জীব বলে।

জিতষড়্‌গুণঃ শোকমোহৌ জরামৃত্যু ক্ষুৎপিপাসে ষড়ূর্ম্ময় এতে জিতা যেন সঃ। অমানী ন মানাকাঙ্ক্ষী। অন্যেভ্যো মানদঃ। কল্যঃ পরবোধনে দক্ষঃ। মৈত্রঃ অবঞ্চকঃ। কারুণিকঃ করুণয়ৈব প্রবর্ত্তমানো ন তু দৃষ্টলোভেন। কবিঃ সম্যক্ জ্ঞানীত্যেষা।

অত্র মচ্ছরণ ইতি বিশেষ্যম্। উত্তরত্র স চ সত্তম ইতি চকারেণ তু পূর্ব্বোক্তো যথা সত্তমঃ তথায়মপি সত্তম ইতি ব্যক্তিরেবমেবম্ভূতো মচ্ছরণঃ সত্তম ইত্যাক্ষিপ্যতে।

[অমিশ্রভক্তি-সাধকলক্ষণম্]

মধ্যমমমিশ্র[১]-সাক্ষাদ্ভক্তিসাধকমাহ—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥২০০ ॥
[ভাঃ ১১।১১।৩২]

টীকা চ—ময়া বেদরূপেণাদিষ্টানপি স্বধর্ম্মান সন্ত্যজ্য যো মাং ভজেৎ সোঽপ্যেবং পূর্ব্বোক্তবৎ সত্তমঃ। কিমজ্ঞানাদ্ নাস্তিক্যাদ্বা ? ন। ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্

'ধৃতিমান্ অর্থে বিপদেও অকৃপণ অর্থাৎ বিপৎকালেও ধৈর্যশালী, 'জিতষড়্‌গুণ' অর্থে শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা—এই ছয়টী উর্মি যিনি জয় করিয়াছেন। 'অমানী' বলিতে মানাকাঙ্ক্ষাশূন্য। মানদ অর্থে অন্যকে মান প্রদান করেন যিনি। 'কল্য' অর্থে অন্যকে বুঝাইতে যিনি পটু, মৈত্র অর্থাৎ অবঞ্চক, কারুণিক বলিতে করুণার দ্বারাই প্রবর্তমান কিন্তু ভোজনাদিতে লোভে প্রবর্তমান নহে। 'কবি' অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানী।—ইত্যাদি টীকা।

এস্থানে "মচ্ছরণ" অর্থাৎ আমার শরণাপন্ন—ইহা বিশেষ্য পদ। তিনি কৃপালু এবং সর্বদেহীর অকৃতদ্রোহ ইত্যাদি সপ্তবিংশতি গুণের অধিকারী হইবেন। পরের শ্লোকে 'এবং তিনি সত্তম',—এই 'এবং' শব্দে বুঝা যাইতেছে—যে পূর্বোক্ত ভক্ত যেমন সত্তম সেই প্রকার ইনিও সত্তম বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ এই প্রকার আমার শরণাপন্ন হইলে তিনিও সত্তম।

[অমিশ্র ভক্তির সাধকের লক্ষণ]

অনন্তর কর্মজ্ঞানাদির অমিশ্র সাক্ষাৎ ভক্তির সাধক মধ্যম সাধুর (অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তিমানের) কথা বলিয়াছেন—

"মৎকর্তৃক আদিষ্ট যে-স্বধর্ম উহা সম্যক্ প্রকারে জানিয়া পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে ভজনা করেন তিনি সাধুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" ২০০॥

টীকা—মৎ কর্তৃক অর্থাৎ বেদরূপে আদিষ্ট উক্ত স্বধর্ম সকলকে সম্যক্ প্রকারে জানিয়া ত্যাগ করিয়া যে আমাকে ভজন করে, সেও এই প্রকার পূর্বোক্ত ভক্তের ন্যায় সাধুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

---

১ 'মধ্যমমিশ্র'—মুদ্রিত পুস্তকে অসাধু পাঠ।

সর্বভূতানাম্'[১] ইত্যাদি শ্রীগীতাদ্বাদশাধ্যায়-প্রকরণমপ্যনুসন্ধেয়ম্। সত্তম ইত্যনেন তদবরত্রাপি সত্তমত্বমপ্যস্তীতি দর্শিতম্। অস্তু তাবৎ সদাচারস্য তদ্ভক্তস্য সত্ত্বম্, অনন্য-দেবতাভক্তত্বমাত্রেণাপি দুরাচারস্যাপি সত্ত্বান্যপর্যায়ং সাধুত্বং বিধীয়তে 'অপি চেৎ সুদুরাচারঃ'[২] ইত্যাদৌ। অত্র সাধুসঙ্গপ্রস্তাবে যত্তাদৃশং লক্ষণং নোত্থাপিতন্তৎ খলু তাদৃশ-সঙ্গস্য ভক্ত্যুন্মুখেঽনুপযুক্ততাভিপ্রায়েণ। যথোক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন—'সঙ্গেন সাধুভক্তানাম্'[৩] ইতি। সাধুরত্র সদাচারঃ। তদেবমীশ্বরবুদ্ধ্যা বিধিমার্গভক্তয়োস্তারতম্যমুক্তম্। তত্রৈবোত্তর-স্যানন্যত্বেন শ্রেষ্ঠত্বং দর্শিতম্। তত্রৈবার্চনমার্গে ত্রিবিধত্বং লভ্যতে পাদ্মোত্তরখণ্ডাৎ। তত্র মহত্ত্বং 'তাপাদিপঞ্চসংস্কারী' ইত্যাদৌ। মধ্যমত্বং —

মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'স চ' এই 'চ'কারের দ্বারা পূর্বকথিত ব্যক্তি সত্তম (সাধুশ্রেষ্ঠ) এবং ইনিও বটে—এই সমুচ্চয়ার্থ। সেই সেই গুণ না থাকিলেও 'সত্তম'—এই কথা দ্বারা পূর্বকথিত ব্যক্তির সহিত পর-কথিত ব্যক্তির সমতা বোধ হইতেছে। অতএব যিনি সেই সেই কৃপালুত্বাদি গুণ লাভ করিয়া ধর্ম ও জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমাকে ভজন করেন, তিনিই পরমসত্তম (পরম সাধু-শ্রেষ্ঠ)। এই প্রকার উল্লেখ দ্বারা পূর্ব হইতে অনন্য ভক্তের আধিক্য দেখান হইল। এস্থানে 'সর্বভূতের যিনি অদ্বেষ্টা' ইত্যাদি শ্রীভগবদ্গীতার দ্বাদশাধ্যায় প্রকরণও অনুসন্ধান করিতে হইবে। 'সত্তম' এই শব্দে তন্নিম্নস্তরের ভক্তেরও সত্তমত্ব (সাধুতমত্ব), এবং অপরের সত্তমত্বও (সাধুতমত্বও) যে আছে তাহা দেখান হইল। সদাচারসম্পন্ন শ্রীভগবদ্ ভক্তের (সাধুত্ব) ত' আছেই। এমন কি অনন্যদেবতা সম্বন্ধী ভক্তি মাত্র কারণে দুরাচারব্যক্তিরও 'সত্তার' অন্যপর্যায়ভূত সাধুত্ব বিহিত হইয়াছে, যথা—'বিশেষ দুরাচার ব্যক্তিও (আমাকে অনন্যভাবে ভজন করিলে সাধু হয়)।' কিন্তু এই সাধুসঙ্গ প্রস্তাবে যে তাদৃশ লক্ষণ উত্থাপিত হয় নাই তাহার নিশ্চিতই এই অভিপ্রায় যে যে-ব্যক্তি ভক্তির উন্মুখ তাহার পক্ষে তাদৃশ ভক্তের সঙ্গ অনুপযুক্ত।[৪] শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় কর্তৃক উক্ত হইয়াছে—'সাধুভক্তের সঙ্গে (শ্রীভগবানে রতি জন্মে)।' এখানে সাধু অর্থে সদাচারশীল। এই প্রকার ঈশ্বরবুদ্ধি দ্বারা বিধিমার্গানুযায়ী দুই প্রকার ভক্তের তারতম্য কথিত হইল। তন্মধ্যে উত্তরোক্ত ভক্তের অনন্যত্ব হেতু শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইল[৫]। পাদ্মোত্তর খণ্ড হইতে অর্চনমার্গের ত্রিবিধত্ব

১ ভ. গী. ১২. ১২

২ ভ. গী. ৯. ৩০

৩ ভা. ৭. ৭. ২৫

৪ তাৎপর্য—যাঁহারা শ্রীভগবানে উন্মুখ হইয়াছেন সাধুভক্তের সঙ্গ না হইলেও তাঁহাদের শ্রীভগবানে নিশ্চলা ভক্তি থাকিবেই। আর মালিন্যাদিবশতঃ যাঁহাদের চিত্ত শ্রীভগবানে উন্মুখ হয় নাই, তাঁহারাই সাধুভক্তের সঙ্গে শ্রীভগবানে উন্মুখ হইয়া থাকেন।

৫ তাৎপর্য—শ্রীভাগবতের ১১. ১১. ২৯—৩১ শ্লোকোক্ত কৃপালুত্বাদিযুক্ত গুণবান্ সত্তম ভক্ত অপেক্ষা শ্রীভাগবতের ১১. ১১ ৩২ শ্লোকোক্ত শুদ্ধ ভক্তিমান্ শ্রেষ্ঠ।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ [ভ. গী. ৭. ৪-৭]

ইতি। প্রধানাখ্যজীবাখ্যনিজশক্তিদ্বারা জগৎকারণত্বম্। তচ্ছক্তিময়ত্বেন জগতস্তদনন্যত্বম্। স্বস্য তু তয়োঃ পরত্বন্তদাশ্রয়ত্বঞ্চ বদন্ নিজজ্ঞানমুপদিষ্টবান্, প্রসঙ্গেন জীবস্বরূপজ্ঞানঞ্চ। স চৈবম্ভূতো জ্ঞানী মৎস্বরূপ-মন্মহিমানুসন্ধানকৃত্বাদ্ জ্ঞানিভক্তার্তভক্তাদীনতিক্রম্য মৎপ্রিয়ো ভবতীত্যপ্যন্তেঽভিহিতবান্—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

স্বরূপ) এই প্রকৃতিই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্বভূতের উৎপত্তি স্থল, অতএব উহাকে জগতের কারণ বলিয়া জানিবে। সুতরাং আমিই এই সপ্রকৃতিক জগতের পরম কারণ ও সংহারকর্তা। হে ধনঞ্জয়! এই জগতের সৃষ্টি ও সংহারের আমা অপেক্ষা পরতর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কারণ অন্য কিছুই নাই। সূত্রে যেমন মণিসমূহ গ্রথিত থাকে তদ্রূপ আমাতেও এই সকল জগৎ গ্রথিত আছে।'

প্রধানাখ্য ও জীবাখ্য নিজশক্তি দ্বারা জগতের কারণত্ব এবং ভগবানের শক্তিময়ত্ব নিবন্ধন তদনন্যত্ব১। নিজের (শ্রীভগবানে প্রধানাখ্য ও জীবাখ্য শক্তি) এই উভয় শক্তি-পরত্ব এবং উভয় শক্তির আশ্রয়ত্ব—ইহা বলিতে গিয়া (ভগবান্) নিজজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে তিনি জীবস্বরূপ জ্ঞানও বলিয়াছেন; এই প্রকার সেই জ্ঞানী আমার (শ্রীভগবানের) স্বরূপ ও মহিমার অনুসন্ধানকারী হয় বলিয়া জ্ঞানী ভক্ত এবং আর্ত ভক্ত প্রভৃতিকে অতিক্রম করিয়া আমার প্রিয় হয়—ইহাও শেষে বলিয়াছেন।

'হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অর্জুন! আর্ত, আত্মজ্ঞানেচ্ছু, (ঐহিক ও পারত্রিক সাধনেচ্ছু), অর্থাভিলাষী ও আত্মজ্ঞানী—এই চতুর্বিধ পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ আমাকে ভজনা করে। তন্মধ্যে যে নিত্যযুক্ত এবং একমাত্র আমাতেই যাহার ভক্তিনিষ্ঠা—সেই জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ; সে আমার ও আমি তাহার একান্ত প্রিয়। উক্ত চতুর্বিধ সকল উপাসক উদার (মহৎ অর্থাৎ মুক্তি লাভের যোগ্য)। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি আমার মতে আমারই আত্মা; যেহেতু সে আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সর্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।'

(সন্দর্ভকার শ্রীভাগবতের ৪. ৭. ৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—) অতএব

১ তাৎপর্য—অর্থাৎ শ্রীভগবানের শক্তি দ্বারাই জগতের সৃষ্ট্যাদি হয়, শ্রীভগবান্ হইতে শক্তির পৃথক্‌রূপে অবস্থিতি নাই, সুতরাং শ্রীভগবান্‌ই জগতের পরম কারণ, এবং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ হেতু সেই শক্তি হইতে জগৎ অনন্য।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥
[ভ. গী. ৭. ১৬-১৮]

ইতি। ততশ্চায়মর্থঃ। যস্ত্বয়ি বিশ্বাত্মন্যাত্মনি জীবানীক্ষেৎ ত্বচ্ছক্তিত্বাদনন্যত্বেনৈব জানাতি ন তু পৃথক্ স্বতন্ত্রত্বেনেক্ষেত, অমুত অমুষ্মাদ্ যদ্যপি তে প্রেয়ান্নাস্তি তথাপি হে বৎসল হে ভৃত্যপ্রিয় ভৃত্যেশভাবেন যে ভজন্তি তেষাং যানন্যা বৃত্তিরব্যভিচারিণী নিজা ভক্তিস্তয়ৈবানুগৃহাণ। প্রস্তুতত্বেনাস্মান্ জ্ঞানিভক্তানিতি লভ্যত ইতি। অথ মূলপদ্যে জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বেত্যত্র জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্হেয়োপাদেয়ত্বং নিষিদ্ধম্। ভক্ততমা ইত্যত্র পূর্ববাক্যস্থ-সৎপদমতিক্রম্য বিশেষতো ভক্তপদনির্দেশাদ্ভক্তেঃ স্বরূপাধিক্যমত্রৈব বিবক্ষিতম্। তে মে মতা ইত্যত্র মম তু বিশিষ্টা সম্মতিরত্রৈবেতি সূচিতমীদৃশানুক্তচরত্বাৎ। অত এব

এই প্রকার অর্থ—যে-ব্যক্তি তোমাতে বিশ্বাত্মরূপে আত্মাকে অর্থাৎ জীবসকলকে দেখে অর্থাৎ তোমার (শ্রীভগবানের) শক্তিত্বহেতু উহাকে অন্যরূপেই জানে কিন্তু পৃথক্ বা স্বতন্ত্ররূপে দেখে না—সেইরূপ ব্যক্তি অপেক্ষা যদিও তোমার প্রিয়তম নাই, তথাপি হে বৎসল, হে ভৃত্যপ্রিয়, যাহারা ভৃত্যর ঈশ্বরভাবে তোমাকে ভজনা করে, তাহাদের যে অনন্যা বৃত্তি অর্থাৎ অব্যভিচারিণী নিজভক্তি, তাহা দ্বারাই তাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ কর। এখানে জ্ঞানী ভক্তের কথাই আরম্ভ হইয়াছে, এই কারণেই প্রস্তাব অনুসারে 'আমরা জ্ঞানিভক্ত, আমাদিগকে অনুগ্রহ কর' ইহাই পাওয়া যাইতেছে। মূল পদ্যে (অর্থাৎ শ্রীভাগবতে) 'জানিয়া অথবা না জানিয়া (ভজন করে)'—এই শ্লোকে জ্ঞান ও অজ্ঞান সম্বন্ধে উহাদের যথাক্রমে হেয়ত্ব ও উপাদেয়ত্ব নিষিদ্ধ হইল।[1] 'তাহারা ভক্তশ্রেষ্ঠ'—এই বাক্যে পূর্ববাক্যস্থ 'সৎ' পদকে অতিক্রম করিয়া বিশেষ প্রকারে 'ভক্ত' পদের নির্দেশ থাকায় ভক্তির স্বরূপাধিক্যই এইস্থলে বলা হইল[2]। 'তাহারা আমার সম্মত'—এস্থলেও আমার (শ্রীভগবানের) যে ইহাতে বিশেষ সম্মতি আছে তাহাই সূচিত হইল; ঈদৃশ সম্মতি পূর্বে উক্ত হয় নাই। অতএব এই প্রকরণ প্রাপ্ত যে একবচন (পূর্বপূর্ব শ্লোকে 'তিনি সত্তম' ইত্যাদি ভাবে যে একবচন) উহা ত্যাগ করিয়া 'তাহারা ভক্ততম' এস্থলে গৌরবে বহুবচন নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব তদ্ভাবসিদ্ধ প্রেমবান্ ব্যক্তিগণের বিষয় আর কি বলিব ? (অর্থাৎ

১ তাৎপর্য—জানিয়া যে শ্রীভগবদ্ ভজন উহা উপাদেয়, আর না জানিয়া যে ভজন উহা হেয়—এ প্রকার বুঝিতে হইবে না। শ্রীভগবানের মাধুর্যাদি জানিয়াই হউক বা না জানিয়াই হউক অনন্য ভাবে ভজন করিলেই ভক্তশ্রেষ্ঠ হওয়া যায়।

২ তাৎপর্য—ভক্ত বলিতে ভক্তি যাহার আছে তাহার নাম ভক্ত। এখানে ভক্তপদ প্রয়োগ করায় ভক্তির স্বরূপাধিক্যই বক্তার (শ্রীভগবানের) অভিপ্রেত।

প্রকরণপ্রাপ্তমেকবচননির্দেশমপ্যতিক্রম্য গৌরবেণৈব যে ত ইতি বহুবচনং নির্দিষ্টম্। ততঃ কিমুত তদ্ভাবসিদ্ধপ্রেমাণ ইতি ভাবঃ। এষাং ভাবভজনবিবৃত্তিরগ্রে রাগানুগাকথনে জ্ঞেয়া। ১১।১১। শ্রীভগবান্ ॥

[বৈষ্ণবানাং ভেদনির্দেশঃ]

এতে হি বৈষ্ণবাঃ[১] সন্তো মহত্ত্বেন সন্মাত্রত্বেন চ বিভিদ্য নির্দিষ্টাঃ। সন্মাত্রভেদে তারতম্যঞ্চাত্র যদবিবিক্তং তদ্ভক্তিভেদনিরূপণে পুরতো বিবেচনীয়ম্। অন্যে তু স্বগোষ্ঠ্যপেক্ষয়া বৈষ্ণবাঃ। তত্র কর্মিষু তদপেক্ষয়া যথা স্কান্দে মার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদে—

ধর্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনম্।
পচনং বিপ্রমুখ্যার্থং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ।

ইত্যাদি। অত্র শ্রীবিষ্ণোরাজ্ঞাবুদ্ধ্যৈব তত্তৎ ক্রিয়ত ইতি বৈষ্ণবপদেন গম্যতে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ—

দাস্য সখ্যাদিভাবে যাঁহারা প্রেমলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা বলিবার কি আছে)? ভক্তগণের ভক্তিভাবমূলক ভজনের বিবরণ পরে রাগানুগা কথন প্রকরণে জানিতে হইবে। ইতি ১১শ স্কন্ধের ১১শ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

[বৈষ্ণবগণের ভেদ নির্দেশ]

এই বৈষ্ণবগণ কোথাও মহদ্রূপে এবং কোথাও সৎমাত্ররূপে বিশেষ ভেদে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। সৎমাত্র ভেদ বিষয়ে যে তারতম্য তাহা এখানে বিশেষরূপে বিবেচিত না হইলেও ভক্তিভেদ নিরূপণ প্রসঙ্গে উহা পরে বিবেচিত হইবে। অপর, নিজ নিজ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় অপেক্ষা করিয়া অন্য বৈষ্ণবসকলের উল্লেখ হইয়াছে। এবং উহাতে কর্মিগণের মধ্যে কর্মকে অপেক্ষা করিয়া স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদে বৈষ্ণব নির্দিষ্ট হইয়াছেন, যথা—

'যাঁহাদের ধর্মার্থে জীবন, এবং সন্তানার্থে মৈথুন, বিপ্রশ্রেষ্ঠের জন্য পাক, সেই মনুষ্যসকলকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে'—ইত্যাদি।

এখানে শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞাবুদ্ধি দ্বারাই যে সেই সেই কার্য তাঁহারা করেন—ইহা বৈষ্ণবপদের[২] দ্বারা বুঝা যাইতেছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে—

১ 'তত্র তে বৈষ্ণবাঃ'··মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ বৈষ্ণব বলিতে 'বিষ্ণোরয়ম্' বিষ্ণুর ইনি। এই অর্থে বৈষ্ণব পদ সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি বিষ্ণুর অধীন তিনিই বৈষ্ণব। শাস্ত্রে যে ভগবানের আজ্ঞা আছে সেই আজ্ঞাপালন নিমিত্তই বৈষ্ণবগণের ধর্মাদির আচরণ, কোন কামনার জন্য নহে।

ইতি। তদেবমেষাং বহুভেদেষু সৎসু তেষামেব প্রভাবতারতম্যেন কৃপাতারতম্যেন ভক্তিবাসনাতারতম্যেন সৎসঙ্গাৎ কালশৈঘ্র্যস্বরূপ-বৈশিষ্ট্যাভ্যাং ভক্তিরুদয়তে। এবং জ্ঞানিসঙ্গাচ্চ জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্। অত্র যদ্যপ্যকিঞ্চনা ভক্তিরেবাভিধেয়েতি তৎকারণত্বেন তদ্ভক্তসঙ্গ এবাভিধেয়ে ভক্তোঽপি স এব লক্ষয়িতব্যস্তথাপি তৎপরীক্ষার্থমেব তত্তদনুবাদঃ ক্রিয়তে। তত্র প্রথমস্তাবৎ তত্তৎসঙ্গাজ্জাতেন তত্তচ্ছ্রদ্ধা-তত্তৎকথারুচ্যাদিনা জাতভগবৎ-সাম্মুখ্যস্য তত্তদনুষঙ্গেনৈব তত্তদ্ভজনীয়ে ভগবদাবির্ভাববিশেষে তত্তদ্ভজন-মার্গবিশেষে চ রুচির্জায়তে। ততশ্চ বিশেষবুভুৎসায়াং সত্যান্তেষ্বেকতোঽনেকতো বা শ্রীগুরুত্বেনাশ্রিতাচ্ছ্রবণং ক্রিয়তে। তচ্চোপক্রমোপসংহারাদিভিরর্থাবধারণং পুনশ্চাসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনা-বিশেষবতা স্বয়ন্তদ্বিচাররূপং মননমপি ক্রিয়তে, ততো ভগবতঃ সর্বস্মিন্নেবাবির্ভাবে তথাবিধোঽসৌ সদা সর্বত্র বিরাজত ইত্যেবং রূপা শ্রদ্ধা জায়তে। তত্রৈকস্মিংস্তনয়া

এই প্রকারে বৈষ্ণবগণের অনেক প্রকার ভেদ আছে এবং বৈষ্ণবগণেরই প্রভাব তারতম্য দ্বারা, ভক্তিবাসনা তারতম্য দ্বারা এবং শ্রীভগবানের কৃপাতারতম্য দ্বারা সৎসঙ্গ হেতু কালের শীঘ্রতা ও স্বরূপ বৈশিষ্ট্যে ভক্তির উদয় হয়।১ এই প্রকার জ্ঞানীর সঙ্গে জ্ঞানের উদয় হয় ইহাই বুঝিতে হইবে। এস্থানে যদিও অকিঞ্চনা ভক্তিই অভিধেয় (অর্থাৎ প্রতিপাদ্য) ও তাহার কারণরূপে শ্রীভগবানের ভক্তগণের সঙ্গও (প্রতিপাদ্য) বলিয়া সেই ভক্তও লক্ষিত হইবার যোগ্য; তথাপি সম্যক্ বিবেচন উদ্দেশে সেই সেই ভক্তের পুনরুল্লেখ করা হইতেছে মাত্র। প্রথমতঃ তাদৃশ ভক্তসঙ্গ হইতে জাত (যিনি যে প্রকার উপাসক হইবেন) সেই সেই বিষয়ে যে-শ্রদ্ধা তাহা দ্বারা তত্তৎ কথাতে রুচি প্রভৃতি জন্মে, ও তাহা দ্বারা শ্রীভগবানের সাম্মুখ্য লাভ হয় এবং তাহার সেই অনুষঙ্গের দ্বারা ভজনীয় শ্রীভগবানের আবির্ভাববিশেষে (অর্থাৎ ব্রহ্ম পরমাত্মাদি আবির্ভাবে), এবং সেই সেই ভজনপথ বিশেষে রুচি জন্মে। তদনন্তর ভজনবিষয়ে বিশেষ বুঝিবার বাসনা হইলে সেই ভক্তগণের মধ্যে একজন অথবা বহুজনকে গুরুরূপে আশ্রয় করিয়া তাহার নিকট হইতে শ্রবণ করা হয়। উপক্রম উপসংহারাদি দ্বারা অর্থের অবধারণ করার নাম শ্রবণ। শ্রবণান্তে পুনর্বার অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা বিশেষ উপস্থিত হয় বলিয়া সেই ব্যক্তি নিজে তাহার বিচাররূপ মনন (চিন্তা) করে। তদনন্তর শ্রীভগবানের সমস্ত আবির্ভাবে 'এই ভগবান তথাবিধ হইয়া সকল সময়ে সর্বত্র বিরাজিত' এই প্রকার তাহার শ্রদ্ধা জন্মে। তাঁহার বহু আবির্ভাব মধ্যে এক আবির্ভাবে প্রথমজাত রুচির

১ যাঁহাদের যে প্রকার প্রভাব উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহাদের যে প্রকার ভক্তির সংস্কার অন্তঃকরণে আছে, ও যিনি যে প্রকার শ্রীভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সৎসঙ্গ হেতু যাঁহারা শীঘ্র শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন, ও ভক্তির বিশিষ্টতা (অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা) যেরূপ বোধ করিয়াছেন—ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকারে সেই সেই বৈষ্ণবগণের কাহারও অধিক ও কাহারও অল্প ভক্তি প্রকাশিত হয়।

রুচিরপ্রধানমার্গ এব শ্রেয়ান্, নাজাতরুচীনামিব বিচারপ্রধানঃ। যথোক্তং প্রহ্লাদেন—

নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয় যে
সর্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্যাঃ।
আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বা-
মেবং বিমৃশ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ॥
তত্তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতি-কর্মপূজাঃ
কর্মস্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত॥

[ভা. ৭. ৯. ৪৮-৪৯]

ইতি। কর্ম পরিচর্যা। কর্মস্মৃতির্লীলাস্মরণম্। চরণয়োরিতি সর্বত্রান্বিতং ভক্তিব্যঞ্জকম্।

তদেতদুভয়স্মিন্নপি তদ্ভজনবিধি-শিক্ষাগুরুঃ প্রাক্তনঃ শ্রবণগুরুরেব ভবতি তথাবিধস্য প্রাপ্তত্বাৎ। প্রাক্তনানাং বহুত্বেঽপি প্রায়স্তেষ্বেবান্যতরোঽভিরুচিতঃ। পূর্বস্মাদেব হেতোঃ—শ্রীমন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব, নিষেৎস্যমানত্বাদ্বহূনাম্। অথাত্র প্রমাণানি। তত্র

কথা হয়)' ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইবে। এবং যাঁহারা প্রীতিরূপা ভক্তি ইচ্ছা করেন তাঁহাদের রুচিপ্রধান পথই মঙ্গলকর। অজাত-রুচি ব্যক্তিগণের ন্যায় বিচারপ্রধান পথ (তাহাদের মঙ্গলকর) নহে। তাহাই প্রহ্লাদ কর্তৃক কথিত হইযাছে, যথা—

'এই (গুণাধিষ্ঠাতৃ) দেবগণ, গুণিগণ, মহদাদি মনঃ প্রভৃতি, দেব ও মনুষ্যগণ যাঁহারা আদি ও অন্তবিশিষ্ট (অর্থাৎ জড়োপাধিক তাহারা নিরুপাধি-স্বভাব) আপনাকে জানিতে পারে না। এই কারণে সুধীগণ বিচারপূর্বক অধ্যয়নাদি হইতে বিরত হইয়া সমাধিযোগে আপনার উপাসনা করেন। অতএব হে পূজ্যতম! ভবদীয় চরণের নমস্কার, স্তব, কর্ম, পূজন, কর্মস্মৃতি ও কথাশ্রবণ—এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতীত লোকে পরমহংসগণের গতিস্বরূপ আপনাতে কি প্রকারে ভক্তিলাভ করিবে?'

কর্ম অর্থে পরিচর্যা, কর্মস্মৃতি অর্থে লীলাস্মরণ। 'চরণদ্বয়ের'—এই শব্দটীর সর্বত্র অন্বয় হওয়ায় উহা ভক্তির প্রকাশক।

উভয় ভজনপথেও (জ্ঞানী ও রুচিপ্রধান উপাসকের) পূর্বতন শ্রবণগুরুই ভজনবিধি শিক্ষা বিষয়ে গুরু হইবেন, যেহেতু সেই প্রকার উক্ত হইয়াছে, শিক্ষাগুরু বহু হইলেও তাহার মধ্যে অন্যতর গুরু অভিরুচিত হন; কেন না এ বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে—মন্ত্রগুরু একজনই, বহু মন্ত্রগুরু শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। সেই বিষয়ে প্রমাণ পরে বলা হইবে।

তদাবির্ভাববিশেষে রুচিঃ—“মহাপুরুষমভ্যর্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ”[১] ইত্যাদৌ শ্রীমদা-বির্হোত্রাদিনাভিপ্রেতা। ভজনবিশেষরুচিশ্চ—

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চয়েৎ ॥ [ভা. ১১. ২৭. ৭.]

ইত্যাদৌ শ্রীভগবতাভিপ্রেতা।

[শ্রবণগুরুনির্দেশঃ]

অথ শ্রবণগুরুমাহ —

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ ২০২ ॥
[ভা. ১১. ৩. ২২]

শাব্দে ব্রহ্মণি বেদে বিচারতাৎপর্য্যেণ, পরে ব্রহ্মণি ভগবদাদি-রূপাবির্ভাবেঽপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতস্তথৈব নিষ্ঠাং প্রাপ্তম্। যথোক্তং শ্রীপুরঞ্জনোপাখ্যানোপসংহারে শ্রীনারদেন—

‘নিজের অভিমতানুসারে মহাপুরুষের মূর্তিবিশেষকে অর্চনা করিবে’ এই বাক্য দ্বারা ভাগবতে শ্রীআবির্হোত্র যোগীন্দ্র কর্তৃক শ্রীভগবানের আবির্ভাববিশেষে রুচি প্রকাশ পাইতেছে। এবং ভজনবিশেষে রুচি, যথা—

‘আমার পূজা তিন প্রকার—বৈদিক, তান্ত্রিক ও তদুভয় মিশ্র। এই তিনের মধ্যে যে-বিধি যাহার ঈপ্সীত, সে তাহা দ্বারাই আমার পূজা করিবে।’

এই বচনে রুচি শ্রীভগবান্ কর্তৃক অভিপ্রেত।

[শ্রবণগুরু নির্দেশ]

অনন্তর শ্রবণগুরু কি প্রকার হইবেন তাহাই বলিতেছেন—

“শ্রেয়োজিজ্ঞাসু ব্যক্তি (বিষয়ভোগের অসারত্ব হেতু), শব্দব্রহ্ম (বেদ) ও ন্যায়ানুগ ব্যাখ্যায় পটু এবং পরব্রহ্মে শ্রীভগবানে নিষ্ঠাবান্ ও ক্রোধলোভাদির অবশীভূত—এমন গুরুর শরণ গ্রহণ করিবে।” ২০২ ॥

যিনি শাব্দব্রহ্মে অর্থাৎ বেদে তাৎপর্য বিচারের দ্বারা এবং পরব্রহ্মে অর্থাৎ ভগবদাবির্ভাব রূপে প্রত্যক্ষানুভব দ্বারা কুশলতা লাভ করিয়াছেন এবং সেই প্রকার নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, তাঁহাকেই গুরু করিবে। পুরঞ্জন উপাখ্যানের উপসংহারে নারদ কর্তৃক (প্রাচীনবর্হি রাজার প্রতি)

১ ভা ১১. ৩. ৪৯

ইতি। এবম্ভূতগুরোরভাবাদ্ যুক্তিভেদবুভুৎসয়া বহূনপ্যাশ্রয়ন্তে কেচিৎ। যথা—

ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ॥ ২০৩॥

[ভা. ১১. ৯. ৩১]

স্পষ্টম্। ১১॥ ৯। শ্রীদত্তাত্রেয়ো যদুম্॥

[শ্রবণমননাদিকম্]

তত্র রুচিপ্রধানানাং শ্রবণাদিকম্—

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ॥ [ভা. ১. ৫ ২৬]
ইত্যাদ্যুক্ত প্রকারম্।

বিচারপ্রধানানাং শ্রবণং যথা চতুঃশ্লোক্যাদীনাম্[১]। মননং যথা—'ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন'[২] ইত্যাদৌ।

"নিশ্চয়ই এক গুরুর নিকট হইতে সুস্থির সুস্পষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয়না, যেহেতু ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।" ২০৩॥
ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি ১১শ স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ে যদুরাজের শ্রীদত্তাত্রেয়ের প্রতি উক্তি॥

[শ্রবণ মনন ইত্যাদি]

রুচিপ্রধান উপাসকগণের শ্রবণাদি যথা—

'(ঋষিগণ) সেই স্থানে প্রতিদিনই শ্রীনন্দনন্দনের মনোহর জন্মাদিলীলা গান করিতেন। আমি তাঁহাদের কৃপায় তৎসমস্তই শুনিতে পাইতাম। হে পরাশরনন্দন। সেই পবিত্র শ্রীভগবৎকথার প্রত্যেক পদ শ্রদ্ধাসহকারে শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি উৎপন্ন হইয়াছিল।'[৩]

বিচারপ্রধান উপাসকগণের[৪] শ্রবণাদি সম্বন্ধে (শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধের 'জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে' ইত্যাদি) চতুঃশ্লোকীতে উল্লেখ আছে। (বিচারপ্রধান উপাসকগণের-) মনন যথা—'ভগবান্ একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদ বিচার করিয়া (কিসে ভগবানের রতি হয় তাহা স্থির করেন্)।'

---

১ ভা ২. ৯. ৩০-৩৩

২ ভা. ২. ২. ৩৪। পূর্বে ২৯ অঙ্ক দ্রষ্টব্য।

৩ তাৎপর্য—যেমন দেবর্ষিনারদের পূর্বজন্মে শ্রদ্ধা পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণে রতি হইয়াছিল, তদ্রূপ রুচিপ্রধান উপাসকগণের শ্রীকৃষ্ণে রতি হইয়া থাকে - ইহাই এস্থলে দেখান হইল।

৪ তাৎপর্য—রুচিপ্রধান উপাসকগণের সাধু মুখে শ্রীভগবানের রূপগুণলীলাদি শ্রবণ করিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হওয়ায় শ্রীভগবানে রতি জন্মে, তাহাদের বিচারাদির কোন অপেক্ষা নাই। কিন্তু বিচারপ্রধান উপাসকগণের সাধুগণের

অথ তজ্জাতা ভগবতি শ্রদ্ধা, যথা—

অস্তি যজ্ঞপতির্নাম কেষাঞ্চিদর্হসত্তমাঃ।
ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবত্যঃ ক্বচিদ্ভুবঃ॥
মনোরুত্তানপাদস্য ধ্রুবস্যাপি মহীপতেঃ।
প্রিয়ব্রতস্য রাজর্ষেরঙ্গস্যাস্মৎপিতুঃ পিতুঃ॥
ঈদৃশানামথান্যেষামজস্য চ ভবস্য চ।
প্রহ্লাদস্য বলেশ্চাপি কৃত্যমস্তি গদাভৃতা॥
দৌহিত্রাদীনৃতে মৃত্যোঃ শোচ্যান্ ধর্মবিমোহিতান্।
বর্গস্বর্গাপবর্গাণাং প্রায়েণৈকাত্ম্যহেতুনা॥ ২০৪॥

[ভা. ৪. ২১. ২৫-২৮]

হে অহসত্তমাঃ[১] যজ্ঞপতির্নাম সর্বকর্মফলদাতৃত্বেন শ্রুতিপ্রতিপাদিতঃ পরমেশ্বরঃ

অনন্তর মননজন্য ভগবানে শ্রদ্ধা, যথা—

"(পৃথুরাজ যজ্ঞস্থলে সভাস্থ ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি প্রভৃতিকে বলিয়াছিলেন)—হে পূজ্যতমগণ! কতিপয় ব্যক্তির মতে যজ্ঞপতি নামে একজন পরমেশ্বর আছেন এবং কাহার কাহারও মতে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই কান্তিময় ভোগভূমি শরীরসকল দৃশ্য হইয়া থাকে।[২] মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, প্রিয়ব্রত ও আমাদের পিতামহ (অঙ্গরাজ)—এই সকলের এবং ঈদৃশ ব্যক্তিগণের এবং অজ, ভব, প্রহ্লাদ ও বলি—ইহাদের পক্ষে গদাভৃৎ (পরমেশ্বর) কর্তৃক কৃত্য নিরূপিত আছে (অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়েও শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা কার্য সম্পাদন করেন, সুতরাং তাঁহারাও পরমেশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন)। কেবল মৃত্যুর দৌহিত্র বেণ প্রভৃতি কতকগুলি ধর্মবিমোহিত লোক, যাহাদের জন্য শোক করিতে হয়—তাহারা উহা অস্বীকার করে। ত্রিবর্গ (ধর্ম অর্থ ও কাম); স্বর্গ (ধর্মের ফল) এবং মোক্ষ—এই তিনের পরস্পর একাত্মতা দৃষ্ট হইতেছে।" ২০৪॥

(কর্ম কর্তব্য, কিন্তু বাসুদেবে কর্মার্পণ করা উচিত নহে—এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য পৃথুরাজ বলিতেছেন)—হে পূজ্যতমগণ! (শ্রুতির অর্থতত্ত্ব যাঁহারা জানেন তাঁহাদের মতে) যজ্ঞপতি

মুখোচ্চারিত তত্ত্ববিচার শ্রবণ করিলে শ্রীভগবানে শ্রদ্ধা জন্মে। তাহাদের পক্ষে কারণ ও কার্যাদি নিরূপণ করিয়া বিচার পূর্বক দেখান হইয়াছে যে শ্রীভগবান্ই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কর্তা, তিনি ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব থাকে না, সর্বত্রই তাঁহার সত্তা—ইত্যাদি নির্দেশে শ্রীভগবান্ই যে ভজনীয় ইহা নিরূপিত হইয়াছে।

১ 'অর্হতমাঃ'—মুদ্রিত পুস্তকে।

২ পরমেশ্বর ও ভোগভূমি দেহ যখন আছে এবং তন্নিবন্ধন কর্ম যখন কর্তব্য, তখন উহা ঈশ্বরে সমর্পণ করাই উচিৎ।

কেষাঞ্চিৎ শ্রুত্যর্থতত্ত্ববিজ্ঞানাং মতে তাবদস্তি, তথাপি বিপ্রতিপত্তের্ন তৎসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য তত্র জগদ্বৈচিত্র্যান্যথানুপপত্তি-প্রমাণমপ্যুপোদ্বলকমিত্যাহ। ইহ প্রত্যক্ষেণামুত্রশাস্ত্রেণ তদ্বদিত্যনুমানেন চ জ্যোৎস্নাবত্যঃ কান্তিমত্যো ভুবো ভোগভূময়ো দেহাশ্চ ক্বচিদেবোপলভ্যন্তে ন সর্বত্রেত্যয়ম্ভাবঃ। ন তাবজ্জড়স্য কর্মণস্তত্তৎফলদাতৃত্বং ঘটতে 'ফলমত উপপত্তেঃ'১ ইতি ন্যায়াৎ। ন চার্বাগ্‌দেবতানাং স্বাতন্ত্র্যমন্তর্যামিশ্রুতেঃ। ন চ কর্মসাম্যে ফলতারতম্যং, ক্বচিচ্চ তদসিদ্ধিঃ সম্ভবতি। অতঃ স্বতন্ত্রেণ পরমেশ্বরেণ ভাব্যম্। অত্র বিদ্বদনুভবোঽপি প্রমাণমিত্যাহ মনোরিতি ত্রিভিঃ। অস্মৎপিতামহস্যাঙ্গস্য। প্রহ্লাদবলী তদানীং শাস্ত্রাদেব জ্ঞাত্বা গণিতৌ। গদাভৃতা পরমেশ্বরেণ কৃত্যমস্তি হৃদয়ে বহিরপ্যাবির্ভূয় তেষাং মুহুঃ

পরমেশ্বর সকল কর্মের ফলদাতা বলিয়া শ্রুতিতে প্রতিপাদিত, তথাপি বিপ্রতিপত্তি হেতু (অর্থাৎ বিরুদ্ধ মত থাকায়) পরমেশ্বরের সিদ্ধি হয় না—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, জগতের বিচিত্রতারূপ 'অন্যথানুপপত্তি'২ প্রমাণই পরমেশ্বরের সাধক। তাহাই বলিতেছেন—ইহকাল প্রত্যক্ষবশতঃ, এবং পরকাল অনুমানবশতঃ যেরূপ উপলব্ধ হয়, তদ্রূপ ইহকালের বৈচিত্র্যের ন্যায় পরকালেও কান্তিময় জগৎ ও ভোগভূমি দেহসকল কোন স্থানে দৃশ্য হয়, সর্বত্র হয় না—ইহাই ভাব। 'পরমেশ্বর হইতে কর্মফল পাওয়া যায়'—(এই উপপত্তি হেতু জড় কর্মাদি ফলদানে সমর্থ নহে)--এই ন্যায়ানুসারে জড়কর্মের কখনও ফলদাতৃত্ব হইতে পারে না। 'তিনি অন্তর্যামী' এই শ্রুতিহেতু দেবতাদিগেরও স্বতন্ত্রতা নাই। কর্মসাম্যে ফলের তারতম্য হইতে পারে না, আবার কোথাও কর্মের অনুষ্ঠানেও ফললাভ নাই। অতএব স্বতন্ত্র ঈশ্বর যে একজন আছেন তাহাই সিদ্ধ হইবে। এ বিষয়ে বিদ্বান্‌গণের অনুভবই প্রমাণ। 'মনু প্রভৃতি'—এই তিনশ্লোকে তাহাই বলা হইল। উক্ত শ্লোকে 'আমাদের পিতামহ অঙ্গরাজ। প্রহ্লাদ ও বলি এই সকলের উল্লেখ প্রসঙ্গে যে প্রহ্লাদ ও বলির কথা বলা হইয়াছে তাহা শাস্ত্র হইতে জানিয়া একসঙ্গে গণনা করা হইয়াছে, (অর্থাৎ পৃথুরাজার পূর্বে প্রহ্লাদ ও বলি হন্ নাই সত্য, কিন্তু শাস্ত্রে তাহাদের নাম দেখিয়া মনু প্রভৃতির সঙ্গে উঁহাদের গণনা করা হইয়াছে)। গদাভৃৎ পরমেশ্বরের যে কর্তব্য আছে তাহা হইতে বুঝা যায় অন্তরে ও বাহিরে আবির্ভূত হইয়া পরমেশ্বর তাঁহাদের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং পরমেশ্বর কর্তৃক যাহা করণীয় তাহা তাঁহাদেরও আছে। অথবা মনু প্রভৃতিরই পরমেশ্বরের সহিত একসঙ্গে কৃত্য

১ বে. দ. ৩. ২. ৩৮

২ অন্যথানুপপত্তি প্রমাণ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ এই প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন। "পীনোঽয়ং বটুর্দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে" স্থূল এই ব্রাহ্মণবালক দিবাতে ভোজন করে না—যেহেতু ভোজন ব্যতীত ব্রাহ্মণবালকের পীনত্বের অনুপপত্তি, সুতরাং ব্রাহ্মণবালক যে রাত্রিতে ভোজন করে ইহাই বুঝায়। এস্থলেও তদ্রূপ অন্যথানুপপত্তি প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইতেছে, জগতের বিচিত্রতারূপ অন্যথানুপপত্তি প্রমাণই পরমেশ্বরের সাধক। এক প্রকার কর্মে কাহারও এই প্রকার, কাহারও নানা প্রকার ফল হয়—সুতরাং সেই সেই ফলদাতা একজন পরমেশ্বর আছেন। অন্যথা এই বিচিত্রতা থাকে না।

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা সরিৎ ॥
বিনির্ধূতাশেষমনোমলঃ পুমা-
নসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষ-বীর্যবান্।
যদঙ্ঘ্রিমূলে কৃতকেতনঃ পুন-
র্ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে ॥ ২০৫ ॥

[ভা. ৪. ২১. ৩৯-৪০]

তপস্বিনাং সংসারতপ্তানাম্। তৎপাদ-সম্বন্ধস্যৈবেষ মহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ যথেতি। অসঙ্গস্ততোঽন্যত্রানাসক্তিস্তেন বিজ্ঞানবিশেষো ভগবতো নানাবির্ভাবস্তাত্তেষাং মধ্যে কস্যাপ্যাবির্ভাবস্য সাক্ষাৎকারস্তদেব বীর্যং বিদ্যতে যস্য সঃ। যস্যাঙ্ঘ্রিমূলে কৃতাশ্রমঃ সন্। ৪॥ ২১। শ্রীপৃথুরাজঃ সভ্যান্ ॥

[মন্ত্রগুরু-শিক্ষাগুর্বোর্নিরূপণম্]

অথ শ্রবণগুরু-ভজনশিক্ষাগুর্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি তথৈবেত্যাহ—

(সংসারতাপে তাপিত জীবগণের) বহুজন্মকৃত মনের মলিনতা দূর করে, পুরুষের মানসিক অশেষ মালিন্য তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয় ও অসঙ্গরূপ বৈরাগ্য দ্বারা বিজ্ঞান বিশেষ অর্জিত হওয়ায় সাক্ষাৎকার রূপ বীর্য লাভ হইয়া থাকে, তাঁহার চরণমূল আশ্রয় করিলে পুনরায় ক্লেশদায়ক সংসার প্রাপ্ত হইতে হয় না।" ২০৫ ॥

'তপস্বিগণ' অর্থে সংসারতাপ-প্রাপ্ত ব্যক্তি সকল। তাঁহার (শ্রীভগবানের) পাদপদ্ম সম্বন্ধেরই এই মহিমা- ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন—যেমন (পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা) গঙ্গা। 'অসঙ্গ' অর্থে (শ্রীভগবান্ হইতে) অন্যত্র অনাসক্তি, তাহা দ্বারা অর্জিত বিজ্ঞানবিশেষ অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে নানাপ্রকার আবির্ভাব আছে, তাহার মধ্যে কোন আবির্ভাবের সাক্ষাৎকার; এবং সাক্ষাৎকার রূপ যে-বীর্য (প্রভাব) যাহার বিদ্যমান আছে—তিনিই অসঙ্গ-বিজ্ঞান বিশেষ বীর্যের অধিকারী। যাহার চরণারবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিলে (পুনর্বার এই সংসার প্রাপ্ত হইতে হয় না, অতএব তাঁহাকেই ভজন কর)। ইতি ৪র্থ স্কন্ধে ২১তম অধ্যায়ে পৃথুরাজ কর্তৃক সভ্যগণের প্রতি উপদেশ ॥

[মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে নির্দেশ]

অনন্তর, শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুর প্রায়ই যে একত্ব—সেই প্রকারই বলিতেছেন—

ইতি ব্রহ্মবৈবর্তাদৌ তত্ত্যাগনিষেধাৎ। তদপরিতোষেণাপ্যন্যো গুরুঃ ক্রিয়তে ততোঽনেকগুরুকরণে পূর্বত্যাগ এব সিদ্ধঃ। এতচ্চাপবাদ-বচনদ্বারাপি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বোধিতম্—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ[১] ॥

ইতি। ১১ ॥ ৩। শ্রীআবির্হোত্রো নিমিম্ ॥

তত্র শ্রবণগুরু-সংসর্গেণৈব শাস্ত্রীয়বিজ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ নান্যথেত্যাহ—

আচার্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যা সন্ধিঃ সুখাবহঃ ॥ ২০৮ ॥

[ভা. ১১. ১০. ১২]

আদ্যোঽধরঃ। তৎসন্ধানস্তয়োর্মধ্যমং মন্থনকাষ্ঠং প্রবচনমুপদেশঃ। বিদ্যা শাস্ত্রোক্তজ্ঞানম্ সন্ধৌ ভবোঽগ্নিরিব। তথা চ শ্রুতিঃ—'আচার্যঃ পূর্বরূপম্' ইত্যাদি। অত এব তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেদিতি। 'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ' ইতি। "নৈষা তর্কেণ

—ব্রহ্মবৈবর্তাদি পুরাণের এই বচনে গুরুত্যাগ নিষিদ্ধ হইল। তাহার অপরিতোষেও যদি অন্য গুরু করা হয় তাহা হইলেও অনেক গুরুকরণে পূর্বগুরুত্যাগ সিদ্ধ হয়। কারণ ইহা অপবাদ বচন (বিশেষ বিধি) দ্বারাও শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জানান হইয়াছে—

'অবৈষ্ণব কর্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রে নরকে গতি হয়, তৎক্ষেত্রে পুনর্বার সম্যক্ বিধিপূর্বক বৈষ্ণব গুরু হইতে দীক্ষা গ্রহণ করাইবে।'

ইতি ১১শ স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে নিমির প্রতি শ্রীআবির্হোত্রের উক্তি ॥

তন্মধ্যে শ্রবণগুরুর সঙ্গ দ্বারাই শাস্ত্রীয় বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, অন্যথা হইতে পারে না, তাহাই (শ্রীভগবান) বলিয়াছেন—

"আচার্য নিম্নস্থ কাষ্ঠ, শিষ্য উপরিস্থ কাষ্ঠ এবং উপদেশ মধ্যস্থিত মন্থনকাষ্ঠ, আর বিদ্যা উঁহাদের সংঘটনোদ্ভূত সুখাবহ অনল[১]।" ২০৮॥

'আদ্য' অর্থে অধর (নিম্ন), 'তৎসন্ধান' অর্থে তাহার মধ্যম মন্থনকাষ্ঠ, যে 'প্রবচন' অর্থাৎ উপদেশ, আর শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান তাহাদের মিলনে জাত অগ্নির ন্যায়। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে — 'আচার্য পূর্বরূপ।' অতএব সেই বিজ্ঞানের নিমিত্ত সে (শিষ্য) সদ্গুরুর নিকটে গমন করিবে।

১ তাৎপর্য—যেমন ত্রিবিধ কাষ্ঠের মন্থনে অগ্নির উৎপত্তি হয় তদ্রূপ গুরু, শিষ্য এবং উপদেশ দ্বারা সুখাবহ বিদ্যার উৎপত্তি হয়।

গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ।
মিলিতোঽপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকাপরৈঃ॥

শ্রুতিশ্চ—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ [শ্বেতা. ২]

অতো মন্ত্রগুরোরাবশ্যকত্বং সুতরামেব। তদেতৎপরমার্থগুর্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্বাদি-ত্যাগেনাপি কর্তব্য ইত্যাহ—

গুরুর্ন স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন স স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যা-
ন্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥ ২১০॥
[ভা. ৫. ৫. ১৮]

'গুরুভক্তিতে সেই শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায়, সেই স্মরণহেতু পণ্ডিতগণ গুরুসেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু অহমিকাপর জীবগণের নিকটে ভগবান্ মিলিত হইলেও উঁহার লাভ হয়না।' শ্রুতিও বলেন—

'যাহার দেবে পরমভক্তি, যেমন দেবতাতে সেই প্রকার গুরুতে ভক্তি, সেই মহাত্মারই নিকটে শাস্ত্রকথিত অর্থ সকল প্রকাশ পায়।'

অতএব মন্ত্রগুরুর আবশ্যকতা ত' নিশ্চিতই রহিয়াছে। ব্যবহারিক গুরু (মাতা, পিতা) প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াও এই পরমার্থ গুরুর আশ্রয় কর্ত্তব্য—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

'সংসারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ভক্তিপথে উপদেশ দিয়া যিনি মুক্ত না করেন, তিনি গুরু হইতে পারেন না[১], তিনি আত্মীয় হইতে পারেন না, তিনি পিতা হইতে পারেন না, তিনি মাতা হইতে পারেন না[২], সে দেবতাও দেবতা নহেন[৩] এবং সে পতিও পতি নহেন[৪]—যিনি সংসারমুক্ত না করিতে পারেন।"২১০॥

১ গুরু হইতে পারেন না অর্থাৎ গুরু হইলেও ত্যাজ্য। যথা বলিরাজ শুক্রাচার্য গুরুকে পরিত্যাগ করেন।

২ প্রহ্লাদ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুকে পরিত্যাগ করেন, বিভীষণ নিজভ্রাতা রাবণকে ত্যাগ করেন এবং ভরত নিজমাতা কৈকয়ীকে পরিত্যাগ করিয়া নন্দীগ্রামে মাতুলালয়ে বাস করেন।

৩ যথা খট্টাঙ্গরাজা ইন্দ্রাদি দেবতাকে পরিত্যাগ করেন।

৪ যথা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীগণ পতিত্যাগ করেন।

অতঃ সুতরামেব পরমার্থিভিস্তাদৃশে গুরাবিত্যাহ—

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥
এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রির্লোকোঽয়ং মন্যতে নরম্ ॥ ২১২ ॥

[ভা. ৭. ১৫. ২০-২১]

এষ শ্রীকৃষ্ণলক্ষণোঽপি। ততঃ প্রাকৃতদৃষ্টির্ন ভগবত্তত্ত্ব-গ্রহণে প্রমাণমিতি ভাবঃ। ৭॥ ১৫। শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্ ॥

শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে। যথা—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য
প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যো-
র্ভিষক্তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃ স্ম ॥ ২১৩ ॥

[ভা. ৪. ৩০. ৩৮]

উপরিউক্ত এই শ্লোক ব্রহ্মচারি-ধর্মমধ্যে পঠিত। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ১৭শ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

সেই হেতু পারমার্থিক ব্যক্তিগণও যে তাদৃশ গুরুতে (ভগবদ্ বুদ্ধি করেন) সে বিষয়ে (শ্রীনারদ) বলিতেছেন—

"জ্ঞানালোকপ্রদ শ্রীগুরুতে যাহার মানুষ বলিয়া দুর্বুদ্ধি হয়, তাহার শাস্ত্রশ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ[১]। এই শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর, যোগেশ্বরগণ কর্তৃক তাঁহার চরণ অন্বেষণীয় এবং এই গুরুই সাক্ষাৎ সেই শ্রীভগবান্—লোকে ইঁহাকে যে মনুষ্য বলিয়া মনে করে তাহা তাহাদের ভ্রান্তিমাত্র।" ২১২ ॥

এই গুরু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব প্রাকৃত লোক যে মনুষ্যজ্ঞান করে তাহাদের সেই দৃষ্টি ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ে প্রমাণ নহে। ইতি ৭ম স্কন্ধে ১৫শ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥

কতকগুলি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরু এবং শ্রীশিবকে শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার প্রিয়তম মনে করিয়া অভেদদৃষ্টি করিয়া থাকেন। যথা—(অষ্টভুজ পুরুষের প্রতি প্রচেতাগণের বাক্য)—

"সৎসঙ্গের ফল আমরাই অনুভব করিতেছি, হে ভগবন্! তোমার প্রিয়সখা যে ভগবান্ ভব, তাহার ক্ষণকালসঙ্গে তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম, তুমিই দুশ্চিকিৎস্য এই সংসার ও মৃত্যুর

---

১ হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে সে তৎক্ষণাৎ গাত্রে ধূলা মাখে, অতএব তাহার স্নান বৃথা। তদ্রূপ শাস্ত্রাদি শ্রবণ করিয়াও গুরুকে মনুষ্য বুদ্ধি করিলে শাস্ত্রশ্রবণ বৃথা হয়।

শ্রোতৄণাং হি বিবেকস্তাবানেব যাবতা জড়াতিরক্ত-চিন্মাত্রং বস্তূপস্থিতং ভবতি তস্মিং-শ্চিন্মাত্রেঽপি বস্তুনি যে বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধা ভগবত্ত্বাদিরূপা বর্তন্তে তাংস্তু তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে, যথা দিবা[1]রজনী-খণ্ডিনি জ্যোতিষি জ্যোতির্মাত্রত্বেঽপি যে মণ্ডলান্ত-র্বহিশ্চ দিব্যবিমানাদি-পরস্পরপৃথগ্‌ভূত-রশ্মিপরমাণুরূপা বিশেষাস্তাংশ্চর্মচক্ষুষো বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে তদ্বৎ। পূর্ববচ্চ যদি মহৎকৃপাবিশেষণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি তদা বিশেষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ। ন চেন্নির্বিশেষচিন্মাত্র-ব্রহ্মানুভবেন তল্লীনমেব ভবতি। তথৈব নিদিধ্যাসনমপি তেষাম্। তদ্ যথা—

[জ্ঞানরূপ সাধনপ্রকার]

সেই জ্ঞানের সাধনপ্রকার সেই সেই স্থানে (অর্থাৎ ভাগবতের ২য় স্কন্ধে জ্ঞানপ্রকরণে) কথিত হইয়াছে। সেই সাধনপ্রকারকেই জ্ঞান বলে। উহাতে শ্রবণের বিষয় (ভা. ৪.২২ অধ্যায়ে) পৃথুরাজের প্রতি শ্রীসনৎকুমারের উপদেশাদিতে দ্রষ্টব্য। সেই উপদেশ অনুসারে মননও বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ শ্রোতৃগণের (অর্থাৎ শ্রবণ-নামধেয় যজ্ঞাঙ্গ সাধকগণের) সেই পরিমাণই বিবেক হয়—যাহা দ্বারা জড়ের অতিরিক্ত কেবল চিন্মাত্র বস্তু উপস্থিত হয়, কিন্তু সেই চিন্মাত্র বস্তুতে স্বরূপভূত শক্তিসিদ্ধ ভগবত্ত্বাদিরূপ যে-বিশেষ আছে, তাহা তাহারা বিচার করিতে অর্থাৎ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। (তাহার দৃষ্টান্ত)—দিবা ও রাত্রির ভাগ বিদ্যমান আছে যে-জ্যোতিতে তাহা (মহাজ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য ও চন্দ্রবশতঃ) জ্যোতির্মাত্র হইলেও সেই সূর্য ও চন্দ্রমণ্ডলের ভিতরে ও বাহিরে যে সকল দিব্য বিমান (রথ) প্রভৃতি এবং পরস্পর পৃথক্‌ভূত রশ্মিপরমাণুরূপ বিশেষ বিদ্যমান আছে, তাহা যেমন চর্মচক্ষুঃ বিচার করিতে সমর্থ হয় না, (এখানেও) তদ্রূপ বুঝিতে হইবে[2]। কিন্তু জ্ঞানমার্গের সাধকগণের যদি পূর্বের ন্যায় মহদ্‌গণের কৃপাবিশেষ লাভ হয় তাহা হইলে দিব্যদৃষ্টি হয় এবং তখন বিশেষ উপলব্ধিও হয়। (অর্থাৎ মহদ্‌-গণের কৃপাতে জ্ঞানিগণও সবিশেষ শ্রীভগবৎ মূর্তির দর্শনলাভ করেন)। তাহা না হইলে চিন্মাত্র ব্রহ্মের অনুভব দ্বারা তাহাতেই লীন হইতে হয়। তাহাদের (জ্ঞানসাধন-শ্রবণরত ব্যক্তিগণের) নিদিধ্যাসনও সেই প্রকার। তাহাই (শ্রীশুকদেবের উক্তিদ্বারা) দেখাইতেছেন—

১ 'দিবা' পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

২ চর্মচক্ষুঃ যেমন সূর্য ও চন্দ্রকে নির্বিশেষ জ্যোতিঃমাত্রই দেখে, তাহাতে দিব্য রথাদির অস্তিত্ব দেখে না, তদ্রূপ জ্ঞানমার্গের সাধক শ্রীভগবানে নির্বিশেষ চৈতন্যই দেখেন, তাঁহার সবিশেষ সাকার মূর্তি প্রভৃতি উপলব্ধি করিতে পারেন না।

চর্ম চক্ষে দেখে যৈছে সূর্য নির্বিশেষ।

জ্ঞানমার্গে লইতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ। [চৈ. চ. ১, ২. ৯]

স্থিরং সুখঞ্চাসনমাস্থিতো যতি-
র্যদা জিহাসুরিমমঙ্গ লোকম্ ।
কালে চ দেশে চ মনো ন সজ্জয়েৎ
প্রাণান্ নিযচ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ ॥
মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য
ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিলয়েত্তমাত্মনি ।
আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো
লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ ॥ ২১৫ ॥

[ভা. ২. ২. ১৫-১৬]

এতাং বুদ্ধিং ক্ষেত্রজ্ঞে বুদ্ধ্যাদিদ্রষ্টরি নিলয়েৎ প্রবিলাপয়েৎ। তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং স্বরূপভূতয়া বুদ্ধ্যা আত্মনি তদ্‌দ্রষ্টৃত্বাদিরহিতে শুদ্ধে জীবে, তঞ্চ শুদ্ধমাত্মানমাত্মনি ব্রহ্মণ্যবরুধ্য তদেকত্বেন বিচিন্ত্য লব্ধোপশান্তিঃ প্রাপ্তনির্বৃতিঃ সন্ কৃত্যাদ্বিরমেৎ, তস্য ততঃ পরং প্রাপ্যাভাবাৎ । ২ ॥২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥

"হে রাজন্! যোগী ব্যক্তি যদি স্বয়ং দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সেই সময়ে দেশ (পুণ্যক্ষেত্র) এবং কালের (উত্তরায়ণকালের) প্রতি মনোযোগ না করিয়া সুখকর আসনে উপবিষ্ট হইয়া মনোদ্বারাই প্রাণ জয় করিয়া প্রাণায়াম করিবেন। অনন্তর নির্মলবুদ্ধি দ্বারা মনকে দমন করিয়া পশ্চাৎ বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞে বিলীন করিবে। পরে ক্ষেত্রজ্ঞকে বিশুদ্ধ আত্মায় লীন করিয়া সেই শুদ্ধ আত্মাকে পরব্রহ্মে লীন করিয়া শান্তিলাভ করিবে এবং সমুদায় কর্তব্য কার্য হইতে বিরত হইবে।"২১৫॥

এই বুদ্ধি 'ক্ষেত্রজ্ঞে' অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রভৃতির দ্রষ্টাতে 'নিলীন' অর্থে প্রকৃষ্টরূপে বিলীন করিবে। সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে স্বরূপভূত বুদ্ধি দ্বারা আত্মাতে অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্বাদিরহিত শুদ্ধ জীবে। সেই শুদ্ধ আত্মাকে 'আত্মাতে' অর্থাৎ ব্রহ্মে অবরোধ করিয়া অর্থাৎ তাহার সঙ্গে একত্বরূপে চিন্তা করিয়া 'লব্ধোপশান্তি' অর্থাৎ নির্বৃতিপ্রাপ্ত হইয়া কৃত্যকর্ম হইতে বিরত হইবে। যেহেতু তাহার পর আর কোন প্রাপ্য নাই। ইতি ২য় স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে শ্রীশুকের উক্তি ॥

তদেবং জ্ঞানমুক্তমিদমেব—'স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যত'১ ইত্যনেন শ্রীগীতাসূক্তম্। স্বস্য শুদ্ধস্যাত্মনো ভাবো ভাবনা আত্মন্যধিকৃত্য বর্তমানত্বাদধ্যাত্ম-শব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ।

[অহংগ্রহোপাসনারূপ-সাধনপ্রকারঃ]

অথাহংগ্রহোপাসনং তচ্ছক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর এবাহমিতি চিন্তনম্। অস্য ফলং স্বস্মিংস্তচ্ছক্ত্যাদ্যাবির্ভাবঃ যথা বিষ্ণুপুরাণে নাগপাশাদি-যন্ত্রিতঃ শ্রীপ্রহ্লাদস্তাদৃশমাত্মানং স্মরন্ নাগপাশাদিকমুৎসারিতবান্। অত্রান্তিমফলঞ্চ কীটপেশস্কৃন্ন্যায়েন সারূপ্য-সার্ষ্ট্যাদিকং জ্ঞেয়ম্।

[ভক্তিরূপ-সাধনপ্রকারঃ]

অথ ভক্তিঃ। তস্যাস্তটস্থলক্ষণং স্বরূপলক্ষণঞ্চ যথা গরুড়পুরাণে—

বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্বমবাপ্যতে।
যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেৎ তথা নান্যেন কেনচিৎ॥

এই প্রকারে যে-জ্ঞান উক্ত হইল, ইহাই শ্রীভগবদ্গীতাতে 'স্বভাবই অধ্যাত্ম' এই বচনে উক্ত হইয়াছে। 'স্ব' অর্থাৎ নিজের শুদ্ধ আত্মার 'ভাব' অর্থাৎ ভাবনা আত্মাতে অধিকার করিয়া বিদ্যমান থাকে বলিয়া ইহাকে অধ্যাত্ম বলা হইয়াছে।২

[অহংগ্রহোপাসনারূপ সাধন প্রকার] ১৫

সেই শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরই আমি—ইত্যাকার চিন্তনই অহংগ্রহোপাসনা। এই উপাসনার ফল—আপনাতে ঈশ্বরের শক্তি প্রভৃতির আবির্ভাব। যথা বিষ্ণুপুরাণে নাগপাশে বদ্ধ শ্রীপ্রহ্লাদ তাদৃশ অর্থাৎ সর্বশক্তিবিশিষ্ট ভগবানই আমি—ইত্যাকার নিজেকে স্মরণ করিয়া নাগপাশাদি মোচন করিয়াছিলেন। ইহার চরমফল 'কীটপেশস্কৃৎ' ন্যায়ে৩ সারূপ্য সার্ষ্ট্যাদি বুঝিতে হইবে।

১ ভ. গী ৮. ৩, সম্পূর্ণ শ্লোক যথা—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ।

২ শুদ্ধ আত্মার যে-ভাবনা তাহাকেই জ্ঞান বলা হইতেছে। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞানমার্গের শ্রবন-সাধনরত যোগিগণ পূর্বোক্ত প্রকারে নিদিধ্যাসন করিয়া দেহত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মে লীন হওয়াই তাঁহাদের চরম অবস্থা।

৩ কীটপেশস্কৃৎ ন্যায়—পেশস্কৃৎ (ভ্রমর) কর্তৃক আনীত কীট ভিত্তির অভ্যন্তরে থাকে, ওই কীট ভয় ও দ্বেষে সর্বদা ভ্রমর চিন্তা করিতে করিতে শীঘ্রই ভ্রমরের স্বরূপতা বা আকার ধারণ করে। অহংগ্রহোপাসনাতেও 'শ্রীভগবানের শক্তি আমাতে বিদ্যমান'—এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে শ্রীভগবানের স্বরূপতা এবং সার্ষ্টি বা সমান ঐশ্বর্য লাভ হয়।

ত্রিবিধৈবানুগতিরুচ্যতে। অত এব ভয়দ্বেষাদীনামহংগ্রহোপাসনায়াশ্চ ব্যাবৃত্তিঃ। সাধনভূয়সী সাধনেষু শ্রেষ্ঠেত্যর্থঃ। তদেব লক্ষণদ্বয়ং প্রকারান্তরেণাহ—

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥২১৬॥

[ভা. ৬. ৩. ৩২]

অবিদুষাং পুংসাং তন্মাহাত্ম্যমবিদ্বদ্ভিরপি কর্তৃভিঃ। আত্মনো ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানিত্যাবির্ভাবভেদবতঃ স্বস্য ধর্মভূতস্য অঞ্জঃ অনায়াসেনৈব লব্ধয়ে লাভায় উপায়াঃ সাধনানি স্বয়ং ভগবতা—

কালেন নষ্টা বাণীয়ং প্রলয়ে বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥

[ভা. ৬. ৩২. ২]

করা হইয়াছে। সেই সেবা শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং মনের দ্বারা যে-অনুগতি এই ত্রিবিধরূপে উক্ত হইয়াছে। অতএব ইহাতে ভয় ও দ্বেষাদির এবং অহংগ্রহোপাসনার ব্যাবৃত্তি হইল[১]। ভক্তিকে সাধনভূয়সী বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—সকল সাধন মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠা। সেই দুইটী লক্ষণ (ভক্তির স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ) প্রকারান্তরে বলিতেছেন—।

"(হে রাজন!) শ্রীভগবান্ অবিদ্বান্ লোকদিগের জন্য অনায়াসে নিজ প্রাপ্তির (ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবৎ প্রাপ্তির) নিমিত্ত যে-উপায় সকল বলিয়াছেন, তাহাকে নিশ্চয়ই ভাগবত ধর্ম বলিয়া জানিও।"২১৬॥

'অবিদ্বান্' অর্থে মূঢ়, তাঁহার (শ্রীভগবানের) মাহাত্ম্য যাঁহারা জানেন না তাহাদের। 'আত্মার' (অর্থে) ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্—এই ত্রিবিধ ভেদবিশিষ্ট আত্মার (প্রাপ্তির নিমিত্ত), 'অঞ্জঃ' অর্থে অনায়াসে, 'প্রাপ্তির নিমিত্ত' অর্থে লাভের নিমিত্ত, 'উপায় সকল' অর্থে সাধন সকল—যাহা স্বয়ং শ্রীভগবান্ কর্তৃক (শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের প্রতি কথিত হইয়াছে), যথা—

'যাহাতে মদাত্মক (অর্থাৎ আমার স্বরূপভূত হ্লাদিনী শক্তির সার ভক্তিযোগরূপ) ধর্ম উক্ত হইয়াছে, সেই বেদবাক্য কালবশে প্রলয়ে নষ্ট হইয়াছিল। পরে সৃষ্টির পূর্বে (ব্রাহ্ম কল্পাদিতে) উহা আমি ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম।'—

১ তাৎপর্য—শ্রীভগবান্ যদি ভয়ের পাত্র হন অর্থাৎ শ্রীভগবান্ হইতে যদি ভয়প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহা হইলে কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই-ত্রিবিধ অনুগতি হয় না। কেবল মাত্র মানসিক চিন্তাই হয়, আর তাহাতে অনুগতি হয় না, বরং প্রতিকূলভাবই অন্তঃকরণে আসে। দ্বেষাদিতেও এই প্রকার বুঝিতে হইবে। অহংগ্রহোপাসনাতে যদিও প্রতিকূল চিন্তা নাই তথাপি মানসিক চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টা নাই। সুতরাং ওই সকল হইতে ভক্তি পৃথক্।

ইত্যনুসারেণ প্রোক্তাঃ। তানুপায়ান্ ভাগবতান্ ধর্মান্ বিদ্ধি ভাগবতীং ভক্তিং জানীহীত্যর্থঃ। হি প্রসিদ্ধৌ। তত্র সাক্ষাদ্ভক্তেরপি ভাগবত-ধর্মাখ্যত্বম্ 'এতাবানেব লোকেঽস্মিন্'[১] ইত্যত্র পরমধর্মত্বখ্যাপনায় দর্শিতম্। অত্র আত্মলব্ধয়ে প্রোক্তা ইতি তটস্থলক্ষণম্, অন্যেন তদলাভাদব্যভিচারি। আত্মলব্ধয় উপায়া ইতি স্বরূপলক্ষণম্। তল্লাভোপায়ো হি তদনুগতিরেব। ১১ ॥ ২। শ্রীকবির্নিমিম্ ॥

[সা ভক্তিস্ত্রিবিধা—আরোপসিদ্ধা সঙ্গসিদ্ধা স্বরূপসিদ্ধা চ]

সা ভক্তিস্ত্রিবিধা—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা, স্বরূপসিদ্ধা চ। তত্রারোপসিদ্ধা স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি ভগবদর্পণাদিনা ভক্তিত্বং প্রাপ্তা কর্মাদিরূপা। সঙ্গসিদ্ধা স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি তৎপরিকরতয়া সংস্থাপনেন "তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ"[২] ইত্যাদি-প্রকরণেষু 'সর্বতো মনসোঽসঙ্গম্'[৩] ইত্যাদিনা লব্ধতদন্তঃপাতা জ্ঞানকর্মতদঙ্গরূপা।

এই উক্তি অনুসারে সেই সকল উপায় (শ্রীভগবান্ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে), সেই উপায়গুলিকে ভাগবত ধর্ম বলিয়া জানিবে অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়িণী ভক্তি বলিয়া জানিবে—ইহাই অর্থ। উপরের শ্লোকে 'হি' শব্দ প্রসিদ্ধি অর্থে (অর্থাৎ সাধনগুলি ভাগবত-ধর্ম ইহা প্রসিদ্ধিই আছে)। সাক্ষাৎ ভক্তিরও ভাগবত ধর্মরূপ আখ্যা আছে। 'তাঁহার এই পরিমাণ (নাম সংকীর্তনাদি দ্বারা যে ভক্তিযোগ তাহাই) এই জগতে মনুষ্যগণের (পরম ধর্ম)'—ইত্যাদি স্থানে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগেরও পরমধর্মত্ব কথনের দ্বারা ইহার ভাগবত ধর্মাখ্যা দর্শিত হইয়াছে। 'আত্মলাভের নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে উক্ত (ভাগবত ধর্ম)'—এইটী এস্থানে তটস্থ লক্ষণ। অন্য সাধনের দ্বারা আত্মলাভ (ভগবৎপ্রাপ্তি) হয় না, অতএব ইহা অব্যভিচারি কারণ। 'আত্মলাভের নিমিত্ত উপায় সকল'—এইটী স্বরূপ লক্ষণ। ভগবানের লাভের উপায় তাঁহার অনুগতিই। ইতি। ১১শ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে নিমিরাজের প্রতি শ্রীকবির উক্তি ॥

[ভক্তি ত্রিবিধ—আরোপসিদ্ধ, সঙ্গসিদ্ধ ও স্বরূপসিদ্ধ]

সেই ভক্তি তিনপ্রকার। আরোপসিদ্ধ, সঙ্গসিদ্ধ এবং স্বরূপসিদ্ধ। তন্মধ্যে আরোপসিদ্ধ ভক্তির ভক্তিত্ব না থাকিলেও ভগবানে কর্মাদি অর্পণ করায় আপনা হইতেই ভক্তিত্ব প্রাপ্তি হয়। অতএব শ্রীভগবানে অর্পিত কর্মাদিরূপা ভক্তিই আরোপসিদ্ধ ভক্তি বুঝিতে হইবে। সঙ্গসিদ্ধ ভক্তিরও আপনা হইতে ভক্তিত্ব নাই। তথাপি ভক্তির পরিকররূপে (অঙ্গরূপে) সংস্থাপন

১ ভা. ১১. ৩. ২০
২ ভা. ১১. ৩. ২৪
৩ ভা ৭. ৫. ১৮

তদেবং ত্রিবিধাপি সা পুনরকৈতবা সকৈতবা চেতি দ্বিবিধা জ্ঞেয়া। তত্রারোপ-সঙ্গসিদ্ধয়োর্যস্যা ভক্তেঃ সম্বন্ধেন ভক্তিপদপ্রাপ্ত্যাং সামর্থ্যং তন্মাত্রাপেক্ষত্বঞ্চেদকৈতবত্বং, স্বীয়াম্মদীয়-ফলাপেক্ষত্বঞ্চেৎ সকৈতবত্বম্। স্বরূপসিদ্ধায়াশ্চ যস্যা ভগবতঃ সম্বন্ধেন তাদৃশং মাহাত্ম্যং তন্মাত্রাপেক্ষ-পরিকরত্বঞ্চেদকৈতবত্বং, প্রয়োজনান্তরাপেক্ষয়া কর্মজ্ঞান-পরিকরত্বঞ্চেৎ সকৈতবত্বম্। ইয়মেবাকৈতবাকিঞ্চনাখ্যত্বেন পূর্বমুক্তা। 'ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরম-'১ ইত্যত্র চাস্যাস্তদুভয়বিধত্বে প্রমাণং জ্ঞেয়ম্। তথোক্তং—"প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়নম্"২ ইতি। অথারোপসিদ্ধা—এতদর্থমেব 'নৈষ্কর্ম্যম-প্যচ্যুতভাববর্জিতম্'৩ ইত্যাদৌ সকামনিষ্কাময়োর্দ্বয়োরপি কর্মণোর্নিন্দা, ভগবদ্বৈ-মুখ্যাবিশেষাৎ।

এই ত্রিবিধা ভক্তি আবার সকৈতব ও অকৈতব ভেদে (প্রত্যেকটী) দুই প্রকার জানিতে হইবে। তন্মধ্যে আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধার মধ্যে যাহার ভক্তিসম্বন্ধে ভক্তিপ্রাপ্তি বিষয়ে সামর্থ্য থাকে এবং উহা যদি সেই ভক্তিমাত্রেরই অপেক্ষা করে, তাহা হইলে তাহা অকৈতব। আর নিজের বা পরের ফলের নিমিত্ত উহা যদি অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে উহা সকৈতব। স্বরূপসিদ্ধ ভক্তিরও ভগবানের সম্বন্ধে তাদৃশ মাহাত্ম্য এবং তন্মাত্রাপেক্ষাতে যদি তাহার পরিকরত্ব হয় তাহা হইলে অকৈতবত্ব।[৪] আর তাহাতে অন্য প্রয়োজনের অপেক্ষায় কর্ম ও জ্ঞানের অঙ্গরূপে উহা নিষ্পাদিত হইলে তাহাকে সকৈতব স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলে। ইহাকেই পূর্বে অকিঞ্চনাখ্যা ভক্তি নামে বলা হইয়াছে। '(ফলাভিসন্ধিরূপ) কৈতব (কপটতা) নিরসনপূর্বক এই (ভাগবতে) পরমধর্ম নিরূপিত হইয়াছে'—(ভাগবতের) এই বচন নিষ্কিঞ্চনাখ্য ভক্তির সকৈতবতা ও অকৈতবতা—এই উভয়রূপেরই প্রমাণ বুঝিতে হইবে। সেই প্রকার (শ্রীপ্রহ্লাদ) মহাশয় বলিয়াছিলেন—'এই নিষ্কাম ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হন। অন্যসাধন অভিনয়মাত্র (অর্থাৎ শ্রীভগবান্ তাহাতে সন্তুষ্ট হন না)[৫]। অনন্তর আরোপসিদ্ধি ভক্তি:—সেই প্রসঙ্গেই 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিরহিত নিষ্কামতা (শোভা পায় না)' এই বচন বলেই সকাম নিষ্কাম উভয়বিধ কর্মেরই নিন্দা করা হইল, কারণ উহাদের দুইটারই ভগবদ্বৈমুখ্য বিষয়ে কোনও ভেদ নাই[৬]।

১ ভা. ১. ১. ২

২ ভা. ৭. ৭. ৪৪

৩ ভা. ১. ৫. ১২

৪ মুখ্যরূপে ভগবানের সন্তুষ্টির নিমিত্তই এবং ভগবানের সন্তুষ্টির অঙ্গরূপে (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইলেও) যে-স্বরূপসিদ্ধ ভক্তির অনুষ্ঠান হয় তাহা অকৈতব।

৫ এখানে অকৈতবা-ভক্তির কথাই বলিয়াছেন।

৬ মোক্ষবাঞ্ছা ইত্যাদি রূপ কল্যাকাঙ্ক্ষা থাকিলে ভক্তি সকৈতবা, এবং কামনাবিবর্জিত হইয়া উহা অনুষ্ঠিত হইলে

তত্র যাদৃচ্ছিকচেষ্টায়া অপি ভগবদর্পিতত্বে ভগবদ্ধর্মত্বং ভবতি কিমুত বৈদিক-কর্মণ ইতি বক্তুং তস্যা অপি তদ্রূপত্বমাহ—

কায়েন বাচা মনসৈন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥ ২১৭ ॥

[ভা. ১১. ২. ৩৪]

পূর্বং হি 'ধর্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত'১ ইতি প্রশ্নানন্তরং 'যে বৈ ভগবতা প্রোক্তাঃ'২ ইত্যাদিনা মুখ্যত্বেন সাক্ষাত্তল্লব্ধয়ে উপায়ভূতাঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদয়ো ভাগবতা ধর্মা লক্ষিতাঃ তে চাত্রৈব 'শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণেঃ'৩ ইত্যাদিনা কতিচিদ্ দর্শিতাঃ। উত্তরাধ্যায়ে চ—"তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ"৪ ইত্যুপক্রমবাক্যাদনন্তরম্—"ইতি ভাগ-

---

তন্মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে অনুষ্ঠিত কর্মও যদি শ্রীভগবানে অর্পিত হয় তাহাও ভগবদ্ধর্মত্ব প্রাপ্ত হয়; বৈদিক ধর্ম শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে যে উহার ভগবদ্ধর্মত্ব হয়—একথা বলিবার আর কি আছে? ইহাই বলিবার জন্য সেই ভক্তির তদ্রূপত্ব অর্থাৎ কর্মাদি অর্পণরূপত্ব বলিতেছেন—

"অনুগত স্বভাব বশতঃ শরীর, বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ, বুদ্ধি ও চিত্ত দ্বারা জীব যে সকল কার্য করে, সে সমুদয়ই পরমেশ্বর নারায়ণকে সমর্পণ করিবে৫।"২১৭॥

প্রথমেই 'ভাগবত ধর্ম সকল (আমার নিকটে) বলুন'—এই প্রশ্নের পর 'যে সকল উপায় ভগবান্ কর্তৃক (আত্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ নিজ মুখে) কীর্তিত হইয়াছে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রধানভাবে সাক্ষাৎ তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত উপায়ভূত শ্রবণকীর্তনাদি ভাগবত ধর্ম সকল৫ লক্ষিত হইয়াছে এবং সেই শ্রবণকীর্তনাদি 'রথাঙ্গপাণি শ্রীভগবানের শ্রবণ কীর্তনাদি

ভক্তি অকৈতবা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে যেরূপ শ্রীভগবানের বৈমুখ্য হয় তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় না, কাম্য কর্মেও তদ্রূপ। সুতরাং নিষ্কাম জ্ঞানীর ও কর্মীর সকাম উভয়বিধ কর্মই নিন্দনীয়।

১ ভা ১১. ২. ২৯
২ ঐ ১১. ২. ৩২
৩ ভা ১১. ২. ৩৭
৪ ঐ ১১. ৩. ২৩

৫ তাৎপর্য—ভাগবতধর্মে প্রবৃত্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি শরীরাদি ব্যাপারগুলিকেও ভগবদ্ধর্মান্তরে প্রবেশ করাইবেন। যেমন বিষয়ী লোক প্রাতঃকাল হইতে বিষয়সুখ ভোগের নিমিত্ত মলমূত্রত্যাগ, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান, দর্শন, শ্রবণ, কথনাদি ব্যাপার করিয়া থাকেন; কর্মিগণ দেবপিত্রাদি পূজার নিমিত্ত শরীরাদির ব্যাপার করেন—তদ্রূপ ভগবদ্ ভক্তগণ সেই সেই শরীরাদি ব্যাপার ভগবৎসেবার নিমিত্তই করিয়া থাকেন। ভক্তের অনুষ্ঠিত এই শরীরাদির ব্যাপারকে ভক্তির অঙ্গ বলে। আর স্বভাববশতঃ যে শরীরাদির ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে, সেই সকল নারায়ণে সমর্পিত হইলে তাহাও ভক্তির অঙ্গরূপে পরিগণিত হইবে।

অথ বৈদিককর্মার্পণস্য প্রশংসামাহুঃ—

ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি কর্মাণি বিফলানি বা।
দেহিনাং বিষয়ার্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি ॥ ২১৮ ॥
[ভা. ৮. ৫. ৩৬]

বিষয়ার্তানাং কর্মাণি কচিৎ ক্লেশো ভূরির্যেষু তথাপ্যল্পং ফলং যেষু তথাভূতানি ভবন্তি, কচিৎ কৃষ্যাদিবদ্বিফলানি বা ভবন্তি, ত্বয্যর্পিতং কর্ম তু ন তথা। কিন্তু ক্লেশং বিনা যথা কথঞ্চিৎ কৃতস্য কামনয়াপ্যর্পণে তৎকামস্যাবশ্যকপ্রাপ্তিঃ, সা চ সর্বত উৎকৃষ্টা ভবতি। তথা তন্মাত্রফলেন চ পর্যাপ্তির্ন ভবতি সংসারবিধ্বংসাদি-ফলত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং—

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥
[ভা. ১১. ২. ৩৩]

অনন্তর বৈদিককর্মার্পণের প্রশংসা বলা হইতেছে—

"বিষয়ার্ত দেহী জীবগণের কর্মসকল যেমন ক্লেশবহুল, অল্পফলযুক্ত বা বিফল হয়, (হে ভগবন্) তোমাতে সমর্পিত কর্ম সেরূপ নহে"। ২১৮ ॥

বিষয়ার্ত জনগণের কর্মসমূহ কখনও ক্লেশবহুল ও অল্পফলযুক্ত হয়, কখনও বা কৃষ্যাদিকর্মের ন্যায় বিফলও হয়—তোমাতে সমর্পিত কর্ম সেরূপ নহে। কিন্তু বিনা ক্লেশে কোন না কোন প্রকারে ভক্তের কৃত কর্ম কামনাসত্ত্বেও শ্রীভগবানে সমর্পিত বলিয়া অবশ্যই কামনানুযায়ী উহাতে ফললাভ হয় এবং সেরূপ কামনাপূর্তি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কারণ ইহাতে কামনারূপ ফললাভেই উহার শেষ হয় না, বরং সংসারবন্ধন-নাশরূপ চরম ফলেই উহা পর্যবসিত হয়। তাই উল্লেখ আছে—

'হে রাজন্! সেই ভাগবত ধর্মসমূহ আশ্রয় করিলে কখনও (যোগাদিসাধনের ন্যায়) বিঘ্নে অভিভূত হইতে হয় না, এবং নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া দৌড়িয়া গেলেও উহা হইতে স্খলিত হইয়া পতিত হইতে হয় না'।[১]

১ শ্রুতি ও স্মৃতি চক্ষুঃস্বরূপ। শ্রুতি-ও-স্মৃতি-বিহিত বর্ণাশ্রমোচিত নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মাদি যথাশ্রুতি বা যথাস্মৃতি অনুষ্ঠান না করিলে ফলভ্রষ্ট ও প্রত্যবায়ী হইতে হয়। কিন্তু ভাগবত ধর্ম তদ্রূপ নহে। শ্রুতি-ও-স্মৃতিরূপ চক্ষু মুদ্রিত থাকিলেও যে কোন প্রকার ভাগবত ধর্ম অনুষ্ঠানে অভীষ্ট ফললাভসহ সংসার-বন্ধন দূর হয়।

ইতি। 'সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্'[১] ইত্যাদি চ। যথৈব নাভিঃ ঋষভদেবরূপং ভগবন্তং পুত্রত্বেনাপি লেভে। শ্রীগীতাসু চ—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

[ভ. গী. ২. ৪০]

ইতি। ৮॥ ৫। দেবাঃ শ্রীমদজিতম্॥

[ঈশ্বরে কর্মার্পণম্]

তদেব কর্মার্পণমুপপাদয়তি ত্রিভিঃ—

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥ ২১৯॥

[ভা. ১. ৫. ৩২]

ব্রহ্মন্! হে শ্রীবেদব্যাস! এতত্তাপত্রয়স্য চিকিৎসিতং চিকিৎসা তৈশ্চাতুর্মাস্যবাসিভিঃ পরমহংসৈঃ সূচিতম্। কিং তৎ? ভগবতি কর্ম যৎ সমর্পিতং ভবতি। তত্র কর্মসমর্পণমেবেত্যর্থঃ। কথম্ভূতে? স্বয়ম্ভগবতি পূর্ণস্বরূপৈশ্বর্যাদিমত্তয়া

ইহাও উক্ত আছে—'(শ্রীভগবান্) প্রার্থিত হইয়া মনুষ্যগণের প্রার্থিত বিষয় দান করেন।' যেমন (আগ্নীধ্র পুত্র) নাভি ঋষভদেবরূপ শ্রীভগবান্‌কে পুত্ররূপে লাভ করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হয়—

'এই নিষ্কাম কর্মযোগে ফলের নাশ নাই, ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই। এই কর্ম স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।'

ইতি ৮ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে অজিতরূপ শ্রীভগবানের প্রতি দেবগণের উক্তি॥

[ঈশ্বরে কর্মার্পণ]

সেই (ঈশ্বরে) কর্মার্পণ তিনটী শ্লোকে প্রতিপাদন করা হইতেছে, যথা :—

"হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বর শ্রীভগবানে যে কর্মার্পণ তাহাই ত্রিতাপব্যাধির মহৌষধ বলিয়া সূচিত হইয়াছে।" ২১৯॥

'ব্রহ্মন্' বলিতে হে শ্রীবেদব্যাস! এই তাপত্রয়ের চিকিৎসোপায়রূপ মহৌষধ চাতুর্মাস্য উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সমবেত পরমহংস ঋষিগণ কর্তৃক সূচিত হইয়াছে। উহা কিরূপ? না, শ্রীভগবানে সমর্পিত যে কর্ম—অর্থাৎ শ্রীভগবানে কর্ম সমর্পণ। কিরূপ ভগবানে? না, ঐশ্বর্যাদিতে পূর্ণস্বরূপ

[১] ভা. ৫. ১৯. ২৮ সম্পূর্ণ শ্লোক পূর্বে ২৮ অঙ্কে দ্রষ্টব্য।

পরে ভগবতি কল্পিতাঃ কামনয়াপ্যর্পিতাঃ সন্তঃ সংসারধ্বংসপর্যন্তফলত্বাদ্ আত্ম-বিনাশায় কর্মনিবৃত্তয়ে কল্পন্তে। ১ ॥ ৫। শ্রীনারদঃ ব্যাসম্ ॥

কিঞ্চ কর্মফলং বস্তুতো ভগবদাশ্রয়মেব। তত্তু দুর্বুদ্ধেরাত্মসাৎকুর্বতো যুক্ত্যৈব তুচ্ছফলপ্রাপ্তিঃ সংসারশ্চ। সুধিয়স্তু তৎসাক্ষাৎকুর্বতস্তদ্বৈপরীত্যমিত্যাহ গদ্যাভ্যাং—

সংপ্রচরৎসু নানাযাগেষু বিরচিতাঙ্গক্রিয়েষ্বপূর্বং যত্তৎ ক্রিয়াফলং ধর্মাখ্যং পরে ব্রহ্মণি যজ্ঞপুরুষে সর্বদেবতালিঙ্গানাং মন্ত্রাণামর্থনিয়ামকতয়া সাক্ষাৎকর্তরি পরদেবতায়াং ভগবতি বাসুদেব এব ভাবয়মান আত্মনৈপুণ্য-মৃদিতকষায়ো হবিঃষ্বধ্বর্যুভির্গৃহ্যমাণেষু স যজমানো যজ্ঞভাগভাজো দেবাংস্তান্ পুরুষাবয়বেষ্বভ্যধ্যায়ৎ ॥ ২২২ ॥

[ভা. ৫. ৭. ৬]

ইতি।

টীকা চ—সংপ্রচরৎসু প্রবর্তমানেষু বিরচিতা অনুষ্ঠিতা অঙ্গক্রিয়া যেষাং তেষু যদপূর্বং তদ্বাসুদেব এব ভাবয়মানশ্চিন্তয়ন্ স যজমানো যজ্ঞভাগভাজো যে

'পরমেশ্বরে' শ্রীভগবানে 'কল্পিত' অর্থাৎ কামনাদিসত্ত্বেও সমর্পিত হইলে সংসার নাশ পর্যন্ত ফলদান করায় আত্মকামনা নাশে অর্থাৎ কর্মনিবৃত্তির নিমিত্ত সমর্থ হয়। ইতি ১ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে শ্রীব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥

বাস্তবিক পক্ষে কর্মফল শ্রীভগবানকেই আশ্রয় করে, কিন্তু দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ উহাকে নিজের নিমিত্ত জ্ঞান করায় তদনুযায়ী যুক্তিবলে তুচ্ছ ফল এবং সংসারগতি লাভ করে। অবশ্য সুধীবৃন্দ (ভগবদাশ্রয়রূপ কর্মফল) সাক্ষাৎভাবে জানেন বলিয়া উঁহাদের বিপরীত (অর্থাৎ তুচ্ছ ফল ও সংসারগতির বিপরীত) ফল পাইয়া থাকেন; ইহাই নিম্নোক্ত দুইটী গদ্যাংশে প্রকাশ করা হইয়াছে—

"দেবতাসমূহের প্রকাশক মন্ত্রগুলি দ্বারা অর্থ নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া অঙ্গক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান যাহাতে বিহিত আছে এমন প্রচলিত নানা যজ্ঞে যে অপূর্বরূপী ধর্মাখ্য ক্রিয়াফল—উহা যজ্ঞপুরুষ-রূপ পরব্রহ্মে অর্থাৎ সাক্ষাৎ কর্তা পরদেবতাস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে সমর্পিত হউক—এইরূপ ভাবনা করিয়া অনুরূপ ভাবনায় যে আত্মনৈপুণ্য অর্জিত হয় তাহার দ্বারা সেই যজমান (ভরত রাজা) রাগদ্বেষাদিরূপ কষায় বিদূরিত করিয়া—অধ্বর্যুগণ কর্তৃক আহুতির নিমিত্ত ঘৃত গৃহীত হইলে, তৎকালে যজ্ঞভাগের অধিকারী সূর্যাদি দেবগণকে বাসুদেবের চক্ষুরাদি রূপ অবয়ব জ্ঞানে ধ্যান করিতেন"। ২২২।

টীকা—প্রচলিত অর্থাৎ প্রবর্তমান যজ্ঞাদিতে অঙ্গক্রিয়াসমূহ বিহিত অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হইলে যে অপূর্ব উৎপন্ন হয়, উহা বাসুদেবনিষ্ঠ—এইরূপে ভাবনা বা চিন্তা করিয়া যজ্ঞভাগভাক্ সূর্যাদি

ইতি। অথ দেবতা প্রধানং কর্ম তু দেবতারাধনার্থং, তদা দেবতাপ্রসাদরূপত্বাদপূর্বস্য দেবতাশ্রয়ত্বমেব যুক্তং[১] প্রোক্ষণাদ্যপূর্বস্যেব ব্রীহ্যাদ্যাশ্রয়ত্বম্। কুতো বাসুদেবাশ্রয়মপূর্বং ভাবয়তি? উচ্যতে—যদি কর্তৃনিষ্ঠমপূর্বং স্যাত্তর্হি বাসুদেবস্যান্তর্যামিণঃ প্রবর্তকত্বেন মুখ্যকর্তৃত্বাৎ তদাশ্রয়মেবাপূর্বং, ন তু তৎপ্রযোজ্যযজমানাশ্রয়ং, শাস্ত্রফলং প্রযোক্তরীতি ন্যায়াৎ। অন্যথা ঋত্বিজামপ্যপূর্বাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। তদেবাহ—সাক্ষাৎ-কর্তরীতি। দেবতাশ্রয়ত্বেঽপি বাসুদেবাশ্রয়ত্বমেবেত্যাহ—পরদেবতায়ামিতি। পর-দেবতাত্বে হেতুঃ—সর্বদেবতালিঙ্গানাং তত্তদ্দেবতাপ্রকাশকানাং মন্ত্রাণাং যেঽর্থা ইন্দ্রাদি-দেবতাস্তেষাং নিয়ামকতয়া তস্যৈব প্রসাদনীয়ত্বাৎ ফলদাতৃত্বাচ্চ যুক্তমেবাশ্রয়ত্বমিত্যর্থঃ।

কিন্তু দেবতা যদি প্রধান মনে করা হয়, তাহা হইলে কর্ম দেবতার আরাধনার নিমিত্ত (অপ্রধান বা অঙ্গ বুঝিতে হইবে)। তখন ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মানিতে হইবে যে (কর্মবশতঃ) দেবতা অনুগৃহীত হন বলিয়া অপূর্ব দেবতাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে; প্রোক্ষণজন্য অপূর্বতা ব্রীহিকে আশ্রয় করিয়াই যেমন থাকে।[২] কিন্তু সেইরূপ বলিতে গেলেও—কি প্রকারে অপূর্ব বাসুদেবকে আশ্রয় করে—এই প্রশ্নের অবকাশ থাকিয়া যায়। তদুত্তরে বলিতেছেন—যদি অপূর্ব কর্তৃনিষ্ঠই হয়, তাহা হইলে সকলের অন্তর্যামিরূপে বাসুদেবই যখন কর্মের প্রবর্তক, তখন তিনিই মুখ্য কর্তা এবং অপূর্ব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই থাকে; কিন্তু বাসুদেব কর্তৃক নিয়োজ্য যজমানকে আশ্রয় করিয়া উহা বিদ্যমান থাকিতে পারে না। কারণ শাস্ত্রনির্দিষ্ট-ফল কর্মের প্রযোজক পুরুষকেই আশ্রয় করে। নচেৎ ঋত্বিগ্‌গণেও অপূর্বাশ্রয়রূপ দোষ আসিয়া পড়ে। তাই বলিলেন—সাক্ষাৎ কর্তাতেই (কর্মের ফল অর্থাৎ অপূর্বের আশ্রয়)। 'অপূর্ব' দেবতাশ্রয় হইলেও কেবল বাসুদেবকেই আশ্রয় করিয়া থাকে—কেন না (বাসুদেব) পরদেবতা। (বাসুদেবই যে পরদেবতা)—উহার হেতুস্বরূপ বলিতেছেন—সর্বদেবতার (শব্দসামর্থ্যরূপ) লিঙ্গের দ্বারা সেই সেই দেবতাদিগের প্রকাশক মন্ত্রে ইন্দ্রাদি যে যে দেবতার প্রতিপাদক অর্থ জানা যায়—উহাদের পরমনিয়ন্তারূপে একমাত্র বাসুদেবই যে (কর্মাদি দ্বারা) প্রসাদনীয়, তাহাই বুঝিতে হইবে এবং তিনিই ফলদাতা; অতএব অপূর্ব যে বাসুদেবাশ্রয়—ইহাই একমাত্র যুক্তিযুক্ত। (ভরত রাজা এইরূপই চিন্তা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে)—এইরূপ ভাবনা বা চিন্তায় আত্মার যে কুশলতা বা নৈপুণ্য

১ কর্মত্বাঃ প্রাগযোগ্যস্য—এই অধিক পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে।

২ 'ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি'—এই বিধিবশতঃ ব্রীহিতে প্রোক্ষণ করিলে তজ্জন্য ব্রীহিতে ফলযোগ্যতারূপ অপূর্বোৎপত্তি হয়।

এবংভাবনমেবাত্মনো নৈপুণ্যং কৌশলং তেন মৃদিতাঃ ক্ষীণাঃ কষায়া রাগাদয়ো যস্য। অধ্বর্যুভিরিতি বহুবচনং নানাকর্মাভিপ্রায়েণেত্যেষা।

অত্র বিষ্ণোরঙ্গিত্বে প্রাপ্তে যজ্ঞাঙ্গত্বেন তদ্ভজনঞ্চ দোষ ইতি লভ্যতে। অত্র পদ্মোত্তরখণ্ডে যথা—

উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ।
স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্মসু॥

ইতি। পাষণ্ডিত্বমত্র বৈষ্ণবমার্গাদ্ ভ্রষ্টত্বমিত্যর্থঃ। শ্রীগীতাসু চ—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

[ভ. গী ৯. ২৩-২৪]

অতো বাস্তববিচারে সর্ব এব বেদমার্গাঃ শ্রীভগবত্যেব পর্যবস্যন্তীত্যভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীমদক্রূরেণ –

প্রকাশ পায়, তাহা দ্বারা রাগ (দ্বেষ) প্রভৃতি কষায়সমূহ যাঁহার ক্ষীণ হইয়াছিল—(সেই ভরত রাজা অধ্বর্যুগণ কর্তৃক আহুতির নিমিত্ত ঘৃত গৃহীত হইলে বাসুদেব প্রীতির উদ্দেশ্যেই ধ্যান করিতেন)। 'অধ্বর্যুগণ কর্তৃক' এই শব্দে বহুবচনের প্রয়োগ নানাবিধ কর্মকে বোঝাইবার নিমিত্ত। এই পর্যন্ত টীকা।

বিষ্ণুই যখন প্রধান তখন যজ্ঞক্রিয়াদির অঙ্গরূপে বিষ্ণুর ভজনা করা দোষাবহ—ইহাই সিদ্ধান্তরূপে পাওয়া গেল। এবিষয়ে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বচন যথা—

'অন্য দেবতাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বা কর্মসমূহে নিজস্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিয়া যে ব্যক্তি হোম বা দানক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করে সে পাষণ্ডী।'

পাষণ্ডী বলিতে বৈষ্ণবাচরিত পথ হইতে ভ্রষ্ট বুঝিতে হইবে। গীতায় উক্ত হয়—

'যে অন্য দেবতার ভক্তগণ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন—হে কৌন্তেয়! তাঁহারা বিধিপূর্বক না হইলেও আমারই ভজনা করেন। আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু—এই তত্ত্বজ্ঞান না থাকায় তাঁহারা আমাকে যথার্থ জানেন না এবং সেই জন্যই তাঁহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত হন (এবং তদ্বশতঃ পুনঃ পুনঃ জন্মগতি লাভ করেন)।'

অতএব বাস্তবিকপক্ষে বিচার করিলে সকল বেদমার্গ অর্থাৎ বৈদিকানুষ্ঠানসমূহ শ্রীভগবানেই পর্যবসিত—এই অভিপ্রায়েই অক্রূর বলিলেন—

স্বস্যৈবাবির্ভাববিশেষাধিষ্ঠানং যস্য, তস্মিন্ অন্তর্যামিণি পরমাত্মাখ্যে, ব্রহ্মণি নির্বিশেষাবির্ভাবাৎ তদাখ্যে চ, ভগবতো নিরাকারত্বং বারয়তি মহাপুরুষস্য যদ্রূপং শাস্ত্রে শ্রূয়তে তদ্রূপং লক্ষ্যতে দৃশ্যতে যত্র তস্মিন্, কিঞ্চ শ্রীবৎসাদিভিরপি চিহ্নিতে। এধমানরয়া বর্ধমানপ্রকর্ষা। ৫ ॥ ৭। শ্রীশুকঃ ॥

[কর্মার্পণং দ্বিবিধং—ভগবৎপ্রীণনরূপং তস্মিংস্ত্যাগরূপঞ্চ]

তদেতৎ কর্মার্পণং দ্বিবিধং—ভগবৎপ্রীণনরূপং, তস্মিংস্তত্ত্যাগরূপঞ্চেতি। যথোক্তং কৌর্ম্যে—

প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ ॥
যদ্বা ফলানাং সন্ন্যাসং প্রকুর্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্ ॥

ইতি। অত্র নিমিত্তানি চ ত্রীণি—কামনা, নৈষ্কর্ম্যং ভক্তিমাত্রঞ্চেতি। নিষ্কামস্য

অর্থাৎ আবির্ভাববিশেষের যাহা অধিষ্ঠান, সেই পরমাত্মা নামক অন্তর্যামী পুরুষ এবং নির্বিশেষরূপে আবির্ভাববশতঃ যিনি ব্রহ্মস্বরূপ সেই ভগবান্ বাসুদেবে (ভক্তি হইয়াছিল) (ইহাও বুঝিতে হইবে)। শ্রীভগবানের নিরাকারতা বারণ করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—মহাপুরুষরূপে শাস্ত্রে তাঁহার যে রূপ শোনা যায় তাহাই লক্ষণীয় এবং তাহাই যাহাতে দেখা যায়—সেইরূপ শ্রীবৎসাদি দ্বারা চিহ্নিত শ্রীভগবানে (ভরত রাজার ভক্তি হইয়াছিল)। 'বর্ধিত বেগ (ভক্তি)' বলিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে উৎকর্ষপ্রাপ্ত বুঝিতে হইবে। ইতি ৫ম স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি।

[কর্মার্পণ দ্বিবিধ—শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানরূপ এবং তাঁহাতে কর্মত্যাগরূপ]

এই যে কর্মার্পণ—ইহা দ্বিবিধ। শ্রীভগবানের পরিতোষ-বিধানরূপ এবং তাঁহাতে কর্মত্যাগরূপ। কূর্মপুরাণে উক্ত হয় :—

'শাশ্বত ঈশ্বর ভগবান্ এই কর্মে প্রীতিলাভ করুন—এই বুদ্ধিতে কর্মের যে নিত্য অনুষ্ঠান—উহাই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মসমর্পিত কর্ম। অথবা কর্মসমূহের ফলসকল যদি পরমেশ্বরে ন্যস্ত হয়—তাহাও অত্যুত্তম ব্রহ্মসমর্পিত কর্ম।'

এই (কর্মার্পণ) বিষয়ে তিন প্রকার কারণ পরিদৃষ্ট হয়—কামনা, নৈষ্কর্ম্য এবং ভক্তিমাত্র। কেবল

কেবলং ন সম্ভবতি, "যদ্ যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্"[১] ইত্যুক্তেঃ। অত্র কামনানৈষ্কর্ম্যয়োঃ প্রায়ঃ কর্মত্যাগঃ, প্রীণনন্তু তদাভাস এব স্বার্থপরত্বাৎ। ভক্তৌ পুনঃ প্রীণনমেব ভক্তেস্তু তদেকজীবনত্বাৎ।

কামনাপ্রাপ্তির্যথা—'ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি'[২] ইত্যাদি। যথা চাঙ্গস্য রাজ্ঞঃ পুত্রার্থকে[৩] যজ্ঞে। নৈষ্কর্ম্যপ্রাপ্তিশ্চ—"বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে। নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিম্"[৪] ইত্যত্র। ভক্তিপ্রাপ্তিশ্চ—'এবং কর্মবিশুদ্ধি'-[৫] ইত্যাদিগদ্যে দর্শিতৈব।

[নিষ্কাম কর্ম সম্ভব নয়। কারণ, কথিত আছে—'জীব যাহা যাহা করে তৎসকলই কামনামূলক চেষ্টা মাত্র'। এরূপ ক্ষেত্রে কামনা ও নৈষ্কর্ম্যবশতঃ যে (ভগবানে) কর্মত্যাগ—উহা স্বার্থপরতাহেতু ভগবৎপ্রীণনের আভাস মাত্র।[৬] ভক্তিতে কিন্তু মুখ্যরূপে ভগবৎপ্রীতিই সাধিত হয়, কারণ ভগবৎ-প্রীতিবিধানই ভক্তির একমাত্র জীবনস্বরূপ।

কামনা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কথিত আছে যে '(সকাম কর্মসমূহ) ক্লেশপ্রচুর ও স্বল্পফলদায়ক—যেমন অঙ্গরাজের পুত্রার্থক যজ্ঞে কামনাপ্রাপ্তি[৭]। 'যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্য হইয়া বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরে-তৎকর্ম সমর্পণ করেন তিনি নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হন'—এই বচনে নৈষ্কর্ম্যপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে। ভক্তিরূপ ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে 'এই প্রকার কর্মবিশুদ্ধিবশতঃ (ভরতরাজার বাসুদেবে ভক্তি জন্মিল)'—এই গদ্যাংশে উহা দেখান হইয়াছে।

নিম্নোক্ত শ্লোকেও উহা প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা :—

১ মনু স্মৃতি ২ ৪ ('জন্তুস্তত্তৎ' স্থলে 'কিঞ্চিত্তত্তৎ' পাঠ দৃষ্ট হয়)।

২ ভা ৮. ৫. ৩৬, পূর্বে ২১৮ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩ পুত্রার্থকে—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

৪ ভা. ১১. ৩. ৪৭

৫ ভা. ৫. ৭. ৭

৬ তাৎপর্য—যদিও নিষ্কাম কর্ম সম্ভব নয়—কারণ ইষ্টকামনা ব্যতীত কর্মানুষ্ঠান দেখা যায় না—তথাপি স্বর্গাদি ইষ্ট কামনায় সংসার বন্ধন হয়—এই বলিয়া কেবল কর্তব্য বুদ্ধিতে যাঁহারা কর্মানুষ্ঠান করেন—তাঁহাদের কর্মানুষ্ঠান নিষ্কাম বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কিন্তু ঐরূপ সকাম বা তথাকথিত নিষ্কাম কর্ম যাঁহারা শ্রীভগবানে সমর্পণ করেন—তাঁহাদের সেই কর্মে কখনও মুখ্যরূপে ভগবৎপ্রীতিবিধান সম্ভব নয়। কারণ, সকাম কর্মে স্বার্থসম্বন্ধ আছে এবং নিষ্কাম কর্মেও মুখ্যরূপে ভগবৎপ্রীতি বাসনা নাই।

৭ অঙ্গরাজের কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সত্ত্বেও দেবগণ যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হন নাই। ঋত্বিক্‌গণের উপদেশ অনুসারে তিনি পুত্রকামনায় শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করেন। পুত্রকামনায় সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে যজ্ঞাগ্নির মধ্য হইতে নির্মলবস্ত্রপরিহিত দিব্য পুরুষ আবির্ভূত হন। তাঁহার হস্তে স্বর্ণপাত্রে যে পায়সান্ন ছিল অঙ্গরাজের পত্নী উহা ভক্ষণ করিবার পর যথাকালে পুত্রলাভ করেন।

প্রণিহিতো ধর্মঃ”[১] ইতি। বেদোঽত্র ত্রৈগুণ্যবিষয়ঃ “ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ”[২] ইতি শ্রীগীতোক্তেঃ। তৎপ্রবর্তনমাত্রত্বেন সিদ্ধঃ ন তু ভক্তিবদজ্ঞানেনাপীত্যর্থঃ। শ্রীগীতাস্বেবান্যত্র তস্য কর্মসংজ্ঞিতত্বঞ্চোক্তং—“ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ”[৩] ইতি। বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগঃ। তদুপলক্ষিতঃ সর্বোঽপি ধর্মঃ কর্মসংজ্ঞিত ইত্যর্থঃ। স চ ভূতানাং প্রাণিনাং যে ভাবা বাসনাস্তেষামুদ্ভবকর ইতি বিশেষণাদ্ ভগবদ্ভক্তির্ব্যাবৃত্তা। অথ ভক্তিসঙ্গায় ধর্মস্য বৈশিষ্ট্যঞ্চৈকাদশে। শ্রীভগবতোক্তং—“ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ”[৪] ইতি। ভগবদর্পণেন ভক্তিপরিকরীকৃতত্বেন চ ভক্তিকৃত্ত্বমুচ্যতে। তদেবমীদৃশেন কর্মণা মিশ্রা সকামা ভক্তির্যথা—

প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ।
সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ ॥
ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দমঃ।
সংপ্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদং তেষাম্ ॥ ২২৫ ॥

[ভা. ৩. ২১. ৫-৬]

তাহাই ধর্ম’। বেদে (সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ)—এই ত্রিবিধ গুণযুক্ত কর্মের বিধান থাকায় শ্রীভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—‘বেদ ত্রৈগুণ্যবিষয়ক’। বেদবিধি কর্তৃক প্রবর্তিত হইলেই ধর্ম সিদ্ধ হয় (অতএব বেদার্থজ্ঞান আবশ্যক), কিন্তু ভক্তি যেরূপ অজ্ঞানেরও ফললাভে সামর্থ্য দান করে উহা সেরূপ নহে। শ্রীভগবদ্গীতার অন্য শ্লোকে ধর্মের কর্মসংজ্ঞাই উক্ত হইয়াছে—‘ভূতগণের উদ্ভবকর বিসর্গ কর্মনামে খ্যাত’। ‘বিসর্গ’ অর্থে দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ—এবং সেই ত্যাগ দ্বারা উপলক্ষিত সমস্ত ধর্মই কর্মসংজ্ঞায় অভিহিত। উহা (সেই ধর্ম) ভূতগণের অর্থাৎ প্রাণিগণের যে-ভাব অর্থাৎ বাসনাসমূহ তাহার উদ্ভবকর—এইরূপ বিশেষণ থাকায় ভগবদ্ভক্তি পরিত্যক্ত হইল (কারণ ধর্ম হইতে বাসনার উদ্ভব হয়, কিন্তু ভক্তিতে সেরূপ হয় না)। অবশ্য ভক্তির সহিত যুক্ত থাকিলে ধর্মের যে বৈশিষ্ট্য হয় উহা একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—(শ্রীভগবানের উক্তি :—) “আমার প্রতি ভক্তি যাহা দ্বারা হয় তাহাই ধর্ম”। শ্রীভগবানে কার্যসমর্পণ ও ভক্তির সহায়রূপে ধর্মের আচরণহেতু উক্ত ধর্মকে ভক্তিকৃৎ বলা হইল। অতএব ঈদৃশ কর্মমিশ্রা সকামা ভক্তির সম্বন্ধে উক্ত হয়—

“ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবান্ কর্দমঋষি পুত্রসৃষ্টির নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া সরস্বতী নদীর তটদেশে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। অনন্তর সমাধিযুক্ত অর্চনক্রিয়া ও ভক্তি দ্বারা পূজিত প্রপন্ন জনগণের বরদাতা সেই শ্রীহরিকে তিনি লাভ করিলেন।” ২২৫ ॥

১ ভা ৬. ২ ৩৬ ২ ভ গী. ২ ৪৫
৩ ভ. গী. ৮. ৩ ৪ ভা. ১১. ১৯. ২৫

অত্র তদ্দর্শনজাতভগবদশ্রুপাতলিঙ্গেন নিষ্কামস্তাপ্যস্য। ব্রহ্মাদেশ-গৌরবেণৈব কামনা জ্ঞেয়া। ৩ ॥ ২১। শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥

[কৈবল্যকামা ভক্তিঃ ক্বচিৎ কর্মজ্ঞানমিশ্রা ক্বচিদ্ জ্ঞানমিশ্রা]

অথ কৈবল্যকামা ক্বচিৎ কর্মজ্ঞানমিশ্রা ক্বচিদ্ জ্ঞানমিশ্রা চ। তত্র জ্ঞানং—"জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্" ইতি দর্শিতম্। তদীয়শ্রবণাদীনাং বৈরাগ্যযোগসাংখ্যানাঞ্চ তদঙ্গত্বাৎ তদন্তঃপাতঃ [১]। অথ কর্মজ্ঞানমিশ্রা। যথা—

অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্মেণামলাত্মনা।
তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসংভৃতয়া চিরম্ ॥
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেনাত্মসমাধিনা।
প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্ ॥
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ ॥ ২২৬ ॥
[ভা. ৩. ২৭. ২৯-৩১]

এই স্থলে (অর্থাৎ ৩. ২১. ১১ শ্লোকের বর্ণনায়) শ্রীভগবানের দর্শনলাভহেতু কর্দমঋষির আনন্দাশ্রুপাতের উল্লেখ থাকায় ইহাই প্রতীত হইতেছে যে তিনি ছিলেন নিষ্কাম। ব্রহ্মার আদেশের গৌরব রক্ষার্থেই পুত্রসৃষ্টিরূপ কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান বুঝিতে হইবে। ইতি। ৩য় স্কন্ধে ২১তম অধ্যায়ে শ্রীমৈত্রেয় ঋষির উক্তি ॥

[কৈবল্যকামা ভক্তি কোথাও কর্মজ্ঞানমিশ্রা ও কোথাও জ্ঞানমিশ্রা]

অনন্তর কৈবল্যকামা ভক্তি বলিতে উহা কোথাও কর্ম-ও-জ্ঞানমিশ্রা, কোথাও জ্ঞানমিশ্রা। উহার মধ্যে (শ্রীভগবানের সহিত) 'একাত্মতা দর্শনের নামই জ্ঞান' (ভাগবতের) এই বর্ণনায় জ্ঞান দেখান হইয়াছে। উহাতে শ্রীভগবানের শ্রবণ মনন প্রভৃতির বৈরাগ্য, যোগ, ও সাংখ্যের জ্ঞানাঙ্গরূপে বিধান থাকায় জ্ঞানেই উহারা অন্তর্ভুক্ত। অনন্তর কর্মজ্ঞানমিশ্রা (মিশ্রা ভক্তি) যথা—

"ফলরূপ নিমিত্ত যাহাতে নাই এইরূপ নিষ্কাম কর্মের দ্বারা, নির্মল আত্মার দ্বারা এবং আমার প্রতি আচরণীয় শ্রবণকীর্তনাদি-পুষ্ট তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা এবং তত্ত্বদর্শনরূপ জ্ঞান-প্রবল বৈরাগ্য, তপস্যাযোগ ও তীব্র আত্মসমাধি—এই সকলের দ্বারা পুরুষের প্রকৃতি (মায়া) অভিভূত হইয়া অগ্নির উৎপত্তিস্থল অরণি কাষ্ঠের ন্যায় ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয়[২]।" ২২৬ ॥

১ ন তদন্তঃপাতঃ—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ অরণি মন্থন করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং সেই অগ্নি অরণি বা কাষ্ঠগুলিকে পুড়াইয়া নিঃশেষিত করে। তেমনি মায়া ভক্তিমিশ্র জ্ঞানকর্মাদির দ্বারা তিরোহিত হয়।

নিমিত্তং ফলং ন তন্নিমিত্তং প্রবর্তকং যস্মিন্ তেন নিষ্কামেন। অমলাত্মনা নির্মলেন মনসা। জ্ঞানেন শাস্ত্রোত্থেন। যোগো জীবাত্মপরমাত্মনো ধ্যানং, "যোগঃ সন্নহনোপায়-ধ্যানসঙ্গতিযুক্তিষু" ইতি নানার্থবর্গাৎ। ধ্যানমেব ধ্যাতৃধ্যেয়বিবেকরহিতং সমাধিঃ। অত্র "সর্বাসামেব সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্"[১] ইত্যুক্ত্যা ভক্তেরঙ্গিত্বেঽপি অঙ্গবন্নির্দেশস্তেষাং তত্র সাধনান্তরসামান্যদৃষ্টিরিত্যভিপ্রায়েণ। অতএব তেষাং মোক্ষমাত্রফলমিতি। ৩॥২৭। শ্রীকপিলদেবঃ॥

জ্ঞানমিশ্রামাহ—

বিবিক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাববিমলাশয়ঃ।
আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ॥ ২২৭॥

[ভা. ১১. ১৮. ২১]

ভাবো ভাবনা। ১১॥১৮। শ্রীভগবান্॥

'নিমিত্ত' অর্থাৎ ফল যাহার নিমিত্ত নহে অর্থাৎ কর্মাদির প্রবর্তক নহে—অতএব নিষ্কাম কর্মের দ্বারা। নির্মল আত্মার দ্বারা' অর্থাৎ নির্মল মনের দ্বারা। 'জ্ঞানের দ্বারা' অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রাপ্ত জ্ঞানের দ্বারা। (তপস্যাযুক্ত) 'যোগ' বলিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ধ্যান। কোষের নানার্থবর্গে উল্লেখ আছে—যোগ অর্থে সন্নহন অর্থাৎ যুদ্ধোচিত বেশভূষাদি ধারণ, উপায়, ধ্যান, সঙ্গতি ও যুক্তি—ইহাই বুঝায়। 'সমাধি' বলিতে ধ্যাতা ও ধ্যেয়—এই উভয়ের জ্ঞানরহিত যে-ধ্যান তাহাই বুঝিতে হইবে। 'সকল সিদ্ধির মূলই শ্রীভগবানের চরণার্চন'—ভাগবতের এই উক্তিবশতঃ ভক্তির প্রধানতা সত্ত্বেও (কর্ম ও জ্ঞানাদির) অঙ্গ বা অপ্রধান রূপে নির্দেশ করা হইতেছে, কারণ—নিষ্কাম ধর্মাদি ও অন্য সাধনাদির সমান দৃষ্টি অভিপ্রায়েই এইরূপ বলা হইয়াছে। অতএব উহাদের (নিষ্কাম ধর্মাদির) মোক্ষমাত্রই ফল। ইতি। ৩য় স্কন্ধে ২৭তম অধ্যায়ে শ্রীকপিলদেবের উক্তি॥

জ্ঞানমিশ্রা (সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি) সম্বন্ধে (শ্রীভগবান্ বলিতেছেন)—

"নির্জন ও নির্ভয় স্থানে অবস্থিত এবং আমার ভাবের দ্বারা বিমলচিত্ততা আশ্রয় করিয়া অবস্থিত মুনি (মননশীল ব্যক্তি) আমার সহিত অভেদরূপে কেবল আত্মাকে চিন্তা করিবেন"। ২২৭॥ —'ভাব' অর্থে ভাবনা। ইতি। একাদশ স্কন্ধে ১৮দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি॥

[১] ভা. ১০ ৮১. ১৬

নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্মেণ মহীয়সা
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ ॥
মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শ-পূজাস্তত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ।
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ।
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসঙ্কীর্তনাচ্চ মে।
আর্জবেনার্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা।
মদ্ধর্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্ ॥ ২২৯ ॥

[ভা. ৩. ২৯. ১৩-১৫]

নিষেবিতেন সম্যগনুষ্ঠিতেন অনিমিত্তেন চ নিষ্কামেন স্বধর্মেণ। মহীয়সা শ্রদ্ধাদিযুক্তেন। ক্রিয়াযোগেন পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত-বৈষ্ণবানুষ্ঠানেন। শস্তেন উত্তমদেশকালাদিমতা নিষ্কামেন চ। নাতিহিংস্রেণ অতিহিংসারহিতেন। অতিশব্দঃ প্রাণাদিপীড়াপরিত্যাগফলপত্রাদি-

"অতিহিংসাবর্জিত নিত্য আচরিত অনিমিত্ত (কাম-নিমিত্তহীন) মহীয়ান্ স্বধর্মের দ্বারা, প্রশস্ত (বা শাস্ত্রবিহিত) ক্রিয়াযোগ দ্বারা এবং আমার প্রতিমাদির দর্শন, স্পর্শন, পূজন, স্তবন ও অভিবন্দনার দ্বারা এবং, আমি যে ভূতগণের অন্তর্যামী—এইরূপ ভাবনা দ্বারা, ও সত্ত্বগুণ, সঙ্গত্যাগ, মহদ্‌গণের প্রতি বহু সম্মানপ্রদর্শন, দীনগণের প্রতি অনুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মিত্রতা এবং যম ও নিয়ম ইত্যাদি দ্বারা, এবং আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের শ্রবণ এবং আমার নামসঙ্কীর্তন দ্বারা ও সরলতাচরণ, সাধুসঙ্গ এবং অহঙ্কারবর্জনের দ্বারা আমার ধর্ম অনুষ্ঠানকারী পুরুষের এই সকল গুণাবলীর সাহায্যে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয় এবং সেই পুরুষ আমার গুণ শ্রবণ মাত্র অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হয়।" ২২৯ ॥

'আচরিত' (নিষেবিত) অর্থে সম্যক্ অনুষ্ঠিত, 'অনিমিত্ত' অর্থাৎ নিষ্কাম স্বধর্ম—তদ্দ্বারা। 'মহীয়ান্' অর্থাৎ শ্রদ্ধাদিযুক্ত। 'ক্রিয়াযোগ' বলিতে পঞ্চরাত্রাদিতে কথিত যে বৈষ্ণবোচিত ক্রিয়াকলাপ, তাহা দ্বারা। 'প্রশস্ত' বলিতে উত্তম দেশ ও উত্তম কালাদিযুক্ত অথচ নিষ্কাম অনুষ্ঠান—তদ্দ্বারা। 'অতিহিংসাবর্জিত' অর্থাৎ অতিহিংসারহিত (কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা)। অতি শব্দের

জীবাবয়বস্বীকারার্থঃ। মদ্বিষ্ণ্যং মদর্চাদি। ভূতেষন্তর্যামিত্বেন মদ্ভাবনয়া। সত্ত্বেন ধৈর্য্যেণ। অসঙ্গমেন বৈরাগ্যেণ চ। অহিংসাস্তেয়ব্রহ্মচর্যপরিগ্রহা যমাঃ। শৌচ-সন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ। আধ্যাত্মিকমাত্মানাত্মবিবেকশাস্ত্রম্। নিরহংক্রিয়য়া গর্বরাহিত্যেন। মদ্ধর্মণঃ মদ্ধর্মানুষ্ঠাতুঃ পুরুষস্যাশয়ঃ। শ্রুতমাত্রগুণং মামঞ্জসাভ্যেতি 'মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি'[১] ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণাং ধ্রুবানুস্মৃতিং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। অত্রাধ্যাত্মিকশ্রবণাদিনা জ্ঞানমিশ্রত্বমপি। ৩॥২৯। শ্রীকপিলদেবঃ॥

অথ জ্ঞানমিশ্রা—

দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভির্নির্মুক্তঃ স্বেন তেজসা।
জ্ঞানবিজ্ঞানসংতৃপ্তো মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ॥ ২৩০॥
[ভা. ৬. ১৬. ৫৭]

প্রয়োগ থাকায় প্রাণাদি পীড়া যাহাতে না হয় তাহার বর্জন যেমন উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ ফলপত্রাদিও যে জীবাবয়ব উহা স্বীকৃত হইয়াছে।[২] আমার প্রতিমা অর্থে আমার অর্চনাস্পদ প্রতিমা। ভূতসমূহের আমি যে অন্তর্যামী—এইরূপ ভাবনার দ্বারা। 'সত্ত্ব' অর্থে ধৈর্য—তদ্দ্বারা। 'সঙ্গত্যাগ' অর্থে বৈরাগ্য-তদ্দ্বারা। 'যম' বলিতে অহিংসা, অস্তেয় (চৌর্যশূন্যতা), ব্রহ্মচর্য ও পরিগ্রহ। 'নিয়ম' বলিতে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও ঈশ্বরপ্রণিধান। 'আধ্যাত্মিক শাস্ত্র' বলিতে যে শাস্ত্রে আত্মা ও অনাত্মার ভেদ বিবেচিত হয় সেই শাস্ত্র। 'অহঙ্কার বর্জনের দ্বারা' অর্থাৎ গর্বশূন্যতার দ্বারা। আমার ধর্ম অনুষ্ঠানকারী পুরুষের অন্তঃকরণ (শুদ্ধ হয়)। 'গুণ শুনিবামাত্র অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হয়'—এই অংশটির অর্থ এইরূপ :—'আমার গুণ শ্রবণ-মাত্র (সর্বান্তর্যামী) আমাতে (মনের অবিচ্ছিন্ন গতি লাভ করে)'—এই (শ্লোকোক্ত) ধ্রুবানুস্মৃতি সে লাভ করে—বুঝিতে হইবে। এখানে আধ্যাত্মিক শ্রবণাদির উল্লেখ থাকায় (ভক্তির) জ্ঞানমিশ্রতাও[৩] প্রদর্শিত হইল। ইতি। তৃতীয় স্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে, শ্রীকপিলদেবের উক্তি॥

অনন্তর জ্ঞানমিশ্রা (ভক্তি) যথা :—

"দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়সমূহ হইতে স্বীয় তেজোবলের দ্বারা মুক্ত হইয়া জ্ঞানবিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়া পুরুষ আমার ভক্ত হয়"। ২৩০॥

১ ভা, ৩. ২৯. ১০। সম্পূর্ণ শ্লোক ৩৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২ বৈধবোচিত ক্রিয়াযোগে অতিহিংসা বর্জনীয়—এইরূপ উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে প্রাণাদিপীড়া পরিত্যাগ করতঃ ফলপত্রাদি জীবাবয়বের প্রতি স্বল্প হিংসা করা যাইতে পারে। শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত অন্নাদি ও নৈবেদ্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে দুর্লক্ষ্য সূক্ষ্ম জীবহিংসা, এবং শাক ও ফল মূল ছেদনে যে জীবাবয়বের হিংসা হয়, উহা সেবার নিমিত্ত স্বল্প হিংসা—অতএব উহা অতিহিংসা মধ্যে পরিগণিত হইবে না।

৩ এইরূপ ভক্তি কেবল কর্মমিশ্র বা কেবল জ্ঞানমিশ্র নহে। কর্ম ও জ্ঞান—এই উভয়েরই মিশ্রণ ইহাতে দৃষ্ট হয়।

দৃষ্টেতি ঐহিকামুষ্মিকবিষয়ৈঃ। স্বেন তেজসা বিবেকবলেন। ৬॥১৬। শ্রীসঙ্কর্ষণশ্চিত্রকেতুম্॥

[কেবলস্বরূপসিদ্ধা ভক্তিঃ সকামা কৈবল্যকামা চ]

অথ কেবলস্বরূপসিদ্ধোদাহ্রিয়তে। তত্র সকামা কৈবল্যকামা চোপাসকসঙ্কল্পগুণৈস্তত্তদ্গুণত্বেনোপচর্যতে।

ততঃ সকামা দ্বিবিধা—তামসী রাজসী চ। পূর্বা যথা—

> অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দম্ভং মাৎসর্যমেব বা।
> সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্যাৎ স তামসঃ॥ ২৩১॥
>
> [ভা. ৩. ২৯. ৭]

'দৃষ্ট' ইত্যাদি অর্থে ঐহিক এবং পারলৌকিক[১] বিষয়সমূহ। স্বীয় 'তেজোবলের দ্বারা' অর্থে বিবেকবলের দ্বারা। ইতি। ষষ্ঠ স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীসঙ্কর্ষণ কর্তৃক চিত্রকেতুর প্রতি (উক্তি)॥

[কেবল-স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি - সকামা এবং কৈবল্যকামা]

অনন্তর কেবল স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি সম্বন্ধে বলা হইতেছে—উহা সকামা ও কৈবল্যকামা রূপে উপাসকের সঙ্কল্পগুণের দ্বারা সেই সেই গুণরূপে উপচরিত হয়।[২]

আবার সকামা ভক্তি দ্বিবিধা—তামসী এবং রাজসী। প্রথমটী (অর্থাৎ তামসী সকামা ভক্তি) যথা—

"হিংসা, দম্ভ অথবা মাৎসর্যের অভিসন্ধি করিয়া ভেদদর্শী অবস্থায় ক্রোধপরায়ণ যে ব্যক্তি আমাতে ভক্তি করে সে তামস[৩]।" ২৩১॥

১ 'দৃষ্ট' অর্থে ঐহিক এবং 'শ্রুত' অর্থে পারলৌকিক।

২ ইতঃপূর্বে ২১৭ শ্লোকাঙ্কে শ্রীভগবানের শ্রবণকীর্তনাদিরূপা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। এ স্থলে সকাম ও মুক্তিকামভেদে উক্ত ভক্তির যে দ্বৈবিধ্য তাহাই প্রতিপাদন করা হইতেছে। অবশ্য এই প্রকার স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বস্তুতঃ সকামা ও কৈবল্যকামা নহে, কিন্তু উপাসকের কামনা অনুসারে তত্তদ্ধর্ম উহাতে উপচরিত হয়। উপাসক কামনা করিয়া যদি ভজনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তি সকামা এবং মুক্তিকামনায় যদি ভজনা করেন তাহা হইলে তাঁহার ভক্তি কৈবল্যকামা।

৩ অন্যের বিনাশের নিমিত্ত অথবা দম্ভের নিমিত্ত বা অন্যের পূজাদি দর্শনে মাৎসর্যবশতঃ স্পর্ধা করিয়া যে ব্যক্তি ভজনা করে—এইরূপ ত্রিবিধ ব্যক্তিই তামস। ঐরূপ ভজনকারী ভক্ত তামস বলিয়া পরিগণিত হয়—এইরূপ উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে ভক্তি স্বয়ং নির্গুণা, কিন্তু ঐরূপ ভক্ত তামসগুণযুক্ত।

পুরুষার্থত্বেন ভাবয়ন্ স সাত্ত্বিক উচ্যতে। উত্তরস্যাপি তাৎপর্য্যং কর্মনির্হার এব ভবেদিতি। উক্তঞ্চ—"সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী"[১] ইতি "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানম্"[২] ইতি "সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থম্"[৩] ইতি চ তৎসাধনসাধ্যয়োঃ সগুণত্বম্। অত্রত্যোদাহরণং যজেদিত্যুত্তরার্ধমেব।

[কেবলা স্বরূপসিদ্ধা নিষ্কামা নির্গুণা ভক্তিঃ]

অথ যস্যা এবোৎকর্ষজ্ঞানার্থমেতে ভক্তিভেদা নিরূপিতাঃ সা ভক্তিমাত্র-কামত্বান্নিষ্কামা নির্গুণা কেবলা স্বরূপসিদ্ধা নিরূপ্যতে। ইয়মেবাকিঞ্চনাখ্যত্বেন সর্বোধ্বং পূর্বমপ্যভিহিতা তামাহ—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

পৃথক্ জ্ঞানে পুরুষার্থরূপে যে-ব্যক্তি ভাবনা করেন—তিনি সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হন। এই পরবর্তী (সাত্ত্বিক) ভক্তের কর্মবন্ধমুক্তিরূপ মোক্ষেই তৎপরতা হইয়া থাকে। কথিত আছে—'সাত্ত্বিক হইতেছেন অনাসক্ত কর্তা', 'কৈবল্যই সাত্ত্বিক জ্ঞান', 'আত্মা হইতে জাত সুখ সাত্ত্বিক'। ইহা দ্বারা উহার (কৈবল্যজ্ঞানের) সাধন ও সাধ্য এই উভয়েরই সগুণতা। 'ভজন করে' এই (শ্লোকের) উত্তরার্ধই এখানকার (সাত্ত্বিক ভক্তির) উদাহরণ।

[কেবলা স্বরূপসিদ্ধা নিষ্কামা নির্গুণা ভক্তি]

যে ভক্তির উৎকর্ষ জ্ঞাপনের নিমিত্ত এই সকল ভক্তিভেদ নিরূপিত হইল সে ভক্তি কিন্তু নিষ্কামা নির্গুণা এবং কেবল স্বরূপসিদ্ধা, কারণ তাহাতে ভক্তিমাত্র কামনা ব্যতীত আর কিছুই নাই। অকিঞ্চনাখ্যা এই ভক্তিই সকলের উর্ধ্বে বিরাজ করে এবং ইহা পূর্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাই বলিতেছেন—

"আমার গুণশ্রবণ-মাত্র সর্বগুহাশায়ী পুরুষোত্তমস্বরূপ আমাতে, গঙ্গাসলিল অবিচ্ছিন্ন ধারায় যেমন সমুদ্র গমন করে, তদ্বৎ মনের অবিচ্ছিন্না গতি সহকারে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা যে ভক্তি

১ ভা. ১১. ২৫. ২৫ ; ১৩৬ অনু, পৃ° ২০২ দ্র° ।
২ ভা. ১১. ২৫, ২৩ ; ১৩৪ অনু, পৃ° ১৯৪ দ্র° ।
৩ ভা ১১. ২৫ ২৮ ; ১৩৪ অনু, পৃ° ১৯৭ দ্র° ।

সাক্ষাদ্রূপা ন ত্বারোপাদিসিদ্ধত্বেন ব্যবধানাত্মিকা। তাদৃশী যা ভক্তিঃ শ্রোত্রাদিনা সেবনমাত্রং সা চ তস্য স্বরূপমিত্যর্থঃ। মাত্রপদেনাবিচ্ছিন্নেত্যনেন চ মনোগতেরহৈতুকীত্বাদিসিদ্ধেঃ পৃথগ্‌যোজনানর্হত্বাৎ। "সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী"[১] ইত্যাদিষু "নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ"[২] ইত্যাদিভিস্তদাশ্রয়ক্রিয়াদীনাং নির্গুণত্বস্থাপনাৎ—

মাং ভজন্ত্যগুণাঃ সর্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ॥

[ভা. ১১. ১৩. ৩৯]

ইত্যত্র তদ্‌গুণানামপ্যপ্রাকৃতত্ব-শ্রবণাদহৈতুকীত্বমেব বিশেষতো দর্শয়তি। জনা মদীয়াঃ। সালোক্যাদিকমপি উত অপি দীয়মানমপি ন গৃহ্নন্তি। মৎসেবনং বিনেতি গৃহ্নন্তি চেত্তর্হি

১০ অর্থাৎ ফলানুসন্ধানরহিতা এবং অব্যবহিতা অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধত্বহেতু সাক্ষাদ্রূপা কিন্তু আরোপাদিসিদ্ধত্বহেতু ব্যবধানাত্মিকা নহে[৩]। তাদৃশী যে-ভক্তি—শ্রোত্র ইত্যাদির (কর্ণ, বদন ও মন প্রভৃতির) দ্বারা উঁহার সেবনমাত্র হইয়া থাকে এবং ইহাই তাহার স্বরূপ। (শ্রবণমাত্র)—এই 'মাত্র' পদের দ্বারা এবং 'অবিচ্ছিন্না'—এই পদের দ্বারা মনের গতির অহৈতুকীত্বাদি সিদ্ধিবশতঃ পৃথকরূপে যোজনা উচিত নহে[৪]। 'সাত্ত্বিক হইতেছেন অনাসক্ত কর্তা'—ইত্যাদি শ্লোকে 'আমার শরণাপন্ন ব্যক্তি নির্গুণ'
১৫ —ইত্যাদি উল্লেখবশতঃ শ্রীভগবানের আশ্রয় ও ক্রিয়াদির নির্গুণতাই স্থাপিত হইয়াছে।

"সেই সাম্য ও অসঙ্গাদি অগুণসমূহ—(যাহা গুণের পরিণাম নহে তাহাই অগুণ)—নির্গুণ ও নিরপেক্ষস্বভাব আমাকে সর্বভূতের সুহৃৎ বলিয়া ভজনা করে।"

এই স্থলে সেই গুণসমূহেরও অপ্রাকৃতত্ব শ্রবণহেতু (শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ ও তাঁহার ক্রিয়াদির) যে অহৈতুকতারূপ নির্গুণতা তাহাই বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইল।[৫] 'জনসমূহ' অর্থে মদীয় (ভক্ত)
২০ জনসমূহ। সালোক্য প্রভৃতি প্রদান করিলেও গ্রহণ করে না—আমার সেবা ব্যতীত অর্থাৎ যদি গ্রহণ করে, আমার সেবার নিমিত্তই গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার নিজের নিমিত্ত (গ্রহণ করে) না—ইহাই

১ ভা. ১১. ২৫. ২৫ ; ১৩৫ অঙ্ক দ্রষ্টব্য।

২ ঐ

৩ শ্রীভগবানে অর্পিত কর্মাদিরূপা যে ভক্তি তাহা আরোপসিদ্ধা ভক্তি। ভক্তির অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত যে জ্ঞানকর্মাদি তাহা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি। কিন্তু স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি একমাত্র ভক্তিকেই অপেক্ষা করে, জ্ঞানকর্মাদিকে অপেক্ষা করে না। এই জন্য বিষয়ান্তরের দ্বারা ভেদ বা ব্যবধান ইহাতে সম্ভব নহে।

৪ পৃথক্‌রূপে যোজনা করিলে ভক্তি প্রাকৃত মনের বিষয়ীভূত হইয়া সগুণতা লাভ করে। কিন্তু উহা তত্ত্ববিরোধী।

৫ শ্রীভগবানের নিত্যস্বরূপভূত অপ্রাকৃত গুণসমূহই শ্রীভগবান্‌কে ভজনা করে।

মৎসেবার্থমেব গৃহ্ণন্তি ন তু তদর্থমেবেত্যর্থঃ। সার্ষ্টিঃ সমানৈশ্বর্যম্। একত্বং ভগবৎসাযুজ্যং ব্রহ্মসাযুজ্যঞ্চ। অনয়োস্তল্লীনাত্মকত্বেন তৎসেবনার্থত্বাভাবাদগ্রহণাবশ্যকত্বমেবেতি ভাবঃ। তস্মাৎ স এব চাত্যন্তিকফলতয়া ভবতীত্যপবর্গ ইত্যর্থঃ। 'নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্তি'[১] ইত্যাদেরাত্যন্তিক-প্রলয়তয়া তৎপ্রসিদ্ধেশ্চ। নমু গুণত্রয়াত্যয়পূর্বকভগবৎসাক্ষাৎকার এবাপবর্গ ইতি চেত্তস্যাপি তাদৃশধর্মত্বং স্বতঃ সিদ্ধমেবেত্যাহ যেনেতি, যেন কদাচিদপ্যপরিত্যাজ্যেন মম ভাবায় বিদ্যমানতায়ৈ সাক্ষাৎকারায়েত্যর্থঃ। উপপদ্যতে সমর্থো ভবতি। যথোক্তং পঞ্চমে—"যথা বর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি"[২] 'যোঽসৌ ভগবতি'[৩] ইত্যাদিকম্ "অনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণ"[৪] ইত্যন্তম্।

অর্থ। 'সার্ষ্টি' অর্থে সমানৈশ্বর্য। 'একত্ব' অর্থে ভগবৎসাযুজ্য এবং ব্রহ্মসাযুজ্য। (ভগবৎসাযুজ্য ও ব্রহ্মসাযুজ্য)—এই দুইটীতে শ্রীভগবানে অথবা ব্রহ্মে লীন হইতে হয় বলিয়া ইহাতে তাঁহার সেবার কোন কার্য সম্ভব নয়; অতএব কোন মতেই (ভক্তগণ) ইহা (সাযুজ্যমুক্তি) গ্রহণ করে না—ইহাই তাৎপর্যার্থ।[৫] অতএব সেই (ভক্তিযোগই) আত্যন্তিক ফলরূপে অপবর্গ বলিয়া কথিত হয়। '(তোমার ভক্তগণ তোমার অনুগ্রহরূপ মোক্ষপদও) আত্যন্তিক বলিয়া গণনা করে না'—ইত্যাদি উক্তি হইতে (মোক্ষের) লয়নিবন্ধনই আত্যন্তিক ভক্তির প্রসিদ্ধি বুঝিতে হইবে। আচ্ছা—যদি বল (সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই) ত্রিবিধ গুণের অতিক্রম করিয়া—শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারই অপবর্গ—তাহা হইলে বলিব আত্যন্তিক ভক্তিযোগে তাদৃশ (নিগুর্ণ) ধর্মতা স্বতঃসিদ্ধই আছে। এই জন্যই বলিয়াছেন—'যাহা (ভক্তিযোগ) দ্বারা (ত্রিগুণ অতিক্রান্ত হয়)' ইত্যাদি। যদ্দ্বারা অর্থাৎ কখনও পরিত্যাজ্য নহে—এমন যে-ভক্তিযোগ, তদ্দ্বারা আমার ভাবের নিমিত্ত অর্থাৎ আমার সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত 'উপপন্ন হয়' অর্থাৎ সমর্থ হয়। যথা পঞ্চমস্কন্ধে উক্ত হয়—'(ব্রাহ্মণাদি) বর্ণের (সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থাদি) যে বিহিত তাহা (শাস্ত্রবিহিত) অপবর্গ (মোক্ষ)', কিন্তু 'যে (বিষ্ণুভক্ত) শ্রীভগবানে নানাগতির মূলকারণ যে-অবিদ্যাগ্রন্থি, তাহার ছেদনের উপযোগী অন্য নিমিত্তরহিত একমাত্র ভক্তিযোগলক্ষণ অপবর্গ সমাদর করে, তাহার উহাই যথার্থ অপবর্গ।

১ ভা ৩. ১৫. ৪৮

২ ভা ৫. ১৯. ১৯

৩ ভা ৫. ১৯. ২০

৪ ভা. ৫. ১৯ ২০

৫ শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত সালোক্য-সামীপ্যাদি মুক্তির আবশ্যকতা থাকিলেও সাযুজ্যমুক্তিতে সেরূপ কোন কার্য সম্ভব নয়। অতএব ভক্তগণ সাযুজ্যমুক্তি কোন কারণেই গ্রহণ করেন না।

অতো নির্গুণাপি বহুধৈবাবগন্তব্যা। এবমুক্তমেতৎ-প্রকরণারম্ভে—

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে॥
[ভা. ৩. ২৯. ১২]

ইতি। মার্গৈঃ প্রকারবিশেষৈঃ। অতঃ স্বস্য ভক্তিযোগস্যৈব মার্গেণ বৃত্তিভেদেন শ্রবণাদিনা ভাবস্যাভিমানস্য তদ্ভেদেন দাস্যাদিনা গুণানাং তমআদীনাঞ্চ তদ্ভেদেন হিংসাদিনা পুংসাং ভাবোঽভিপ্রায়ো বিভিদ্যত ইত্যর্থঃ।

অত্র মুক্তাফলটীকা চ—"অয়মাত্যন্তিকস্ততঃপরং প্রকারান্তরাভাবাৎ। অস্যৈব ভক্তিযোগ ইত্যাখ্যা. অন্বর্থেন ভক্তিশব্দস্যাত্রৈব মুখ্যত্বাৎ। ইতরেষু ফল এবানুরাগো ন তু বিষ্ণৌ, ফললাভেন ভক্তিত্যাগাৎ"—ইত্যেষা।

অতএব নির্গুণা ভক্তিও যে বহুপ্রকারের ইহাই বুঝিতে হইবে। এই প্রকরণের প্রারম্ভে তাহাই কথিত হইতেছে—

'হে ভাবিনি (অভিপ্রায়াভিজ্ঞে)! বিশেষ বিশেষ বহুমার্গবশতঃ ভক্তিযোগও বহুবিধ বলিয়া জানিবে। নিজ নিজ স্বভাবগুণে বহু বৃত্তিবশতঃ পুরুষগণের অভিপ্রায়ের ভেদ হইয়া থাকে।' 'বহুমার্গবশতঃ' অর্থে বহু প্রকার বিশেষ বশতঃ। অতএব নিজের ভক্তিযোগেরই মার্গবশতঃ অর্থাৎ বৃত্তিভেদবশতঃ শ্রবণাদি দ্বারা 'ভাব' অর্থাৎ অভিমানভেদে দাস্যসখ্যাদি দ্বারা গুণসমূহের অর্থাৎ তমঃ আদি গুণসমূহের ভেদহেতু হিংসাদি দ্বারা পুরুষসমূহের অভিপ্রায়ের ভেদ হইয়া থাকে [1]।

এই শ্লোকের (ভা. ৩. ২৯. ১২) মুক্তাফলটীকা যথা—'এই ভক্তিযোগ আত্যন্তিক, যেহেতু ইহার উপরে আর অন্য কোন প্রকার নাই। ইহারই যথার্থ ভক্তিযোগ আখ্যা, কারণ ইহাতেই ভক্তিশব্দের অনুগতার্থতা মুখ্যভাবে রহিয়াছে। অন্যগুলিতে ফলেই অনুরাগ, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুতে অনুরাগ নাই এবং তদ্বশতঃ ফললাভের প্রতি আসক্তি থাকায় ভক্তিত্যাগই হইয়া থাকে'—এই পর্যন্ত (মুক্তাফল টীকা)।

১ যাঁহারা দাস্যসখ্যাদি অভিমান লইয়া ভজন করেন তাঁহাদের ভক্তিযোগ নির্গুণ এবং দাস্যসখ্যাদি ভেদেও নানাবিধ। আবার যাঁহারা তমঃ প্রভৃতি গুণবশতঃ প্রাণিগণের হিংসার নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌কে ভজন করেন তাঁহাদের ভক্তিযোগ সগুণ এবং রাজসিক ও তামসিক ভেদে উহা নানাপ্রকার। ইহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে (২৩১ ও ২৩২ অঙ্কে ব্যাখ্যা দ্র°)। মনে রাখিতে হইবে—ভক্তিযোগ স্বতঃই নির্গুণ, কিন্তু পুরুষের অভিমান ও অভিপ্রায়ভেদে তত্তদ্‌গুণ ভক্তিতে উপচরিত হয় বলিয়া সেরূপক্ষেত্রে ভক্তিযোগ সগুণ বলিয়া প্রতীত হয়।

প্রত্যেকমপি দ্বিত্রাদয়ঃ সমুদিত্যাপি কারণানি ভবন্তি। তথা শ্রবণাৎ। তত্র প্রথমতঃ শরণাপত্তিঃ। ষড়্‌বর্গাদ্যবিকৃতসংসারভয়বাধ্যমান এব হি শরণং প্রবিশত্যনন্যগতিঃ। ভক্তিমাত্রকামোঽপি তৎকৃতভগবদ্বৈমুখ্যবাধ্যমানঃ।

অনন্যগতিত্বঞ্চ দ্বিধা দর্শ্যতে। আশ্রয়ান্তরস্যাভাবকথনেন, অতিপ্রজ্ঞয়া[1] কথঞ্চিদাশ্রিতস্যান্যস্য ত্যাজনেন চ। পূর্বেণ যথা—

মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥

[ভা. ১০. ৩. ২৪]

উত্তরেণ যথা—

তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥

কীর্তনাদিসমূহ। এইগুলির প্রত্যেকটীতে আবার দুই বা তিন কারণের সমুদয় রহিয়াছে[2]। সেইরূপই শাস্ত্রশ্রুতি রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ শরণাপত্তি। (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—এই) ষড়্‌বর্গরূপ অরি কর্তৃক যে-সংসারভয়—তদ্দ্বারা বাধ্যমান ব্যক্তি অনন্যগতিক হইয়া শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করে। ভক্তিমাত্রকাম ব্যক্তিও সংসারকৃত শ্রীভগবানের বিমুখতা দ্বারা বাধ্যমান হইয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন (হইয়া অনন্যগতিক) হয়।[3]

অনন্যগতিকতা দুই প্রকার দেখান হইতেছে—অন্য আশ্রয়ের অভাব কথনের দ্বারা, আর অতিপ্রজ্ঞা (বিশেষ বিবেচনা) বশতঃ অন্য প্রাপ্ত আশ্রয়ের ত্যাগ দ্বারা। প্রথমটী যথা—

'মরণধর্মা জীব মৃত্যুরূপ ক্রূর সর্প হইতে ভীত হইয়া সমস্ত লোকে গমন করিয়া কোথাও অভয় প্রাপ্ত না হইয়া কোন অনির্বচনীয় ভাগ্যে তোমার চরণপদ্ম লাভ করায়, হে আদ্য (ভগবন্), নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। ইহার নিকট হইতে মৃত্যু অপগত।'

দ্বিতীয়টী যথা—

'অতএব হে উদ্ধব! তুমি চোদনা (শ্রৌত বিধি) ও প্রতিচোদনা (স্মার্ত বিধি), প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং শ্রোতব্য বা শ্রুত বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া সর্বপ্রযত্নের সহিত সর্বদেহীর

১ নাতিপ্রজ্ঞয়া—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হইলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥ (চৈ. চ মধ্য ২২ পরিচ্ছেদ)।

৩ সাধারণ ব্যক্তি সংসারভয়ে ভীত হইয়া শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করে এবং ভক্তিমাত্রকাম ব্যক্তি ভগবানের বিমুখতা নিবারণের জন্য শ্রীভগবানে শরণ গ্রহণ করে।

মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্।
যা হি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥
[ভা. ১১. ১২. ১৩]

ইতি। চোদনাং শ্রুতিং প্রতিচোদনাং স্মৃতিমিতি টীকা চ।

শ্রীগীতাসু চ—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' [১] ইত্যাদি। তস্যাঃ শরণাপত্তের্লক্ষণং—বৈষ্ণবতন্ত্রে—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণন্তথা ॥
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥

ইতি। অঙ্গাঙ্গিভেদেন ষড়্‌বিধা। তত্র গোপ্তৃত্বে বরণমেবাঙ্গি শরণাগতিশব্দেনৈকার্থ্যাৎ, অন্যানি ত্বঙ্গানি তৎপরিকরত্বাৎ। আনুকূল্যপ্রাতিকূল্যে তদ্ভক্তাদীনাং শরণাগতস্য ভাবস্য বা। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ। "ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাং-

---

আত্মস্বরূপ একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, তাহা হইলেই আমার দ্বারা তোমার অকুতোভয় সাধিত হইবে।'

ইতি। 'চোদনা' অর্থে শ্রুতি, 'প্রতিচোদনা' অর্থে স্মৃতি। ইহাই টীকা।

শ্রীগীতাতেও উক্ত হয়—'সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া (আমাতে শরণাপন্ন হও)' ইত্যাদি। সেই শরণাপত্তির লক্ষণ, যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে—

'(ভগবদ্ভজনে) আনুকূল্যের সঙ্কল্প, প্রাতিকূল্যের বর্জন, (তিনি) রক্ষা করিবেন—এই প্রকার বিশ্বাস, তাঁহাকে রক্ষয়িতৃত্বে বরণ এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ ও নিজের কার্পণ্য (অর্থাৎ কাতরতা)—এই ছয় প্রকার শরণাগতি।'

এই যে ছয় প্রকার শরণাগতি—উহা অঙ্গ ও প্রধানভেদে বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে রক্ষয়িতৃত্বে বরণই প্রধান; কারণ, শরণাগতি শব্দের সহিত উহা একার্থক [২]। অন্যগুলি উহার পরিকর বলিয়া অঙ্গ। আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য বলিতে শ্রীভগবানের ভক্তদিগের, শরণাগত জনের বা ভক্তিভাবের (আনুকূল্যসঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যবর্জন)। '(তিনি) রক্ষা করিবেন'—এইরূপ বিশ্বাস বলিতে

১ ভ. গী. ১৮. ৬৬

২ শরণ অর্থে রক্ষক—রক্ষকরূপে প্রাপ্তিই শরণাগতি। অতএব রক্ষকরূপে বরণ বা স্বীকার এবং শরণাগতি—উভয়ই একার্থবোধক। এই হেতু গোপ্তৃত্বে বরণ অর্থাৎ রক্ষয়িতৃত্বরূপে বরণই অঙ্গী বা প্রধান। আনুকূল্যের সঙ্কল্প প্রভৃতি অন্যান্য পাঁচটী তাহার সহকারী বলিয়া অঙ্গ।

অত এব তৃতীয়ে ব্রহ্মস্তবে স্বাতন্ত্র্যাভিমানিনঃ সংসারঃ শ্রূয়তে—

যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ-মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা॥

[ভা. ৩. ৯. ৯]

ইতি। কার্পণ্যং—পরমকারুণিকো ন ভবেৎ পরঃ পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপর ইত্যাদি-প্রকারম্। গোপ্তৃত্বে বরণঞ্চ যথা নারসিংহে—

ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দনম্।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্॥

ইতিপ্রকারম্। তদপি ত্রিপ্রকারং কায়িকত্বাদিভেদেন যথোক্তং ব্রহ্মপুরাণে—

কর্মণা মনসা বাচা যেঽচ্যুতং শরণং গতাঃ।
ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ॥

তাই তৃতীয়স্কন্ধে (নবম অধ্যায়ে) ব্রহ্মস্তব প্রসঙ্গে স্বাতন্ত্র্যাভিমানী জনের সংসার বন্ধনের কথা জানিতে পাওয়া যায়—

'হে ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়ার্থরূপ মায়া দ্বারা যাহার বল প্রকাশিত হইয়াছে—এইরূপ দেহভাবকে ভগবানের নিকট হইতে পৃথক্‌রূপে লোকে যে পর্যন্ত অবলোকন করিবে সেই পর্যন্ত এই সংসারবন্ধতে ব্যর্থ হইলেও সে উপরত হইবে না, বরং ক্রিয়ামাত্রের (নশ্বর) ফল লাভ করিয়া সে নিজেকে দুঃখই দান করিবে।'

(আর্তিরূপ) 'কার্পণ্য' বলিতে অপরের প্রতি তিনি পরমকারুণিক নহেন বা আমার প্রতি পরম-শোচ্যতমও নহেন—এইপ্রকার বোধ। রক্ষয়িতারূপে তাঁহার বরণ, যথা নৃসিংহপুরাণে—

'আশ্রয়স্বরূপ দেবদেব জনার্দন, তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম—এই বলিয়া যে-ব্যক্তি আমার শরণাগত হয়, তাহাকে আমি ক্লেশ হইতে উদ্ধার করি।'

উহাও (শরণাপত্তি) আবার কায়িক (ও মানসিক) ইত্যাদি ভেদবশতঃ তিন প্রকারের। ব্রহ্মপুরাণের উক্তি যথা—

'কর্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা যাঁহারা অচ্যুতের শরণ গ্রহণ করেন তাঁহারা মুক্তিফলভাগী। যম তাঁহাদের কিছুই করিতে সমর্থ হন না।'

51—1830 B

[বৈধীভক্তিভেদরূপা শ্রীগুরুসেবা]

তদেবং শরণাপত্তির্বিবৃতা। অস্যাশ্চ পূর্বত্বং[1] তাং বিনা তদীয়ত্বাসিদ্ধেঃ। তত্র শরণাপত্ত্যৈব যদ্যপি সর্বং সিধ্যতি—

শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবর্জিতাঃ।
তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্বৈষ্ণবং পদম্॥

ইতি গারুড়াৎ, তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেত্ততো ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৃণাং ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টৃণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্যাৎ। তৎ-প্রসাদঃ স্বস্ব-নানাপ্রতীকারদুস্ত্যজানর্থহানৌ পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্। পূর্বত্র যথা সপ্তমে শ্রীনারদবাক্যম্—

অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্ষণাৎ॥
আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া॥

[বৈধীভক্তিভেদরূপ শ্রীগুরুর সেবা]

এই শরণাপত্তির বিবরণ প্রদর্শিত হইল। এই শরণাপত্তিই প্রথমতঃ দরকার, কারণ—ইহা ব্যতীত তদীয়তাসিদ্ধি হয় না। যদিও শরণাপত্তি দ্বারা সকল সিদ্ধ হয়—

'ধ্যান ও যোগ বিবর্জিত হইয়াও যাঁহারা তাঁহার শরণাপন্ন হন, তাঁহারা অবশ্যই মৃত্যু অতিক্রম করিয়া সেই পরম-বৈষ্ণবপদ লাভ করেন'—

এই গরুড়পুরাণের (বচন) হইতে (উহা জানা যায়), তথাপি বিশিষ্টতা লাভের স্পৃহায় সমর্থ হইলে সেই ব্যক্তি ভগবৎশাস্ত্রের উপদেষ্টা বা ভগবন্মন্ত্রের উপদেষ্টা শ্রীগুরুবৃন্দের নিত্যই বিশেষভাবে সেবা করিবেন। কারণ, তাঁহাদের অনুগ্রহই নিজ নিজ নানা প্রতীকার-উপায়ে, অনপেনয় অনর্থসমূহের দূরীকরণে এবং পরমভগবদনুগ্রহ সিদ্ধি বিষয়ে মূল কারণ। পূর্ববিষয়ে অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেষ্টা গুরুবিষয়ে সপ্তমস্কন্ধের নারদবাক্য যথা—

'সঙ্কল্প পরিত্যাগ দ্বারা কাম জয় করিবে, কাম বিসর্জন দ্বারা ক্রোধ নিবারণ করিবে, অর্থের অনর্থ দর্শন করিয়া লোভ জয় করিবে, আর তত্ত্ববিমর্ষণের দ্বারা ভয়কে পরাজিত করিবে। আন্বীক্ষিকা অর্থাৎ আত্ম ও অনাত্ম বিবেক দ্বারা শোক ও মোহ দূর করিবে, মহৎজনের সেবায় দ্বারা দম্ভ দূর করিবে, মৌনাবলম্বন দ্বারা যোগের অন্তরায় দূর করিবে এবং কামাদিবিষয়ে চেষ্টাবর্জনের দ্বারা হিংসা

১ অস্যাশ্চাপূর্বত্বং—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ

কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া ॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥
[ভা. ৭. ১৫. ১৭-১৯]

ইতি। উত্তরত্র বামনকল্পে ব্রহ্মবাক্যম্—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাদ্ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্ ॥

ইতি। অন্যত্র—

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥

ইতি। অত এব সেবামাত্রন্তু নিত্যমেব। যথা চান্যত্র পরমেশ্বরবাক্যম্—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চনম্।
কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

জয় করিবে। কৃপা দ্বারা ভূতজ দুঃখ পরিহার করিবে, দৈবোপসর্গজন্য দুঃখ সমাধি দ্বাবা পরিত্যাগ করিবে। আর আত্মজন্য বা আধ্যাত্মিক ক্লেশকে যোগবলে পরাভূত করিবে এবং নিদ্রাকে সত্ত্বগুণের সেবা দ্বারা দূর করিবে। অপিচ সত্ত্বগুণ দ্বারা রজঃ ও তমোগুণকে জয় করিবে এবং ঐ সত্ত্বকে উপশম দ্বারা জয় করিবে। হে রাজন্! গুরুর প্রতি ভক্তি থাকিলে পুরুষ ঐ সমুদয়কে অনায়াসে জয় করিতে সমর্থ হয়।'

পরবর্ত্তী অর্থাৎ মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু বিষয়ে বামনকল্পে ব্রহ্মার বাক্য যথা—

'যে মন্ত্র তিনি সাক্ষাৎ গুরু এবং যে গুরু তিনিই স্বয়ং শ্রীহরি। যাঁহার প্রতি গুরু তুষ্ট হন তাঁহার প্রতি শ্রীহরিও স্বয়ং তুষ্ট হন।'

অন্যত্র উক্ত হয়—

'শ্রীহরি রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করিয়া থাকেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই ত্রাণ করেন না। অতএব সর্বপ্রযত্নের দ্বারা গুরুকেই প্রসন্ন করিবে।'

ইতি। অতএব (গুরুর) সেবামাত্র নিত্যই কর্তব্য। অন্যত্র পরমেশ্বরবাক্য যথা—

'প্রথমে গুরুকে পূজা করিয়া অনন্তর আমার সম্যক্ অর্চনা করিলে সিদ্ধি লাভ হয়। অন্যথা পূজা নিষ্ফল হয়।'

ইতি। তদেতদাহ—

নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥ ২৩৭ ॥

[ভা. ১০. ৮০. ৩৪]

টীকা চ—জ্ঞানপ্রদাদ্ গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তীত্যুক্তম্। অত এব তদ্ভজনাদধিকো ধর্মশ্চ নাস্তীত্যাহ—নাহমিতি। ইজ্যা গৃহস্থধর্মঃ, প্রজাতিঃ প্রকৃষ্টং জন্ম উপনয়নং তেন ব্রহ্মচারিধর্ম উপলক্ষ্যতে, তাভ্যাম্। তথা তপসা বনস্থধর্মেণ, উপশমেন যতিধর্মেণ বা। অহং পরমেশ্বরস্তথা ন তুষ্যেয়ং যথা সর্বভূতাত্মাপি গুরুশুশ্রূষয়া। ইত্যেষা।

অত্র জ্ঞানং ব্রহ্মনিষ্ঠং ভগবন্নিষ্ঠঞ্চেতি দ্বিবিধম্। তত্র পূর্বত্র তথৈব ব্যাখ্যা। উক্তং ত্বেবম্—ইজ্যা পূজা। প্রজাতির্বৈষ্ণব-দীক্ষা। তপঃ সমাধি। উপশমো ভগবন্নিষ্ঠেতি। ১০ ॥ ৮০। শ্রীভগবান্ শ্রীদামবিপ্রম্ ॥

তাহাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ হইয়াও আমি ইজ্যা (গৃহস্থধর্ম) ও প্রজাতি (উপনয়ন) এই উভয়ের দ্বারা কিংবা তপস্যা বা উপশমের (যতিধর্মের) দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না— যেরূপ গুরুশুশ্রূষা দ্বারা সন্তুষ্ট হই।" ২৩৭ ॥

টীকা—জ্ঞানদাতা গুরু অপেক্ষা অধিক সেব্য অন্য কেহ নাই—ইহাই বলা হইতেছে। অতএব তাঁহার ভজন হইতে অধিক ধর্ম যে আর কিছু নাই—তাহাই 'আমি (সন্তুষ্ট) হই না'— ইত্যাদি শ্লোকাংশে বলিতেছেন। 'ইজ্যা' অর্থে গৃহস্থধর্ম, 'প্রজাতি' অর্থে প্রকৃষ্ট জন্ম যে উপনয়ন— তাহার উপলক্ষিত ব্রহ্মচারি-ধর্ম—এই উভয়ের দ্বারা। 'তপস্যা দ্বারা' অর্থে বানপ্রস্থ ধর্মের দ্বারা, 'উপশমের দ্বারা' অর্থে যতিধর্মের দ্বারা, আমি পরমেশ্বর সর্বভূতাত্মরূপ হইয়াও সেরূপ তুষ্ট হই না— যেরূপ গুরুশুশ্রূষার দ্বারা তুষ্ট হই। এই পর্যন্ত টীকা।

এখানে (গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত) জ্ঞান বলিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ভগবন্নিষ্ঠ এই দুই প্রকার জ্ঞান। পূর্বে সেইরূপই (ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞান সম্বন্ধে) ব্যাখ্যা করা হইল। (ভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞানের) পরবর্তী ব্যাখ্যা এইপ্রকার—'ইজ্যা' অর্থে পূজা, 'প্রজাতি' অর্থে বৈষ্ণবদীক্ষা, 'তপস্যা' অর্থে সমাধি, 'উপশম' অর্থে ভগবন্নিষ্ঠা[১]। ইতি। দশম স্কন্ধে ৮০ তম অধ্যায়ে শ্রীদামবিপ্রের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥

১ ভগবন্নিষ্ঠজ্ঞানের উপদেষ্টা গুরুর প্রসঙ্গে 'নাহমিজ্যা' এই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীভগবানের উক্তির ব্যাখ্যা এইরূপ :—'পূজা, বৈষ্ণবদীক্ষা, সমাধি ও ভগবন্নিষ্ঠা দ্বারাও আমি তদ্রূপ সন্তুষ্ট হই না, যেরূপ গুরুশুশ্রূষা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকি।'

[গুর্বাজ্ঞয়া অন্যেষাং বৈষ্ণবাণাং সেবনং শ্রেয়ঃ]

শ্রীগুর্বাজ্ঞয়া তৎসেবনাবিরোধেন চান্যেষামপি বৈষ্ণবাণাং সেবনং[1] শ্রেয়ঃ। অন্যথা দোষঃ স্যাৎ। যথা শ্রীনারদোক্তৌ—

গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ।
স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলম্॥

ইতি। যঃ প্রথমং 'শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্'[2] ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণং গুরুং নাশ্রিতবান্ তাদৃশগুরোশ্চ মৎসরাদিতো মহাভাগবতসংকারাদাবনুমতিং ন লভতে স প্রথমত এব ত্যক্তশাস্ত্রো ন বিচার্যতে। উভয়সঙ্কটপাতো হি তস্মিন্ ভবত্যেব। এবমাদি-কাভিপ্রায়েণৈব—

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে। অত এব দূরত এবারাধ্যস্তাদৃশো গুরুঃ।

[গুরুর আজ্ঞায় অন্য বৈষ্ণবগণের সেবায় শ্রেয়োলাভ]

শ্রীগুরুর আজ্ঞায় তাঁহার সেবার অবিরোধে অন্য বৈষ্ণবগণের সেবা মঙ্গলকর। অন্যথায় দোষ হয়। যেমন শ্রীনারদ কর্তৃক উক্ত হয়—

'গুরু নিকটস্থ হইলে যিনি অগ্রে অন্যের পূজা করেন, তিনি দুর্গতি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার পূজা নিষ্ফল হয়।'

যিনি প্রথমতঃ 'শব্দশাস্ত্র (অর্থাৎ বেদ) ও পরমতত্ত্ব (ব্রহ্ম) বিষয়ে নিষ্ণাত' ইত্যাদি লক্ষণসম্পন্ন গুরুকে আশ্রয় গ্রহণ করেন না, এবং মাৎসর্যাদিবশতঃ মহাভাগবত-জনের সৎকারাদি বিষয়ে তাদৃশ গুরুর অনুমতি গ্রহণ করেন না—তিনি প্রথমতঃ শাস্ত্রত্যাগী বলিয়া বিচারের অযোগ্য। উভয়বিধ সঙ্কটই তাঁহাতে নিপতিত হয়। এইরূপ অভিপ্রায়েই—

'ন্যায়রহিত ব্যক্তির সহিত যিনি বাক্যালাপ করেন এবং যিনি অন্যায়পূর্বক শ্রবণ করেন—ইঁহারা উভয়েই অক্ষয়কাল ব্যাপিয়া ঘোর নরকে বাস করেন।'—

এই শ্লোকটী শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হয়। অতএব তাদৃশ অন্যায়বক্তা গুরু দূর হইতে আরাধনীয়[3]।

১ সেবনং—এই পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই। ২ ভা. ১১. ৩. ২১

৩ অর্থাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আর উপদেশাদি গ্রহণ করিবে না, দূর হইতে প্রণাম-বন্দনাদি দ্বারা সম্মান করিবে।

[সঙ্গরূপা মহাভাগবতসেবা]

তত্র মহাভাগবতসেবা দ্বিবিধা—প্রসঙ্গরূপা পরিচর্যারূপা চ। তত্র প্রসঙ্গরূপা যথা—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥ ২৩৮॥

[ভা. ১১. ১২. ১-২]

পূর্বাধ্যায়ে—

ইষ্টাপূর্তেন মামেকং যো যজেত সমাহিতঃ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া॥

[ভা. ১১. ১১. ৪৭]

ইত্যনেন সাধুসেবয়া ভক্তিনিষ্ঠা-জননে সাধনান্তর-সব্যপেক্ষত্বমিবোক্তম্ [১]।

[মহাভাগবতজনের সঙ্গরূপ সেবা]

মহাভাগবতজনের সেবা দুই প্রকার—প্রসঙ্গরূপা ও পরিচর্যারূপা। তন্মধ্যে প্রসঙ্গরূপা যথা—

"(শ্রীভগবানের উক্তি)—আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে (আসন, প্রাণায়ামাদিরূপ) যোগও পারে না, তত্ত্বজ্ঞানরূপ সাংখ্য বা (বর্ণাশ্রমাদি) ধর্মও পারে না; বেদপাঠ, তপস্যা, ত্যাগ, অগ্নিহোত্রাদি ইষ্ট বা (কূপপ্রতিষ্ঠাদিরূপ) পূর্তকর্ম—কোন কিছুই আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না; দক্ষিণা, ব্রত, যজ্ঞ (দেবযজ্ঞ), ছন্দঃ (রহস্য মন্ত্র)—এসব কিছুই আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না—সকল আসক্তির নিরাসক সৎসঙ্গ যেরূপ আমাকে বশীভূত করিতে পারে।" ২৩৮॥

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে (উক্ত হয়)—

'যিনি সমাহিত হইয়া ইষ্ট ও পূর্তের দ্বারা আমার যজনা করেন, সাধুসেবার দ্বারা আমার স্মৃতি (জ্ঞান) জাগরূক করেন বলিয়া তিনি আমাতে দৃঢ় ভক্তি লাভ করেন।'

—এই বচনে 'সাধুসেবার দ্বারা'—এই উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে—ভক্তিনিষ্ঠা জননে অন্য সাধনাদি (ইষ্ট ও পূর্তও) যেরূপ কারণ, সাধুসঙ্গও সেইরূপ কারণ। এখানে 'ইষ্ট শব্দের'

---

১ 'ভক্তিনিষ্ঠজনে সাধনান্তরসব্যপেক্ষত্বমেবোক্তং'—হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠ।

অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা॥

[ভা. ১১. ১১. ৪৮]

ইতি। এতাদৃশমহিমত্বেনানুক্তত্বাৎ তদেতৎপরমগুহ্যত্বমাহ—ন রোধয়তীতি। ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ। দক্ষিণা দানমাত্রম্। যজ্ঞো দেবপূজা। ছন্দাংসি রহস্যমন্ত্রাঃ। যথা সৎসঙ্গো মামবরুন্ধে বশীকরোতীতি তথা যোগো ন বশীকরোতি ন চ সাংখ্যমিত্যাদিকোঽন্বয়ঃ। ততস্তেঽপি কিঞ্চিদ্বশীকুর্বন্তীত্যর্থলব্ধের্ভগবৎপরা এব জ্ঞেয়া ন চ সাধারণাঃ। অত এব চ ব্রতান্যেকাদশ্যাদীনীতি টীকাকারাঃ। ন চৈতাবতৈষাং নিত্যানাং বৈষ্ণবব্রতানামকর্তব্যত্বং প্রাপ্তমেকস্য ফলাতিশয়সামর্থ্যপ্রশংসয়েতরস্য নিত্যত্বনিরাকরণাযোগাৎ। যথা কর্মাধিকারিণঃ

(শ্রীভগবানের উক্তি)—'হে যদুনন্দন! অনন্তর এই পরম গুহ্য তত্ত্ব শ্রবণ কর—এই গোপন তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি, কারণ তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ ও সখা।'

(সৎসঙ্গের) এতাদৃশ মহিমা আছে বলিয়াই ইহার অনুবৃত্তি করিয়া এরূপ বলা হইয়াছে। এই পরমগুহ্য তত্ত্বখ্যাপনে বলিতেছেন—('যোগ বা তত্ত্বজ্ঞান আমাকে তেমন) বশীভূত করে না (যেমন করে সৎসঙ্গ)'। 'ত্যাগ' অর্থে সন্ন্যাস। 'দক্ষিণা' অর্থে দান মাত্র। 'যজ্ঞ' অর্থে দেবপূজা। 'ছন্দঃসমূহ' অর্থে রহস্যমন্ত্রসমূহ। 'সৎসঙ্গ আমাকে যেপ্রকার বশীভূত করে, যোগ আমাকে তেমন বশীভূত করিতে পারে না এবং সাংখ্য (তত্ত্বজ্ঞান) ইত্যাদিও (সেমন বশীভূত করিতে পারে না)' এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে। অতএব তাহারা (যোগ, সাংখ্য ইত্যাদি) যে কিছুটা আমাকে বশীভূত করে—এইপ্রকার অর্থস্থাপনের নিমিত্ত বলিতে হইবে যে উহারা যখন ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়—(তখনই কিছুটা বশীভূত করিতে পারে)। কিন্তু সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হইলে (বশীভূত করিতে) সমর্থ হয় না। অতএব 'ব্রতসমূহ' অর্থে একাদশী ব্রত প্রভৃতি—ইহাই টীকাকারগণের ব্যাখ্যা। কিন্তু ইহা দ্বারা নিত্য বৈষ্ণব-ব্রতসমূহের অকর্তব্যতা জ্ঞাপিত হইতে পারে না, কারণ (সৎসঙ্গরূপ) এক অনুষ্ঠানের অতিশয় ফলসামর্থ্যের প্রশংসা দ্বারা অন্য ব্রতাদির নিত্যত্বনিরাকরণরূপ অন্য অর্থের যোগ্যতা নাই।[১] যেমন কর্মাধিকারিগণ—

১ যাহার অকরণে প্রত্যবায় হয় তাহাই নিত্যকর্ম। একাদশী প্রভৃতি বৈষ্ণব-ব্রত নিত্যকর্ম। সৎসঙ্গ যেমন বশীভূত করিতে পারে—একাদশী প্রভৃতি ব্রত সেইরূপ করিতে পারে না—এইপ্রকার উক্তির দ্বারা সৎসঙ্গের প্রশংসা ও শক্তির আধিক্য দেখান হইয়াছে। কিন্তু উহা দ্বারা একাদশী প্রভৃতি বৈষ্ণব-ব্রতের নিত্যত্ব হানি হয় না।

টীকাকারৈরপি 'আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্' [1] ইত্যত্র "বিদ্ধৈকাদশী-কৃষ্ণৈকাদশ্যু-পবাসানুপবাসানিবেদ্যশ্রাদ্ধাদয়ো [2] যে ভক্তিবিরুদ্ধা ধর্মাস্তান্ সন্ত্যজ্য" [3] ইত্যর্থ ইত্যুক্তম্। প্রথমে চ শ্রীভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরসংবাদে 'ভগবদ্ধর্মান্' [4] ইত্যত্র "হরিতোষণা-দ্দ্বাদশ্যাদি-নিয়মরূপান্" [5] ইতি ব্যাখ্যাতম্। 'ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি' [6] ইত্যত্র তৃতীয় একাদশ্যাদীনীতি। অত এব ভগবন্মহাপ্রসাদৈকব্রতস্য শ্রীমদম্বরীষস্য সচ্ছিরো-মণেরাচারদর্শনায় তদেব নিশ্চীয়ত ইতি।

[সৎসঙ্গেন ভগবদ্বশীকরণম্]

অথ প্রস্তুতমনুসরামঃ। বশীকরণমত্র দ্বিবিধং—মুখ্যং গৌণঞ্চ। তত্র মুখ্যেন প্রেম লভ্যতে।

গুণ এবং দোষগুলি এই প্রকার ভালভাবে জানিয়া (উহা ত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে ভজনা করেন—তিনি সাধুশ্রেষ্ঠ')—(এই শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে) টীকাকার (শ্রীধরস্বামিপাদ) এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—'বিদ্ধা একাদশী তিথিতে উপবাস, কৃষ্ণা একাদশীতে অনুপবাস ও অনিবেদিত বস্তু দ্বারা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যে-সকল ভক্তিবিরুদ্ধ ধর্ম—উহা ত্যাগ করিয়া' (যিনি ভজন করেন, তিনি সাধুশ্রেষ্ঠ)।' প্রথম স্কন্ধে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদে '(ভীষ্ম) যে-সকল ভগবদ্ধর্ম (বিবৃত করিয়াছেন)' বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহার ব্যাখ্যাতেও টীকাকার বলিয়াছেন—'শ্রীহরির যাহাতে তুষ্টি হয়, সেই দ্বাদশী প্রভৃতি নিয়মব্রতরূপ (ভগবদ্ধর্ম)। আবার, '(বিদুর পৃথিবী-পর্যটনকালে) শ্রীহরির তুষ্টিসাধক ব্রতসমূহের আচরণ করিয়াছিলেন'—এই তৃতীয় অধ্যায়ের বিবরণ হইতেও জানা যায় যে তিনি একাদশী প্রভৃতি (ব্রতাচরণ) করিয়াছিলেন। তাই, সাধুগণের শিরোমণিস্বরূপ শ্রীমদম্বরীষ শ্রীভগবৎ-মহাপ্রসাদের একনিষ্ঠ ব্রতধারী হইয়াও যে (একাদশীব্রতের) আচার পালন করিয়াছিলেন [8] তাহা দ্বারাই (উক্ত একাদশী) ব্রতের নিশ্চয়কর্তব্যতা জানা যায়।

[সৎসঙ্গের দ্বারা ভগবদ্বশীকরণ]

অনন্তর প্রস্তাবিত বিষয় অনুসরণ করিতেছি। ভগবদ্বশীকরণ দ্বিবিধ—মুখ্য এবং গৌণ; তন্মধ্যে (সাধুসঙ্গরূপ) মুখ্যের দ্বারা প্রেমলাভ হয়। (তাই উক্ত হয়)—

১ ভা. ১১. ১১. ৩২ ২ -শ্রদ্ধাদয়ো—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

৩ ভা ১১. ১১. ৩২ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিটীকা দ্র°। ৪ ভা ১. ৯. ২৪

৫ ভা. ১ ৯ ২৪ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিটীকা দ্র°। ৬ ভা ৩. ১ ১৮

৭ বৈষ্ণবমতে দশমীবিদ্ধা একাদশী সর্বথা পরিত্যাজ্য। যদিও স্মার্তমতে কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে পুত্রবান্ গৃহস্থের উপবাস নিষিদ্ধ "একাদশ্যাঞ্চ কৃষ্ণায়াং জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো বিনশ্যতি", তথাপি বৈষ্ণবের পক্ষে যেমন শুক্লা, তেমনি কৃষ্ণা একাদশীও কর্তব্য—"যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা"। অতএব এখানে কর্মত্যাগ অর্থে ভক্তিবিরুদ্ধ ধর্মের ত্যাগ বুঝিতে হইবে।

৮ ভা ৯. ৪ অধ্যায় দ্র°।

অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো।
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥
[ভা. ৫. ৬. ১৮]

ইতি ন্যায়েন। অত এব গৌণেনান্যৎ ফলম্। অত্র মুখ্যং শ্রীগোপ্যাদৌ, গৌণং বাণাদৌ। উত্তরত্র বশীকরণত্বং ফলদানোন্মুখীকরণতয়োপচর্যতে। তদেতদ্বশীকরণে দৃষ্টান্তমাহ—

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যা শূদ্রাস্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে ॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাধ্বরে ॥ ২৩৯ ॥
[ভা. ১১. ১২. ৩-৬]

'হে মহারাজ (পরীক্ষিৎ)! যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন, ভগবান্ মুকুন্দ তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করেন, কিন্তু ভক্তিযোগ (প্রেমভক্তি) কখনও দান করেন না।'
সুতরাং গৌণের দ্বারা (প্রেমভক্তি ভিন্ন) অন্য ফল লাভ হয়। তন্মধ্যে মুখ্যের উদাহরণস্থল শ্রীব্রজগোপী প্রভৃতি এবং গৌণের উদাহরণস্থল বাণ[1] প্রভৃতি। দ্বিতীয় অর্থাৎ গৌণ বিষয়ে যে বশীকরণতা, উহা ফলদানকার্যে উন্মুখীকরণরূপ উপচরিত হয়। সেই বশীকরণের দৃষ্টান্ত উক্ত হয়, যথা—

"সৎসঙ্গের দ্বারা দিতিপুত্রগণ, যাতুধানগণ, মৃগ ও খগবৃন্দ, গন্ধর্ব, অপ্সরোবৃন্দ, কালিয়াদি নাগগণ, সিদ্ধ চারণ, গুহ্যক ও বিদ্যাধরগণ, এবং মনুষ্যবৃন্দের মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী ও অন্ত্যজগণ—যাঁহারা রজঃ ও তমঃ প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া সেই সেই যুগে আমার পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এমন বহু জন; আবার ত্বাষ্ট্র (বৃত্রাসুর) কয়াধুপুত্র প্রহ্লাদ প্রভৃতি বৃষপর্বা, বলি, বাণ প্রভৃতি, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্, ঋক্ষ (জাম্ববান্), গজ, গৃধ্র (জটায়ু), বণিক্‌পথ, ব্যাধ (ধর্মব্যাধ), কুব্জা, ব্রজে আগত গোপীবৃন্দ[2] এবং যজ্ঞক্ষেত্রে যজ্ঞপত্নীগণ (বেদাধ্যয়ন, ব্রতানুষ্ঠান ইত্যাদি না করিয়াই সৎসঙ্গবশতঃ) আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" ২৩৯ ॥

---

১ বাণাসুরের প্রতি শ্রীভগবানের যে অনুগ্রহ উহা মহাদেবের কৃপায় সংঘটিত হয়। ভা. ১০. ৬৩ অধ্যায় দ্র°।

২ ইঁহারা ব্রজে সমাগত সাধারণ গোপীবৃন্দ।

দৈতেয়াস্তদুপলক্ষিতাসুরদানবাশ্চ। যাতুধানা রাক্ষসাঃ। তজ্জাতিষু দিগ্‌দর্শনং ত্বাষ্ট্রেত্যাদি। ত্বাষ্ট্রো বৃত্রাসুরঃ। বৃত্রাসুরস্য সৎসঙ্গঃ প্রাগ্‌জন্মনি শ্রীনারদাঙ্গিরসোঃ সঙ্গঃ শ্রীসঙ্কর্ষণ-সঙ্গশ্চ প্রসিদ্ধঃ। কায়াধবঃ কয়াধুপুত্রঃ প্রহ্লাদঃ। অস্য গর্ভে শ্রীনারদসঙ্গঃ। আদিশব্দ-গৃহীতান্ পূর্বোক্তজাতিক্রমেণ কতিচিদ্ গণয়তি বৃষেতি। বৃষপর্বা দানবঃ। অয়ং হি জাতমাত্র মাতৃপরিত্যক্তো মুনিপালিতো বিষ্ণুভক্তো বভূবেতি পুরাণান্তরপ্রসিদ্ধিঃ। বলেঃ শ্রীপ্রহ্লাদসঙ্গঃ শ্রীবামনসঙ্গশ্চ। তদনন্তরমেব ভক্ত্যুদ্বোধদর্শনাৎ। বাণস্য বলি-মহেশ-ভগবৎসঙ্গঃ। অস্য ভুজকর্তনানন্তরং জ্ঞাতবিষ্ণুমহিম্নো মহাভাগবত-মহেশপ্রাপ্তিরেব [১] স্বপ্রাপ্তিরিত্যুচ্যতে। ময়ো দানবঃ। অস্য [২] সভানির্মাণাদৌ পাণ্ডবসঙ্গো ভগবৎসঙ্গশ্চ। অন্তে তৎপ্রাপ্তিস্তু জ্ঞেয়া। বিভীষণো যাতুধানঃ। অস্য হনুমৎসঙ্গো ভগবৎসঙ্গশ্চ। সুগ্রীবাদ্যা গজান্তা মৃগাঃ। তত্র ঋক্ষো জাম্ববান্। অস্য ভগবৎসঙ্গঃ। গজো গজেন্দ্রঃ।

'দিতিপুত্রগণ' অর্থে অসুর, দানব ইত্যাদিও উপলক্ষিত। 'যাতুধানগণ' অর্থে রাক্ষসগণ। সেই রাক্ষসজাতির (দৃষ্টান্তস্বরূপ) দিগ্‌দর্শন—যেমন 'ত্বাষ্ট্র প্রভৃতি'। 'ত্বাষ্ট্র' অর্থে বৃত্রাসুর। বৃত্রাসুরের পূর্বজন্মে যে সৎসঙ্গ হইয়াছিল, উহা শ্রীনারদ ও অঙ্গিরসের সঙ্গবশতঃ, এবং শ্রীসঙ্কর্ষণের সঙ্গবশতঃ—ইহাই প্রসিদ্ধি আছে। 'কায়াধব' অর্থে কয়াধুপুত্র প্রহ্লাদ, ইনি যখন গর্ভে অবস্থিত ছিলেন, তখন শ্রীনারদের সহিত ইঁহার সঙ্গ হয়। ('দানব ইত্যাদি')—এই স্থলের আদি শব্দের দ্বারা গৃহীত পূর্বোক্ত (দৈত্য-দানব) জাতিক্রমে কয়েকটীর উল্লেখ হইতেছে, যথা—'বৃষপর্বা' ইত্যাদি। বৃষপর্বা দানব। জন্মিবামাত্র মাতৃপরিত্যক্ত অবস্থায় ইনি মুনিকর্তৃক পালিত হইয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন—এইরূপ অন্য পুরাণে প্রসিদ্ধি দেখা যায়। বলিরাজের শ্রীপ্রহ্লাদের সহিত এবং শ্রীবামনের সহিত সঙ্গ হয়। সেই সঙ্গের পরই তাঁহার ভক্তি উদ্‌বুদ্ধ হয়। বাণরাজার বলিরাজ, মহেশ ও শ্রীভগবানের সহিত সঙ্গ হয়। ইঁহার (সহস্র) হস্ত (শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক যুদ্ধে) কর্তিত হইবার পর বিষ্ণুমহিমা জ্ঞাত হওয়ায় মহাভাগবতস্বরূপ মহেশের প্রাপ্তিই ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। 'ময়' নামক দানব। সভানির্মাণাদি কার্যে ইনি পাণ্ডবসঙ্গ ও ভগবৎসঙ্গ লাভ করেন, পরিশেষে তাঁহাকেই (শ্রীভগবান্‌কেই) লাভ করেন বলিয়া জানিতে হইবে। 'বিভীষণ' নামক রাক্ষস। ইঁহার হনুমান্ ও শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের সহিত সঙ্গ হয়। সুগ্রীব হইতে আরম্ভ করিয়া গজেন্দ্র পর্যন্ত পশুগণের (ভগবৎসঙ্গ হইয়াছিল)। তন্মধ্যে 'ঋক্ষ' অর্থে জাম্ববান্। ইঁহার ভগবৎসঙ্গ হইয়াছিল। 'গজ'

[১] 'প্রাপ্তিরেব'—হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ।

[২] 'তস্য'—হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ।

তন্নিত্যপ্রেয়সীবৃন্দসঙ্গঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদিরূপো ভগবৎসঙ্গশ্চ। যজ্ঞপত্নীনাং শ্রীকৃষ্ণ-গুণকথক-লোকসঙ্গস্তৎসঙ্গশ্চ। অপরে দৈতেয়াদয়োঽন্যে চ। তেষাং সৎসঙ্গব্যতিরিক্ত-সাধনাভাবমাহ—

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥ ২৪০ ॥

[ভা. ১১. ১২. ৭]

নাধীতাঃ শ্রুতিগণা যৈঃ। তদর্থঞ্চ নোপাসিতা মহত্তমা যৈঃ। কিঞ্চ অকৃতব্রতা অকৃততপস্কাশ্চ। পূর্ববদধ্যয়নাদিকং ভগবৎপ্রীণনমেব গ্রাহ্যম্। অত্রৈকেষাং বৃত্রাদীনাং প্রাগ্জন্মাদৌ সাধনান্তরং যত্তদপি সৎসঙ্গানুষঙ্গসিদ্ধমিত্যভিপ্রেত্য সৎসঙ্গস্যৈব তত্তৎ ফলমুক্তম্। ধর্মব্যাধাদীনান্তু কেবলস্যৈব তস্যেতি জ্ঞেয়ম্। সৎসঙ্গশব্দেনাত্র মম সঙ্গো মদীয়াদীনাঞ্চ সঙ্গ ইত্যভিধাপ্যতে। উভয়ত্রাপি মৎসম্বন্ধিত্বাদিত্যভিপ্রায়েণ। তত্র স্বস্যাপি সত্ত্বাৎ সৎসঙ্গপ্রকরণে স্বসঙ্গোঽপ্যন্তর্ভাবিতঃ। যত্তু পুরা ভাগবতসঙ্গেনৈব

বিবাহাদিবশতঃ সমাগত হন। সেই গোপীবৃন্দের শ্রীকৃষ্ণ-নিত্যপ্রেয়সীগণের সহিত সঙ্গ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদিরূপ ভগবৎসঙ্গও হয়। যজ্ঞপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-লীলার কথকবৃন্দের সহিত এবং শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গ হয়। 'অপর' বলিতে দিতিপুত্রগণ ও অন্য সকলেও (তদ্রূপ সৎসঙ্গ লাভ করেন)। ইঁহাদের সকলের সৎসঙ্গব্যতীত অন্য প্রকার সাধন যে কিছু ছিল না—তাহা উল্লিখিত আছে, যেমন—

"ইঁহারা শ্রুতিসমূহ অধ্যয়ন করেন নাই, বা তন্নিমিত্ত মহত্তম উপাধ্যায়বৃন্দের উপাসনা করেন নাই, ব্রত বা তপস্যাও কিছু অনুষ্ঠান করেন নাই, কেবল সৎসঙ্গবশতঃই আমাকে লাভ করিয়াছিলেন।" ২৪০ ॥

শ্রুতিসমূহ যাঁহাদের দ্বারা অধীত হয় নাই, এবং তাহার নিমিত্ত মহত্তম উপাধ্যায়গণের উপাসনা করেন নাই যাঁহারা, কিংবা কোন ব্রত বা তপস্যা অনুষ্ঠান করেন নাই যাঁহারা—ইঁহারা সেইরূপ। অবশ্য পূর্বের উক্তি অনুসারে বেদাধ্যয়নাদিকে ভগবৎপ্রীণনরূপেই গ্রহণ করা উচিত। অতএব এই বৃত্রাসুর প্রভৃতির পূর্বজন্মাদিতে যদিই বা কোন অন্য সাধন বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে উহাও যে সৎসঙ্গের আনুষঙ্গিক ফল—এই অভিপ্রায়েই—'আমার সঙ্গের ঐ প্রকার ফল'—ইহাই কথিত হইয়াছে। কিন্তু ধর্মব্যাধ প্রভৃতি অনেকের (সঙ্গসিদ্ধ-সাধনান্তরও ছিল না)—কেবল সৎসঙ্গই হইয়াছিল—ইহাই বুঝিতে হইবে। এখানে 'সৎসঙ্গ' শব্দের দ্বারা আমার সঙ্গ এবং আমার সম্বন্ধীয় ভক্ত জনগণের সঙ্গ অভিহিত হইতেছে। উভয় স্থলেই আমার সম্বন্ধিত্ব—ইহাই অভিপ্রেত অর্থ। শ্রীভগবান্ নিজেও সৎ বলিয়া সৎসঙ্গ প্রকরণে তাঁহার নিজ সঙ্গও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ভাগবত (ভক্ত)

গ্রাহ্যঃ"[১] ইত্যাদেশ্চ। গাবোঽপি গোপীবদাগন্তুক্য এব জ্ঞেয়াঃ। নগা যমলার্জুনাদয়ঃ। মৃগা অপি পূর্ববৎ। নাগাঃ কালিয়াদয়ঃ, যমলার্জুনকালিয়য়োঃ প্রাপ্তিস্তদানীন্তন-তৎক্ষণিক-ভগবৎপ্রাপ্ত্যাবশ্যম্ভাবি-নিত্যপ্রাপ্তিমপেক্ষ্যোক্তা। সিদ্ধাঃ পূর্ববদ্ দ্বিবিধাৎ সৎসঙ্গাৎ। স তু তেষাং ভাবো যোগাদিভিরপ্রাপ্য এবেতি। 'যথাবরুদ্ধে'[২] ইত্যত্র যথাশব্দার্থস্য পরা কাষ্ঠা। তামেব ব্যনক্তি—

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ॥ ২৪২ ॥
[ভা. ১১. ১২. ৮]

যং ভাবম্। অত্রাপি যোগাদয়ো ভগবৎপরা এব, যোগাদিভির্যত্নবানপীত্যনেন তৎপ্রাপ্ত্যর্থং প্রযুজ্যমানত্বাবগমাৎ। এষপি শ্রীগোপীনাং পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তিং দর্শয়িতুম্—

'একমাত্র ভক্তির দ্বারাই আমি গ্রহণযোগ্য'—এই উক্তিতেও (উহা সমর্থিত)। গোপীবৃন্দের ন্যায় গাভীবৃন্দও (ব্রজে) সমাগত বুঝিতে হইবে। 'বৃক্ষসমূহ' অর্থাৎ যমলার্জুনাদি বৃক্ষগণ। 'পশুগণও' পূর্ববৎ (১১। ১২। ৫ শ্লোকোক্ত সুগ্রীবাদির ন্যায়)। 'নাগবৃন্দ' অর্থাৎ কালিয় প্রভৃতি নাগসমূহ। যমলার্জুন ও কালিয় নাগের তদানীন্তন অর্থাৎ তৎক্ষণকালীন ভগবৎপ্রাপ্তিবশতঃ অবশ্যম্ভাবী নিত্য ভগবৎপ্রাপ্তি অপেক্ষা করিয়া তৎপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে। সিদ্ধিলাভ করে অর্থাৎ পূর্ববৎ দ্বিবিধ (আমার এবং ভক্তের) সৎসঙ্গবশতঃ (সিদ্ধিলাভ করে)। তাঁহাদের সেই ভক্তিভাব যোগ ইত্যাদির দ্বারা অবশ্যই অনধিগম্য। '(সৎসঙ্গ) যেমন (আমাকে) বশীভূত করে'—এই উক্তিতে 'যেমন' এই শব্দের অর্থ হইতেছে (বশীভূত করিতে সৎসঙ্গেরই) পরাকাষ্ঠা। সেই (পরাকাষ্ঠাই) ব্যক্ত করিতেছেন, যথা—

"যোগ, সাংখ্য (তত্ত্বজ্ঞান) দান, ব্রত, তপঃ ও যজ্ঞসমূহের দ্বারা এবং শাস্ত্রব্যাখ্যা, বেদাধ্যয়ন বা সন্ন্যাসের দ্বারা যত্ন করিলেও যাহা অর্জন করিতে পারা যায় না।" ২৪২ ॥

'যাহা' অর্থে যে ভক্তিভাব। এখানেও 'যোগসমূহ' বলিতে ভগবৎবিষয়ক যোগাদিই বুঝিতে হইবে। 'যোগ ইত্যাদির দ্বারা যত্নবান্ হইলেও' ইত্যাদি উল্লেখ থাকায় তাঁহার (শ্রীভগবানের) প্রাপ্তির নিমিত্ত যোগাদিরও প্রযোজ্যতা জানিতে পারা যায়। এই বিষয়ে শ্রীগোপীবৃন্দের পরম-কাষ্ঠারূপে (ভক্তিভাববশতঃ) তৎপ্রাপ্তি দেখাইবার জন্য—'অনন্তর এই পরম গূঢ়তত্ত্ব, হে যদুনন্দন,

১ ভা. ১১. ১৪. ২০
২ ভা. ১১. ১২. ২

“অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন” ইত্যেতৎপূর্বোক্তপরমগুহ্যত্বস্য[১] পরমকাষ্ঠাং দর্শয়িতুং ‘রামেণ সার্ধম্’[২] ইত্যাদিপ্রকরণমনুসন্ধেয়ম্। ১১ ॥ ১২। শ্রীভগবান্ ॥

এষ চ সৎসঙ্গো জ্ঞানং বিনাপি কৃতোঽর্থদ এব স্যাদিত্যাহ—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গায়ৈব কল্পতে ॥ ২৪৩ ॥
[ভা. ৩. ২৩. ৫১]

অধিয়া অজ্ঞানেন। যত্তু পূর্বং শ্রীনারদাদৌ মুন্যন্তর-সাধারণদৃষ্টির্নিন্দিতা তদিহাস্নিগ্ধে জ্ঞানলব-দুর্বিদগ্ধে চ জ্ঞেয়ম্। ৩ ॥ ২৩। শ্রীদেবহূতিঃ ॥

[পরিচর্যারূপা মহাভাগবতসেবা]

তদেবং মহাভাগবতপ্রসঙ্গফলমুক্তম্। তৎপরিচর্যাফলমাহ—

শ্রবণ কর’—এই পূর্বোক্ত শ্লোকে পরমগুহ্যরূপে যে যে) সৎসঙ্গজনিত প্রীতিভাবের) কথা উল্লিখিত হইয়াছে—তাহাতে তাঁহাদেরই পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য ‘বলরামের সহিত (শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় নীত হইলে প্রীত্যনুরক্তা গোপীগণ সুখের নিমিত্ত অন্য কাহারও প্রতি দৃষ্টিদান করিতেন না)’—এই শ্লোকোক্ত প্রকরণ এখানে অনুসন্ধেয়। ইতি। একাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

এই যে সৎসঙ্গ উহা অনুশীলন করিলে জ্ঞান ব্যতীতও অর্থপ্রদ হইয়া থাকে। তাই কথিত হয়—

“বুদ্ধির অভাবে অসৎ বিষয়ে বা অসৎগণের সহিত যে সঙ্গ করা হয়, উহা সংসারগতির হেতু; কিন্তু সাধুজনের সহিত সেই সঙ্গ বিহিত হইলে উহা নিষ্কাম ধর্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয়।” ২৪৩ ॥

‘বুদ্ধির অভাব’ অর্থে অজ্ঞতাবশতঃ। পূর্বে যে শ্রীনারদাদি মুনিজনের প্রতি (অজ্ঞতাবশতঃ) তাঁহাকে অন্য মুনির ন্যায় সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছিল, তাহার নিন্দা করা হইল। অতএব স্নেহাভাববশতঃ সেস্থলে (অপরজনের প্রতি) অল্পজ্ঞানহেতু যথাযথ না-জানা-রূপ অজ্ঞতা বুঝিতে হইবে। ইতি। তৃতীয় স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে শ্রীদেবহূতির উক্তি ॥

[মহাভাগবতজনের পরিচর্যারূপ সেবা]

মহাভাগবতজনের সঙ্গবশতঃ যে ফললাভ হয়—তাহা এইরূপ কথিত হইল। (এক্ষণে) তাঁহাদের পরিচর্যার ফল বলা হইতেছে—

১ ভা. ১১. ১১. ৪৮
২ ভা. ১১. ১২. ৯

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ ॥ ২৪৭ ॥

[ভা. ৩. ৭. ১৯]

যেষাং যুষ্মাকং মহাভাগবতানাং সেবয়া পরিচর্য্যয়া কূটস্থস্য নিত্যস্য ভগবতঃ পাদয়ো রতিরাসঃ প্রেমোৎসবো ভবেৎ। তীব্র ইতি বিশেষণং প্রসঙ্গমাত্রাৎ পরিচর্য্যায়াং বিশিষ্টং ফলং দ্যোতয়তি। আনুষঙ্গিকং ফলমাহ ব্যসনার্দন ইতি। ব্যসনং সংসারঃ। যত [1] এবোক্তং 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' [2] ইতি। মম পূজাতোঽপ্যভি সর্বতোভাবেনাধিকা অধিক-মৎপ্রীতিকরীত্যর্থঃ। এবং পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

ইতি। ৩ ॥ ৭। বিদুরঃ শ্রীমৈত্রেয়ম্ ॥

"যাঁহাদের সেবার দ্বারা কূটস্থ ভগবান্ শ্রীমধুসূদনের পাদযুগলে ব্যসননাশক তীব্র রতিরাস অনুষ্ঠিত হয়।" ২৪৪ ॥

যাঁহাদের অর্থাৎ আপনাদের ন্যায় মহাভাগবত জনগণের 'সেবা' অর্থাৎ পরিচর্যা দ্বারা, 'কূটস্থ' অর্থে নিত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের পাদযুগলে 'রতিরাস' অর্থাৎ প্রেমোৎসব হয়। 'তীব্র' এই বিশেষণের দ্বারা প্রকৃষ্ট সঙ্গমাত্রে যে-তীব্রতা লাভ হয়—পরিচর্যা দ্বারা তাহারই বিশিষ্ট ফল সূচিত হইতেছে। 'ব্যসননাশক' এই বিশেষণের দ্বারা আনুষঙ্গিক ফল কথিত হইতেছে। 'ব্যসন' অর্থে সংসার। এই কারণেই উক্ত হয়—'আমার ভক্তের পূজা অভ্যধিকা বলিয়া জানিবে।' অর্থাৎ আমার পূজা হইতেও 'অভি' অর্থাৎ সর্বতোভাবে (ভক্তি) অধিকস্থানীয়া—অর্থাৎ সমধিকরূপে আমার প্রীতিবিধান করে। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে অনুরূপ (উক্ত হয়)—

'সকল দেবের আরাধনের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনই শ্রেষ্ঠ এবং হে দেবি! উহা অপেক্ষাও তদীয় ভক্তজনের আরাধন শ্রেষ্ঠ।'

ইতি তৃতীয় স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে শ্রীমৈত্রেয়ের প্রতি বিদুরের উক্তি ॥

১ "অত"—হস্তলিখিত পুস্তকে পাঠ।

২ ভা. ১১. ১৯. ১৯

হরয়ে' [১] ইত্যাদিবিরোধাচ্চ। তদেব 'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন' [২] ইত্যাদিবাক্যমত্র নাবতারয়িতব্যম্। ১০ ॥ ৮৪। শ্রীভগবান্ মুনিবৃন্দম্॥

অথ মহাভাগবতসেবাসিদ্ধলক্ষণম্—

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥ ২৪৬ ॥
[ভা. ৪. ৯. ১২]

পরমপ্রিয়মপি মর্ত্যং বপুঃ। যে চাদো বপুরনুলক্ষ্যীকৃত্য সুতাদয়ো বর্তন্তে তানপি ন স্মরন্তি। কে ত ইত্যপেক্ষয়ামাহ—যে ত্বিতি। ৪ ॥ ৯। ধ্রুবঃ শ্রীধ্রুবপ্রিয়ম্॥

[বৈষ্ণবমাত্রাণাঞ্চ যথাযোগ্যমারাধনমুচিতম্]

বৈষ্ণবমাত্রাণাঞ্চ যথাযোগ্যমারাধনং যথা ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

তিনিই প্রকৃত ভক্ত)' ইত্যাদি বাক্যের সহিত এই উক্তির বিরোধ হইয়া পড়ে। অতএব এখানে 'বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে (তাহার স্কন্ধ, শাখা প্রভৃতি যেমন তৃপ্ত হয়, তেমনি অচ্যুতের আরাধনাতেই সকল আরাধনা সাধিত হয়)' ইত্যাদি বাক্যের এই স্থলে অবতারণা করা উচিত নহে। ইতি দশম স্কন্ধে ৮৪তম অধ্যায়ে মুনিবৃন্দের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি॥

অনন্তর মহাভাগবতজনের সেবার দ্বারা সিদ্ধ ফলের লক্ষণ—

"হে কমলনাভ! আপনার চরণকমলের সৌগন্ধ্যে যাঁহাদের হৃদয় লুব্ধ, তাঁহাদের সহিত যে সকল ব্যক্তি সঙ্গ করেন, তাঁহারা অতিশয় প্রিয় যে মর্ত্য-দেহ এবং তাঁহার অনুবর্তী সুত, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত ও কলত্র কিছুই আর স্মরণ করেন না॥" ২৪৬॥

পরম প্রিয় হইলেও মর্ত্য-দেহ এবং যাঁহারা ইহার অর্থাৎ দেহের অনুবর্তী মর্ত্য-পুত্রাদি, তাহাদিগকেও স্মরণ করেন না। (যাঁহারা স্মরণ করেন না)—তাঁহারা কাহারা? এই প্রশ্নের আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—'যাঁহারা (ভগবৎপদলুব্ধ ভক্তের সেবা করেন)' ইত্যাদি। ইতি। চতুর্থ স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে শ্রীধ্রুবপ্রিয়ের উদ্দেশ্যে শ্রীধ্রুবের উক্তি॥

[বৈষ্ণবমাত্রেরই যথাযোগ্য আরাধন উচিত]

বৈষ্ণবমাত্রেরই যথাযোগ্য আরাধন বিহিত হইয়াছে, যেমন ইতিহাসসমুচ্চয় গ্রন্থে—

১ ভা. ১১ ২ ৪৫
২ ভা. ৪. ৩১. ১২। অনু ৫২, পৃ° ৫৯ দ্র°।

শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥
ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ।
সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তম।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া॥

অন্যথা দোষশ্রবণঞ্চ তত্রৈব—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

ইতি। ভক্তিবিশিষ্ট্যে তু বৈশিষ্ট্যমপি দৃশ্যতে। যথা গারুড়ে—

মদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনম্।
মৎকথাশ্রবণে প্রীতিঃ স্বরনেত্রাদিবিক্রিয়া॥

'এই জগতে শ্বপাকভোজী চণ্ডালের ন্যায় বিষ্ণুভক্তিহীন ব্রাহ্মণেরও মুখ দর্শন করিবে না। আবার বর্ণবহির্ভূত ব্যক্তিও যদি বিষ্ণুভক্ত হন, তাহা হইতে তিনি ত্রিভুবন পবিত্র করেন। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত এমন ভাগবত জনগণ (শূদ্র হইলেও) শূদ্র নয়, কিন্তু, সর্ববর্ণের মধ্যে তাহারাই শূদ্র—যাহারা জনার্দনের প্রতি ভক্ত নয়।'

ইতিহাসসমুচ্চয়ে উক্ত হয়—

'হে দ্বিজোত্তম! ভগবদ্ভক্তের স্মরণ করিলে, বা তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিলে, বা তাঁহার পূজা করিলে তিনি যদি চণ্ডালও হন তাহা হইলেও তিনি অনায়াসে পবিত্রতা বিধান করেন।'

অন্যথায় যে দোষ হয়—তাহাও উক্ত গ্রন্থে শোনা যায়—

'ভগবদ্ভক্ত শূদ্র হউক বা নিষাদই হউক বা কুক্কুরভোজী হউক—তাহাতে প্রতিজাতি-সদৃশ (হীন) দৃষ্টিতে যিনি দেখেন তিনি নিশ্চয়ই নরক গমন করেন।'

কিন্তু ভক্তিবিশিষ্ট্য থাকিলে আরও বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। যেমন গরুড়পুরাণে উক্ত হয়—

'আমার ভক্তজনে বাৎসল্য, তাহার পূজায় অনুমোদন, আমার কথাশ্রবণে প্রীতি এবং স্বর ও নেত্র প্রভৃতিতে (প্রেমগলিত) বিকার, বিষ্ণুর কারণে নৃত্য, তাঁহার নিমিত্ত দম্ভবর্জন, স্বয়ং

বিষ্ণোশ্চ কারণং নৃত্যং তদর্থে দম্ভবর্জনম্।
স্বয়মভ্যর্চনং চৈব যো বিষ্ণুং নোপজীবতি॥
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ॥
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥

ইতি। অত এবাহ ভগবান্—

ন মে ভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

ইতি। অত এব ভক্তি[1]মহিম্না সতা দুর্বাসসাপি শ্রীমদম্বরীষস্য তত্রৈব বন্দনাচ্চ, পাদগ্রহণমপ্যাচরিতম্। কিন্তু অম্বরীষস্যানভীষ্টমেব তদিতি তত্রৈব ব্যক্তত্বাৎ শ্রীভগবতা শ্রীমদুদ্ধবাদিভিশ্চ ব্রাহ্মণমাত্রস্য বন্দনাচ্চ ইতরবৈষ্ণবৈস্তু তৎ সর্বথা ন মন্তব্যম্।

তাঁহার সাম্মুখ্যে অর্চনা এবং যে শ্রীবিষ্ণুকে উপজীবিকার বিষয় করে না—এই অষ্টবিধ ভক্তি যদি ম্লেচ্ছজনেও বর্তমান থাকে, তাহা হইলে সে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, সে জ্ঞানী এবং সেই পণ্ডিত। তাহাকে দান করা উচিত এবং তাহার নিকট হইতেই (ভক্তিতত্ত্ব) গ্রহণ করা উচিত এবং সেই শ্রীহরির ন্যায় পূজ্য।'

অতএব শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

'চতুর্বেদাধ্যায়ী ব্যক্তি যদি আমার ভক্ত না হয় তাহা হইলে সে আমার প্রিয় নহে। কিন্তু কুক্কুরভোজী চণ্ডালও আমার ভক্ত হইলে আমার প্রিয় হয়। তাহাকেই দান করা উচিত এবং তাহার নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করা উচিত। আমি যেমন পূজ্য সেও তেমন পূজ্য।'

অতএব ভক্তির মহিমা জানিয়া স্বয়ং দুর্বাসাও (ক্ষত্রিয়) অম্বরীষ রাজার পাদগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা অম্বরীষের যে অনভিপ্রেত ছিল—তাহা উক্ত স্থলেই প্রকাশিত হইয়াছে।[2] এবং শ্রীভগবান্ ও শ্রীমদুদ্ধব প্রভৃতি কর্তৃক ব্রাহ্মণ মাত্রেরই বন্দনা শ্রুত হয় বলিয়া ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণবগণের পক্ষে সর্বথা সেই (সেই পাদবন্দনাদি) লাভের আকাঙ্ক্ষা মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়।

১ জ্ঞানভক্তি°—মুদ্রিত পাঠ।
২ ভা. ৯. ৫ম অধ্যায় দ্র°।

বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ।
ঘ্নন্তং বহুশপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ॥
[ভা. ১০. ৬৪. ৪১]

ইতি ভগবদাদেশভঙ্গপ্রসঙ্গাচ্চ। 'শ্বপাকমিব নেক্ষেত' ইত্যাদিকন্তু তদ্দর্শনাসক্তিনিষেধপরত্বেন সমাধেয়ম্। দৃশ্যতে যুধিষ্ঠিরদ্রৌপদ্যাদীনামশ্বত্থাম্নি তথা ব্যবহারঃ। বৈষ্ণবপূজকৈস্তু বৈষ্ণবানামাচারোঽপি ন বিচারণীয়ঃ। 'অপি চেৎ সুদুরাচারঃ' [1] ইত্যাদেঃ। যথোক্তং গারুড়ে—

বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো মিথ্যাচারোঽপ্যনাশ্রমী।
পুনাতি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ॥

নচেৎ—

'হে মদীয় জনগণ! বিপ্র দুষ্কৃতকারী হইলেও তাঁহার প্রতি দ্রোহাচরণ করিবে না, এমন কি, বিপ্র বহু অভিশাপ দিলেও বা হত্যা করিতে উদ্যত হইলেও—দ্রোহ করিবে না, বরং নিত্য তাঁহার নমস্কার করিবে।'

শ্রীভগবানের এই যে আদেশ উহার ভঙ্গজনিত দোষ ঘটে। অতএব 'চণ্ডালের ন্যায় অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের মুখ দেখিবে না'—এই পূর্বোক্ত বিধিব দ্বারা বুঝিতে হইবে, ঐরূপ ব্রাহ্মণের মুখদর্শন বিষয়ে আসক্তির নিষেধরূপেই ইহার সমাধান।[2] অশ্বত্থামার প্রতি যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী ইত্যাদির ঐ প্রকার আচরণই দেখা গিয়াছিল।[3] বিষ্ণুভক্ত জনগণের যাঁহাবা পূজা করেন, তাঁহাদের নিকট বিষ্ণুভক্ত জনগণের আচার বিচারণীয় নহে। 'সুদুরাচার হইয়াও (যাহারা আমার ভজনা করে তাহদিগকে সাধু বলিয়া জানিবে)'। (গীতায়) এই উক্তিই উহার প্রমাণ। গরুড়পুরাণে উক্ত হয়—

'সমুদিত সহস্রাংশুর ন্যায় মিথ্যাচার ও অনাশ্রমী হইয়াও বিষ্ণুভক্তি-সমাযুক্ত ব্যক্তিসকল লোককে (জগৎকে) পবিত্র করে।'

১ ভ. গী. ৯. ৩০

২ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের দর্শনে আসক্তি পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু দৈবাৎ দর্শনে নমস্কারাদি সম্মান প্রদর্শন করিও।

৩ অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের মস্তক ছেদন করেন। অর্জুন যখন বন্ধন করিয়া তাঁহাকে শিবিরে আনেন তখন দ্রৌপদী তাঁহাকে প্রণাম করেন এবং বন্ধন মোচনের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। যুধিষ্ঠিরও দ্রৌপদীর বাক্য অনুমোদন করেন। ভা. ১. ৭ অধ্যায় দ্রঃ।

ইতি। তদেতদুদাহৃতমেব। "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্" [১] ইত্যাদৌ। অত্র শ্বপচশব্দো যৌগিকার্থপুরস্কারেণৈব বর্ততে। ততো দুর্জাতিত্বেন দুরাচারত্বেনাপি নাবমন্তব্যস্তদ্ভক্তজনঃ। স্ববমন্তৃত্বে তু সুতরাম্। অত এবোক্তং গারুড়ে—

রুক্ষাক্ষরস্তু শৃণ্বন্ বৈ তথা ভাগবতেরিতম্।
প্রণামপূর্বং তং ক্ষান্ত্যা যো বদেদ্বৈষ্ণবো হি সঃ ॥

ইতি।

তদেবং মহদাদিসেবা দর্শিতা। অস্যাশ্চ শ্রবণাদিতঃ পূর্বত্বং "মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্" [২]—ইত্যুক্তেঃ তেভ্যো মহদ্ভ্যোঽন্যদপি কিমপি পরমমঙ্গলায়নং জায়তে। যথা—

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্ ॥
তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি ॥

তাহাই নিম্নোক্ত শ্লোকাংশে উক্ত হয়—'যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্তমান শ্বপচ হইলেও (নামকীর্তনের তপস্যায় সে সিদ্ধ), এই কারণেই সে গরীয়ান্।' এখানে 'শ্বপচ' শব্দ যৌগিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব নিকৃষ্টজাতি এবং হীন আচার সত্ত্বেও ভক্তজনকে হীন মনে করা উচিত নয়। অতএব সুজনের অবমাননাতে অধিকতর দোষ হয়। অতএব গরুড়পুরাণে উক্ত হয়—

'ভগবদ্ভক্ত কর্তৃক উচ্চারিত কটুশব্দ শুনিয়াও যিনি তাঁহাকে প্রণামপূর্বক ধৈর্যের সহিত তাঁহার সহিত কথা বলেন তিনিই বিষ্ণুভক্ত।'

এই প্রকারে মহৎসেবা প্রদর্শিত হইল। শ্রবণাদির পূর্বেই মহৎসেবার বিধান। যে'হেতু উক্ত হয়—'মহৎসেবাই (সংসার-) বিমুক্তির দ্বার এবং যোষিৎসমূহ সঙ্গিদিগের তমোরূপ দ্বার'। অপিচ সেই মহদ্গণ হইতে অন্য প্রকারের পরমমঙ্গল বস্তু লাভ হয়। যেমন (উক্ত হয়)—

'হে মহাভাগ! সেই সকল মহাভাগজনের মধ্যে আমার কথা আলোচিত হয় এবং সেই কথাসেবা দ্বারা মনুষ্যের পাপ বিদূরিত হয়। সেই কথাসকল যাঁহারা শ্রবণ করেন, গান করেন, এবং যাঁহারা অনুমোদন করেন তাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে ভক্তি লাভ

---

১ ভা. ৩.৩৩.৭   ২ ভা. ৫.৫.২

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি ॥
যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥ ২৪৭ ॥

[ভা ১১. ২৬. ২৮-৩১]

তেষু 'সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ' [1] ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণেষু। ভক্তিং প্রেম। অত এবোক্তং শ্রীরুদ্রেণ—

ক্ষণার্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥

[ভা. ৪. ২৪. ৫৪]

ইতি। শ্রীশৌনকেনাপি—'তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গম্' [2] ইত্যাদি পূর্ববৎ। তত্রানুষঙ্গিকং ফলং সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। বিভাবসুমগ্নিম্। উপাস্যবুদ্ধ্যা শ্রয়মাণস্য

করেন। আনন্দানুভবই যাহার আত্মা, এই প্রকার অনন্তগুণসম্পন্ন ব্রহ্মস্বরূপ আমাতে যে সাধুজন আশ্রয় করেন, তাঁহার আর প্রাপ্তি বিষয়ে অন্য কি অবশিষ্ট থাকে? যেমন প্রজ্বলিত ভগবান্ অগ্নিকে আশ্রয় করিলে লোকের শীত, ভয় ও অন্ধকার দূর হয়—সেইরূপ সাধুবৃন্দের আশ্রয় গ্রহণে সম্যক্ সেবা করিলে তদ্দ্বারা কর্মজাড্য, তমোরূপ অজ্ঞান ও সংসারভয় দূর হয়। ২৪৭ ॥

'সেই (মহাভাগ) সমূহের মধ্যে'—এইরূপ উল্লেখ থাকায় 'নিরপেক্ষস্বভাব মচ্চিত্ত সদ্ভক্তিগণ'—ইত্যাদি শ্লোকোক্তি লক্ষিত সদ্ভক্তিগণকে বুঝাইতেছে। ভক্তি অর্থাৎ প্রেম (লাভ করে)। সুতরাং শ্রীরুদ্র কর্তৃক উক্ত হয়—

'ভগবৎসঙ্গিজনের সহিত যে সঙ্গ, তাহার ক্ষণমাত্রের সহিতও কি স্বর্গ, কি পুনর্জন্মাভাবরূপ মোক্ষও সমান বলিয়া তুলনা করি না, অতএব মরণশীল ব্যক্তিদিগের অন্য রাজ্যাদি সমূহের তুলনা সম্বন্ধে আর কি বলিব?'

'ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গের লবমাত্রেরও সহিত স্বর্গাদির তুলনা করিতে পারি না'—এই শৌনকের উক্তিও পূর্ববৎ। উহার আনুসঙ্গিক ফল দৃষ্টান্তের সহিত পূর্বে উক্ত হইয়াছে—'যেমন (অগ্নিকে সেবা করিয়া' ইত্যাদি শ্লোকে)। (শ্লোকের) 'বিভাবসু' শব্দের অর্থ অগ্নি—তাহাকে উপাস্য

১ ভা ১১ ২৬ ২৭: পূর্ণ শ্লোক—

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥

২ ভা. ১. ১৮. ১৩ এবং ৪. ৩০. ৩৪

হোমাদ্যর্থং জ্বালয়ত ইত্যর্থঃ। তস্য তথা শীতাদিকমপ্যেতি। ভয়ং দুষ্টজীবাদিকৃতম্। তথা সাধূন্ সেবমানস্য কর্মাদিজাড্যম্। আগামি সংসারভয়ং তন্মূলমজ্ঞানঞ্চ নশ্যতীত্যর্থঃ। ১১॥২৬। শ্রীভগবান্ ॥

[অথ নামরূপগুণলীলাদিশ্রবণম্]

অথ ক্রমপ্রাপ্তং শ্রবণম। তচ্চ নামরূপগুণলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। তত্র নামশ্রবণং যথা—

ন হি ভগবন্ন ঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।
যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥ ২৪৮ ॥

[ভা. ৬. ১৬. ৪০]

তাদৃশস্যাপি সকৃচ্ছ্রবণেঽপি মুক্তিফলপ্রাপ্তেরুত্তমস্য তচ্ছ্রবণে তু পরমভক্তিরেব ফলমিত্যভিপ্রেতম্। ৬॥১২। চিত্রকেতুঃ শ্রীসঙ্কর্ষণম্॥

বুদ্ধিতে হোমাদির নিমিত্ত আশ্রয় করিয়া যিনি (অগ্নি) প্রজ্বালিত করেন, তাঁহার যেমন শীতাদি দূর হয়,—'ভয়' অর্থাৎ দুষ্টজীবাদিকৃত (ভয়) দূর হয়—সেইরূপ সাধুজনগণের যিনি সেবা করেন তাঁহার কর্মাদিজাড্য, ভবিষ্যৎ সংসার ভয় এবং তাঁহার মূলস্বরূপ অজ্ঞানও বিনষ্ট হয়—ইহাই অর্থ। ইতি। একাদশ স্কন্ধে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি॥

[অনন্তর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি শ্রবণ প্রভৃতি]

অনন্তর (সাধ্য শব্দের মধ্যে) ক্রমপ্রাপ্ত শ্রবণ বলা হইতেছে। উহা নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রভৃতি বিষয়ক শব্দসমূহের কর্ণে উপস্থিতি স্বরূপ। তন্মধ্যে নামশ্রবণ যথা—

"হে ভগবন্! আপনার দর্শনে মনুষ্যদিগের যে অখিল কলুষ নাশ হইবে ইহা অসম্ভব নহে। কারণ, আপনার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে পুক্কশও সংসার-বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পায়।" ২৪৮॥

তাদৃশ (পুক্কশ) জনেরও যখন একবার নামশ্রবণে মুক্তিফল লাভ হয়, তখন উত্তমজনের পক্ষে উহা শ্রবণবশতঃ পরমভক্তিই ফলরূপে লাভ হয়—ইহাই অভিপ্রেত। ইতি। ষষ্ঠ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি চিত্রকেতুর উক্তি॥

অথ গুণশ্রবণম্—

কথা ইমাস্তে কথিতা মহাত্মনাং বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাম্ ।
বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো বচোবিভূতীর্ন তু পারমার্থ্যম্ ॥
যস্তূত্তমঃ'শ্লোকগুণানুবাদঃ সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ॥ ২৫০ ॥

[ভা. ১২. ৩. ১১-১২]

টীকা চ—রাজবংশানুকীর্তনস্য তাৎপর্যমাহ কথা ইমা ইতি। বিজ্ঞানং বিষয়াসারতা জ্ঞানম্। ততো বৈরাগ্যম্। তয়োর্বিবক্ষয়া। পরেয়ুষাং মৃতানাং বচোবিভূতীর্বাগ্বিলাসমাত্ররূপাঃ। পারমার্থ্যং পরমার্থযুক্তং কথনং ন ভবতীত্যর্থঃ। কস্তর্হি পুরুষাণামুপাদেয়ঃ পরমার্থস্তমাহ যস্ত্বিতি। নিত্যং প্রত্যহম্। তত্রাপ্যভীক্ষ্ণমিত্যেষা।

অত্র যৎ ক্বচিচ্ছ্রীরামলক্ষ্মণাদয়োঽপি তেষাং রাজ্ঞাং মধ্যে বৈরাগ্যার্থং ছত্রিন্যায়েন পঠ্যন্তে তন্নিরস্যতে। অতো যদ্যপি 'নিগমকল্পতরোঃ'[১] ইত্যাদ্যনুসারেণ

অনন্তর গুণশ্রবণ যথা—

'মৃত মহাত্মস্বরূপ (রাজগণের) কথিত এই চরিতকথা জগতে তাঁহাদের যশঃ খ্যাপন করে মাত্র। বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য বিবক্ষা দ্বারা সেই বাক্যসমূহ মৃতব্যক্তিগণের সম্বন্ধে বাগ্‌বিভূতিই জানাইয়া থাকে, কিন্তু পরমার্থতত্ত্ব কিছু খ্যাপন করে না। কিন্তু যে উত্তমঃশ্লোকস্বরূপ শ্রীভগবানের অমঙ্গলবিনাশী গুণানুবাদ কথা পুনঃ পুনঃ গান করা হয়, লোকে শ্রীকৃষ্ণে অমল ভক্তি পাইতে ইচ্ছা করিলে উহাই নিত্য ও পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করেন॥" ২৫০ ॥

টীকা—কথিত রাজবংশের চরিত কীর্তনের তাৎপর্য বলিতেছেন—'এই কথা'—ইত্যাদি শ্লোকে। 'বিজ্ঞান' অর্থে বিষয়ের অসারতা জ্ঞান এবং তদ্বশতঃ 'বৈরাগ্য'—এই দুইটীর বিবক্ষা দ্বারা পরলোকগত অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বাগ্‌বিভূতি অর্থাৎ বাক্যের বিলাসমাত্রই প্রকাশ পায়; কিন্তু (উহাতে) পরমার্থতত্ত্ব অর্থাৎ পরমার্থের উপযোগী কোন বিষয় কথিত হয় না—ইহাই অর্থ। পুরুষদের উপাদেয় পরমার্থ কি—তাহাই—'যে (নিত্য উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের গুণানুবাদ করে)' এই শ্লোকটীতে বলিতেছেন। 'নিত্য' অর্থে প্রত্যহ, এবং উহা প্রত্যহ পুনঃ পুনঃ (শ্রবণ করিবেন)—এই পর্যন্ত টীকা।

এখানে যে কোথাও বৈরাগ্যবিবক্ষার নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণাদিও সেই সেই রাজগণের

১ ভা ১. ১. ৩

২ যস্তূত্তমঃ'—মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

তৎপ্রাধান্যনির্দেশাৎ পৃথগ্‌গ্রহণম্। এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ম্। ভক্তিং প্রেমাণম্। অমলাং কৈবল্যাদীচ্ছারহিতাম্। ১২ ॥ ৩। শ্রীশুকঃ ॥

কিঞ্চ—

যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥ ২৫১ ॥
[ভা. ৫. ১২. ১৩]

মুমুক্ষোরপি কিং পুনর্ভক্তিমাত্রেচ্ছোঃ। সতীং মুমুক্ষাদ্যন্যকামনারহিতাম্। তদন্যা তু ব্যভিচারিণীতি ভাবঃ। ৮ ॥ ১২। শ্রীব্রাহ্মণো রহূগণম্ ॥

ব্যতিরেকেণ চ—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেতে বিনা পশুঘ্নাৎ ॥ ২৫২ ॥
[ভা. ১০. ১. ৪]

রূপ এবং লীলার উল্লেখ হইয়া থাকে। ইহাই পরবর্তী শ্লোকস্থল হইতে জানিতে হইবে। 'ভক্তি' অর্থে প্রেম—(উহাই লাভ করিয়া থাকে)। 'অমল ভক্তি' অর্থে কৈবল্য বা মুক্তিরূপ-ইচ্ছা-রহিত। ইতি। দ্বাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকের উক্তি।

আরও (উক্ত হয়)—

"যে যে স্থলে গ্রাম্য কথার বিঘাতক উত্তমঃশ্লোক (শ্রীভগবানের) গুণানুবাদস্তুতি নিরন্তর সেবিত হয়, সেখানে উহা মুমুক্ষু ব্যক্তির বসুদেবনন্দনের প্রতি সৎ-মতি দান করে।" ২৫১ ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তিরও যখন সৎ-মতি দান করে, তখন ভক্তি-মাত্র ইচ্ছুক ব্যক্তির যে (সুমতি) দান করিবে তাহাতে আর কি (বলিবার) আছে ? 'সৎ-মতি' বলিতে মুমুক্ষাদি অন্য-কামনা-রহিত-মতি। অতএব উহা হইতে অন্য যে (মুমুক্ষাদিযুক্ত) মতি—তাহার ব্যভিচারই (অর্থাৎ নিয়ত সম্বন্ধের অভাব) বুঝিতে হইবে। ইতি। অষ্টম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে রহূগণের প্রতি ব্রাহ্মণ (জড়ভরতের) উক্তি ॥

নিষেধমুখে উক্ত হয়—

"বিষয়-তৃষ্ণা-রহিত মুক্তগণ কর্তৃক গীয়মান এবং (মুমুক্ষুগণের পক্ষে) ভবরোগের ঔষধস্বরূপ ও বিষয়িগণের পক্ষে) কর্ণ ও মনের রমণীয় উত্তমঃশ্লোক (শ্রীভগবানের) গুণানুবাদ শ্রবণ হইতে পশুঘাতী ব্যতীত এমন কে আছে যে বিরত হয় ?" ২৫২ ॥

নিবৃত্তেত্যাদিবিশেষণত্রয়েণ মুক্তমুমুক্ষুবিষয়িজনানাং গ্রহণম্। পশুঘ্নো ব্যাধঃ। তস্য হি—

রাজপুত্র চিরং জীব মা জীব মুনিপুত্রক।
জীব বা মর বা সাধো ব্যাধো মা জীব মা মর॥

ইতি ন্যায়েন বিষয়সুখেঽপি তাৎপর্য্যং নাস্তি। ন চ তদভিজ্ঞত্বমস্তি—বিশেষতস্তু কথারসজ্ঞানে। পরমমূঢ়ত্বাৎ[১] সামর্থ্যং নাস্ত্যেব। যদ্বা দৈত্যস্বভাবস্য যস্য নিন্দামাত্রতাৎপর্য্যং স এব হিংসকত্বেন পশুঘ্নশব্দেনোচ্যতে। পশুঘ্নো ব্যাধঃ। সোঽপি মৃগাদীনাং সৌন্দর্য্যাদিকগুণমগণয়ন্নেব হিংসামাত্রতৎপর ইতি। ততো রসগ্রহণাভাবাদ্ যুক্তমুক্তং বিনা পশুঘ্নাদিতি। উভয়থাপি তদ্বহির্মুখেভ্যো গালিপ্রদান এব তাৎপর্য্যম্। যথা তৃতীয়ে শ্রীমৈত্রেয়স্য—

'বিষয়-তৃষ্ণারহিত'—ইত্যাদি তিনটী বিশেষণের দ্বারা (যথাক্রমে) মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী জনগণের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। 'পশুঘাতী' অর্থে ব্যাধ। তাহার সম্বন্ধে (উক্ত হয়)—

'হে রাজপুত্র! তুমি চিরজীবী হও, হে মুনিপুত্র! তুমি বাঁচিয়া থাকিও না, হে সাধুজন! তুমি বাঁচিয়া থাক অথবা মরিয়া যাও, কিন্তু হে ব্যাধ! তুমি বাঁচিয়া থাকিও না এবং মরিও না।'

এই নীতি অনুসারে[২] ব্যাধের বিষয়সুখেও তাৎপর্য নাই। এ বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতাও নাই। বিশেষতঃ অত্যন্ত মূঢ় বলিয়া শ্রীভগবানের কথারসজ্ঞানে তাহার সামর্থ্যই নাই। অথবা ইহাও বলা যায় যে—যে-ব্যক্তি দৈত্যস্বভাব-সম্পন্ন—তাহার নিন্দামাত্রেই তৎপরতা, অতএব 'পশুঘাতী' শব্দের দ্বারা হিংসকত্ব-স্বভাববশতঃ দৈত্যস্বভাবযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। ব্যাধও মৃগ প্রভৃতির সৌন্দর্যাদি গুণ বিবেচনা না করিয়া হিংসামাত্রেই তৎপর হয়। অতএব রসগ্রহণের (যোগ্যতার) অভাববশতঃ ঠিকই বলা হইয়াছে যে—'পশুঘাতী জন ব্যতীত (এমন কে আছে যে ভগবানের গুণশ্রবণে বিরত হয়?)। উভয় প্রকারে (পশুঘাতী অর্থে ব্যাধই হউক অথবা দৈত্যস্বভাবযুক্ত ব্যক্তিই হউক)—শ্রীভগবদ্বহির্মুখ জনগণের প্রতি গালিপ্রদানই এই (ব্যাধ) শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য। যেমন তৃতীয় স্কন্ধে বিদুরের প্রতি মৈত্রেয়ের উক্তি—

১ পরমগূঢ়ত্বাৎ—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

২ রাজপুত্র দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে বলিয়া ঐহিক বিষয়ের সম্বন্ধবশতঃ তাহার দীর্ঘজীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। মুনিপুত্রের বিষয়াদিতে স্বাভাবিক বিতৃষ্ণাবশতঃ মুক্তিই তাহার কামনা। অতএব সংসারদুঃখের অবসানরূপ মুক্তি পাইতে হইলে মৃত্যুই তাহার কাম্য। সাধু ব্যক্তি ইহলোক অথবা পরলোক সর্ব অবস্থায় ভগবদ্ভজনানন্দেই বিভোর থাকেন। অতএব জীবন ও মরণ তাঁহার নিকটে কোনটীতেই ভেদ নাই। কিন্তু ব্যাধ প্রভৃতি পশুহিংসক ব্যক্তির জীবনে বিষয়সুখের অভিজ্ঞতা নাই—সৌন্দর্যাদি রসেরও অনুভবসামর্থ্য নাই, এবং জীবহিংসাবশতঃ উহার জীবন কল্যাণের বিরোধী ও মৃত্যুতেও তাহার নরক গতি। অতএব জীবন ও মরণ—উভয়ই ব্যাধের পক্ষে সার্থকতাহীন।

কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহামহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্ ॥

[ভা. ৩. ১৩. ৫০]

ইতি। ১০ ॥ ১। শ্রীরাজা শ্রীশুকম্ [1] ॥

অথ লীলাশ্রবণম্—

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্মিচক্রমাত্মপ্রসাদ উভয়ত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্যাৎ ॥ ২৫৩ ॥

[ভা. ২. ৩. ১২]

যৎ যাসু কথাসু জ্ঞানং ভবতি। ক'দৃশম্? আ সমতঃ প্রতিনিবৃত্তম্ উপরতং গুণোর্মীণাং রাগাদীনাং চক্রং সমূহো যস্মাৎ। যতো যত্র যাসু কথাসু তদ্ধেতুরাত্মপ্রসাদশ্চ তৎপ্রসাদহেতুর্বিষয়ানাসক্তিশ্চ। কিং বহুনা? তৎফলং যৎ কৈবল্যং তদপি। 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' ইত্যাদ্যুক্তানুসারেণ। সম্মতঃ পন্থাঃ প্রাপ্তিদ্বারং যত্র

'অহো! মনুষ্যেতর ব্যতীত পুরুষার্থসারবেত্তা কোন্ ব্যক্তি পুরাবৃত্তসমূহের মধ্যে শ্রীভগবানের সংসারবিমোচিনী কথারূপ সুধা কর্ণাঞ্জলি দ্বারা পান করিয়া বিরত হয়?'

ইতি। দশম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে রাজার প্রতি শ্রীশুকের উক্তি ॥

অনন্তর লীলাশ্রবণ—

"শ্রীহরির কথা শ্রবণে যে জ্ঞান হয় তাহাতে (রাগাদি) গুণতরঙ্গসমূহের নিবৃত্তি, আত্মপ্রসাদ এবং তদ্বশতঃ বিষয়াদিতে অনাসক্তি উদিত হয় ও কৈবল্যসম্মত পথ অধিগত হয়—এবং তাহারই ফলে অনন্তর ভক্তিযোগ লাভ হয়। অতএব এবংবিধ হরিকথায় কে না পরিতৃপ্ত হইবে?" ২৫৩ ॥

'যে' অর্থাৎ হরির যে কথাসমূহে জ্ঞান হয়—উহা কীদৃশ? না—'আ' অর্থাৎ সম্যক্, প্রতিনিবৃত্ত অর্থাৎ উপরত হয় যে রাগাদি গুণতরঙ্গ অর্থাৎ গুণসমূহ যাহা (যে জ্ঞান) হইতে। 'যেহেতু' যাহাতে অর্থাৎ যে কথাসমূহে তদ্ধেতু আত্মার প্রসন্নতা এবং তদ্ধেতু বিষয়ের অনাসক্তি হয়। বহু আর কি বলিব? উহার ফল যে কৈবল্য তাহাও লাভ হয়; কারণ, উক্ত হয়—'প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি ব্রহ্মভূত হয়'—এবং ঐরূপ উক্তি অনুসারেই তাহা বলিতে হইবে। কৈবল্যসম্মত পথ অর্থাৎ প্রাপ্তির দ্বার

১ শ্রীরাজানং শ্রীশুকঃ—মুদ্রিত পুস্তকের এই পাঠ অসাধু (ভ. গী.)।

সঃ প্রেমাখ্যো ভক্তিযোগোঽপি। যাসু শ্রুতমাত্রাসু তত্তদনপেক্ষ্যৈব ভবতি তাসু হরিকথাসু তচ্চরিতেষু কঃ শ্রবণসুখেন নির্বৃতঃ সন্ অন্যত্রানির্বৃতো বা রতিং রাগং ন কুর্যাৎ। ২॥ ৩। শ্রীশুকঃ॥

কিং বহুনা? এতদর্থমেবাস্য মহাপুরাণাবির্ভাব ইতি "ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্" ১ ইত্যাদৌ 'সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্' ২ ইত্যাদৌ চ বর্ণিতম্।

[ভগবল্লীলা দ্বিবিধা—সৃষ্ট্যাদিরূপা লীলাবতারবিনোদরূপা চ]

সা চ লীলা দ্বিবিধা—সৃষ্ট্যাদিরূপা লীলাবতারবিনোদরূপা চ। তয়োরুত্তরা তু প্রশস্ততরেত্যাশয়েনাহ—

প্রাধান্যতো যানৃষ আমনন্তি লীলাবতারান্ পুরুষস্য ভূম্নঃ।
আপীয়তাং কর্ণকষায়শোষাননুক্রমিষ্যে ত ইমান্ সুপেশান্॥ ২৫৪॥

[ভা. ২. ৬. ৪৬]

যাহাতে—সেইরূপ প্রেমাখ্য ভক্তিযোগও লাভ হয়। যে (ভগবদ্বিষয়ক) কথাসমূহের শ্রবণমাত্রই নিরপেক্ষভাবে ঐ সকল হইয়া থাকে, সেই হরিকথাসমূহে অর্থাৎ তাঁহার চরিত-কথাসমূহে কে এমন আছে, যে শ্রবণসুখে পরিতৃপ্ত হইয়া এবং অন্য বিষয়ে অতৃপ্ত হইয়া উহাতেই রতি অর্থাৎ অনুরাগ না করিয়া থাকে? ইতি। দ্বিতীয় স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি॥

বেশী আর কি বলিব? ইহার (এই ভগবৎকথার) নিমিত্তই এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণের যে আবির্ভাব, তাহাই—'শ্রীভগবানের অমল যশঃ প্রায়শঃ তুমি বর্ণনা কর নাই—(বলিয়া তোমার চিত্তের অপ্রসন্নতা)' এবং 'সমাধি (চিত্তের একাগ্রতা) দ্বারা শ্রীভগবানের সেই লীলা স্মরণ করিয়া উল্লেখ কর'—ইত্যাদি (ব্যাসের প্রতি নারদের) বচনে বর্ণিত হইয়াছে।

[শ্রীভগবানের লীলা দ্বিবিধা—
সৃষ্ট্যাদিরূপা এবং লীলাবতার-বিনোদরূপা]

সেই লীলা দ্বিবিধ—সৃষ্ট্যাদিরূপা এবং লীলাবতার-বিনোদরূপা। তন্মধ্যে দ্বিতীয়টী যে প্রশস্ততরা—সেই অভিপ্রায়ে উক্ত হয়—

"হে ঋষি (নারদ)! ভূমাপুরুষের লীলাবতারসকল—যাহাদের বিষয় প্রধানরূপে বর্ণনা করা হয়, সেই কর্ণকষায়শোষণ সুশোভন অবতারসকলের কথা তোমার নিকটে যথাক্রমে বলিব—তুমি সেই কথামৃত সম্যক্ পান কর।" ২৫৪॥

১. ৫. ৮ ২ ভা. ১. ৫. ১৩

যদ্যপি পূর্বম্ 'আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য' [১] ইত্যাদিগ্রন্থেন পুরুষং কালাদি-তচ্ছক্তিং মন আদিতৎকার্যং ব্রহ্মাদিতদ্গুণাবতারান্ দক্ষাদিতত্তদ্বিভূতীশ্চোক্তবানস্মি, তেন চ সৃষ্ট্যাদিলীলাঃ, তথাপি যান্ হে ঋষে পুরুষস্য ভূম্নো লীলাবতারান্ প্রাধান্যেন আমনন্তি তানেব ইমান্ মম হৃদয়াধিরূঢ়ান্ কর্ণকষায়শোষান্ তদিতরশ্রবণরাগহন্তৄন্ কিঞ্চ সুপেশান্ পরমমনোহরান্ অনুক্রমিষ্যে। তদনুক্রমেণ আ সম্যক্ পীয়তাম্। ২ ॥ ৬ । শ্রীব্রহ্মা নারদম্ ।

'এবং দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায়' [২] ইত্যাদৌ বেদস্তুতাবপি তচ্ছ্লাঘা দ্রষ্টব্যা। অত এব প্রথমে 'ভাবয়ত্যেষঃ' [৩] ইত্যাদৌ 'লীলাবতারানুরতঃ' [৪] ইতি তদ্বিশেষণং দত্তম্। তথা চ শ্রীভগবদ্গীতাসু—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥
[ভ. গী. ৪ ৯]

যদিও পূর্বে 'প্রকৃতির প্রবর্তক পুরুষই পরম আদ্য অবতার' ইত্যাদি শ্লোকে পুরুষ এবং কালাদি পুরুষের শক্তি, মনঃ প্রভৃতি ও তাঁহার কার্য, ব্রহ্মাদি গুণাবতার এবং দক্ষ প্রভৃতি বিষয়ে বিভূতির কথা বলিয়াছি—এবং তাঁহার দ্বারা যে সৃষ্ট্যাদি লীলাসমূহ হয়—তাহাও বলিয়াছি, তথাপি হে ঋষে! ভূমাপুরুষের যে লীলাবতারসমূহকে প্রধানভাবে বর্ণনা করা হয়—'সেই' এই আমার হৃদয়ে অধিরূঢ় 'কর্ণকষায়শোষণ' অর্থাৎ তদ্ভিন্ন অন্যবিষয়ে শ্রবণানুরাগের বিনাশক এবং 'সুশোভন' অর্থাৎ পরম মনোহর অবতারসমূহের কথা যথাক্রমে বলিব; তাহা যথাক্রমে 'আ' অর্থে সম্যক্ পান কর। ইতি। দ্বিতীয় স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি ॥

'দুর্বোধ আত্মতত্ত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত এই প্রকারে (আপনার লীলামূর্তি আবিষ্কৃত)'— এই বেদস্তুতিতেও উহার (লীলাবতারের) প্রশংসা দ্রষ্টব্য। অতএব (শ্রীভাগবতের) প্রথম স্কন্ধে 'এই (শ্রীভগবান্ লোকসকলকে) প্রতিপালন করেন'—ইত্যাদির বর্ণনায় 'লীলাবতারে অনুরত'—এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। সেইরূপ শ্রীভগবদ্গীতায় (শ্রীভগবানের উক্তি)—

'হে অর্জুন! আমার (স্বেচ্ছাকৃত) এই প্রকারে জন্ম এবং অলৌকিক (জগৎপালনরূপ) কর্ম যে-ব্যক্তি যথাযথভাবে জানে, সে দেহ পরিত্যাগ করিবার পরে আর পুনর্জন্ম লাভ করে না।'

১ ভা. ২ ৬ ৪০
২ ভা ১০. ৮৭. ১৭
৩ ভা. ১. ২. ৩৩
৪ ভা. ১ ২. ৩৩ শ্লোকের ৩য় চরণ।

ইতি। এষা খলু মর্ত্যশরীরমপি পার্ষদভাবেন জিতমৃত্যুকং বিদধাতি। যথাহ—

সাধু বীর ত্বয়া পৃষ্টমবতারকথাং হরেঃ।
যত্ত্বং পৃচ্ছসি মর্ত্যানাং মৃত্যুপাশবিশাতনীম্ ॥
যয়োত্তানপদঃ পুত্রো মুনিনা গীতয়ার্ভকঃ।
মৃত্যোঃ কৃত্বৈব মূর্ধ্ন্যঙ্ঘ্রিমারুরোহ হরেঃ পদম্ ॥ ২৫৫ ॥

[ভা ৩. ৫. ১৮]

মনিনা শ্রীনারদেন। অতস্তেন ভগবদবতারকথাপি তং প্রতি শ্রাবিতাস্তীতি গম্যতে। তেন শরীরেণৈব মৃত্যুজয়ঃ পার্ষদত্বঞ্চোক্তং—

পরীত্যাভ্যর্চ্য ধিষ্ণ্যায়াং কৃতস্বস্ত্যয়নো দ্বিজৈঃ।
ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়ম ॥

[ভা. ৪ ১২ ২৯]

ইতি। ৩ ॥ ১৪। শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥

এই (লীলাবতার) কথা মরণধর্মা শরীরের ও মৃত্যুজয় সংঘটিত করিয়া (শ্রীভগবানের) পার্ষদভাব (পার্ষদতনুভাব) বিধান করে। যেমন কথিত হয়—

"হে বীর! তুমি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ, যে-হেতু মরণশীল জীবগণের মৃত্যুপাশ-বিমোচনী শ্রীভগবানের অবতারকথা জিজ্ঞাসা করিতেছ—মুনি (নারদ) কর্তৃক বর্ণিত যে কথায় উত্তানপাদ-নন্দন (ধ্রুব) বালক হইয়াও মৃত্যুর মস্তকে পাদনিক্ষেপ করিয়া (সশরীরে) বিষ্ণুপদে আরোহণ করিয়াছিল।" ২৫৫ ॥

'মুনি' অর্থাৎ শ্রীনারদ, তৎকর্তৃক। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে সেই (নারদ কেবল উপদেশই দান করেন নাই), শ্রীভগবানের অবতারকথাও শোনাইয়াছিলেন। এই শরীরেই যে মৃত্যুজয় এবং পার্ষদত্ব লাভ হয়—তাহাও কথিত হইয়াছে—

'(ধ্রুব) তাহার পর বিষ্ণুপার্ষদগণ কর্তৃক আনীত বিমান প্রদক্ষিণ ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা তাহার অভ্যর্চনা করিয়া স্বস্ত্যয়ন করণান্তর হিরণ্ময় রূপ ধারণপূর্বক সেই বিমানে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।'

ইতি। তৃতীয় স্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি।

ইদঞ্চ শ্রবণং শ্রীমন্মহন্মুখরিতং চেন্মহামাহাত্ম্যং জাতরুচীনাং পরমসুখদঞ্চ। তচ্চ দ্বিবিধম্—মহদাবির্ভাবিতং মহৎকীর্ত্ত্যমানঞ্চেতি। তত্র শ্রীভাগবতমুপলক্ষ্য পূর্বং যথা—

> ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
> উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ॥ ২৫৬ ॥
>
> [ভা. ১. ৩. ৪০]

অত্র তন্মাহাত্ম্যসূচনার্থমেব তৎকর্তৃকত্ববচনম্। ১ ॥ ৩। শ্রীসূতঃ ॥

যথা বা 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্'[১] ইত্যাদৌ। অত্র শ্রীশুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতত্বেন পরমসুখদত্বমুক্তম্। এতদুপলক্ষণত্বেন শ্রীলীলা-শুকাদ্যাবির্ভাবিতকর্ণামৃতাদিগ্রন্থা অপি ক্রোড়ীকর্তব্যাঃ।

অথ মহৎকীর্ত্ত্যমানং যথা—

যদি মহতের মুখ হইতে (নামরূপাদির) শ্রবণ হয়, তাহা হইলে উহার মহামাহাত্ম্য হয় এবং (ভগবৎকথায়) যাঁহাদের রুচি জন্মিয়াছে উহা তাঁহাদের পরম সুখ বিধান করে। (মহদ্‌গণের মুখোচ্চারণবশতঃ যে শ্রবণ) উহা দ্বিবিধ—মহদ্‌গণ কর্তৃক আবির্ভাবিত এবং মহদ্‌গণ কর্তৃক কীর্তিত। এ বিষয়ে শ্রীভাগবতপুরাণ উপলক্ষ্য করিয়া প্রথমটীর দৃষ্টান্ত যথা—

"ব্রহ্ম বা বেদতুল্য উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের চরিতকথা-সমন্বিত এই ভাগবতপুরাণ ঋষি (বেদব্যাস) প্রণয়ন করিয়াছেন।" ২৫৬ ॥

এখানে শ্রীভাগবতের মাহাত্ম্য প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার (ব্যাসদেবের) রচনাকর্তৃত্বের কথা বলা হইল। ইতি। প্রথম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীসূতের উক্তি ॥

অথবা যেমন 'বেদরূপ কল্পবৃক্ষের গলিত ফল শ্রীশুকদেবের মুখের অমৃতদ্রবযুক্ত (এই ভাগবত)'—ইত্যাদি স্থলে (বিবৃত হইয়াছে)। এখানে শ্রীশুকদেবের মুখের অমৃতদ্রব সংযুক্তত্বের উল্লেখ থাকায় উহা যে পরম সুখপ্রদ—ইহাই বলা হইল। এইরূপ উল্লেখের উপলক্ষণবশতঃ শ্রীলীলাশুক প্রভৃতি কর্তৃক আবির্ভাবিত কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থও উহার অন্তর্গত বুঝিতে হইবে।

অনন্তর মহদ্‌গণ কর্তৃক কীর্তিত (ভগবৎ কথার শ্রবণ) যথা—

১ ভা. ১. ১. ৩

অস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি ।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়-
শোকমোহাঃ ॥ ২৫৮ ॥
[ভা. ৪. ২৯. ৩৮]

অস্মিন্ সাধুসঙ্গে । মহদ্ভির্মুখরিতাঃ কীর্তিতাঃ । শেষঃ সারঃ । অবিতৃষোঽহংবুদ্ধিশূন্যাঃ । গাঢ়ত্বং সাবধানত্বম্ । অশনং ক্ষুৎ ।

এতৈরুপদ্রুতং নিত্যং জীবলোকস্বভাবজৈঃ ।
ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিম্ ॥ ২৫৯ ॥
[ভা. ৪. ২৯. ৩৮]

যৈরেতৈরশনাদিভিরুপদ্রুতঃ সন্ কথামৃতনিধৌ রতিং ন করোতি তানেতান্ মহৎকীর্ত্য-মানানি ভগবদ্‌যশাংসি স্বমাহাত্ম্যেন দূরীকৃত্য স্বসুখমনুভাবয়ন্তীতি পদ্যদ্বয়যোজনার্থঃ । ৩ ॥ ২৯ । শ্রীনারদঃ প্রাচীনবর্হিষম্ ॥

"তথায় মহদ্‌গণের মুখোচ্চারিত মধুসূদন শ্রীভগবানের চরিত-পীযূষ-শেষ-বাহিনী নদীসমূহ চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়। তৃষ্ণাশূন্য হইয়া গাঢকর্ণের দ্বারা যাঁহারা সেই অমৃত পান করেন (অর্থাৎ শ্রবণ করেন) অশন, তৃষ্ণা, ভয় ও শোকমোহ ইত্যাদি কিছুই তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।" ২৫৮ ॥

'তথায়' অর্থে সাধুসঙ্গে। 'মহদ্‌গণের মুখোচ্চারিত' অর্থে কীর্তিত। 'পীযূষশেষ' অর্থে পীযূষ-সার। 'তৃষ্ণাশূন্য' অর্থে অহংবুদ্ধিশূন্য। 'গাঢ়' অর্থে সাবধানতাযুক্ত। 'অশন' অর্থে ক্ষুধা।

"জীবন স্বভাবতঃ এই ক্ষুধাদি দ্বারা নিত্য উপদ্রুত হইয়া নিশ্চয় হরিকথামৃতরূপ নিধিতে রতি প্রকাশ করে না।" ২৫৯ ॥

যে এই ক্ষুধাদি দ্বারা উপদ্রুত হইয়া কথামৃতনিধিকে রতি করে না—মহদ্‌গণ কর্তৃক কীর্তিত ভগবদ্‌যশঃ-কথাসমূহ স্বমাহাত্ম্যবশতঃ সেই ক্ষুধার বাধা দূর করিয়া তাহাদিগকে নিজসুখ অনুভব করাইয়া থাকে—ইহাই পদ্য দুইটির সম্মিলিত ভাবার্থ। ইতি। তৃতীয় স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ে প্রাচীনবর্হির প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥

[শ্রীভাগবতশ্রবণং শ্রেষ্ঠম্]

তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবতশ্রবণস্তু পরমশ্রেষ্ঠম্। তস্য তাদৃশপ্রভাবময়-শব্দাত্মকত্বাৎ পরমরসময়ত্বাচ্চ। তত্র পূর্বস্মাদ্ যথা—

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ।
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ২৬০ ॥

[ভা. ১. ১. ২]

ইতি। মহামুনিঃ সর্বমহন্মহনীয়চরণপঙ্কজঃ শ্রীভগবান্। অত্র কিংবা পরৈরিত্যাদিনা শব্দস্বাভাবিকমাহাত্ম্যং দর্শিতম্। ১ ॥ ১। শ্রীব্যাসঃ ॥

উত্তরস্মাদ্ যথা—

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যতঃ স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ২৬১ ॥

[ভা. ১২. ১৩. ১২]

তদ্রস এবামৃতং তেন তৃপ্তস্য। ১২ ॥ ১৩। শ্রীসূতঃ ॥

[শ্রীভাগবতশ্রবণ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ]

সেই শ্রবণ-মধ্যে আবার শ্রীভাগবতশ্রবণ পরম শ্রেষ্ঠ। যেহেতু (শ্রীভাগবতে) তাদৃশ-প্রভাবময় শব্দ বিদ্যমান ও উহা পরমরসময়। এ বিষয়ে পূর্বশ্লোক হইতে দেখাইতেছেন—

"মহামুনি প্রণীত এই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণেচ্ছামাত্রেই কৃতী মানবগণের হৃদয়ে তৎক্ষণাৎই ঈশ্বর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন। অতএব অন্য শাস্ত্রাদির কি প্রয়োজন ?" ২৬০ ॥

'মহামুনি' অর্থে সকলের মহান্, অর্থাৎ মহনীয় (পূজনীয়) যাঁহার চরণপদ্ম—শ্রীভগবান্। 'অন্য শাস্ত্রাদির কি প্রয়োজন ?'—এই বাক্যের দ্বারা শ্রীভাগবতশাস্ত্রের শব্দের স্বাভাবিক মাহাত্ম্য দেখান হইল। ইতি। প্রথম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে শ্রীব্যাসদেবের উক্তি ॥

শেষের বচন হইতেও দেখাইতেছেন, যথা—

"এই শ্রীভাগবতই সর্ববেদান্তসার বলিয়া বিবেচিত হয়। যে-ব্যক্তি ইহার অমৃতরসে পরিতৃপ্ত তাহার অন্য কোন বিষয়ে অনুরাগ হয় না।" ২৬১ ॥

তাহার রসই অমৃত। উহাতে যে পরিতৃপ্ত তাহার (অন্য বিষয়ে অনুরাগ হয় না)। ইতি দ্বাদশ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীসূতের উক্তি ॥

[নামাদিকীর্তনম্]

অথাতঃ কীর্তনম্। তত্র পূর্ববন্নামাদিক্রমো জ্ঞেয়ঃ। নাম্নো যথা—

সর্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥ ২৬২ ॥

[ভা. ৬. ২. ১০]

টীকা চ—সুনিষ্কৃতং শ্রেষ্ঠং প্রায়শ্চিত্তমিদমেব। তত্র হেতুঃ[1]—যতো নামব্যাহরণাত্তদ্বিষয়া নামোচ্চারক-পুরুষবিষয়া মদীয়োঽয়ং ময়া সর্বতো রক্ষণীয় ইতি বিষ্ণোর্মতির্ভবতীত্যেষা।

অতঃ স্বাভাবিক-তদীয়াবেশহেতুত্বেন তদীয়স্বরূপভূতত্বাৎ পরমভাগবতানাং তদেকদেশশ্রবণমপি প্রীতিকরম্। যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে শ্রীশিববাক্যম্—

রকারাদীনি নামানি শৃণ্বতো দেবি জায়তে।
প্রীতির্মে মনসো নিত্যং রামনামবিশঙ্কয়া॥

[নামাদি কীর্তন]

অতএব, ইহার পর কীর্তনের উল্লেখ হইতেছে। এস্থলেও পূর্বের ন্যায় নামাদিক্রমে (নাম, রূপ, গুণ লীলাদি ক্রমে কীর্তন) বুঝিতে হইবে। নামের কীর্তন যথা—

"পাপকারী ব্যক্তিগণের ইহাই (নাম কীর্তনই) সুনিষ্কৃত (শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত)। যেহেতু নামোচ্চারণবশতঃ তাহাদের (নামোচ্চারক ব্যক্তিগণের) সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুর মতি হয়।" ২৬২ ॥

টীকা—'সুনিষ্কৃত' অর্থে শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত—ইহাই। সেস্থলে হেতু এইরূপ—যেহেতু নাম উচ্চারণবশতঃ 'তাঁহাদের বিষয়ে' অর্থাৎ নামোচ্চারক ব্যক্তিগণের বিষয়ে 'ইহারা আমার', 'আমা কর্তৃক তাহারা সর্বতোভাবে রক্ষণীয়'—এই প্রকার শ্রীবিষ্ণুর মতি হইয়া থাকে। এই পর্যন্ত টীকা।

অতএব স্বাভাবিক তদীয় আবেশবশতঃ তাঁহারই স্বরূপভূত বলিয়া পরমভাগবতগণের সেই নামের একদেশ (একাংশ) শ্রবণও প্রীতিকর। যেমন পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তর-শতনামস্তোত্রে শ্রীশিবের বাক্য—

'রকার আদিতে যাহার এই প্রকার নামসমূহের শ্রবণে, হে দেবি (পার্বতি)! রামনামের আশায় আমার মনে নিত্যই প্রীতি জাগিয়া উঠে'।

১ হেতুঃ— মুদ্রিত পুস্তকে দৃষ্ট হয় না।

ইতি। তদেবং সতি 'পাপক্ষয়মাত্রফলং'[1] কিয়দিতি ভাবঃ ।৬॥২। শ্রীবিষ্ণুদূতা যমদূতান্ ॥

ফলন্ত্বিদমেব, যদাহ—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ২৬৩ ॥
[ভা. ১১. ২. ৩৭]

"এবং শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণেঃ"[2] ইত্যাদ্যুক্তপ্রকারং ব্রতং বৃত্তং যস্য তথাভূতোঽপি স্বপ্রিয়াণি স্বাভীষ্টানি যানি নামানি তেষাং কীর্ত্তনেন জাতানুরাগস্তত এব চিত্তদ্রবাদ্ দ্রুতচিত্তঃ। তত্রোচিত-ভাববৈচিত্রীভির্হসতীত্যাদি। অত্র তৃতীয়াশ্রুত্যা নাম-কীর্ত্তনস্যৈব সাধকতমত্বং লব্ধম্। তদেবংব্রত ইত্যত্রাপিশব্দোঽপ্যধ্যাহৃতঃ। অত এব 'ভক্তিঃপরেশানুভবো বিরক্তিঃ'[3] ইত্যাদ্যুত্তরপদ্যে টীকাচূর্ণিকা—"নন্বিয়মারূঢ়-

অতএব ইহাই যখন হয়—তখন পাপক্ষয়মাত্র যে ফল—উহা তো সামান্যই—ইহাই ভাব। ইতি। ষষ্ঠ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যমদূতগণের প্রতি বিষ্ণুদূতগণের উক্তি ॥

নামকীর্তনের ইহাই ফল উক্ত হয়—

"এই প্রকার ব্রতাবলম্বী ব্যক্তি নিজের প্রিয় (শ্রীভগবানের) নামকীর্তনের দ্বারা জাতানুরাগ ও গলিতচিত্ত এবং লোকবাহ্য হইয়া উন্মত্তের ন্যায় কখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, রোদন, আক্রোশ, কখন গান বা নৃত্য করিতে থাকেন ॥ ২৬৩ ॥

'রথচক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলজনক (নামাদি) এইরূপ কীর্তন করিবে'—ইত্যাদি বচনে যে নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রকার ব্রত বা আচরণ যাহার—তিনি নিজ প্রিয় অর্থাৎ নিজের অভীষ্ট নামসমূহের কীর্তনের দ্বারা জাতানুরাগ হন, অতএব চিত্ত দ্রবীভূত হওয়ায় তিনি গলিতচিত্ত হন। উহাতে তদুচিত ভাবে বৈচিত্র্য হেতু তিনি হাস্য করেন—ইত্যাদি। ('নামকীর্তনের দ্বারা') এখানে তৃতীয়াবিভক্তি শ্রুত হওয়ায় নামকীর্তনই যে সাধকতম (প্রকৃষ্টোপকারক)—তাহাই পাওয়া গেল। 'এই প্রকার ব্রতাবলম্বী ব্যক্তি'—এই বাক্যে 'অপি' (তাহাও)—শব্দের অধ্যাহার করিয়া যোগ করা হয়। অতএব 'শ্রীহরিভজনে প্রেমভক্তি, ঈশ্বরানুভূতি ও সংসার বৈরাগ্য হয়'—এই শ্লোকের টীকা চূর্ণিকায় যোগারূঢ় ব্যক্তিরও দুর্লভ যে বহুজন্মসাধ্য প্রেমগতি, উহা নামকীর্তনমাত্রে কেবল

১ লক্ষণঃ—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।
২ ভা. ১১. ২. ৩৮
৩ ভা. ১১ ২. ৪০

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্ ॥
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া ।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥
তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্ ।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী ॥

[ভা. ২. ১. ৮-১০]

ইতি শ্রীভাগবতস্য পরমমহিমানমুক্ত্বা তদনন্তরং শ্রীভাগবতমুপক্রমমাণ এব তস্য নানাঙ্গবতঃ শ্রীভগবদুন্মুখতয়া তন্নামকীর্তনমেবোপদিশতি । তত্রাপি সর্বেষামেব পরম-সাধনত্বেন পরমসাধ্যত্বেন চোপদিশতি—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥ ২৬৫ ॥

[ভা. ২. ১. ১১]

টীকা চ—সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃ পরমন্যচ্ছ্রেয়োঽস্তীত্যাহ—এতদিতি । ইচ্ছতাং কামিনাং তত্তৎফলসাধনমেতদেব । নির্বিদ্যমানানাং মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধন-

'বেদপ্রতিম এই ভাগবত নামক পুরাণ দ্বাপর যুগের আদিতে আমি আমার পিতৃদেব দ্বৈপায়নের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। নির্গুণ ব্রহ্মে আমার পরিপূর্ণ নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও উত্তমঃ-শ্লোক (শ্রীভগবানের) লীলাকথায় আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। তাই আমি, হে রাজর্ষে! এই আখ্যান অধ্যয়ন করি। যেহেতু আপনি পরম বিষ্ণুভক্ত, তাই আপনার নিকট সেই ভাগবতকথা বর্ণনা করিতেছি। যিনি উহাতে শ্রদ্ধা করেন, তাঁহার ভগবান্ শ্রীমুকুন্দে শীঘ্রই অহৈতুকী মতি হইয়া থাকে।'

এই উক্তিদ্বারা শ্রীভাগবতের পরম মহিমা খ্যাপন করিয়া অনন্তর বহু অঙ্গবিশিষ্ট শ্রীভাগবতের উপক্রমপ্রসঙ্গে শ্রীভগবানের উন্মুখতার হেতুভূত সেই নামকীর্তন বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। সেই নামকীর্তনই যে সকলের পরম সাধন ও পরমসাধ্য তাহাই উপদেশ করিতেছেন—

"হে রাজন্! শ্রীহরির যে নামানুকীর্তন, ইহা নির্বিন্নহৃদয় জ্ঞানিগনের, ফলকামী ও নির্ভয়রূপ-মুক্তিকামী এবং যোগিবৃন্দের (তত্তৎফলের) সাধন বলিয়া নির্ণীত হয়।" ২৬৫ ॥

টীকা—সাধক ও সিদ্ধ বৃন্দের ইহার উপরে আর অন্য শ্রেয়ঃ নাই—ইহাই বলিলেন—'(শ্রীহরির) এই (নাম)' ইত্যাদি শ্লোকবাক্যে। ফলকামী বলিতে কামনাপর জনগণের সেই সেই ফলের ইহাই সাধন। (ঐহিক ফলে) নির্বেদপ্রাপ্ত জনগণের অর্থাৎ মুক্তিকামী জনগণের

মেতদেব। যোগিনাং জ্ঞানিনাং ফলঞ্চৈতদেব নির্ণীতম্। নাত্র প্রমাণং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। ইত্যেষা।

নামকীর্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্—'নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্'[১] ইত্যাদৌ। অত্র পাদ্মোক্তা দশাপ্যপরাধাঃ পরিত্যাজ্যাঃ। যথা সনৎকুমারবাক্যম্—

সর্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্যাদ্দ্বিপদপাংসনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

ইতি। অপরাধাশ্চৈতে—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথম্ উ সহতে তদ্বিগর্হাম্।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥

ইহাই মোক্ষসাধন। যোগী অর্থাৎ জ্ঞানিবৃন্দের ইহাই ফল বলিয়া নির্ণীত হইল। এই বিষয়ে আর প্রমাণ বলিবার কিছু নাই—ইহাই অর্থ। এই পর্যন্ত টীকা।

এই নামকীর্তন উচ্চৈস্বরেই প্রশস্ত। তাই—'অনন্ত শ্রীহরির নাম আমি লজ্জাশূন্য হইয়া (উচ্চৈস্বরে) পাঠ করিয়া বিচরণ করি'—এই (নারদোক্তিতে) উল্লেখ আছে।

এই নামকীর্তনে পদ্মপুরাণোক্ত দশবিধ অপরাধসমূহ পরিহারের যোগ্যতা লাভ হয়। তাই সনৎকুমারের বাক্যে উল্লিখিত হয়—

'সমস্ত অপরাধকামী ব্যক্তিও শ্রীহরির আশ্রয়লাভ বশতঃ মুক্ত হয়। যে নরাধম শ্রীহরির নিকটে অপরাধ করে, সে ব্যক্তি নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নামবশেই মুক্তিলাভ করে। সকলের সুহৃৎস্বরূপ এই নামের নিকটে অপরাধ করিলে অধঃপতিত হইতে হয়।'

এই দশটী (নামবিষয়ে) অপরাধ—

'সাধুগণের নিন্দা পরম নামাপরাধ জন্মায়,—কারণ, যে-সাধুবৃন্দ হইতে নাম খ্যাতি লাভ করে, নাম কখনও তাহাদের নিন্দা সহ্য করে না।'

'শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণ-নামাদিতে যে ব্যক্তি পৃথক্ বুদ্ধি করে, সে নিশ্চিত হরিনামের অহিতকারী।'

১ ভা. ১. ৫. ১১ ও ১২. ১২. ৫২ শ্লোকের ৩য় চরণ।

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥

ধর্মব্রতত্যাগহুতাদি-সর্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥
শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং মমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥

ইতি। অত্র 'সর্বাপরাধকৃদপি' ইত্যাদৌ শ্রীবিষ্ণুযামলবাক্যমপ্যনুসন্ধেয়ম্—

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্তয়েৎ।
তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ ॥

ইতি। সতাং নিন্দা ইত্যনেন হিংসাদীনাং বচনাগোচরত্বং দর্শিতম্। নিন্দাদয়স্তু যথা স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথসংবাদে—

নিন্দাং কুর্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে ॥

'গুরুর অবজ্ঞা, শ্রুতি ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দা, হরিনামে অর্থবাদ (স্তুতিবাদ) কল্পনা, প্রকারান্তরে অর্থকল্পনা, নামবলে যাহার পাপে প্রবৃত্তি হয়, তাহার যমনিয়মাদি দ্বারা শুদ্ধি হয় না।'

'ধর্মচর্যা, ব্রত, ত্যাগ, হোম প্রভৃতি সকল শুভানুষ্ঠানের সহিত নামের সমতা করায় প্রমাদ, এবং যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং শ্রবণ করে না—এরূপ ব্যক্তির প্রতি নাম উপদেশে মঙ্গলময় নামের অপরাধ হয়। নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও যে ব্যক্তি নামের প্রতি প্রীতি করে না, 'আমি ও আমার'—ইত্যাকার জ্ঞানসম্পন্ন সেই অধম ব্যক্তি নামের নিকট অপরাধী।'

'সমস্ত অপরাধকারী (নামাশ্রয়ে মুক্ত হয়)'—এই উল্লেখ প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুযামলের নিম্নোক্ত বাক্য অনুসন্ধেয়—

(শ্রীভগবান বলেন)—'যে ব্যক্তি আমার নামসকল শ্রদ্ধাপূর্বক কীর্তন করে, তাহার কোটী অপরাধ আমি নিশ্চয় ক্ষমা করি—ইহাতে সন্দেহ নাই।'

'সাধুগণের নিন্দা'—এই উল্লেখ বশতঃ হিংসা প্রভৃতিকে বাক্যের গোচরে আনা উচিত নয়—ইহাই দেখান হইল। নিন্দা সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—

'যে মূঢ় ব্যক্তিগণ মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃগণের সহিত মহারৌরব

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

[ভ. গী. ১০. ৪১]

ইতি। "ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ" [1] ইতি।

"যৎপাদনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন
মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ [2] " ইতি।

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥

[ভা. ২. ৬. ৩০]

তথা মাধ্বভাষ্যদর্শিতানি বচনানি ব্রহ্মাণ্ডে—

রুজং [3] দ্রাবয়তে যস্মাদ্ রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দনঃ।
ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ ॥
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ।
তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ ॥

'যে যে বস্তু বিভূতিযুক্ত শ্রীসমন্বিত অথবা বলাদিগুণভূষিত, তৎসমস্তই আমার তেজের অংশ হইতে সম্ভূত বলিয়া জানিবে।'

(শ্রীবলদেবের বাক্য)—'ব্রহ্মা, মহাদেব, এমন কি আমিও সেই শ্রীকৃষ্ণের অংশ মাত্র।'

'যাঁহার (শ্রীভগবানের) পাদ হইতে নিঃসৃত সরিৎশ্রেষ্ঠ গঙ্গার জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিব শিবত্ব লাভ করেন।'—ইত্যাদি;

(ব্রহ্মার উক্তি)—'সেই (নারায়ণ) কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমি বিশ্ব সৃষ্টি করি, হরও তাঁহার বশীভূত হইয়া উহা সংহার করেন, নির্গুণ মায়াশক্তিধর (নারায়ণ) বিষ্ণু পুরুষরূপে উহা পরিপালন করেন।'

মাধ্বভাষ্যে দর্শিত বচনসমূহ.—যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

'জনার্দন রোগকে দ্রাবিত (বিনষ্ট) করেন বলিয়া রুদ্র এবং ঐশ্বর্য দেখান বলিয়া ঈশান; মহত্ত্বহেতু মহাদেব নামে খ্যাত। সংসারসাগর হইতে মুক্ত হইয়া যাহারা 'নাক' অর্থাৎ স্বর্গরূপ সুধা পান করেন—তাহার আধার বলিয়া বিষ্ণু পিনাকী নামে স্মৃত হন। সুখাত্মক বলিয়া তিনি শিব

১ ভা. ১০. ৬৮. ২৬
২ ভা. ৩. ২৮. ২২
৩ 'রুদ্রং' মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্বসংরোধনাদ্ধরঃ।
কৃত্যাত্মকমিমং দেহং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্ ॥
কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহণাদ্ ব্রহ্মনামাসৌ ঐশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে ॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ ॥

ইতি। বামনে—

ন তু নারায়ণাদীনাং নাম্নামন্যত্র সংশয়ঃ।
অন্যনাম্নাং গতির্বিষ্ণুরেক এব প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

ইতি। স্কান্দে—

ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ।
অদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবর্ত্তে স্বকং পুরম্ ॥

ইতি। ব্রাহ্মে—

এবং সকলকে হরণ করেন বলিয়া তিনি হর। কার্য্যাত্মক এই দেহ প্রবর্ত্তিত করাইয়া উহাতে তিনি বাস করেন—তাই তিনি কৃত্তিবাস। বিরেচন হেতু (বিশেষভাবে সৃষ্টির হেতু বলিয়া) তিনি বিরিঞ্চিদেব, বৃংহণ হেতু (বৃহত্ত্বাহেতু) তিনি ব্রহ্মনামা ও ঐশ্বর্য হেতু ইন্দ্র নামে কথিত হন। একই পুরুষোত্তম ত্রিবিক্রম বেদ এবং পুরাণনিচয়ে এইরূপ নানাবিধ শব্দে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।'

বামনপুরাণে (উক্ত হয়)—

'নারায়ণ প্রভৃতি নামের দ্বারা যে অন্য কাহাকেও বুঝাইবে—এইরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু অন্য নামসমূহের বিষ্ণুই একমাত্র গতি বলিয়া কীর্ত্তিত হন।'

স্কন্দপুরাণে (উক্ত হয়)—

'রাজা যেমন নিজপুরী ব্যতীত অন্য পুরী দান করেন, সেইরূপ পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণাদি নাম ব্যতীত অন্য নাম অন্য পাত্রে দান করেন।'

ব্রহ্মপুরাণে (কথিত হইয়াছে)—

ইতি। যত্তু শ্রুতনামমাহাত্ম্যস্যাপ্যজামিলস্য "সোঽহং ব্যক্তং পতিষ্যামি নরকে ভৃশদারুণে"[১] ইত্যেতদ্বাক্যং তৎ খলু স্বদৌরাত্ম্যমাত্রদৃষ্ট্যা। নামমাহাত্ম্যদৃষ্ট্যা ত্বগ্রে বক্ষ্যতে, 'তথাপি মে দুর্ভগস্য'[২] ইত্যাদি দ্বয়ম্।

নাম্নো বলাদিতি। যদ্যপি ভবেন্নাম্নো বলেনাপি কৃতস্য পাপস্য তেন নাম্না ক্ষয়ঃ, তথাপি যেন নাম্নো বলেন পরমপুরুষার্থস্বরূপং সচ্চিদানন্দসান্দ্রং সাক্ষাচ্ছ্রীভগবচ্চরণারবিন্দং সাধয়িতুং প্রবৃত্তস্তেনৈব পরমঘৃণাস্পদং পাপবিষয়ং সাধয়তীতি পরমদৌরাত্ম্যম্। ততঃ কদর্থয়ত্যেব তং[৩] তন্নাম চেতি তৎপাপকোটিমহত্তমস্যাপরাধস্যাপাতো বাঢ়মেব। ততো যমৈর্বহুভির্যমনিয়মাদিভিঃ কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য ক্রমেণ প্রাপ্তাধিকারৈরনেকৈরপি দণ্ডধরৈর্বা কৃতদণ্ডস্য তস্য শুদ্ধ্যভাবো যুক্ত এব। 'নামাপরাধযুক্তানাম্'[৪] ইত্যাদি বক্ষ্যমাণানুসারেণ পুনরপি সন্ততনামকীর্তনমাত্রস্য

যদি কেহ প্রশ্ন করেন, যে নামমাহাত্ম্য (বিষ্ণুপার্ষদগণের নিকট যথাযথ) শ্রবণ করিয়াও অজামিল কেন বলিলেন—'সেই (দুরাচার) আমি ঘোরতম নরকে স্পষ্টই পতিত হইব',—তদুত্তরে বলিতে হইবে, যে উহা কেবল নিজের দুরাচারতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বলা হইয়াছিল। কারণ পরেই নামমাহাত্ম্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি (অজামিল) দুইটী শ্লোকে বলিয়াছেন—'(যদিও) আমি অত্যন্ত পাপী তথাপি (দেবোত্তম দর্শনে আমার ভাবী মঙ্গল সূচিত হইতেছে) ইত্যাদি।'

নামের বলে (পাপপ্রবৃত্তি)। যদিও নামবলেও কৃত পাপের ক্ষয় সেই নামদ্বারাই সাধিত হয়—তথাপি যে-নামের বলে লোকে পরমপুরুষার্থস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-ঘনবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের চরণারবিন্দপ্রাপ্তির সাধনে প্রবৃত্ত হয়, সেই নামের দ্বারাই পরমঘৃণার্হ পাপবিষয়াদির সাধনে প্রবৃত্ত হইলে বুঝিতে হইবে উহা পরমদুরাচার। অতএব সেই নাম তাহাকে পীড়াদানই করিয়া থাকে এবং তদ্বশতঃ পাপকোটি-মহত্তম যে অপরাধ—তাহারই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সেই হেতু বহুবিধ যমনিয়মাদির দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিলেও অথবা জন্মান্তর ক্রমে দণ্ডধর যম কর্তৃক অনেকবার দণ্ডিত হইলেও সেই (নামবলে পাপে প্রবৃত্ত) অপরাধীর বিশুদ্ধি হয় না। কারণ 'নামই নামাপরাধিগণের (পাপ হরণ করে)'—ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ বচন অনুসারে পুনরায় সতত নামকীর্তনই

১ ভা ৬. ২ ২৭

২ ভা ৬ ২. ৩০ ও তৎপরবর্তী শ্লোক দ্র°।

৩ 'তং'—এই পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

৪ পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যের বচন—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ।

স্কান্দে পার্বত্যুক্তৌ—

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥

পাদ্মে শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে—"বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ববেদাধিকং মতম্" ইতি।

অথাশ্রদ্দধানে ইত্যাদিনোপদেষ্টুরপরাধং দর্শয়িত্বোপদেশস্যাহ—শ্রুত্বেতি। যতঃ অহং মমাদিপরমঃ অহন্তা-মমতাত্মক-তাৎপর্যেণ তস্মিন্ননাদরবানিত্যর্থঃ। 'নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতম্' ইত্যাদৌ দেহদ্রবিণাদি-নিমিত্তকপাষণ্ডশব্দেন চ দশাপরাধা লক্ষ্যন্তে পাষণ্ডময়ত্বাত্তেষাম্। তথা তদ্বিধানামেবাপরাধান্তরমুক্তং পাদ্মবৈশাখমাহাত্ম্যে—

অবমন্য চ যে যান্তি ভগবৎকীর্ত্তনং নরাঃ।
তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্ম্মণা॥ ইতি।

এতেষাঞ্চাপরাধানামনন্যপ্রায়শ্চিত্তত্বমেবোক্তং তত্রৈব—

স্কন্দপুরাণে পার্বতী দেবীর উক্তি—

'ঋক্ পাঠ করিও না। যজুঃ পাঠ করিও না। সাম বা অন্য কিছুও পাঠ করিও না। কেবল গোবিন্দ—এই শ্রীহরির কীর্তনীয় নাম নিত্য গান করিবে।'

পদ্মপুরাণে শ্রীরামাষ্টোত্তর-শতনাম স্তোত্রে উক্ত হয়—'বিষ্ণুর এক একটী নাম সকল বেদ অপেক্ষা অধিক।'

অনন্তর, 'অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকে (শ্রীহরি নামোপদেশ)' ইত্যাদি বচন দ্বারা উপদেশকর্তার দোষ দেখাইয়া '(নামমহিমা) শুনিয়াও (যে তৎপরায়ণ হয় না)'—ইত্যাদি বচনে তাদৃশ উপদেশের দোষ বর্ণনা করিতেছেন। অহং ও মমতাপরায়ণ বলিয়াই অহং ও মমত্বাদিরূপ আবেশযুক্ত ব্যক্তির নামে অনাদর হইয়া থাকে। 'এক (শ্রীভগবানের নাম) যাহার বাক্যে উচ্চারিত হইয়া স্মরণপথে উদিত হয় (সে মায়া উত্তীর্ণ হয়)'—ইত্যাদি উক্তি থাকিলেও দেহ, ধন প্রভৃতি নিমিত্ততা হেতু (পাষণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত নাম উক্ত ফলদান করে না বলিয়া)—পাষণ্ড শব্দের দ্বারা দশবিধ অপরাধ লক্ষিত হইতেছে। কারণ তাহারাও (দেহ ও ধনাদিবিষয়ে আসক্ত বলিয়া) পাষণ্ডময়। এবং তাদৃশ ব্যক্তিগণের অন্য অপরাধও পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে বিবৃত হইয়াছে, যথা—

'যে সকল মনুষ্য ভগবৎকীর্তনের অবমাননা করিয়া থাকে তাহারা সেই পাপ কর্ম দ্বারা ঘোর নরকে গমন করে।'

এই সকল অপরাধের (নাম ভিন্ন) যে অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই—উহা উক্ত স্থলেই কথিত হইয়াছে—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥

ইতি। অত্র সৎপ্রভৃতিষপরাধে তু তৎসন্তোষার্থমেব সন্ততনামকীর্তনাদিকং সমুচিতম্। অম্বরীষচরিতাদৌ তদেকক্ষম্যত্বেনাপরাধানাং দর্শনাৎ। উক্তঞ্চ নামকৌমুদ্যাম্—'মহদপরাধস্য ভোগ এব নিবর্তকঃ তদনুগ্রহো বা' ইতি। তস্মাদ্গত্যন্তরাভাবাৎ সাধূক্তং 'এতন্নির্বিদ্যমানানাম্' [১] ইতি। ২ ॥ ১। শ্রীশুকঃ ॥
এবং শ্রীনারদেনোক্তং বৃহন্নারদীয়ে—

মহিম্নামপি যন্নাম্নঃ পারং গন্তুমনীশ্বরাঃ।
মনবোঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুদ্রধীর্ভজে ॥ ইতি।

[শ্রীরূপকীর্তনম্]

অথ শ্রীরূপকীর্তনম্। "প্রত্যাক্রষ্টুং নয়নমবলা" [১] ইত্যাদৌ

'নামই নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের পাপ হরণ করিয়া থাকে। ঐ নাম নিরন্তর কীর্তিত হইলে সকল প্রয়োজন সাধিত করে।'
সাধুগণের নিকট যদি অপরাধ হয় তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তোষের নিমিত্ত সর্বদা নাম কীর্তনাদি করা উচিত। অম্বরীষ-চরিত কথাতেও দেখা যায় উহা দ্বারাই অপরাধসমূহের ক্ষালন হয়। নাম-কৌমুদীতেও উক্ত হয়—'মহৎজনের নিকট যে অপরাধ হয়—তাহার নিবর্তক হইতেছে ভোগ (পাপফল-ভোগ) অথবা তাঁহাদের অনুগ্রহ।' অতএব (নাম ব্যতীত) অন্য গতি না থাকায় ঠিকই বলা হইয়াছে—নির্বিণ্ণচিত্ত (জ্ঞানিগণের) (নামকীর্তনই জ্ঞানের ফল)। ইতি ২য় স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥
বৃহন্নারদীয় পুরাণে শ্রীনারদ কর্তৃক এই প্রকারই উক্ত হইয়াছে—
'মনুগণ ও মুনীন্দ্রসকল যে নামমহিমার পার গমন করিতে অসমর্থ, সামান্যবুদ্ধি আমি কি করিয়া সেই নামের ভজনা করিব?'

[শ্রীরূপকীর্তন]

অনন্তর শ্রীরূপকীর্তন সম্বন্ধে 'যে-ভগবানের রূপ হইতে নয়ন প্রত্যাবৃত্ত করিতে পারা যায় না'—ইত্যাদি স্থলে (পরীক্ষিৎ) বলিয়াছেন—

---
১ ভা. ১১. ৩০. ৩

শ্রুতং বেদাধ্যয়নম্। স্বিষ্টং যাগাদি। সূক্তং মন্ত্রাদিজপঃ। বুদ্ধং শাস্ত্রীয়বোধঃ। দত্তং দানম্। এতেষাং ভগবদর্পিতানাং সতামেবাবিচ্যুতোঽর্থঃ নিত্যং ফলম্। কিং তৎ? উত্তমঃশ্লোকস্য গুণানুবর্ণনং যৎ। জাতায়ামপি গুণানুবর্ণনসাধ্যায়াং পরমপুরুষার্থরূপায়াং রতৌ গুণানুবর্ণনস্য প্রত্যুত নিত্যনিত্যোল্লাসাদ্ অবিচ্যুতত্বমুক্তম্। তস্মাদবিচ্যুতত্বেন রতিমেবাস্য ফলং সূচয়তি। ১।৫। শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্॥

[লীলাকীর্তনম্]

অথ লীলাকীর্তনম্—

> শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
> কালেন নাতিদীর্ঘেণ ভগবান্ বিশতে হৃদি॥ ২৬৮॥
>
> [ভা. ২. ৮. ৩]

নাতিদীর্ঘেণ স্বল্পেনৈব। বিশতে স্ফুরতি। ২।৮। শ্রীপরীক্ষিৎ॥

তথা—

'শ্রুত' অর্থে বেদাধ্যয়ন। 'স্বিষ্ট' অর্থে যাগাদি। 'সূক্ত' অর্থে মন্ত্রাদিজপ। 'বুদ্ধি' অর্থে শাস্ত্রীয় বোধ এবং 'দত্ত' অর্থাৎ দান। এইগুলি যদি শ্রীভগবানে অর্পিত হয় তাহা হইলে উহাদের 'অবিচ্যুত' অর্থাৎ নিত্য ফল লাভ হয়। উহা কিরূপ? না, উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির উহা গুণানুবর্ণন-রূপ। গুণানুবর্ণন দ্বারা সাধ্য পরমপুরুষার্থরূপ (শ্রীভগবদ্বিষয়ক) রতি জন্মিলেও গুণানুবর্ণনবশতঃ প্রকৃতপক্ষে নিত্য নিত্য উল্লাস সঞ্জাত হওয়ায় অবিচ্যুতরূপ নিত্যত্বের কথা বলা হইল। অতএব অবিচ্যুতরূপ নিত্য ফলের উল্লেখ থাকায় রতিই যে ইহার ফল তাহাই সূচিত হইল। ইতি। ১ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে শ্রীব্যাসদেবের প্রতি শ্রীনারদমুনির বাক্য॥

[লীলাকীর্তন]

অনন্তর লীলাকীর্তন—

"যে-ব্যক্তি শ্রীভগবানের চরিত্র শ্রদ্ধাপূর্বক নিত্য শ্রবণ করেন ও কীর্তন করেন, শ্রীভগবান্ অনতিদীর্ঘকালেই তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন।" ২৬৮।

'অনতিদীর্ঘকালে' অর্থাৎ স্বল্পকাল মধ্যেই। 'আবির্ভূত হন' অর্থাৎ স্ফূর্ত হন। ইতি। ২য় স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে শ্রীপরীক্ষিতের উক্তি॥

আরও উক্ত হয়—

মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণে রতম্ ।
মৎকথাপ্রীতিমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরম্ ॥

ইতি। অত্র চানুগীয়ত ইত্যনেন সুকণ্ঠতা চেদ্ গানমেব কর্ত্তব্যং, তচ্চ প্রশস্ত-মিত্যায়াতম্। এবং নামাদীনামপি। উক্তঞ্চ—

"গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ" ১ ইতি।

অন্যত্র চ—

যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতুঃ
কর্ম্মাণ্যনন্যবিষয়াণি হরিশ্চকার।
যস্ত্বঙ্গ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা
ভক্তির্ভবেদ্ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে ॥
[ভা. ১০. ৬৯. ২৯]

ইতি। গানশক্ত্যভাবে স্বস্মাদুৎকৃষ্টতরস্য প্রাপ্তৌ বা তচ্ছৃণোতি। তদা শক্ত্যভাবে তদনুমোদতেঽপীত্যর্থঃ। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীবিষ্ণূক্তৌ—

রাগেণাকৃষ্যতে চেতো গান্ধর্বাভিমুখং যদি।
ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় গায়েথা মম সৎকথাঃ ॥

'যে-ব্যক্তি নিত্য আমার কথা পাঠ করেন ও আমার কথা শ্রবণে রত থাকেন এবং আমার কথাতে যাঁহার অন্তঃকরণ প্রীতিযুক্ত হয় তাঁহাকে আমি পরিত্যাগ করি না।'
এইখানে (ভাগবতের শ্লোকে) 'অনুগীত হয়' (কীর্তিত হয়)—এই প্রকার উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে, সুকণ্ঠ থাকিলে গানই কর্তব্য এবং উহাই প্রশস্ত। এই প্রকার নামাদিরও গান করা উচিত। কথিত আছে—'শ্রীভগবানের তত্তদর্থ-প্রকাশক গান ও নামসকল নিস্পৃহ ও লজ্জাশূন্য হইয়া কীর্তন করিতে করিতে বিচরণ করা উচিত।' (ভাগবতের) অন্য স্থলেও উক্ত হয়—

'হে অঙ্গ (রাজন্) বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণস্বরূপ অন্যের অসাধ্য যে-সকল কার্য শ্রীহরি করিয়া থাকেন, এই জগতে যে-ব্যক্তি সেই সমস্ত কার্য গান, শ্রবণ বা অনুমোদন করেন তাঁহার অপবর্গের আশ্রয়-স্বরূপ শ্রীভগবানে ভক্তি সঞ্জাত হয়।'
নিজে গান করিবার শক্তি না থাকিলে নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যক্তির সঙ্গলাভ হইলে তাঁহার নিকট হইতে সেই কীর্তন শ্রবণ করেন—(বুঝিতে হইবে)। অথবা সেইরূপ শক্তি না থাকিলে (শ্রদ্ধাপূর্বক) তাহা অনুমোদন করিবে—ইহাই অর্থ। বিষ্ণুধর্মে শ্রীবিষ্ণুর উক্তি যথা—

'চিত্ত গান্ধর্বাভিমুখ হওয়ায় (গান বিষয়ে উন্মুখ হওয়ায়) যদি অনুরাগের দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আমাতে সম্যক্‌প্রকারে মতি স্থাপন করিয়া আমার সৎকথাবলী গান করিবে।'

১। ভা. ১১. ২. ৩৭

ইতি। পাদ্মে চ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীভগবদুক্তৌ—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥
তেষাং পূজাদিকং গন্ধধূপাদ্যৈঃ ক্রিয়তে নরৈঃ।
তেন প্রীতিং পরাং যামি ন তথা মম পূজনাৎ ॥

ইতি। তে চ প্রাণিমাত্রাণামেব পরমোপকর্তারঃ কিমুত স্বেষাম্। যথোক্তং নারসিংহে শ্রীপ্রহ্লাদেন—

তে সন্তঃ সর্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ।
যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্ত্যুচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ ॥ ইতি।

[কলৌ নামসঙ্কীর্তনস্য মহিমা]

অত্র চ বহুভির্মিলিত্বা কীর্তনং সঙ্কীর্তনমিত্যুচ্যতে। তত্তু চমৎকারবিশেষ-পোষাৎ পূর্বতোঽপ্যধিকমিতি জ্ঞেয়ম্। অত্র চ নামসঙ্কীর্তনে যথোপদিষ্টং কলিযুগ-পাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা—

পদ্মপুরাণেও কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীভগবানের উক্তি—

'আমি বৈকুণ্ঠেও বাস করি না, যোগিগণের হৃদয়েও বাস করি না। কিন্তু, হে নারদ! আমার ভক্তগণ যে-স্থানে গান করেন, আমি সেই স্থানেই বাস করি। আমার ভক্তগণের নিমিত্ত গন্ধ-ধূপাদির দ্বারা লোকে যখন পূজা করে, আমি তখন তাহাতে পরম প্রীতি লাভ করিয়া থাকি—আমার পূজাতেও আমি সেইরূপ প্রীতি লাভ করি না।'

তাহারা (উচ্চ কীর্তনকারী ব্যক্তিগণ) প্রাণিমাত্রেরই পরমোপকারী ; নিজেদের যে তাহারা উপকারী—ইহাতে বলিবার কি আছে ? তাই নৃসিংহপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ কর্তৃক উক্ত হয়—

'হে নৃসিংহদেব ! যাঁহারা আনন্দযুক্ত হইয়া তোমার নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করেন, সেই সাধুবৃন্দ সর্বপ্রাণিবৃন্দেরই অকৃত্রিম বন্ধু।'

[কলিযুগে নামসঙ্কীর্তনের মহিমা]

অনেকে একত্রে মিলিত হইয়া যে কীর্তন করেন—তাহাকেই সঙ্কীর্তন বলা হয়। উহাতে বিশেষ চমৎকারিত্ব পুষ্টি লাভ করে বলিয়া নিজকৃত কীর্তন অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। এই নামসঙ্কীর্তন বিষয়ে কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীভগবান্ মহাপ্রভু উপদেশ দিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

[চৈ. চ. আদি ১৭ দ্র°]

ইতি। ১২॥ ১২। শ্রীসূতঃ॥

ইয়ঞ্চ কীর্তনাখ্যা ভক্তির্ভগবতো দ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াভির্দীনজনৈক-বিষয়াপার-করুণাময়ীতি শ্রুতিপুরাণাদিবিশ্রুতিঃ। কলৌ চ দীনত্বং যথা ব্রহ্মবৈবর্তে—

অতঃ কলৌ তপোযোগবিদ্যাযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
সাঙ্গাঃ ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি দেহিভিঃ॥

ইতি। অত এব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষ্বাবির্ভূয় তাননায়াসেনৈব তত্তদ্‌যুগগতমহাসাধনানাং সর্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি।

অত এব তয়ৈব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি—

তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্তনম্।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ॥

'তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ এবং তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া স্বয়ং অমানী হইয়া, অপরের প্রতি সম্মানদানে তৎপর হইয়া সর্বদা শ্রীহরির কীর্তন করিবে।'

ইতি। দ্বাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীসূতের বাক্য॥

এই যে শ্রীভগবানের কীর্তনাখ্যা ভক্তি—ইহা দ্রব্য, জাতি, গুণ ক্রিয়া প্রভৃতির দৈন্য যেখানে আছে—সেই দীন-জনগণেরও অপার করুণা করিয়া থাকেন—ইহা শ্রুতিপুরাণ প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধি আছে। কলিযুগে এইরূপ দৈন্যের কথা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উক্ত হয়—

'অতএব কলিকালে কুশলী ব্যক্তিগণ কর্তৃকও অনুষ্ঠিত তপঃ, যজ্ঞ, বিদ্যা ও যজ্ঞাদিক্রিয়া সাঙ্গ হয় না।'

তাই কলিকালে স্বভাবতই অতিদীন জনগণের মধ্যে (সেই কীর্তনাখ্যা ভক্তি) আবির্ভূত হইয়া সেই সেই যুগের মহাসাধন (যোগ ও যজ্ঞাদি) বিষয়ে সকল ফল তাহাদিগকে দান করিয়া কৃতার্থ করেন।

অতএব কলিযুগে মাত্র তাহা (কীর্তনাখ্যা ভক্তি) দ্বারাই শ্রীভগবানের যে বিশেষভাবে সন্তোষ হইয়া থাকে—

'এই জগতে শ্রীহরিকীর্তনরূপ তপস্যাই উত্তম, বিশেষতঃ কলিযুগে শ্রীবিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত উহার আচরণ করা উচিত।'

কলিপ্রজানাং পরমভগবন্নিষ্ঠতাং শ্রুত্বা তদর্থং কলাবেব কেবলং নিজজন্ম প্রার্থয়ন্ত ইত্যাহ—

ক্বতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্ ।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ২৭৩ ॥

[ভা. ১১. ৫. ৩৫]

তৎপরায়ণত্বমত্র তদীয়প্রেমাতিশয়বত্ত্বম্। এতদেব পরমাং শান্তিমিত্যনেন কার্যদ্বারা ব্যঞ্জিতং "মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা"[১] ইত্যত্র যদ্বৎ।

অত্র কলিসঙ্গেন কীর্তনস্য গুণোৎকর্ষ ইতি ন বক্তব্যং ভক্তিমাত্রে কাল-দেশনিয়মস্য নিষিদ্ধত্বাৎ। বিশেষতো নামোপলক্ষ্য চ বিষ্ণুধর্মে ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে—

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নামনি লুব্ধক ॥

শ্রদ্ধান্বিত হন নাই। পরে কলির জনগণের শ্রীভগবানে পরমনিষ্ঠতা শ্রবণ করিয়া (সত্য প্রভৃতি যুগের জনগণ কীর্তনের নিমিত্ত) কেবল কলিতেই নিজেদের জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন—তাহাই উল্লিখিত হইতেছে—

"সত্যাদিযুগের জনগণ, হে রাজন্! কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য বাঞ্ছা করেন—কারণ, কলিতে লোক নারায়ণ-পরায়ণ হইবেন।" ২৭৩।

এখানে 'নারায়ণপরায়ণতা' বলিতে অতিশয় প্রেমবত্তা। '(কীর্তনে) পরম শান্তি লাভ হয়—' ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, উহার কার্য বা ফল হইল প্রেমাতিশয়তা; যেমন—'সিদ্ধ ও মুক্ত জনগণমধ্যেও নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা সুদুর্লভ'—এই বচনেও (বুঝা যায় যে সেই নারায়ণ-পরায়ণ প্রশান্তাত্মা ব্যক্তি প্রেমাতিশয়বান্)।

এখানে যে মাত্র কলিযুগের সহিত যোগ বলিয়াই কীর্তনের গুণমাহাত্ম্য তাহা বলা উচিত নহে। কারণ, ভক্তিমাত্রেরই কালদেশ-নিয়ম নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ বিষ্ণুধর্মে নাম উপলক্ষ্য করিয়া ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে উক্ত হয়—

'হে ব্যাধ! হরিনামে দেশ-নিয়ম নাই, কাল-নিয়মও নাই—উচ্ছিষ্টাদি অবস্থাতেও ইহার নিষেধ নাই।'

[১] ভা. ৬. ১৪. ৪ শ্লোক। শ্লোকের শেষাংশ—'কোটিষ্বপি মহামুনে।'

ইতি। স্কান্দে পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে বিষ্ণুধর্মে চ 'চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্বত্র কীর্তয়েৎ' ইতি। স্কান্দ এব চ—

ন দেশকালাবস্থাত্ম-শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈদং তন্নাম কামিতকামদম্॥

ইতি। বিষ্ণুধর্মে চ—

কলৌ কৃতযুগং তস্য কলিস্তস্য কৃতে যুগে।
যস্য চেতসি গোবিন্দো হৃদয়ে যস্য নাচ্যুতঃ॥

ইতি। ন চ কলাবন্যসাধনাসমর্থত্বাদেব তেনাল্পেনাপি মহৎ ফলং ভবতি ন তু তস্য গরীয়স্ত্বেনেতি মন্তব্যম্।

যস্মিন্ ন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে।
বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসাং ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ॥
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ।
কিং চিত্রং যদঘং প্রয়াতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্তিতে॥

স্কন্দপুরাণে, পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে এবং বিষ্ণুধর্মে উক্ত হয়—'চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের নামসমূহ সদা ও সর্বত্রই কীর্তন করিবে।' স্কন্দপুরাণেও উক্ত হয়—

'হরিনাম দেশকালাবস্থাত্মক আত্মশুদ্ধি প্রভৃতির অপেক্ষা করে না। পরন্তু এই নাম স্বতন্ত্রভাবেই কামনানুসারে সাধককে ঈপ্সিত ফল দান করে।'

বিষ্ণুধর্মেও উক্ত হয়—

'যাঁহার চিত্তে গোবিন্দ বিদ্যমান তাঁহার কলিতেও সত্যযুগ, এবং যাঁহার হৃদয়ে অচ্যুত নাই তাঁহার সত্যযুগেও কলিযুগ।'

কলিযুগে অন্য সাধনের (ধ্যানাদির) অসামর্থ্য হেতুই যে হরিনাম সাধন এবং তদ্বশতঃ অল্পমাত্র (এই হরিনাম) সাধনের দ্বারাই যে মহৎফল লাভ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ নামের শ্রেষ্ঠতা নাই—এরূপ মনে করা উচিত নহে।

'যে-ব্যক্তি অচ্যুতে মতি স্থাপন করেন, তিনি নরকে গমন করেন না ও যাঁহার চিন্তনে স্বর্গও বিঘ্ন বলিয়া পরিগণিত হয় এবং যাঁহাতে মনঃ নিবিষ্ট হইলে ব্রহ্মলোকও অল্প বলিয়া বিবেচিত হয়—এমন যে অব্যয় (শ্রীভগবান্)—তিনি চিত্তে স্থিত হইলে নির্মলবুদ্ধি জনগণের মুক্তি প্রদান করেন। সেই অচ্যুতের নাম কীর্তন করিলে উহা দ্বারা যে পাপ বিলয়প্রাপ্ত হয়—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?'

ইতি সমাধিপর্যন্তাদপি স্মরণাৎ কৈমুত্যেন কীর্তনস্যৈব গরীয়স্ত্বং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দর্শিতম্। অত এবোক্তম্—"এতন্নির্বিদ্যমানানাম্"[1] ইত্যাদি।

তথা চ—

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনন্তু ততো বরম্॥

ইতি বৈষ্ণবচিন্তামণৌ।

যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাসুদেবঃ সমর্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥

ইত্যন্যত্র। 'সর্বাপরাধকৃদপি' ইত্যাদিনামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে চ। তস্মাৎ সর্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎকীর্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ চ শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্ গ্রাহ্যত ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্র তৎপ্রশংসেতি স্থিতম্।

অত এব যদ্যন্যাপি ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্—

এই উল্লেখ বশতঃ সমাধিপর্যন্তও যে নাম স্মরণের উপযোগিতা আছে—কৈমুত্যন্যায় দ্বারা সেই নামকীর্তনের শ্রেষ্ঠতা বিষ্ণুপুরাণের উক্ত বচনেই প্রদর্শিত হইল। তাই উক্ত হয়—'নির্বিন্নহৃদয় জনগণের (মুমুক্ষুগণের) এই হরিনামকীর্তনই মোক্ষের সাধন।'

তাই উক্ত হয়—

'পাপচ্ছেদনকারী বিষ্ণুর স্মরণ বহু আয়াসের দ্বারা সাধিত হয়। কিন্তু সেই স্মরণ অপেক্ষা ওষ্ঠ স্পন্দন মাত্রে সাধ্য কীর্তন শ্রেয়ঃ।'

—ইহা বৈষ্ণব-চিন্তামণিতে উক্ত হইয়াছে।

'যিনি পূর্ব শতজন্মে বাসুদেবকে অর্চনা করিয়াছেন, হে ভরত-বংশোদ্ভব! তাঁহারই মুখে হরিনামসমূহ সর্বদা বিদ্যমান থাকে।'

—ইহা অন্যত্র উক্ত হয়। নামাপরাধভঞ্জন-স্তোত্রে কথিত হয়—'সর্বাপরাধকারীও (শ্রীহরিনামে মুক্ত হয়)'। অতএব সকল যুগেই শ্রীকীর্তনের শক্তি সমান। কলিতে শ্রীভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া এই (নাম) গ্রহণ করাইয়াছেন—এই উদ্দেশ্যেই সেই কলিযুগ বিষয়ে উহার (নামকীর্তনের) এইরূপ প্রশংসা—ইহাই সিদ্ধান্ত।

অতএব কলিতে যদি অন্যপ্রকার ভক্তির আচরণ কর্তব্য হয়, তাহা হইলে কীর্তন সংযোগেই

১ ভা. ২. ১. ১১ ; পূর্বশ্লোক ২৬৫ অঙ্কে দ্র°।

"যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" [১] ইতি। অত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তং—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

ইত্যাদৌ। তস্মাৎ সাধূক্তং "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যাঃ" [২] ইত্যাদিত্রয়ম্। ১১॥৫। শ্রীকরভাজনো নিমিম্॥

তদেবং কলৌ নামকীর্ত্তনপ্রচারপ্রভাবেণৈব পরমভগবৎপরায়ণত্বসিদ্ধির্দর্শিতা। তত্র পাষণ্ডপ্রবেশেন নামাপরাধিনো যে তেষান্তু তদ্বহির্মুখত্বমেব স্যাদিতি ব্যতিরেকেণ তদ্ দ্রঢ়য়তি—

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং ত্রিলোকনাথ-নতপাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ॥
যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥ ২৭৪॥

[ভা. ১২. ৩. ৩৭-৩৮]

স্পষ্টম্। ১২॥৩। শ্রীশুকঃ॥

তাহা করা উচিত। তাহাই উক্ত হয়—'বিবেকী মনুষ্যগণ সংকীর্ত্তনবহুল যজ্ঞ দ্বারা (শ্রীকৃষ্ণের) ভজনা করিয়া থাকেন।' আবার স্বতন্ত্রভাবে নামকীর্ত্তনই যে অত্যন্ত প্রশস্ত তাহাও নিম্নোক্ত শ্লোকে বলিতেছেন—

'হরিনাম, হরিনাম, কলিযুগে কেবল হরিনামই (সাধন) রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত আর অন্য কোন গতি নাই।'

সুতরাং 'আর্যগণ কলির সমাদর করিয়া থাকেন'—ইত্যাদি শ্লোকত্রয় ন্যায্যভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইতি। একাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে নিমিরাজের প্রতি শ্রীকরভাজনের উক্তি॥

কলিতে নামকীর্ত্তন প্রচারের প্রভাব দ্বারাই যে পরম-ভগবৎপরায়ণতা সিদ্ধি হয় তাহা প্রদর্শিত হইল। কিন্তু সেই কলিতে পাষণ্ডতাবশতঃ যাহারা নামাপরাধী হয়, তাহারা যে নামের প্রতি বিমুখই হয়—ইহা ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন—

"হে রাজন্! কলির অনেক লোক পাষণ্ডগণের দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া জগতের পরম গুরু ত্রিলোকনাথগণের সেবিত ভগবান্ অচ্যুতের পূজা প্রায়ই করিবে না। মরণোন্মুখ আতুর ব্যক্তি (শয্যায়) পতিত হইয়া ইন্দ্রিয়বিবশ অবস্থায় স্খলিত বাক্যে যাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া কর্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া উত্তম গতি লাভ করে—কলির মনুষ্যগণ কিন্তু তাঁহার পূজা করিবে না।" ২৭৪॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি। দ্বাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি॥

---

১ ভা. ১১. ৫. ২৯   ২ ভা. ১১. ৫ ৩৩

যথা যথাবৎ মষ্যাবেশ্যেত ইত্যেতাবানিত্যর্থঃ। তথা চ স্কান্দে ব্রহ্মোক্তৌ—"আলোড্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ" ইত্যাদি। ১১ ॥ ১৩। শ্রীভগবান্ ॥

তত্র নামস্মরণং—

হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরম্।
কীর্তনীয়ঞ্চ বহুধা নির্বৃতীর্বহুধেচ্ছতা ॥

ইতি জাবালিসংহিতাস্থনুসারেণ জ্ঞেয়ম্। নামস্মরণন্তু শুদ্ধান্তঃকরণতামপেক্ষতে। তৎ কীর্তনাচ্চাবরমিতি মূলে তু নোদাহরণস্পষ্টতা।

রূপস্মরণমাহ—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥ ২৭৬ ॥
[ভা. ১২. ১২. ৫০]

পরমাত্মনি শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণাং ভক্তিমিতি মুখ্যং ফলমন্যানি স্বানুষঙ্গিকাণি। ১২ ॥ ১২। শ্রীসূতঃ ॥

আমাতে 'যথাবৎ' অর্থাৎ যথানিয়মে অভিনিবিষ্ট হয়—এই উদ্দেশ্যে এইরূপ (যোগের কথা) বলা হইল বুঝিতে হইবে। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মার উক্তি যথা—'সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া (নারায়ণই ধ্যেয় বলিয়া স্থির হইল)।' ইতি। একাদশ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি ॥

তন্মধ্যে নামস্মরণ—

'যাঁহারা বহুপ্রকারে আনন্দ ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে হরিনাম নিরন্তর জপ্য, ধ্যেয়, গেয় ও কীর্তনীয়'—

এই জাবালিসংহিতার উক্তি-অনুসারে জানা যায়। কিন্তু নামস্মরণ শুদ্ধান্তঃকরণতাকে অপেক্ষা করে। উহা যে কীর্তন অপেক্ষা ন্যূন—মূলশ্লোকে এ বিষয়ে উদাহরণের স্পষ্টতা নাই।

রূপস্মরণ যথা—

"শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দের স্মরণ অশুভ নাশ করে এবং মঙ্গল দান করে। উহা সত্ত্বশুদ্ধি, পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি এবং অনুভব ও বৈরাগ্যযুক্ত ভগবৎস্বরূপ-জ্ঞান দান করে।" ২৭৬ ॥

উহা পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেমলক্ষণা ভক্তি দান করে তাহাই মুখ্য ফল; অন্যগুলি উহার আনুষঙ্গিক ফল। ইতি। দ্বাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীসূতের উক্তি ॥

কিঞ্চ—

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।
কিন্ত্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্‌গুরুঃ ॥ ২৭৭ ॥
[ভা. ১০. ৮০. ৮]

স্মরতঃ স্মরতে। সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূয় আত্মানং স্মর্তুর্বশীকরোতীত্যর্থঃ। অর্থকামানিতি বহুবচনং মোক্ষমপ্যন্তর্ভাবয়তি লিঙ্গসমবায়ন্যায়েন। যস্মাদেবং তস্মাহাত্ম্যং তস্মাদেব গারুড়েঽপীদমুক্তম্—

একস্মিন্নপ্যতিক্রান্তে মুহূর্তে ধ্যানবর্জিতে।
দস্যুভির্মুষিতেনৈব যুক্তমাক্রন্দিতুং ভৃশম্ ॥

ইতি। ১০ ॥ ৮০। শ্রীদামবিপ্রভার্যা তম্ ॥

[স্মরণ-ধারণা-ধ্যান-ধ্রুবানুস্মৃতি-সমাধয়ঃ]

অথ পূর্ববৎ ক্রমসোপানরীত্যা সুখলভ্যং গুণ-পরিকর-সেবা-লীলাস্মরণঞ্চানুসন্ধেয়ম্। তদিদং স্মরণং পঞ্চবিধম্। যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং স্মরণম্। সর্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য

আরও উক্ত হয়—

"(শ্রীকৃষ্ণের) পাদপদ্ম-স্মরণকারীকে জগদ্‌গুরু (শ্রীকৃষ্ণ) আত্মদান পর্যন্তও করিয়া থাকেন, কিন্তু অর্থ ও কামনাসমূহের যিনি ভজন করেন, তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণ) নিরতিশয় অভীষ্ট দান করেন না।" ২৭৭ ॥

'স্মরণকারীর' অর্থে স্মরণকারীকে। শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া আত্মদান করেন অর্থাৎ আপনাকে স্মরণকারীর বশীভূত করেন। 'অর্থ ও কামনাসমূহ'—এখানে বহুবচনের প্রয়োগবশতঃ লিঙ্গ-সমবায় ন্যায় [১] অনুসারে মোক্ষপর্যন্তও উহাদের অন্তর্ভুক্ত বুঝিতে হইবে। যে হেতু ইহার এই প্রকার মাহাত্ম্য, সেই হেতু গরুড়পুরাণে উক্ত হয়—

'ধ্যানবিহীন কোন এক মুহূর্ত যদি অতিক্রান্ত হয়, তাহা হইলে দস্যুগণ কর্তৃক ধন অপহৃত হইলে যেমন লোকে নিরতিশয় ক্রন্দন করে, তদ্রূপ ক্রন্দন করা উচিত।'

ইতি দশম স্কন্ধে অশীতিতম অধ্যায়ে শ্রীদামবিপ্রের ভার্যা কর্তৃক তাঁহার প্রতি উক্তি ॥

[স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি]

পূর্বের ন্যায় ক্রমসোপানরীতি অনুসারে সুখলভ্য গুণ, পরিকর, সেবা ও লীলা স্মরণাদিও এখানে অনুসন্ধানযোগ্য (অর্থাৎ স্মরণের অন্তর্ভুক্ত)। এই স্মরণ পাঁচ প্রকার। যৎকিঞ্চিৎ

১ পুংলিঙ্গ ইত্যাদি একজাতীয় লিঙ্গের প্রয়োগে অনুল্লিখিত একই জাতীয় লিঙ্গের শব্দকে যাহা দ্বারা পাওয়া যায়—সেই ন্যায়কে লিঙ্গ-সমবায়-ন্যায় বলে। 'অর্থ' ও 'কাম' শব্দ পুংলিঙ্গ এবং উহাতে বহুবচন প্রযুক্ত হওয়ার অন্য পুংলিঙ্গ যে 'মোক্ষ'শব্দ—তাহাও উহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইল বুঝিতে হইবে।

কচিল্লীলাদিযুক্তে চ তস্মিন্নন্যা স্ফূর্তিঃ সমাধিঃ স্যাৎ। যথাহ—

উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ২৭৯ ॥

[ভা. ১. ৫. ১৩]

ইতি স্পষ্টম্। এতদ্রূপো দাসাদিভক্তানাম্। পূর্বস্তু প্রায়ঃ শান্তভক্তানাম্। "স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ" [1] ইত্যাদ্যুক্তিভ্যঃ। ১ ॥ ৫ ॥ শ্রীনারদো ব্যাসম্ ॥

[স্মরণসিদ্ধ্যর্থং পাদসেবায়া বিধানম্]

অথ রুচিঃ শক্তিশ্চ চেত্তদপরিত্যাগেন পাদসেবা চ কর্তব্যা। সেবা স্মরণসিদ্ধ্যর্থঞ্চ সা কৈশ্চিৎ ক্রিয়তে। তথা চ বিষ্ণুরহস্যে পরমেশ্বরবাক্যম্—

ন মে ধ্যানরতাঃ সম্যগ্ যোগিনঃ পরিতুষ্টয়ে।
তথা ভক্তিশ্চ দেবর্ষে ক্রিয়াযোগরতা যথা।
ক্রিয়াক্রমেণ যোগোঽপি ধ্যানিনঃ সংপ্রবর্ততে ॥

কখন কখন লীলাদিগুণযুক্ত শ্রীভগবানের চিন্তায় অন্য কোন চিন্তার উদয় না হওয়ায় সমাধি হয়। তাই বলিতেছেন—

"নিখিল-বন্ধন মুক্তির নিমিত্ত বহুপ্রভাবযুক্ত শ্রীভগবানের লীলা সমাধির দ্বারা অনুস্মরণ কর ॥" ২৭৯ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। দাসাদি ভক্তগণের এই প্রকার লীলাস্মরণাত্মক সমাধি হয়। আর পূর্ববর্ণিত (ধ্যেয়মাত্র-স্ফুরণরূপ) সমাধি প্রায়শঃ শান্ত ভক্তগণের মধ্যে দেখা যায়। যেমন নিম্নোক্ত উক্তি প্রভৃতি হইতে জানা যায়—'(শ্রীশুকদেবের) চিত্ত অন্যভাববর্জিত ও স্বীয় (ব্রহ্মানন্দের) সুখে পরিপূর্ণ ছিল। তথাপি অজিতস্বভাব শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলায় উহা আকৃষ্ট হইয়াছিল' (তাই তিনি শ্রীভাগবত পুরাণ প্রকাশ করেন)।' ইতি। প্রথম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে ব্যাসদেবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥

[স্মরণসিদ্ধির নিমিত্ত পাদসেবার বিধান]

কিন্তু রুচি এবং শক্তি যদি থাকে তাহা হইলে উহা (অর্থাৎ স্মরণ) পরিত্যাগ না করিয়া পাদসেবা কর্তব্য। স্মরণসিদ্ধির জন্য সেই পাদসেবা কেহ কেহ করিয়া থাকেন। তাই বিষ্ণুরহস্যে পরমেশ্বরের বাক্য এইরূপ—

'হে দেবর্ষি (নারদ)! ক্রিয়াযোগরতা ভক্তি আমার যেমন পরিতোষের নিমিত্ত হয়, ধ্যানরত যোগিগণ সেই প্রকার সম্যক্ পরিতোষ সাধন করিতে পারে না। (সেবারাধনরূপ) ক্রিয়াক্রম যেখানে আছে সেখানে ধ্যানকারী যোগীর যোগও বর্তমান থাকে।'

১ ভা. ১২. ১২. ৫২

অপবর্গদতয়াবির্ভবন্তং বৃণীত সমাশ্রয়েতেত্যর্থঃ। বরমিত্যব্যয়মীষৎপ্রিয়ে। বরমাত্মনো বন্ধনমেব বৃণীত। অনন্তরঞ্চাস্য

তস্মাদ্বিসৃজ্যাশিষঃ' ইত্যাদিবাক্যে নিরঞ্জনম্ ॥ ২৮২ ॥

[ভা. ১০. ৫১. ৩৮]

ইত্যাদি। অত্র সেব্যপাদত্বেনৈব প্রাপ্তস্য তস্য পুরুষোত্তমস্য সচ্চিদানন্দত্বমেবাভিপ্রেতম্। ১০ ॥ ৫১। মুচুকুন্দঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥

[পাদসেবায়াং তৎপরিকররূপমূর্তিদর্শন স্পর্শন-পরিক্রমানুব্রজন ভগবন্মন্দিরগঙ্গাপুরুষোত্তমাদিতীর্থস্নান-গমনাদীনাম্ অন্তর্ভাবঃ]

অত্র পাদসেবায়াং শ্রীমূর্তিদর্শনস্পর্শ-পরিক্রমানুব্রজনভগবন্মন্দির-গঙ্গাপুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি-তদীয়-তীর্থ-স্নান-গমনাদয়োঽপ্যন্তর্ভাব্যাঃ। তৎপরিকরপ্রায়ত্বাৎ। যাবজ্জীবং তন্মন্দিরাদিনিবাসস্তু শরণাপত্তাবন্তর্ভবতি। গঙ্গাদীনাং তৎস্থপ্রাণিবৃন্দানাঞ্চ

করিয়া কে (অন্য বর) বরণ করে অর্থাৎ অন্য বরের আশ্রয় গ্রহণ করে। 'বর' পদটী ঈষৎপ্রিয় অর্থে অব্যয়। আত্মবন্ধন বর (কে প্রার্থনা করে) ?। ইহার পরে উক্ত হয়—

"সমস্ত (ঐশ্বর্যাদি ও রাজধর্ম) পরিত্যাগ করিয়া"—ইত্যাদি বাক্যে "নিরঞ্জন (অর্থাৎ উপাধিরহিত) তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম" ইত্যাকার উক্তি। ২৮২ ॥

এস্থলে পাদসেবার যোগ্যরূপে প্রাপ্ত সেই পুরুষোত্তম যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ তাহাই অভিপ্রেত হইল। ইতি। দশম স্কন্ধে একপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের প্রতি মুচুকুন্দ রাজার উক্তি ॥

[মূর্তিদর্শন, স্পর্শ, পরিক্রম, অনুগমন, ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তমাদিতীর্থে স্নান ও গমন প্রভৃতির সহায়করূপে পাদসেবার অন্তর্ভাব]

শ্রীমূর্তিদর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা ও অনুগমন এবং শ্রীভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তমক্ষেত্র, দ্বারকা, মথুরাদি তদীয় তীর্থ প্রভৃতিতে স্নান ও তথায় গমনাদি উক্ত পাদসেবার অন্তর্গত। যেহেতু ঐগুলি পাদসেবার সহায়ক। জীবনকাল পর্যন্ত শ্রীভগবানের মন্দিরাদিতে নিবাসও শরণাপত্তির অন্তর্ভুক্ত। গঙ্গা প্রভৃতি স্থাননিবাসী জনগণ যে পরমভাগবত তাহা নিশ্চিতই। পক্ষান্তরে সেই

পূর্ণশ্লোক যথা—তস্মাদ্বিসৃজ্যাশিষ ঈশ সর্বতো রজস্তমঃসত্ত্বগুণানুবন্ধনাঃ।
নিরঞ্জনং নির্গুণমদ্বয়ং পরং ত্বাং জ্ঞপ্তিমাত্রং পুরুষং ব্রজাম্যহম্।

পরমভাগবতত্বমেবেতি। পক্ষে তু তৎসেবাদিকং মহৎসেবায়ামেব পর্যবস্যতি। ততো গঙ্গাদিষ্বপি ভক্তিনিদানত্বং ভবেৎ। অত এব

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥ [ভা. ১. ২. ১৬]

ইত্যত্র পুণ্যতীর্থশব্দোক্তস্য গঙ্গাদেঃ পৃথক্কারণত্বং ব্যাখ্যেয়ম্। যথা তৃতীয়ে—"যৎপাদ[১]-নিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ"[২]—ইতি। শিবত্বং নাম হ্যত্র পরমসুখপ্রাপ্তিরিতি টীকাকৃন্মতম্। তাদৃশসুখত্বঞ্চ ভক্তাবেব পর্যবসিতম্। তত ঊর্ধ্বং সুখান্তরাভাবাৎ। ব্রাহ্মে পুরুষোত্তমমুদ্দিশ্য—

অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সমন্তাদ্দশযোজনম্।
দিবিষ্ঠা যত্র পশ্যন্তি সর্বানেব চতুর্ভুজান্ ॥

স্কান্দে—সংবৎসরং বা ষণ্মাসান্মাসং মাসার্ধমেব বা।
দ্বারকাবাসিনঃ সর্বনরা নার্যশ্চতুর্ভুজাঃ ॥

জনগণের সেবাদিও মহৎসেবারূপে পর্যবসিত। অতএব গঙ্গাদিরও ভক্তিবিষয়ে কারণতা রহিয়াছে। কারণ (উক্ত হয়)—

'হে বিপ্রগণ! পুণ্যতীর্থনিষেবণহেতু মহৎসেবায় প্রবৃত্তি জন্মে এবং উহা হইতে শ্রদ্ধা জাত হইলে শ্রবণপরায়ণ সেই ব্যক্তির বাসুদেব-কথায় রুচি হয়।'

এইস্থলে 'পুণ্যতীর্থ' শব্দে কথিত গঙ্গাদিরও ভক্তিবিষয়ে যে পৃথক্কারণতা রহিয়াছে, তাহাই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত হয়—'যাঁহার চরণ হইতে নদীসমূহের শীর্ষস্থানীয়া গঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার তীর্থোদক মস্তকে ধারণ করিয়াই শিব শিবত্ব লাভ করিয়াছেন; 'শিবত্ব লাভ' বলিতে পরমসুখপ্রাপ্তি—ইহাই টীকাকারের মত। তাদৃশ যে সুখ উহা ভক্তিতেই পর্যবসিত। কারণ, উহা অপেক্ষা আর অন্য পরমসুখ কিছুই নাই। ব্রহ্মপুরাণে পুরুষোত্তমক্ষেত্র সম্বন্ধে উক্ত হয়—

'চতুর্দিকে দশযোজনব্যাপ্ত (পুরুষোত্তম) ক্ষেত্রের অহো কি আশ্চর্য মাহাত্ম্য! অন্তরীক্ষবাসী সকলে সেইস্থানে সকলকেই চতুর্ভুজরূপে দর্শন করেন।'

স্কন্দপুরাণে উক্ত হয়—'সংবৎসর, ছয় মাস, এক মাস বা অর্ধ মাস যাঁহারা দ্বারকায় বাস করেন, নর ও নারী তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ বলিয়া গণ্য হন।'

১ বহরমপুর রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত 'শ্রীমদ্ভাগবতম্' গ্রন্থে 'যচ্ছৌচ' পাঠ দৃষ্ট হয়।

২ ভা. ৩. ২৮. ২২

61—1880 B,

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥
অতো গুরুং প্রণম্যৈব সর্বস্বং বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্ণীয়াদ্ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্বং বিধানতঃ॥

ইত্যাগমাৎ। দিব্যং জ্ঞানং হ্যত্র শ্রীমতি মন্ত্রে ভগবৎস্বরূপজ্ঞানং তেন ভগবতা সম্বন্ধবিশেষজ্ঞানঞ্চ। যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডাদাবষ্টাক্ষরাদিকমধিকৃত্য বিবৃতমস্তি যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষামর্চনমার্গ এব মুখ্যঃ। যথোক্তং শ্রীবাসুদেবং প্রতি মুনিভিঃ—

অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষঃ॥ [ভা. ১০. ৮৪. ২৮]

ইতি। তদকৃত্বা হি নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবলস্মরণাদিনিষ্ঠত্বে বিত্তশাঠ্যপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। পরদ্বারা তৎসম্পাদনং ব্যবহারনিষ্ঠত্বস্যালসত্বস্য বা প্রতিপাদকম্। ততোঽশ্রদ্ধাময়ত্বাদ্ধীনমেব[১] তৎ। ততশ্চ 'যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা' ইত্যাদ্যুপদেশাদ্ ভ্রশ্যেৎ।

'দিব্যজ্ঞান দান করে এবং পাপের ক্ষয় করে বলিয়াই তত্ত্বজ্ঞ উপদেষ্টৃগণ তাহাকে দীক্ষা নাম দিয়াছেন। অতএব গুরুকে প্রণাম করিয়া এবং সর্বস্ব তাঁহাকে নিবেদন করিয়া বিধি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণপূর্বক বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করিবে।'

এখানে দিব্যজ্ঞান বলিতে শ্রীমন্ত্রে ভগবৎস্বরূপের জ্ঞান এবং তদ্বশতঃ নিজের সহিত শ্রীভগবানের সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞান। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডাদিতে অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্র উপলক্ষ্য করিয়াই বিবৃত হইয়াছে —যাঁহারা সম্পত্তিমান্ গৃহস্থ, তাঁহাদের অর্চনমার্গই মুখ্য। শ্রীবসুদেবের প্রতি মুনিবৃন্দের উক্তি যথা—

'শুদ্ধভাবে অর্জিত বিত্তের দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে ভগবৎপুরুষের অর্চনাই গৃহস্থ দ্বিজাতিগণের মঙ্গলজনক পথ।'

তাহা না করিয়া কেবল নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় কেবল স্মরণাদিতেই নিষ্ঠাবান্ হইলে উহা বিত্তশঠতার পরিচায়ক হয়। অন্যের দ্বারা অর্চন সম্পাদন করিলে হয় ব্যাবহারিক কার্যের প্রতি আসক্তি প্রকাশ পায় অথবা আলস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব অন্যের দ্বারা পূজাসম্পাদন শ্রদ্ধাবিহীন বলিয়া অবশ্যই হীন। অতএব 'অকপটভাবে সর্বদা (ভাগবতগণের) সেবানুবৃত্তিসহকারে (অর্চন করিবে)'—এই উপদেশ হইতে তাঁহারা ভ্রষ্ট।

১ 'দ্বাদ্ধীনমেব—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।

কিন্তু গৃহস্থানাং পরিচর্যামার্গে দ্রব্যসাধ্যতয়ার্চনমার্গাদবিশেষেণ প্রাপ্তেঽপ্যর্চন-মার্গস্যৈব প্রাধান্যমত্যন্তবিধিসাপেক্ষত্বাত্তেষাম্। তথা গার্হস্থ্যধর্মস্য দেবতাযাগস্য শাখাপল্লবাদিসেকস্থানীয়স্য মূলসেকরূপং তদর্চনমিত্যপি তদকরণে মহান্ দোষঃ। অতঃ স্কান্দে শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যম্—

কেশবার্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে।
তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতম্॥

ইতি। দীক্ষিতানান্তু সর্বেষাং তদকরণে নরকপাতঃ শ্রূয়তে। যথা বিষ্ণুধর্মোত্তরে—

এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্।
অপূজ্যভোজনং কুর্বন্নরকাণি ব্রজেন্নরঃ॥

ইত্যাদি। অশক্তমযোগ্যং প্রতি চাগ্নেয়ে—

পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিম্।
শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্ যস্তু সোঽপি যোগফলং লভেৎ॥

অপিচ—পরিচর্যামার্গ দ্রব্যসাধ্য বলিয়া উহা গৃহস্থগণের অনুসরণীয় যে বিশেষ মার্গ ইহাই জানা গেল এবং বিধিমার্গের উপর অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গৃহস্থগণের পক্ষে উহার প্রাধান্যও বুঝিতে হইবে। শাখাপল্লবাদি নিষেকের দ্বারা যেরূপ মূলেরই নিষেক করা হয়, তদ্রূপ গার্হস্থ্য ধর্মরূপে অনুষ্ঠেয় দেবতাযাগাদির দ্বারা শ্রীভগবানেরই অর্চন করা হয় এবং উহার অকরণে মহাদোষ হইয়া থাকে। তাই স্কন্দপুরাণের প্রহ্লাদবাক্যে উক্ত হয়—

'হে রাজন্, যাহার গৃহে ভগবান কেশবের প্রতিমা নাই তাহার অন্ন ভোজন করা উচিত নহে। উহা অভক্ষ্যেরই সমান বলিয়া কথিত হয়।'

দীক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি অর্চনা না করেন তাহা হইলে নরকপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে—ইহাই শ্রুত হয়। যেমন বিষ্ণুধর্মোত্তরে—

'প্রত্যহ এককালে, কালদ্বয়ে বা কালত্রয়ে শ্রীহরির পূজা করিবে। পূজা না করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে সে নরকে গমন করে।'

পূজায় অশক্ত এবং অযোগ্য ব্যক্তির সম্বন্ধে আগ্নেয়পুরাণে কথিত হয়—

'অন্যের পূজিত অথবা পূজ্যমান শ্রীহরিকে যিনি ভক্তিপূর্বক দর্শন করেন এবং শ্রদ্ধার সহিত উহাতে আনন্দলাভ করেন তিনিও সেই ক্রিয়াযোগের ফল লাভ করেন।'

অর্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং মনোবাক্কায়কর্মভিঃ।
তেষাং হি বচনং গ্রাহ্যং তে হি বিষ্ণুসমা মতাঃ॥

কৌর্মে—সংপৃষ্টা বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ বিষ্ণুশাস্ত্রবিশারদান্।
চীর্ণব্রতান্ সদাচারান্ তদুক্তং যত্নতশ্চরেৎ॥

বৈষ্ণবতন্ত্রে—যেষাং গুরৌ চ জপ্যে চ বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
নাস্তি ভক্তিঃ সদা তেষাং বচনং পরিবর্জয়েৎ॥

ইতি। তথাহ—

এবং সদা [১]—ইত্যাদৌ তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ॥ ২৮৩॥

[ভা. ৯. ৪. ১৮]

ইতি। অম্বরীষ ইতি প্রকরণলব্ধম্। ৯॥ ৪। শ্রীশুকঃ॥

[মন্ত্রা ভগবন্নামাত্মকাঃ]

নমু ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ। তত্র বিশেষেণ নমঃশব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিতশক্তিবিশেষাঃ শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষপ্রতিপাদকাশ্চ। তত্র

'যাঁহারা মন, বাক্য ও কর্ম দ্বারা সর্বদা শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করেন, কেবল তাঁহাদেরই বচন গ্রাহ্য। যেহেতু তাদৃশ ঐকান্তিক ভক্তগণ বিষ্ণুর সমতুল।'

কূর্মপুরাণে উক্ত হয়—'বিষ্ণুশাস্ত্র বিশারদ, অনুষ্ঠিত-ব্রত, সদাচারী বৈষ্ণব ও বিপ্রবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের উক্তি যত্নপূর্বক পালন করিবে।'

বৈষ্ণবতন্ত্রে উক্ত হয়—'গুরুতে, জপ্য মন্ত্রে এবং পরমাত্মা স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুতে যাহাদের ভক্তি নাই, তাহাদের বাক্য সর্বদা পরিত্যাগ করিবে।' তাই—

"এই প্রকারে সর্বদা (শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া)"—এই বচনপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে "তিনি (অম্বরীষ রাজা) ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণের উপদেশ অনুসারে রাজ্য শাসন করিতেন।" ২৮৩।

'তিনি' বলিতে প্রকরণ অনুসারে অম্বরীষ রাজাই বুঝিতে হইবে। ইতি। নবম স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে শ্রীশুকের উক্তি॥

[মন্ত্র ভগবন্নামাত্মক]

আচ্ছা, শ্রীভগবানের নামাত্মক শব্দই তো মন্ত্র। তন্মধ্যে বিশেষভাবে নমঃ শব্দ প্রভৃতির দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া এবং শ্রীভগবান্ ও ঋষিবৃন্দ কর্তৃক নিহিত শক্তিবিশেষের দ্বারা সমন্বিত হইয়া যে

[১] যথা—এবং সদাকর্মকলাপমাত্মনঃ পরেঽধিযজ্ঞে ভগবত্যধোক্ষজে।
সর্বাত্মভাবং বিদধন্মহীমিমাং তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ॥

সৌরমন্ত্রাশ্চ যেঽপি স্যুর্বৈষ্ণবা নারসিংহকাঃ।
সাধ্যসিদ্ধসুসিদ্ধারিবিচারপরিবর্জ্জিতা ॥

ইতি। তন্ত্রান্তরে—

নৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রসাদপ্রবণস্য চ।
বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥

ইতি। সনৎকুমারসংহিতায়াম্—

সাধ্যঃ সিদ্ধঃ সুসিদ্ধশ্চ অরিশ্চৈব চ নারদ।
গোপালেষু ন বোদ্ধব্যঃ স্বপ্রকাশো যতঃ স্মৃতঃ ॥

অন্যত্র— সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু নারীষু নানাহ্বয়জন্মভেষু।
দাতা ফলানামভিবাঞ্ছিতানাং প্রাগেব গোপালকমন্ত্র এষঃ ॥

ইত্যাদি। মর্য্যাদা যথা ব্রহ্মযামলে—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

ইত্থমেবাভিপ্রেতং শ্রীপৃথিব্যা চতুর্থে—

'যে সকল সৌরমন্ত্র এবং যে সকল নৃসিংহদেবোদ্দেশে বিহিত বৈষ্ণবমন্ত্র—তাহারা সাধ্য, সিদ্ধ, সুসিদ্ধ এবং অরি প্রভৃতি বিচার পরিবর্জ্জিত।'

তন্ত্রান্তরে উক্ত হয়—'নৃসিংহ দেব, সূর্য ও বরাহদেবের মন্ত্র এবং প্রসাদপ্রবণ (শিবের) মন্ত্র ও বৈদিক মন্ত্রের সিদ্ধপ্রভৃতি বিষয়ের শোধন করিবার প্রয়োজন নাই।'

সনৎকুমার সংহিতায় উক্ত হয়—'হে নারদ! গোপালমন্ত্রে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি—এই সকল বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই। যেহেতু উহা স্বপ্রকাশ বলিয়া স্মৃত।'

অন্যত্র উক্ত হয়—'সকল বর্ণে, সকল আশ্রমে ও নারীবৃন্দ মধ্যে এবং যাহাদের নাম ও জন্মনক্ষত্রের ভেদ আছে—তাহাদের সকলকে এই গোপাল-মন্ত্র শীঘ্র অভিবাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন'। বিধিসীমা যথা ব্রহ্মযামলে—

'শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি এবং পঞ্চরাত্রের বিধি ব্যতীত যে ঐকান্তিকী হরিভক্তি—উহা উৎপাতের নিমিত্তই কল্পিত।'

পৃথিবী কর্তৃক (পৃথুরাজের প্রতি) এইরূপ অভিপ্রেত করিয়া বলা হইয়াছে—

যদা যস্যানুগৃহ্নাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥

ইতি। অত্র শ্রীমদগস্ত্যসংহিতা চ—

যথা বিধিনিষেধৌ চ মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ।
তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্বকম্॥ ইতি।

উত্তরং ব্যবহারচেষ্টাতিশয়বত্তা-যাদৃচ্ছিকভক্ত্যনুষ্ঠানবত্তাদি-লক্ষণলক্ষিতশ্রদ্ধানাং তথা তদ্বৈপরীত্যলক্ষিতশ্রদ্ধানামপি প্রতিষ্ঠিতানাং ভক্তিবার্তানভিজ্ঞবুদ্ধিষু সাধারণ-বৈদিককর্মানুষ্ঠানলোপোঽপি মাভূদিতি লোকসংগ্রহপরাণাং গৃহস্থানাং দর্শিতম্। যথা—'ন হ্যন্তোঽনন্তপারস্য'[১] ইত্যাদৌ—

সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে।
পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্সংকল্পঃ কর্মপাবনীম্॥ ২৮৪॥
[ভা. ১১. ২৭. ১১]

ইত্যাদি। স্পষ্টম্। ১১॥ ২৭। শ্রীভগবান্॥

'শ্রীভগবান্ আত্মায় ভাবিত হইয়া যাহার প্রতি যখন অনুগ্রহ করেন তখন সেই ব্যক্তি লোক ও বেদবিষয়ে তাহার পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধি পরিত্যাগ করে।'

এ বিষয়ে অগস্ত্যসংহিতার উক্তি যথা—

'বিধিনিষেধ যেমন মুক্তপুরুষের নিকট গমন করে না, সেইরূপ বিধিপূর্বক যিনি রামের উপাসনা করেন তাঁহাকেও বিধিনিষেধ স্পর্শ করে না।'

দ্বিতীয়টি (কর্মমিশ্র অর্চন) সেই সকল প্রতিষ্ঠাবান্ গৃহস্থগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়—যাঁহাদের ব্যবহারিক বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা আছে অথচ অযত্নসিদ্ধ ভক্তির অনুষ্ঠানবশতঃ শ্রদ্ধাও আছে; এবং উহাদের বিপরীতভাবে উপজাত শ্রদ্ধাও যাঁহাদের আছে[২] এবং যাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, ও বুদ্ধিহীন জনগণমধ্যে যাহাতে সাধারণ বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের লোপ না হয়—এই বুদ্ধিতে যাঁহারা লোকসংগ্রহপরায়ণ। তাই 'অনন্ত ও অপার (কর্মকাণ্ডের) পার নাই' ইত্যাদি স্থলে উক্ত হয়—

"যাঁহার কেবল পরমেশ্বর বিষয়েই সঙ্কল্প সম্যক্‌ভাবে বিদ্যমান, তিনি বেদবিহিত সন্ধ্যোপাসনাদি কর্মের সহিত কর্মপাবনী মদীয় পূজা করিবেন।" ২৮৪॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি। একাদশ স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানে উক্তি॥

১ ভা. ১১. ২৭. ৬। প্রথম দুই চরণ যথা—ন হ্যন্তোঽনন্তপারস্য কর্মকাণ্ডস্য চোদ্ধব।

২ বিপরীতভাবে বলিতে ব্যবহারিক বিষয়ের বিপরীত পারমার্থিক বিষয়ে যাঁহাদের চেষ্টার আতিশয্য আছে এবং যত্নসিদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানবশতঃ উপজাত শ্রদ্ধা যাঁহাদের আছে।

ইতি দ্বিতীয়োক্তেঃ। ততো ভগবৎস্বরূপভূতশক্ত্যাত্মকা এব তে। যত এব চ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপভূতে শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদিমন্ত্রগণেঽপি দুর্গানাম্নো ভগবদ্ভক্ত্যাত্মকস্বরূপ-ভূতশক্তিবৃত্তিবিশেষস্যাধিষ্ঠাতৃত্বং শ্রুতিতন্ত্রাদিষ্বপি দৃশ্যতে। যথা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে—

ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্।
জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ।
দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা॥

ইতি। অত এব শ্রীভগবদভেদেনোক্তং গৌতমীয়কল্পে—"যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ" ইতি। 'ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা' ইত্যাদিকন্তু বিরাট্পুরুষ-মহাপুরুষয়োরিব কেষাঞ্চিদভেদোপাসনাবিবক্ষয়ৈবোক্তম্। সা হি মায়াংশ-রূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্ত্ররক্ষালক্ষণসেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মকদুর্গায়া দাসীয়তে ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী। মায়াতীত-বৈকুণ্ঠাবরণকথনে যথোক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

শ্রীহরির (বৈকুণ্ঠলোকে) রাগলোভাদির কথাই বা কি?'—এই উক্তি হইতেই উহা জানা যায়। সুতরাং তাঁহারা (পীঠাবরণের গণেশদুর্গাদি) নিশ্চিত শ্রীভগবানের স্বরূপভূত-শক্ত্যাত্মক। এবং এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রগণে দুর্গানামে শ্রীভগবানের ভক্ত্যাত্মক স্বরূপভূত শক্তি-বিশেষের অধিষ্ঠাতৃত্ব শ্রুতি এবং তন্ত্রাদিতে দেখা যায়। যেমন নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে উক্ত হয়—

'ভক্তি অর্থে ভজনসম্পত্তি।[১] প্রকৃতি তাঁহার প্রিয় (পুরুষকে) ভজন করেন। সেই আত্মস্বরূপ (শ্রীভগবানের) প্রকৃতিকে অতি কষ্টেই জানিতে পারা যায়। তিনিই অখণ্ডরসবল্লভা শ্রীদুর্গা—এই নামে সাধুগণকর্তৃক গীত হইয়া থাকেন।'

অতএব শ্রীভগবানের সহিত অভেদসম্বন্ধই গৌতমীয়কল্পে উক্ত হয়—'যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ'; 'হে পরমেশানি! তুমিই ইঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা'—ইত্যাদি বাক্যে বিরাট্পুরুষ ও মহাপুরুষের অভেদের ন্যায় কতকগুলি লোকের অভেদ উপাসনা রীতি জানাইবার নিমিত্তই ঐরূপ উক্ত হয়। তিনি অবশ্যই মায়াংশরূপা, তাঁহার অধীন অর্থাৎ মায়াধীন এই প্রাকৃত লোকে মন্ত্ররক্ষারূপ সেবার নিমিত্ত তিনি চিচ্ছক্ত্যাত্মিকা দুর্গার দাসীর ন্যায় নিযুক্তা, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সেবার অধিষ্ঠাত্রী নহেন। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে মায়াতীত বৈকুণ্ঠাবরণ দেবতার কথাপ্রসঙ্গে উক্ত হয়—

১ সম্পত্তি বা সম্পদ্ বলিতে উৎকর্ষ বুঝায়। 'যস্ত যদ্রূপতা উচিতা তস্য তথা ভবনম্'—যাহার যতখানি হওয়া উচিত ততখানি হওয়ার নাম সম্পত্তি। অতএব ভজনসম্পত্তি বলিতে ভজনের পরমোৎকর্ষ।

সত্যাচ্যুতানন্তদুর্গা-বিষ্বক্‌সেনগজাননাঃ।
শঙ্খপদ্মনিধী লোকাশ্চতুর্থাবরণং স্মৃতম্‌।
ঐন্দ্রকাগ্নেয়যাম্যানি নৈঋ‍র্তং বারুণং তথা।
বায়ব্যং সৌম্যমৈশানং সপ্তমং মুনিভিঃ স্মৃতম্‌॥
সাধ্যা মরুদ্‌গণাশ্চৈব বিশ্বেদেবাস্তথৈব চ।
নিত্যাঃ সর্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ॥
তে বৈ প্রাকৃতনাকেঽস্মিন্ননিত্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত ইতি বৈ শ্রুতিঃ॥

ইতি। কিঞ্চ ভগবৎস্বরূপা এব তে। যথোক্তং ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর-ষড়ঙ্গাদিদেবতাভেদকথনারম্ভে—

সর্বত্র দেবদেবোঽসৌ গোপবেশধরো হরিঃ।
কেবলং রূপভেদেন নামভেদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

ইতি। অতো নামমাত্রসাধারণ্যেনানন্যভক্তৈর্ন ভেতব্যম্‌। কিন্তু ভগবতো নিত্য-বৈকুণ্ঠসেবকত্বাদ্বিষ্বকসেনাদিবৎ সৎকার্যা এব তে। "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে"[১]

'সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্‌সেন, গজানন, শঙ্খ ও পদ্মনিধি এবং লোকসকল চতুর্থাবরণ বলিয়া স্মৃত হয়। ঐন্দ্রক, আগ্নেয়, যাম্য, নৈঋ‍র্ত, বারুণ, বায়ব্য, সৌম্য, ঐশান—ইহারা সপ্তম আবরণ বলিয়া মুনিগণ কর্তৃক স্মৃত হয়। সাধ্য, মরুদ্‌গণ এবং বিশ্বেদেব সকলেই পরমধামে নিত্য এবং অন্য দেবতাগণও নিত্য। কিন্তু এই প্রাকৃত স্বর্গলোকে সেই দেবতাগণ নিত্য নহেন। তাঁহারা এই স্বর্গের মহিমা বৃদ্ধি করেন—ইহাই শ্রুতি।'

আরও বক্তব্য এই—(বৈকুণ্ঠধামে যে দেবতাসকল) তাঁহারা শ্রীভগবানের অংশস্বরূপই। ত্রৈলোক্য-সম্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর ষড়ঙ্গাদি দেবতাভেদ কথারম্ভে উক্ত হয়—

'এই গোপবেশধর দেবদেব শ্রীহরি সর্বত্র বিদ্যমান। কেবল রূপভেদবশতঃ, তাঁহার নামভেদ কীর্তিত হয়।

অতএব নামমাত্র সাধারণ্য হেতু অনন্যভক্তগণের ভয় পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু ভগবানের নিত্য-বৈকুণ্ঠের সেবক বলিয়া বিষ্বক্‌সেনাদির ন্যায় তাঁহাদের প্রতি সৎকার করা কর্তব্য।[২] তাই উক্ত হয়—'(বাতপিত্তাদিময়) ত্রিধাতুবিশিষ্ট দেহে যাহার আত্মবুদ্ধি (ভূবিকারে দেবতাবুদ্ধি ইত্যাদি

১ ভা. ১০. ৮৪. ৮; পূর্বে ২৪৫ অঙ্কে পূর্ণ শ্লোক দ্র°।
২ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামগত দেবগণের পূজাদি করা অনন্যভক্তেরও সর্বথা কর্তব্য।

যক্ষাণাঞ্চ পিশাচানাং মদ্যমাংসভুজাং তথা।
দিবৌকসানাং ভজনং সুরাপানসমং স্মৃতম্॥

ইতি। অত এবাবশ্যকপূজ্যানামন্যেষাং তৎস্বীকৃতৈরপি মদ্যাদিভিঃ পূজা নিষিদ্ধা। যথা সঙ্কর্ষণাদীনাম্।

অথ পীঠপূজায়াং যেঽপ্যধর্মাদ্যা বর্তন্তে গুণত্রয়ঞ্চ, তানি তু পাদ্মোত্তরখণ্ডে স্পষ্টান্যপি ন সন্তি। তথা স্বায়ম্ভুবাগমেঽপি। তস্মান্নাদরণীয়াণি। কেচিত্তু নারদপঞ্চরাত্রদৃষ্ট্যা তান্যন্যথৈব ব্যাচক্ষতে। যথোক্তং তত্রৈব—"অধর্মাদ্যচতুষ্কন্তু অশ্রেয়সি নিয়োজনম্"—ইতি অধার্মিকাদিষু তত্তদন্তর্যামিশক্তিরধর্মাদ্যমিত্যর্থঃ। তথা—পীঠপূজায়াং ভগবদ্বামে শ্রীগুরুপাদুকাপূজনমেবং সঙ্গচ্ছতে—যথা য এব ভগবানত্র ব্যষ্টিরূপতয়া ভক্তাবতারত্বেন শ্রীগুরুরূপো বর্ততে, স এব তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্ববামপ্রদেশে সাক্ষাদবতারত্বেনাপি তদ্রূপো বর্তত ইতি। তথা যে চাত্র শ্রীরামাদ্যুপাসনায়াং মৈন্দদ্বিবিদাদয় আবরণদেবতাস্তে তু তদীয়নিত্যধামগতা নিত্যাঃ শুদ্ধাশ্চ জ্ঞেয়াঃ। যথাক্রূরাঘমর্ষণে তেন

'যক্ষগণের, পিশাচগণের এবং মদ্যমাংসভোজী দেবতাগণের ভজন মদ্যপান করার সমান বলিয়া স্মৃত হয়।'

অতএব যাঁহাদের পূজা অবশ্য কর্তব্য—তাঁহাদেরও নিষেধবচনে অন্তর্ভুক্ত মদ্যাদিদ্বারা পূজা নিষিদ্ধ, যেমন সঙ্কর্ষণাদির পূজায়।

আবার পীঠপূজায় যে সকল অধর্মাদি ও গুণত্রয়ের উল্লেখ আছে, তাহারা যে স্পষ্টভাবে নাই—ইহা পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে জানা যায়। এবং স্বায়ম্ভুবাগমেও ঐপ্রকারই নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব তাহারা (অধর্মাদি) আদরণীয় নহে। কেহ কেহ নারদপঞ্চরাত্রের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অন্যপ্রকার বলিয়া থাকেন।

যেমন নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হয়—'অধর্মাদি[১] চতুষ্টয় অমঙ্গলে নিয়োজিত।' অধার্মিক প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সেই সেই অন্তর্যামী শক্তিকে অধর্মাদি বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আবার, পীঠপূজায় শ্রীভগবানের বামভাগে শ্রীগুরুপাদুকাপূজা এই প্রকারেই সঙ্গত—শ্রীভগবান্ ইহলোকে ব্যষ্টিরূপে ও ভক্তাবতাররূপে গুরুরূপ ধরিয়া বর্তমান, আবার তিনিই সেই শ্রীভগবৎপীঠে সমষ্টিরূপে নিজের বামপ্রদেশে সাক্ষাৎ অবতাররূপেও বিদ্যমান (তাই পীঠপূজায় গুরুর পূজা বিধেয়)। আবার শ্রীরামাদির উপাসনায় যে মৈন্দদ্বিবিদাদি (ভক্তবানর) আবরণদেবতা, তাঁহারা নিত্যধামগত; নিত্য ও শুদ্ধ বলিয়া জ্ঞেয়। অক্রূরাঘমর্ষণপ্রসঙ্গে[২] শ্রীঅক্রূর কর্তৃক যেমন প্রহ্লাদাদি নিত্য বলিয়া দৃষ্ট

১ অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য—এই চারিটী।

২ অঘমর্ষণ অর্থে পাপমোচন।

স্বীকুর্বন্তি, যথা চ দ্বারান্তঃপার্শ্বয়োর্গঙ্গাযমুনয়োঃ পূজ্যমানয়োর্গঙ্গা শ্রীগোবর্দ্ধনে প্রসিদ্ধা মানসগঙ্গেতি মন্যন্তে, তথা চ বিষ্বক্‌সেনাদয়ো ভদ্রসেনাদয় ইতি। শ্রীকৃষ্ণপীঠপূজায়াং শ্বেতদ্বীপক্ষীরসমুদ্রপূজা চ গোলোকাখ্যস্য তদ্ধাম্নোঽপি শ্বেতদ্বীপেতি নামত্বাৎ। কামধেনুকোটিনিঃসৃতদুগ্ধপূরবিশেষস্য চ তত্র স্থিতত্বাৎ। যথোক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াং তদ্বর্ণনান্তে—

স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভিভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে॥

(ব্রহ্মসংহিতা—৫ম অধ্যায়)

ইতি। এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্—তথা সোমসূর্যাগ্নিমণ্ডলান্য—প্রাকৃতান্যতিশৈত্যতাপ-গুণপরিত্যাগেনৈব বর্তন্তে। তত্র সর্বকল্যাণগুণবস্তুনামেবাভিধানায় প্রাকৃতনিষেধাৎ। যথা নৃসিংহতাপন্যাম্—

"তদ্বা এতৎ পরং ধাম মন্ত্ররাজাধ্যাপকস্য যত্র ন দুঃখাদি যত্র ন সূর্যো ভাতি

স্থিত পূজ্য গঙ্গা-যমুনা বলিতে (বৈষ্ণবগণ) শ্রীগোবর্ধনে প্রসিদ্ধ মানস-গঙ্গাই বুঝিয়া থাকেন, তেমনি বিষ্বক্‌সেন ও ভদ্রসেন প্রভৃতিকে তাঁহারা (ব্রজপরিকরই বলিয়া) মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণের পীঠপূজায় যে শ্বেতদ্বীপ ও ক্ষীরসমুদ্রের পূজা বিহিত আছে, উহাতে গোলোকনামক শ্রীভগবানের ধামই শ্বেতদ্বীপ সংজ্ঞায় অভিহিত। যেহেতু কোটি কোটি কামধেনু হইতে নিঃসৃত দুগ্ধরাশিরূপ বিশিষ্টতা উক্ত স্থলেই বিদ্যমান। তাই ব্রহ্মসংহিতায় গোলোকের বর্ণনা অন্তে উক্ত হইয়াছে—

'যেখানে সুরভি (গাভী) সমূহ হইতে সুমহান্ ক্ষীরসমুদ্র নিঃসৃত হইয়াছে এবং যেখানে নিমেষার্ধরূপ কালেরও গতিপ্রভাব নাই—আমি সেই শ্বেতদ্বীপকে ভজনা করি—যাহাকে গোলোক বলিয়া জানেন এরূপ খুব কমই সাধুব্যক্তি পৃথিবীতে বিচরণ করেন।'

এই প্রকার অন্য গ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, চন্দ্র ও সূর্যমণ্ডল তথায় অপ্রাকৃত এবং অতিশীতলতা বা অতিসন্তাপ বর্জন করিয়া বিদ্যমান আছে। সেই ধামে সর্বকল্যাণগুণরূপ বস্তু কথনের জন্যই প্রাকৃত বস্তুর নিষেধ করা হইয়াছে।

যেমন, নৃসিংহতাপনীতে উক্ত হয়—

'মন্ত্ররাজাধ্যাপকের ইহাই পরম ধাম,—যেখানে দুঃখাদি নাই, যেখানে সূর্য প্রকাশ পায় না,

জপ্তৈ্বব তত্তদঙ্গস্পর্শমাত্রং কুর্যাৎ, ন তু তত্তন্মন্ত্রদেবতাস্তত্র তত্র ন্যস্তা ধ্যায়েৎ ; ভক্তানাং তদনৌচিত্যাৎ।

[ধ্যানপূজাদি-বিবরণম্]

অথ মুখ্যং ধ্যানং শ্রীভগবদ্ধামগতমেব, হৃদয়কমলগতন্তু যোগিমতম্, 'স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে' ইত্যাদ্যুক্তত্বাৎ। অত এব মানসপূজা চ তত্রৈব চিন্তনীয়া। কামগায়ত্রীধ্যানঞ্চ যৎ সূর্য্যমণ্ডলে শ্রূয়তে তত্রৈব চিন্ত্যম্। "গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ" ইত্যত্রৈবকারাৎ। তত্র শ্রীবৃন্দাবননাথঃ সাক্ষান্ন তিষ্ঠতি কিন্তু তেজোময়প্রতিমাকারেণৈবেতি। অথ বহিরুপচারৈরন্তঃপূজায়াং বেণ্বাদিপূজা তদঙ্গজ্যোতির্বিলীনাঙ্গস্য স্বস্বাঙ্গে নিবিষ্টস্য তস্য তন্মুখাদাবেব ভাব্যা ন তু স্বমুখাদৌ। তথা বেণ্বাদিতদ্ভূষণমুদ্রাদর্শনম্। স্বমুখাদৌ তথা বেণ্বাদি যৎ ক্রিয়তে, তচ্চ তস্মৈ তদীয়-তত্তৎপ্রিয়বস্তূনাং দর্শনার্থমেব, ন তু স্বস্মৈবাঙ্গে তানি ভাব্যন্ত ইতি পূর্বহেতোরেব। তথা মানসাদিপূজায়াং ভূতপূর্বতৎপরিকর-লীলাসংবলিতত্বমপি ন কল্পনাময়ং কিন্তু যথার্থমেব।

মূর্তিকে ধ্যান করিয়া সেই সেই মন্ত্র জপ করিয়া সেই সেই অঙ্গের স্পর্শমাত্র করিবে, কিন্তু সেই সেই মন্ত্রদেবতা সেই সেই স্থানে বিদ্যমান, এ প্রকার চিন্তা করিবে না; যেহেতু ভক্তগণের তাহা করা উচিত নহে।

[ধ্যান ও পূজা প্রভৃতির বিবরণ]

মুখ্য ধ্যান শ্রীভগবানের ধামগতই, কিন্তু যোগিগণের মতে ধ্যান হৃদয়কমলগত। যেহেতু উক্ত হয়—'শ্রীভগবান্‌কে রম্য বৃন্দাবনে স্মরণ করিবে।' অতএব মানসপূজা সেই বৃন্দাবনেই চিন্তনীয়। সূর্যমণ্ডলে যে কামগায়ত্রী ধ্যানের কথা শ্রুত হয় উহাও সেই বৃন্দাবনপ্রসঙ্গেই চিন্তনীয়। কারণ, 'নিখিল বিশ্বের আত্মভূত (শ্রীগোবিন্দ) গোলোকেই বাস করেন'—এই বচনে (নিশ্চয়াত্মক) 'এব' শব্দের প্রয়োগ আছে। শ্রীবৃন্দাবননাথ সূর্যমণ্ডলে সাক্ষাদ্ভাবে বর্তমান থাকেন না, কিন্তু তেজোময় প্রতিমার আকারেই বর্তমান থাকেন। আবার, বেণু প্রভৃতির যে পূজা—উহাতে বাহিরের উপচার দ্বারা অন্তঃপূজায় (বেণুটিকে) তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃতে বিলীন—(উপাস্য দেবতার) নিজাঙ্গে নিবিষ্ট মুখেই স্থাপিত বলিয়া চিন্তা করিবে, কিন্তু নিজের মুখাদিতে স্থাপিত এইরূপ ভাবিবে না। বেণু প্রভৃতি তাঁহার যাবতীয় চিহ্ন বিষয়েরই এই প্রকার জ্ঞান করিবে। নিজের (অর্থাৎ ভক্তের) মুখ প্রভৃতিতে স্থাপিত বেণু প্রভৃতির যে কল্পনা করা হয়—তাহাও সেই শ্রীভগবান্‌কে সেই সেই প্রিয় বস্তুসমূহ প্রদর্শন করাইবার নিমিত্তই, কিন্তু নিজের অঙ্গে উহাদের (স্বরূপতঃ) যে ভাবনা করা চলে না—ইহার হেতু পূর্বেই বলা হইয়াছে। মানসাদিপূজায় শ্রীভগবানের ভূতপূর্ব পরিকরবৃন্দের লীলাসংযোগের বিষয় যে কেবল কল্পনাময় তাহা নহে, কিন্তু উহা যথার্থই। যেহেতু, শ্রীভগবানের প্রকটকালে

যতস্তস্য প্রাকট্যসময়ে লীলাস্তৎপরিকরাশ্চ যে প্রাদুর্বভূবুস্তাদৃশাশ্চাপ্রকটমপি নিত্যং তদীয়ে ধাম্নি সংখ্যাতীতা এব বর্তন্তে। অসুরাস্তু ন তত্র চেতনাঃ, কিন্তু মন্ত্রময়তৎপ্রতিমানিভা জ্ঞেয়াঃ। 'এবং বিহারৈঃ' [1] ইত্যাদৌ "নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটপ্লবনাদিভিঃ" [2] ইতিবত্তত্তল্লীলানাং নানাপ্রকাশৈঃ কৌতুকেনানুক্রিয়মাণত্বাদ্ভগবৎসন্দর্ভাদৌ হি তথা সন্যায়ং দর্শিতাস্তি।

অথ মানসপূজামাহাত্ম্যম্—যথা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণবাক্যম্—"অয়ং যো মানসো যোগো জরাব্যাধিভয়াপহঃ"—ইত্যাদৌ —

যশ্চৈতৎ পরয়া ভক্ত্যা সকৃৎ কুর্যান্মহামতে।
ক্রমোদিতেন বিধিনা তস্য তুষ্যাম্যহং মুনে ॥

ইতি। এষা ক্বচিৎ স্বতন্ত্রাপি ভবতি। মনোময্যাং মূর্তেরষ্টমতয়া স্বাতন্ত্র্যেণ বিধানাৎ—"অর্চাদৌ হৃদয়ে বাপি যথোপলব্ধোপচারকৈঃ" [3] ইত্যাবির্হোত্রবচনেন বাশব্দাৎ।

লীলাসমূহ এবং তাঁহার পরিকরবৃন্দ যাঁহারা প্রাদুর্ভূত হন, তাদৃশ (লীলা ও পরিকর) সংখ্যাতীতভাবেই অপ্রকট অবস্থায় তদীয় ধামে নিত্য বিদ্যমান। কিন্তু সেই ধামে অসুরগণ চেতন নহে, কিন্তু মন্ত্রময় তৎপ্রতিমার সদৃশ বুঝিতে হইবে। 'এই প্রকার নানাবিধ বিহারের দ্বারা (শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ কৌমারকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন)'—এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে যে 'নিলায়ন অর্থাৎ লুকায়িতভাবে অবস্থিতি ও তদন্বেষণাদি, সেতুবন্ধ এবং বানরাদিগণ সহ উল্লম্ফন ইত্যাদি বিবিধ (বিহারের) দ্বারা (তাঁহারা কৌমার অতিবাহিত করিয়াছিলেন)'—তদ্রূপ (অপ্রকটকালে) তত্তল্লীলাসকলের নানা প্রকাশে কৌতুকবশতঃ যে অনুকরণ করা হইয়া থাকে—ভগবৎসন্দর্ভাদিতে সেই লীলাবিষয়ে যুক্তির সহিত দেখান হইয়াছে।

অনন্তর মানসপূজামাহাত্ম্য—যেমন নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণ বাক্যের 'জরা ও ব্যাধিরূপ ভয়ের অপহন্তা এই যে মানস যোগ'—এই শ্লোকে উক্ত হয়—

'যিনি পরম ভক্তির দ্বারা ক্রমোক্ত বিধিতে এই মানস যোগ একবার অবলম্বন করেন, হে মহামতি মুনি! তাঁহার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হই।'

এই (মানসপূজা) কখন কখন স্বতন্ত্রভাবেও হয়।—যেহেতু মনোময়ী পূজায় অষ্টমস্বরূপে মূর্তির উল্লেখ থাকায় স্বতন্ত্রভাবে বিধি আছে। 'প্রতিমাদিতে অথবা হৃদয়ে যথাপ্রাপ্ত উপচারসমূহের দ্বারা পূজা করিবে'—এই (শ্রীভাগবতের) আবির্হোত্রের বচনে 'অথবা' শব্দের দ্বারাও উহা প্রতিপাদিত হয়।

১ ভা. ১০. ১৪. ৫৭ ২ ভা. ১০. ১৪. ৫৭ (শেষের দুই পাদ)।

৩ ভা. ১১. ৩. ৫১

যদ্বা প্রতিষ্ঠালক্ষণেন কর্মণা পূর্বোক্তা প্রতিমা মম তদাস্পদং ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে 'বিষ্ণো সন্নিহিতো ভব' ইতি সান্নিধ্য-করণমন্ত্রবিশেষানন্তরং মন্ত্রান্তরম্—

যচ্চ তে পরমং তত্ত্বং যচ্চ জ্ঞানময়ং বপুঃ।
তৎ সর্বমেকতো লীনমস্মিন্ দেহে বিবুধ্যতাম্॥

ইতি। অথবা জীবমন্দিরং সর্বজীবানাং পরমাশ্রয়ঃ সাক্ষাদ্ভগবানেব প্রতিষ্ঠেত্যর্থঃ। পরমোপাসকাশ্চ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি। ভেদস্ফূর্ত্তের্ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ্যুচিতম্। ইত্থমেবোক্তং ভগবতা—

বস্ত্রোপবীতাভরণ-পত্রস্রগ্‌গন্ধলেপনৈঃ।
অলংকুর্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্॥ [ভা. ১১. ২৭. ২৮]

ইত্যত্র মামিতি সপ্রেমেতি চ। অত এব বিষ্ণুধর্মে তামধিকৃত্য অম্বরীষং প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্যম—

তস্যাং চিত্তং সমাবেশ্য ত্যজ চান্যান্ ব্যপাশ্রয়ান্।
পূজিতা সৈব তে ভক্ত্যা ধ্যাতা চৈবোপকারিণী॥

অথবা, পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠালক্ষণ কর্ম দ্বারা স্থাপিত যে প্রতিমা উহা আমার আস্পদ বলিয়া পরিগণিত হয়'—ইহাই অর্থ। শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীমূর্তির প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে তাই উক্ত হয়—'হে বিষ্ণো! ইহার সন্নিহিত হও, এবং এই সান্নিধ্যকরণ-মন্ত্রবিশেষের পর নিম্নোক্ত অন্য মন্ত্র শ্রুত হয়—

'যাহা তোমার পরম তত্ত্ব এবং যাহা তোমার জ্ঞানময় দেহ—সেই সকল একত্র এই দেহে লীন—ইহাই বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে।'

অথবা 'জীবমন্দির' অর্থে সকল জীবের পরম আশ্রয়স্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান্—তিনিই প্রতিষ্ঠা—ইহাই বুঝিবে। কারণ পরমভগবানের উপাসকবৃন্দ সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপেই তাঁহার প্রতিমাকে দেখিয়া থাকেন। ভেদজ্ঞানের প্রকাশ হওয়ায় ভক্তির বিচ্ছেদ হয় বলিয়া সেই প্রকার করা উচিত। এইরূপই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

'বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, (তুলসী) পত্র, পুষ্প ও গন্ধলেপন প্রভৃতির দ্বারা আমার ভক্ত আমাকে প্রেমভরে যথাযথভাবে ভূষিত করে।'

উপরের এই বচনে 'আমাকে' ও 'প্রেমের সহিত'—এইরূপ উল্লেখ আছে। অতএব বিষ্ণুধর্মগ্রন্থে প্রতিমা উদ্দেশ্যে অম্বরীষের প্রতি শ্রীবিষ্ণুর বাক্য যথা—

'সেই প্রতিমাতে চিত্ত সমাবেশ করিয়া অন্য সকল আশ্রয় ত্যাগ কর। সেই প্রতিমাকেই ভক্তিভরে পূজা ও ধ্যান করিলে উহা নানা উপকার সাধন করিয়া থাকে। গমন, স্থিতি, শয়ন,

জীবরাশিভিরাকীর্ণঃ[১] ॥ ২৮৭ ॥ [ভা. ৭. ১৪. ৩০]

ইত্যাদি। সর্বেষাং জীবানাম্ আত্মনশ্চ তর্পণরূপা সৈব ভবতীত্যর্থঃ।

পুরাণ্যনেন[২] ॥ ২৮৮ ॥ [ভা. ৭. ১৪. ৩১]

ইত্যাদি। 'জীবেন' জীবয়িত্বা জীবান্তর্যামিরূপেণেত্যর্থঃ ॥

তেষ্বেব ভগবান্[৩] ॥ ২৮৯ ॥ [ভা. ৭. ১৪. ৩২]

ইত্যাদি। তস্মাত্তারতম্যবর্তনাৎ 'পুরুষঃ' প্রায়ো মনুষ্যঃ পাত্রম্। তত্র জ্ঞানাদিকং বিশিষ্টমিতি ভগবদ্বর্তনস্যাতিশয়াৎ। তত্রাপি আত্মা যাবান্ যথা জ্ঞানাদিপরিমাণাদিকস্তথাসৌ পাত্রমিত্যর্থঃ। এবং স্থিতেঽপি কালেনোপাসকদোষাৎপত্তৌ সত্যাং ভেদদৃষ্ট্যা বিশিষ্টমধিষ্ঠানান্তরং প্রকাশিতমিত্যাহ—

"জীবরাশি দ্বারা পরিব্যাপ্ত এই (ব্রহ্মাণ্ডবৃক্ষের মূল অচ্যুত)।" ২৮৭ ॥

(তাঁহার অর্চনা) সকল জীবের এবং তাঁহার নিজের পরম পরিতৃপ্তিকর—ইহাই অর্থ।

"সেই (অচ্যুত) কর্তৃক (মনুষ্যাদি) দেহ (সৃষ্ট হইবার পর—জীবরূপে তিনি উহাতে শায়িত আছেন)।" ২৮৮ ॥

'জীবরূপে' বলিতে জীবন দান করিয়া জীবের অন্তর্যামিরূপে বুঝিতে হইবে।

"সেই (দেহাদিতে) শ্রীভগবান্ (তারতম্যরূপে) বিদ্যমান থাকেন।" ২৮৯ ॥

অতএব তারতম্য বিদ্যমান থাকায় পুরুষ অর্থাৎ সাধারণতঃ মনুষ্যই (পূজার) পাত্র। তন্মধ্যে জ্ঞানাদি বিশিষ্ট গুণ বলিয়া জ্ঞানী পুরুষে শ্রীভগবানের সমধিকরূপে বিদ্যমানতা আছে। তন্মধ্যে আবার আত্মজ্ঞান যে পরিমাণে অর্জিত হয়, সেই জ্ঞানী পুরুষের ঠিক তদনুরূপ পাত্রতা বুঝিতে হইবে। এই প্রকার (অচ্যুতপরায়ণতা অনুসারেই পাত্রত্ব) হইলেও কালক্রমে উপাসকগণের দোষ উপস্থিত হওয়ায় ভেদদৃষ্টিবশতঃ (অচ্যুতভিন্ন) বিশিষ্ট অন্য (পূজার) অধিষ্ঠান প্রকাশিত হইয়াছে,—তাহাই বলিতেছেন—

১ পূর্ণশ্লোক যথা—জীবরাশিভিরাকীর্ণ অণ্ডকোষাঙ্ঘ্রিপো মহান্।
তন্মূলত্বাদচ্যুতেজ্যা সর্বজীবাত্মতর্পণম্ ॥

২ পূর্ণশ্লোক যথা—পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃ-তির্যগৃষি-দেবতাঃ।
শেতে জীবেন রূপেণ পুরেষু পুরুষো হ্যসৌ ॥

৩ পূর্ণশ্লোক যথা—তেষ্বেব ভগবান্ রাজংস্তারতম্যেন বর্ততে।
তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেয়তে ॥

দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥ ২৯০ ॥
[ভা. ৭. ১৪. ৩৩]

মিথোঽবজ্ঞানমসম্মানংস্তস্মিন্নাত্মা বুদ্ধির্যেষাং তেষাং ভাবং দৃষ্টা ক্রিয়ায়ৈ পূজাদ্যর্থম্ অর্চা কৃতা তৎপরিচর্যামার্গদর্শনায় সা প্রকাশিতেত্যর্থঃ। এতেন তাদৃশদোষযুক্তেষ্বপি কার্যসাধকত্বাৎ শ্রীমদর্চায়া আধিক্যমেব ব্যঞ্জিতম্। 'প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্' ইত্যত্র চ অল্পবুদ্ধীনামপীত্যর্থঃ। নৃসিংহপুরাণাদৌ ব্রহ্মাম্বরীষাদীনামপি তৎপূজাশ্রবণাৎ।

ততোঽর্চায়াম্[১] ॥ ২৯১ ॥ [ভা. ৭. ১৪. ৩৪]

তত এবং প্রভাবাৎ। কেচিদিত্যধিষ্ঠানবৈশিষ্ট্যেন পূর্বতোঽপ্যুত্তম-সাধনতৎপরাঃ তৎপরা ইত্যর্থঃ। নম্ববজ্ঞাবদ্ দ্বেষেঽপি সিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাতিপ্রসঙ্গবারণেচ্ছয়া প্রস্তুতপুরুষরূপাধিষ্ঠানাদররক্ষেচ্ছয়া চ তং বারয়তি 'উপাস্তাপি'[২] ইতি।

"হে রাজন্! সেই মনুষ্যগণের মধ্যে পরস্পর অবজ্ঞাবুদ্ধি প্রকাশিত হওয়ায় কবিগণ (ক্রান্তদর্শী জ্ঞানিগণ) ত্রেতাদিযুগে অর্চনক্রিয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীহরির প্রতিমা নিরূপিত করিয়াছেন)।" ২৯০ ॥

পরস্পর 'অবজ্ঞা' অর্থাৎ অসম্মান এবং উহাতে 'আত্মা' অর্থাৎ বুদ্ধি যাহাদের—সেই ভাব দেখিয়া ক্রিয়ার নিমিত্ত অর্থাৎ পূজা প্রভৃতি ক্রিয়ার নিমিত্ত প্রতিমা নিরূপিত করিয়াছেন অর্থাৎ সেই শ্রীহরির পরিচর্যামার্গ প্রদর্শন উদ্দেশ্যে উহা (প্রতিমা) প্রকাশিত করিয়াছেন—ইহাই অর্থ। ইহা দ্বারা তাদৃশ দোষসম্পর্ক সত্ত্বেও পূজাক্রিয়াদির সাধকরূপে শ্রীভগবানের প্রতিমার আধিক্যই অভিব্যক্ত হইল। 'স্বল্পবুদ্ধি জনগণের প্রতিমাপূজা বিহিত'—এই বচনের অর্থ হইল এইরূপ :— স্বল্পবুদ্ধি জনগণেরও (উক্ত পূজা বিহিত, বিজ্ঞগণের অবশ্যই উহা বিহিত)। যেহেতু নৃসিংহপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে ব্রহ্মা ও অম্বরীষ প্রভৃতি কর্তৃকও অনুষ্ঠিত প্রতিমাপূজার বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

"অতএব কেহ কেহ প্রতিমাতে (শ্রীহরির) অর্চনা করিয়া থাকেন।" ২৯১ ॥

'অতএব' অর্থাৎ এই প্রকার (পূর্বোক্ত) প্রভাব হেতু। 'কেহ কেহ' বলিতে পূর্বোক্ত (মনুষ্য প্রভৃতি জীব) অপেক্ষা প্রতিমারূপ অধিষ্ঠানের বিশিষ্টতা থাকায় যাঁহারা উত্তম সাধনপরায়ণ—তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছে। আচ্ছা (মনুষ্য প্রভৃতি জীবপুরুষের প্রতি) যেমন অবজ্ঞা করা হয়, সেইরূপ দ্বেষ প্রকাশ করিলেও কি প্রতিমার্চনায় সিদ্ধিলাভ হয়—এই আশঙ্কা করিয়া অতিপ্রসঙ্গ যাহাতে না হয়—তদুদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত পুরুষ প্রভৃতি অধিষ্ঠানের আদররক্ষার্থ সেই দ্বেষ বারণ করা হইতেছে। এবং তদুদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে—'(প্রতিমা) উপাসিত হইলেও (পুরুষদ্বেষী জনের অভীষ্ট ফল দান করে না)।'

১ পূর্ণশ্লোক যথা—ততোঽর্চায়াং হরিং কেচিৎ সংশ্রদ্ধয়া সপর্যয়া।
উপাসত উপাস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাম্॥

২ ভা. ৭. ১৪ ৩৪ শ্লোকের তৃতীয় পাদ। ২৯১ অঙ্কে এই শ্লোকের প্রথম পাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইত্যাদি। অনেন যথাত্র মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাং জ্ঞানিপূজৈব মুখ্যা, পুরুষান্তর-পূজা তু তদভাব এব, তথা প্রেমভক্তিকামানাং প্রেমভক্তপূজা জ্ঞেয়া। ততঃ প্রেমভক্তানামপি যচ্চিত্তস্য পরমাশ্রয়রূপং তদভিব্যক্তেঃ সুতরামেবার্চায়া আধিক্যমপি। এবং তদাশ্রয়-রূপস্য বিলক্ষণপ্রকাশস্থানত্বাদেব শ্রীবিষ্ণোর্ব্যাপকত্বেঽপি শালগ্রামাদিষু নির্দ্ধারণম্। তচ্চ পুরুষবদন্তর্যামিদৃষ্ট্যাপেক্ষম্, কিন্তু স্বভাবনির্দ্দেশপরমেব। তন্নিবাসক্ষেত্রাদীনাং মহাতীর্থত্বাপাদনাদিনা কীকটাদীনামপি[১] কৃতার্থত্বকথনাৎ।

তথাচ স্কান্দে– শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্।
তত্র দানং জপো হোমঃ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥

পাদ্মে— শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ।
কীকটেঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভুবনং নরঃ॥

ইতি। তস্মাদর্চায়া আধিক্যমেব হি স্থিতম্। ৭॥ ১৫। শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্॥

এই উক্তি দ্বারা যেমন মুক্তিকামী ব্যক্তি প্রভৃতির পক্ষে জ্ঞানী ব্রাহ্মণের পূজাই মুখ্য এবং উক্ত ব্রাহ্মণের অভাব হইলে অন্য লোকের পূজা কর্ত্তব্য, সেইরূপ প্রেমভক্তিকামী ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রেমভক্ত জনের পূজাই মুখ্য বলিয়া জানিবে। অতএব প্রেমভক্ত জনের চিত্তের যাহা পরমাশ্রয়রূপ, সেই শ্রীবিষ্ণুর অভিব্যক্তি যাহাতে হয়—এমন প্রতিমার অবশ্যই গুণাধিক্য রহিয়াছে। সেই শ্রীবিষ্ণুর ব্যাপকতা সত্ত্বেও স্থলবিশেষে বিশিষ্ট প্রকাশ থাকায় শালগ্রামশিলাতেই উহা আশ্রয়স্বরূপ নির্দ্ধারিত করা হয়। এই যে নির্ধারণ, উহা পুরুষের ন্যায় অন্তর্যামিরূপে তিনি যে (শালগ্রামশিলায়) বিদ্যমান—এইরূপ দৃষ্টি লইয়া বলা হয় নাই, কিন্তু তাঁহার স্বভাব-নির্দ্দেশরূপেই বলা হইয়াছে। উক্ত শিলাখণ্ডের নিবাসক্ষেত্র প্রভৃতি যে মহাতীর্থ, উহা প্রতিপাদন করায় কীকট প্রভৃতি দেশের কৃতার্থতাই বিবৃত হইয়াছে।

তাই স্কন্দপুরাণে উক্ত হয়—

'যেস্থানে শালগ্রামশিলা সেই স্থানের যোজনত্রয় তীর্থ। সেখানে দান, জপ, হোম—সবই কোটিগুণ ফল দান করে।'

পদ্মপুরাণে উক্ত হয়—

'শালগ্রাম সমীপে, চতুর্দ্দিকে ক্রোশমাত্র দূরস্থিত কীকট দেশেও যে-ব্যক্তি মৃত হয়, সেই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠলোকে গমন করে।'

অতএব প্রতিমাপূজারই বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইল। ইতি। সপ্তম স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের বাক্য॥

[১] সকীকটাদীনাং সর্ব্বেষামপি—এই পাঠ হস্তলিখিত পুস্তকে।

টীকা চ—ইদানীমেকাদশ পূজাধিষ্ঠানান্যাহ—সূর্য ইতি। হে ভদ্র! অধিষ্ঠান-ভেদেন পূজাসাধনভেদমাহ—সূর্য ইতি ত্রিভিঃ। ত্রয্যা বিদ্যয়া সূক্তৈরুপস্থানাদিনা। অঙ্গ হে উদ্ধব! মুখ্যধিয়া প্রাণদৃষ্ট্যা। তোয়ে তোয়াদিভির্দ্রব্যৈস্তর্পণাদিনা। স্থণ্ডিলে ভুবি। মন্ত্রহৃদয়ৈ রহস্যমন্ত্রন্যাসৈঃ। সর্বাধিষ্ঠানেষু ধ্যেয়মাহ—ধিষ্ণ্যেষ্বেতেষ্বিতি। ইতি অনেন প্রকারেণ এষু ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষা।

অত্র সর্বত্র চতুর্ভুজস্যৈবানুসন্ধানে সত্যপি দ্বিধা গতিঃ। একাধিষ্ঠানপরিচর্যয়ৈবাধিষ্ঠাতুরুপাসনালক্ষণা, মন্দিরলেপনাদিনা তদধিষ্ঠাতৃপ্রতিষ্ঠায়া ইব। যথা বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা গোষ্বঙ্গ যবসাদিনেত্যাদি। যতো বন্ধুসংকারো বৈষ্ণববিষয়ক ঈশ্বরে তু প্রভুভাব উপদিশ্যতে, 'ঈশ্বরে তদধীনেষু'[1] ইত্যাদৌ, তথা গোসম্প্রদানকমেব যবসাদিভোজনদানং যুজ্যতে, ন তু শ্রীচতুর্ভুজসমপ্রদানকম্, অভক্ষ্যত্বাৎ।

টীকা—এখন একাদশ প্রকার পূজার স্থানসমূহের বর্ণনা দেওয়া হইল—সূর্য ইত্যাদি শ্লোকে। হে ভদ্র! পূজাস্থানসমূহের ভেদ বশতঃ পূজাসাধনের ভেদ বলা হইতেছে—'সূর্য' ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে। 'ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা' বলিতে বেদসূক্তের দ্বারা যে উপাসনা-পদ্ধতি—তদ্দ্বারা। 'অঙ্গ' অর্থাৎ হে উদ্ধব! 'মুখ্য বুদ্ধি দ্বারা' অর্থাৎ প্রাণদৃষ্টি দ্বারা। 'জলে' অর্থাৎ জল প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা যে (জলে) তর্পণ, উহাই। 'স্থণ্ডিলে' অর্থে ভূমিতে। 'মন্ত্রহৃদয়ের দ্বারা' বলিতে রহস্যমন্ত্রের ন্যাস দ্বারা। পূজাস্থানসমূহের ধ্যেয় কে—তাহাই বলিতেছেন—'এই সূর্যপ্রভৃতি পূজাস্থানসমূহে' (আমার বিগ্রহকে ধ্যান করিবে)। 'ইতি' অর্থাৎ এই প্রকারে, 'এই (সূর্য প্রভৃতি) পূজাস্থান-সমূহে'—এই পর্যন্ত টীকা।

এই সকল পূজাস্থানে চতুর্ভুজ দেবতার অনুসন্ধান সত্ত্বেও উহার দুই প্রকার গতি। একটী হইল—মাত্র পূজাস্থানের (অর্থাৎ আধারের) পরিচর্যা দ্বারাই অধিষ্ঠাতার উপাসনা—যেমন, মন্দির-লেপনাদি দ্বারা তাহার অধিষ্ঠাতৃ-রূপ প্রতিমার পূজা। যথা—বৈষ্ণবের প্রতি বন্ধুর ন্যায় সংকার দ্বারা, এবং গোসমূহে তৃণাদি দ্বারা পূজা ইত্যাদি। যেহেতু বন্ধুর ন্যায় সংকার বৈষ্ণববিষয়ক, ঈশ্বরে কিন্তু প্রভুভাবের উপদেশ—কারণ, 'ঈশ্বরে এবং তদধীন ভক্তে'—(ভাগবতের) এই বচনে ঐরূপ নির্দেশ আছে; সেইরূপ তৃণাদির যে ভোজনার্থ দান, উহা গো-গণের সম্প্রদানতাপক্ষেই যোগ্য, কিন্তু চতুর্ভুজ দেবতার সম্প্রদানতাপক্ষে যোগ্য নহে—কারণ, উহা তাঁহার অভোজ্য। পূর্বেই (ভাগবতে) উক্ত হইয়াছে—

[1] ভা. ১১. ২. ৪৪

ইতি। অত্র দৃষ্টান্ত উপজীব্যঃ। বৈপরীত্যে দোষশ্চ। যথা গ্রীষ্মে জলস্থ পূজা প্রশস্তা বর্ষাসু নিন্দিতা। যদুক্তং গারুড়ে—

শুচিশুক্রগতে কালে যেঽর্চয়িষ্যন্তি কেশবম্।
জলস্থং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্মুচ্যন্তে যমতাড়নাৎ॥
ঘনাগমে প্রকুর্বন্তি জলস্থং বৈ জনার্দনম্।
যে জনা নৃপতিশ্রেষ্ঠ তেষাং বৈ নরকং ধ্রুবম্॥

ইতি। এবমন্যত্রাপি পরিচর্যাবিধৌ তদ্দেশকালসুখদানি শতশো বিহিতানি। তদ্বিপরীতানি নিষিদ্ধানি চ। বিষ্ণুযামলে—'বিষ্ণোঃ সর্বর্তুচর্যা' ইতি। অত এবোক্তম্—'যদ্ যদিষ্টতমং লোকে'[1] ইত্যাদি। তত্র তত্তেষ্টমন্ত্রধ্যানস্থলং চ সর্বর্তুসুখময়মনোহররূপরসগন্ধস্পর্শশব্দময়ত্বেনৈব ধ্যাতুং বিহিতমস্তি। অন্যথা তত্তদাগ্রহস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। তস্মাদগ্ন্যাদৌ তত্তদন্তর্যামিরূপ এব ভাব্য ইতি স্থিতম্। ১১॥ ১১। শ্রীভগবান্॥

এখানে (তৃষ্ণার্তের) যে (জলের) দৃষ্টান্ত, উহা উপজীব্য বুদ্ধিতে স্বীকার্য; অন্যথা বৈপরীত্য করিলে দোষ হইবে। কারণ, গ্রীষ্মকালে জল দ্বারা পূজা প্রশস্ত বটে, কিন্তু বর্ষাকালে উহা নিন্দনীয়। যেমন, গরুড়পুরাণে উক্ত হয়—

'শুচি-শুক্রগত কালে (গ্রীষ্মকালে) যে সকল ব্যক্তি জলমধ্যে কেশবকে স্থাপিত করিয়া বিবিধ পুষ্পের দ্বারা অর্চনা করেন, তাঁহারা যমতাড়না হইতে মুক্ত হন। কিন্তু হে নৃপশ্রেষ্ঠ! মেঘাগমে (বর্ষাকালে) যাঁহারা জনার্দনকে জলমধ্যে রাখিয়া পূজা করেন, নিশ্চয় তাঁহাদের নরক প্রাপ্তি হয়।'

এই প্রকার অন্যত্রও পরিচর্যা বিধি বিষয়ে সেই সেই দেশ ও কালের হিতকর শত শত বিধান রহিয়াছে। আবার উহার বিপরীত ক্রিয়াদিও নিষিদ্ধ আছে। বিষ্ণুযামলে উক্ত হয়—'বিষ্ণুর সকল ঋতুর উপযোগী পরিচর্যা আছে'। তাই উক্ত হয়—'যাহা যাহা নিজের সর্বাপেক্ষা প্রিয় (তাহাই আমাকে নিবেদন করিবে)। অতএব সেই সেই (সূর্যাদি) ইষ্টমন্ত্রের ধ্যানস্থলগুলি সকল ঋতুর সুখময় ও মনোহর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দময় রূপেই ধ্যান করিবার নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে। অন্যথা সেই সেই বিষয়ে আগ্রহের ব্যর্থতা দেখা দেয়। যাহা হউক, অগ্নি প্রভৃতিতে তাঁহাদের অন্তর্যামিরূপই ভাবনা করা উচিত—ইহাই সিদ্ধান্ত। ইতি। একাদশ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি॥

১ ভা ১১.১১.৪০

অথ নৈবেদ্যার্পণপ্রসঙ্গে যঃ ক্রমদীপিকাদর্শিতো নিরুদ্ধনামাত্মকো মন্ত্রস্তস্য স্থানে শ্রীকৃষ্ণৈকান্তিকভক্তাস্তু তন্মূলমন্ত্রমেবেচ্ছন্তি। তথা যচ্চ তন্মুখজ্যোতিরনুগতত্বেন ধ্যাতুং বিধীয়তে, তত্তু ভোজনসময়ে তন্মুখপ্রসাদমেব মন্যন্তে। ভোজনন্তু যথা লোকসিদ্ধমেব নরলীলত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য।

অথ জপে মন্ত্রার্থস্য নানাত্বেঽপি পুরুষার্থানুকূল এবাসৌ চিন্ত্যঃ। যথা শ্রীমদষ্টাক্ষরাদাবাত্মনিবেদন-লক্ষণচতুর্থ্যাদ্যভাববতি মন্ত্রে তদনুসন্ধানেনেতি। এবমন্যেঽপি পূজাবিধয়ো যথাযথং যোজনীয়াঃ।

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধ্যর্থং সর্বাসাং ভক্তীনামেব শুদ্ধত্বাশুদ্ধত্বরূপেণ দ্বিবিধো হি ভেদঃ সম্মত ইতি। তদেতদর্চনং ফলেনাহ—

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্ ॥ ২৯৬ ॥
[ভা. ১১. ২৭. ৪৬]

উভয়ত ইহামুত্র চ। যথা—

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ॥ ২৯৭ ॥
[ভা. ১১. ২৭. ৪৯]

অনন্তর নৈবেদ্যের অর্পণ প্রসঙ্গে ক্রমদীপিকাতে যে নিরুদ্ধ-নামাত্মক মন্ত্র দেখান হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্তগণ তাহার স্থানে মূল মন্ত্রই ইচ্ছা করেন, এবং সেইরূপ যাহা তাঁহার মুখজ্যোতির অনুগতরূপে ধ্যান করিবার নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে, তাহাও ভোজনসময়ে তাঁহার মুখের প্রসাদ বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ নরলীলাময় বলিয়া তাঁহার ভোজন লোকপ্রসিদ্ধ।

অনন্তর, জপ বিষয়ে মন্ত্রার্থের নানাত্ব হইলেও পুরুষার্থের অনুকূল ভাবেই উহা চিন্তনীয়। যেমন, আত্মনিবেদন-লক্ষিত অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্রে চতুর্থী বিভক্তির অভাব থাকিলেও তাহার অনুসন্ধান দ্বারাই উহার প্রয়োগ করা হয়। এই প্রকার অন্য পূজাবিধি সকলও যথাযথ ভাবে যোজনীয়।

শুদ্ধভক্তির সিদ্ধির নিমিত্ত সকল ভক্তিরই শুদ্ধত্ব ও অশুদ্ধত্বরূপে দুই প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয়। সেই দ্বিবিধ অর্চনা ফলশ্রুতি দ্বারা বলিতেছেন—

"এই প্রকার বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগ দ্বারা অর্চনা করিয়া পুরুষ আমা হইতে উভয় লোকের অভিলষিত সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়॥" ২৯৬॥

'উভয় লোকের' অর্থে ইহলোক ও পরলোকের। যথা—

"নিরপেক্ষ ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হয় এবং যে আমাকে এইরূপে পূজা করে, সে ভক্তিযোগ লাভ করে॥" ২৯৭॥

স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি বিষ্ণোরারাধনাদিষু।
পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥

ইতি। বিষ্ণুধর্মে— দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে চ তথা মন্ত্রপদে গুরৌ।
ভক্তিরষ্টবিধা যস্য তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥
তদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াং চানুমোদনম্।
সুমনা অর্চয়েন্নিত্যং তদর্থে দম্ভবর্জনম্ ॥
তৎকথাশ্রবণে রাগস্তদর্থে চাঙ্গবিক্রিয়া।
তদনুস্মরণং নিত্যং যস্তন্নামোপজীবতি ॥
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ততে।
স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্তিমান্ স ভবেন্নরঃ ॥

ইতি। কিঞ্চ তত্ত্বসাগরে—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

ইতি। অথ 'কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুঃ' [১] ইত্যাদিনা যুগভেদে যশ্চোপাসনায়ামাবির্ভাবভেদ

সকলেরই আরাধনা করা উচিত। পতিপ্রিয়হিতে রত স্ত্রীগণেরও বিষ্ণুর আরাধনাদিতে যে অধিকার আছে, ইহা নিত্যকালের শ্রুতি।'

বিষ্ণুধর্মে উক্ত হয়—'দেবতাতে, মন্ত্রে এবং মন্ত্রপ্রদ গুরুতে যাহার অষ্টবিধ ভক্তি আছে, তাহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন। তাঁহার ভক্তজনে স্নেহ, পূজাতে অনুমোদন, সুস্থ মনে নিত্য অর্চনা এবং তদুদ্দেশ্যে গর্বত্যাগ, তাঁহার কথা শ্রবণে আসক্তি এবং তাঁহার নিমিত্ত শরীরের বিকার, নিত্য তাঁহার অনুস্মরণ এবং তাঁহার নামে জীবনধারণ—ইহাই অষ্টবিধ ভক্তি, এবং ইহা যে ম্লেচ্ছ ব্যক্তিতে বর্তমান, সেও মুনি, সত্যবাদী এবং কীর্তিমান্ নর বলিয়া গণ্য।'

তত্ত্বসাগরে উক্ত হয়—

'কাংস্য যেমন রসবিধানবশতঃ কাঞ্চনতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দীক্ষাবিধান দ্বারা মনুষ্যগণের দ্বিজত্ব লাভ হয়।'

'সত্যযুগে শুক্লবর্ণ চতুর্বাহুবিশিষ্ট (ভগবান্ অবতীর্ণ হন)'—ইত্যাদি উল্লেখ থাকায় যুগভেদে যে উপাসনাবিষয়ে আবির্ভাবের কথা বলা হইয়াছে, উহা প্রায়িক মাত্র। যেহেতু সেই (চারিযুগের)

১ ভা. ১১. ৫. ১৯

ইতি। বিত্তাশাঠ্যঞ্চোক্তমষ্টমে—

ধর্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায় চ।
পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তমিহামুত্র চ মোদতে॥ [ভা. ৮. ১৯. ২৮]

ইতি।

অথ কার্ত্তিকো যথা স্কান্দে 'একতঃ সর্বতীর্থানি' ইত্যাদিকমুক্ত্বা—

একতঃ কার্ত্তিকো বৎস সর্বদা কেশবপ্রিয়ঃ।
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পুণ্যং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য কার্ত্তিকে॥
তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্বং সত্যোক্তং তব নারদ॥

ইতি। অব্রতেন ক্ষিপেদ্ যস্তু মাসং দামোদরপ্রিয়ম্।
তির্যগ্‌যোনিমবাপ্নোতি সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ॥

ইতি।

অথৈকাদশী। তত্র তাবদস্যা অবৈষ্ণবেঽপি নিত্যত্বম্। তত্র সামান্যতঃ বিষ্ণুধর্মে—"বৈষ্ণবো বাথ সৌরো বা কুর্যাদেকাদশীব্রতম্" ইতি। সৌরপুরাণে—"বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা সৌরোঽপ্যেতৎ সমাচরেৎ" ইতি। বিশেষতশ্চ নারদপঞ্চরাত্রে দীক্ষানন্তরাবশ্যকৃত্যকথনে 'সময়াংশ্চ প্রবক্ষ্যামি'—ইত্যাদৌ

বিত্তের অশাঠ্য সম্বন্ধে অষ্টম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—

'যে-ব্যক্তি ধর্ম, যশঃ, অর্থ, কাম এবং স্বজন—এই পাঁচটির নিমিত্ত পঞ্চ প্রকারে ধন বিভাগ করিয়া কাজ করে সে ইহলোকে এবং পরলোকে সুখী হয়।'

অনন্তর, কার্ত্তিকব্রত যথা স্কন্দপুরাণে—'একদিকে সকল তীর্থ' ইত্যাদি বলিবার পর উক্ত হয়—

'সর্বদা কেশবের প্রিয় এক কার্ত্তিক মাস। হে বৎস! নারদ! এই কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যাহা কিছু পুণ্যকাজ করা হয় তৎসকলই যে অক্ষয় হয়—এই সত্যবচন তোমাকে বলিতেছি।'

'দামোদরের প্রিয় (কার্ত্তিক) মাস যে-ব্যক্তি বিনা ব্রতে যাপন করে, সে সর্বধর্ম-বহিষ্কৃত হইয়া তির্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়।'

অনন্তর, একাদশীব্রত। অবৈষ্ণবের পক্ষেও এই (একাদশী) ব্রতের নিত্যতা। সেই বিষয়ে বিষ্ণুধর্মে সাধারণভাবে উক্ত হয়—'বৈষ্ণব অথবা সৌর (সূর্যের উপাসক)—সকলেই একাদশীব্রত করিবে।' সৌরপুরাণে উক্ত হয়—'বৈষ্ণব বা শৈব বা সৌর—সকলেই এই ব্রতাচরণ করিবে।' বিশেষতঃ নারদপঞ্চরাত্রে দীক্ষার পর অবশ্যকৃত্যের কথন প্রসঙ্গে—'আচারসমূহ বর্ণনা করিব' বলিয়া বলা হইয়াছে—

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি।
জাগরং নিশি কুর্বীত বিশেষাচ্চার্চয়েদ্বিভুম্ ॥

ইতি। বিষ্ণুযামলেঽপি তৎকথনে দিগ্বিদ্ধৈকাদশীব্রতম্—

শুক্লাকৃষ্ণাবিভেদশ্চাসদ্ব্যাপারো ব্রতে তথা।
শক্তৌ ফলাদিভুক্তিশ্চ শ্রাদ্ধঞ্চৈকাদশীদিনে।
দ্বাদশ্যাঞ্চ দিবাস্বাপস্তুলস্যাবচয়স্তথা ॥

তত্র বিষ্ণোর্দিবা স্নানমপি নিষিদ্ধত্বেনোক্তম্। পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ বৈষ্ণবধর্মকথনে 'দ্বাদশীব্রতনিষ্ঠতে'তি। তথা স্কান্দে কাশীখণ্ডে সৌপর্ণদ্বারকামাহাত্ম্যে চ চন্দ্রশর্মণো ভগবদ্ধর্মপ্রতিজ্ঞা—

অদ্যপ্রভৃতি কর্তব্যং যন্ময়া কৃষ্ণ তচ্ছৃণু।
একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কর্তব্যো জাগরঃ সদা ॥
মহাভক্ত্যাত্র কর্তব্যং প্রত্যহং পূজনং তব।
পলার্ধেনাপি বিদ্ধস্তু মোক্তব্যং বাসরং তব ॥
ত্বৎপ্রীত্যাষ্টৌ ময়া কার্যা দ্বাদশ্যাং ব্রতসংযুতাঃ ॥

ইত্যাদিকাঃ। অত্র উক্তমাগ্নেয়ে—"একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং তদ্ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ" ইতি।

'উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবে না ও রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং বিশেষভাবে বিভুর অর্চনা করিবে।'

বিষ্ণুযামল গ্রন্থেও আচার কথন প্রসঙ্গে দিগ্বিদ্ধা (অর্থাৎ দশমীবিদ্ধা) একাদশীর ব্রত বলা হইয়াছে—

'শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের ভেদ, ব্রতে অসদাচরণ, সামর্থ্যসত্ত্বে ফলাদি ভোজন, এবং একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ, দ্বাদশীতে দিবা নিদ্রা এবং তুলসী চয়ন—এইগুলি নিষিদ্ধ।'

এবং ঐ দ্বাদশী দিনে বিষ্ণুর দিবাস্নানও নিষিদ্ধরূপে উক্ত। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বৈষ্ণবধর্ম কথনপ্রসঙ্গে 'দ্বাদশীব্রতনিষ্ঠতা' বলা হইয়াছে এবং স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে এবং সৌপর্ণদ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্মার ভগবদ্ধর্ম বিষয়ে প্রতিজ্ঞা যথা—

'হে কৃষ্ণ! আজ হইতে আমার যাহা কর্তব্য তাহা শ্রবণ করুন। একাদশীতে আমি ভোজন করিব না, সর্বদা জাগরণ করিব, মহাভক্তির সহিত প্রত্যহ এইখানে আপনার পূজা করিব। পলার্ধ মাত্রেও যদি আপনার একাদশীর দিনটি বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহা বর্জন করিব এবং দ্বাদশীতে আপনার প্রীতিবিধায়ক অষ্টবিধ ব্রত পালন করিব।'

তাই অগ্নিপুরাণে উক্ত হয়—'একাদশীতে ভোজন করা উচিত নহে, উহা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবব্রত'।

গৌতমীয়ে— বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ।
বিষ্ণ্বর্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি। মৎস্যভবিষ্যপুরাণয়োঃ—

একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুংক্তে দ্বাদশীদিনে।
শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা তদ্ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ ॥

ইতি। স্কান্দে— মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা।
একাদশ্যাস্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকচ্যুতো ভবেৎ ॥

ইতি। অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্নপরিত্যাগ এব, তেষামন্য-ভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ। যথোক্তং নারদপঞ্চরাত্রে—

প্রসাদান্নং সদা গ্রাহ্যমেকাদশ্যাং ন নারদ।
রমাদিসর্বভক্তানামিতরেষাঞ্চ কা কথা ॥ [১]

ইতি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

গৌতমীয়ে উক্ত হয়—'বৈষ্ণব যদি প্রমাদবশতঃ একাদশীতে ভোজন করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিষ্ণুর অর্চন বৃথা এবং তিনি ঘোর নরক প্রাপ্ত হন।'

মৎস্য এবং ভবিষ্যপুরাণের বচন:—'একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া দ্বাদশীতে যে ব্যক্তি ভোজন করে, শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষই হউক, উহা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবব্রত।'

স্কন্দপুরাণে উক্ত হয়—'যে-ব্যক্তি একাদশীতে ভোজন করে, সে মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, ভ্রাতৃহন্তা ও গুরুহন্তা হইয়া থাকে এবং সে বিষ্ণুলোক হইতে চ্যুত হয়।'

এখানে বৈষ্ণবগণের পক্ষে আহারপরিত্যাগ বলায় মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগই বুঝিতে হইবে। কারণ, তাঁহাদের পক্ষে (প্রসাদ ভিন্ন) অন্য জিনিষের ভোজন নিত্যই নিষিদ্ধ। যেমন নারদ-পঞ্চরাত্রে উক্ত হয়—

'হে নারদ! প্রসাদান্ন সর্বদা গ্রহণীয়, কিন্তু লক্ষ্মী প্রভৃতি সকল ভক্তগণও একাদশীতে প্রসাদান্ন গ্রহণ করেন না, অন্য লোকের কথা আর কি বলিব?'

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হয়—

১ 'যথোক্তং নারদপঞ্চরাত্রে' হইতে 'কা কথা' পর্যন্ত পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে দৃষ্ট হয় না।

ইতি। এবং শ্রীরামনবমীবৈশাখব্রতাদয়শ্চাত্র জ্ঞেয়াঃ। এতৎসর্বমপি সদাচার-কথনদ্বারা বিধত্তে—

গাং পর্যটন্[1] ইত্যাদৌ ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি ॥ ২৯৯ ॥

[ভা. ৩. ১. ১৮]

ইতি। ব্রতানি একাদশ্যাদীনীতি। বিদুর ইতি প্রকরণলব্ধম্।·৩॥১। শ্রীশুকঃ॥

[অর্চনাপরাধা ভগবৎপ্রসাদনেন খণ্ডনীয়াঃ]

এবং তাদৃশব্রতেষ্বপি তত্তদুপাসকানাং স্বস্বেষ্টদৈবতব্রতং সুষ্ঠ্বৈব বিধেয়মিত্যাগতম্। তথাস্মিন্ পাদসেবার্চনমার্গে "যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে" ইত্যাদিনাগমোক্তা যে দ্বাত্রিংশদপরাধাস্তথা 'রাজান্নভক্ষণং চৈবম্' ইত্যাদিনা বারাহোক্তা যে চ তৎসংখ্যাকাস্তথা "মম শাস্ত্রং বহিষ্কৃত্য অস্মাকং যঃ প্রপদ্যতে" ইত্যাদিনা তদুক্তা যে চান্যে বহবস্তে সর্বে—

এইপ্রকার শ্রীরামনবমী ও বৈশাখব্রতাদি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। এই সকল বিষয় সদাচার-কথা-প্রসঙ্গে বিহিত হইয়াছে—

"পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে" ইত্যাদি স্থলে (ভাগবতে) উক্ত হয়—"তিনি হরি-তোষণার্থ ব্রতসমূহের আচরণ করিয়াছিলেন।" ২৯৯ ॥

'ব্রতসমূহ' অর্থে একাদশ্যাদি ব্রতসমূহ। বিদুর (এই আচরণ করিয়াছিলেন—ইহা) প্রকরণ হইতে পাওয়া যাইতেছে। ইতি। তৃতীয় স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥

[অর্চনাপরাধসমূহ শ্রীভগবৎপ্রসাদনের দ্বারা খণ্ডনীয়]

এই প্রকার তাদৃশ ব্রতাদি মধ্যে তত্তদ্দেবতার উপাসকগণের পক্ষে নিজ নিজ অভীষ্ট দেবতার ব্রতাদি পালন সম্যক্ কর্তব্য—ইহাই প্রতিপাদিত হইল। তাই এই পাদসেবারূপ অর্চনমার্গে—'যান দ্বারা বা পাদুকা দ্বারা শ্রীভগবদ্গৃহে গমন'—ইত্যাদি আগমশাস্ত্রে উক্ত যে বত্রিশ প্রকার অপরাধ, এবং 'সেইরূপ রাজান্নভক্ষণ' ইত্যাদি বরাহপুরাণের বচনে উক্ত যে তৎসংখ্যক অপরাধসমূহ এবং 'আমার শাস্ত্রে অনাদর করিয়া যে আমাতে প্রপন্ন হয়'—ইত্যাদি বাক্যে উক্ত যে অন্য বহুবিধ অপরাধ, সেই সকল—

[1] ভা. ৩. ১. ১৮

মমার্চনাপরাধা যে কীর্ত্যন্তে বসুধে ময়া।
বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥

ইতি—বারাহানুসারেণ, পরিত্যাজ্যা ইত্যাশয়েনাহ—

শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্যপি।
ভূর্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥ ৩০০॥

[ভা. ১১. ২৭. ১৭]

শ্রদ্ধাভক্তিশব্দাভ্যামত্রাদর এব বিধীয়তে। অপরাধাস্তু সর্বেঽনাদরাত্মকা এব, প্রভুত্বাবমানতশ্চ আজ্ঞাবমানতশ্চ[১]। তস্মাদপরাধনিদানমত্রানাদর এব পরিত্যাজ্য ইত্যর্থঃ। ১১॥ ২৭। শ্রীভগবান্॥

মহতামনাদরস্তু সর্বনাশক ইত্যাহ—

ন ভজতি কুমনীষিণাং য ইজ্যাং হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্মণাং মদৈর্যে বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু॥ ৩০১॥

[ভা. ৪. ৩১. ১৮]

'হে বসুধে! আমার অর্চনে যে সকল অপরাধ কীর্তিত হইয়াছে, বৈষ্ণব জন কর্তৃক যত্ন সহকারে সেই সকল বর্জনীয়'—

—এই বরাহপুরাণের বচন অনুসারে বর্জনীয়। তাই বলিতেছেন—

"আমার ভক্ত-কর্তৃক শ্রদ্ধাসহকারে উপহৃত মাত্র জলও আমার সমধিক প্রিয়। কিন্তু অভক্ত কর্তৃক (অশ্রদ্ধায়) উপহৃত ভূরি দ্রব্যও আমার সন্তোষের নিমিত্ত হয় না।" ৩০০।

শ্রদ্ধা ও ভক্তি শব্দ দ্বারা এখানে আদরই বিহিত হইল। সকল অপরাধই অনাদরাত্মক, কারণ, উহা দ্বারা প্রভুত্বের অবমাননা এবং আজ্ঞার অবমাননা করা হয়। অতএব অপরাধের কারণ বলিয়াই অনাদর পরিত্যাজ্য—ইহাই অর্থ। ইতি। একাদশ স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি।

মহদ্ব্যক্তিগণের প্রতি অনাদর সর্বনাশকর। তাই উক্ত হয়—

"নির্ধন এবং আত্মা অর্থাৎ শ্রীভগবানই যাহাদের ধন—এমন ব্যক্তিগণ যাঁহার প্রিয় সেই রসজ্ঞ শ্রীহরি কুৎসিতমতি জনগণের পূজা গ্রহণ করেন না। কারণ, তাহারা শাস্ত্র, ধন, কুল ও কর্মের মদমত্ততায় অকিঞ্চন সাধুগণের প্রতি পাপ করিয়া থাকে।" ৩০১।

১ আজ্ঞাবমানতশ্চ—এই পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে দৃষ্ট হয় না।

সহস্রনামমাহাত্ম্যং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি।
অপরাধসহস্রেণ ন স লিপ্যেৎ কদাচন॥

ইতি। তত্রৈব রেবাখণ্ডে—

দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ পঠেত্তুলসীস্তবম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥

ইতি। তত্রৈবান্যত্র—

তুলস্যা রোপণং কার্যং শ্রবণেন বিশেষতঃ।
অপরাধসহস্রাণি ক্ষমতে পুরুষোত্তমঃ॥

ইতি। তত্রৈবান্যত্র কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—

তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রামশিলার্চনম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥

ইতি। অন্যত্র— যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ।
অপরাধসহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ॥

'যে ব্যক্তি সহস্র নাম-মাহাত্ম্য পাঠ করেন এবং উহা শ্রবণ করেন, তিনি সহস্র অপরাধেও কখন লিপ্ত হন না।'

ঐ পুরাণের রেবাখণ্ডে উক্ত হয়—

'যে ব্যক্তি দ্বাদশীতে বিষ্ণুর উদ্দেশে জাগরণব্রতে তুলসীস্তব পাঠ করেন, তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ কেশব ক্ষমা করেন।'

সেই গ্রন্থে অন্যত্র উক্ত হয়—

'বিশেষতঃ শ্রাবণ মাসে তুলসীরোপণ কর্তব্য। পুরুষোত্তম উহাতে সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন।'

সেই গ্রন্থের অন্যত্র কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে উক্ত হয়—

'যে ব্যক্তি তুলসী দ্বারা শালগ্রাম শিলার অর্চন করেন, তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ কেশব ক্ষমা করেন।'

অন্যত্র উক্ত হয়—'কৃষ্ণশস্ত্রের চিহ্ন ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রীহরির পূজা করেন, কেশব তাঁহার সহস্র অপরাধ নিত্য হরণ করেন।'

ইতি। আদিবারাহে—

সংবৎসরস্ত মধ্যে তু তীর্থে শৌকরকে মম।
কৃতোপবাসঃ স্নানেন গঙ্গায়াং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥
মথুরায়াং তথাপ্যেবং সাপরাধঃ শুচির্ভবেৎ।
অনয়োস্তীর্থয়োরেকং যঃ সেবেৎ সুকৃতী নরঃ॥
সহস্রজন্মজনিতানপরাধান্ জহাতি সঃ॥

ইতি। শৌকরকে শূকরক্ষেত্রাখ্যে। মহদপরাধস্তু চাটুকারাদিনা বা তৎপ্রীত্যর্থকৃতেন নিরন্তরদীর্ঘকালীনভগবন্নামকীর্ত্তনেন বা তং প্রসাদ্য ক্ষমাপনীয় ইত্যবোচামৈব। তৎপ্রসাদং বিনা তদসিদ্ধেঃ। অত এবোক্তং শ্রীশিবং দক্ষেণ—

যোঽসৌ ময়াবিদিততত্ত্বদৃশা সভায়াং ক্ষিপ্তো দুরুক্তিবিশিখৈর্বিগণয্য তন্মাম্।
অর্বাক্পতন্তমর্হত্তমনিন্দয়াপাদ্দৃষ্ট্যার্দ্রয়া স ভগবান্ স্বকৃতেন তুষ্যেৎ॥
[ভা. ৪. ৭. ১২]

ইতি। এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ম্।

আদিবরাহ পুরাণে উক্ত হয়—

'সংবৎসর মধ্যে শৌকরক নামক আমার তীর্থস্থলে উপবাস করিয়া গঙ্গায় স্নান করিলে লোকে শুদ্ধি লাভ করে। মথুরাতেও এই প্রকারে অপরাধযুক্ত ব্যক্তিও পবিত্র হয়। যে সুকৃতী ব্যক্তি এই দুই তীর্থের মধ্যে যে কোন একটী তীর্থের সেবা করেন, তাঁহার সহস্রজন্মজনিত অপরাধসমূহ তিনি পরিত্যাগ করেন।'

'শৌকরক' অর্থে শূকর ক্ষেত্রাখ্য স্থান। চাটুকারাদি দ্বারা বা তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত কৃত নিরন্তর দীর্ঘকালীন ভগবানের নামকীর্তন দ্বারা তাঁহার প্রসাদনপূর্বক মহাপরাধ ক্ষমাযোগ্য করাইয়া লইতে হয়—ইহাই আমরা বলিতেছি। যেহেতু তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত উহার অসিদ্ধি। অতএব শ্রীশিবের প্রতি দক্ষের উক্তি—

'তত্ত্বজ্ঞানহীন দৃষ্টিতে আমি সভায় আপনার প্রতি দুর্বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়াছি। আপনি আমার নিমিত্ত তাহা বিস্মৃত হইলেন। পূজ্যতম জনের নিন্দায় আমার যে অধঃপতন হইতেছিল, আপনি তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করিলেন। আপনার সেই কৃপাদৃষ্টির প্রত্যুপকার কি করিব! আপনার কার্য দ্বারাই আপনি সন্তুষ্ট থাকুন।'

এই প্রকার অন্যত্রও বুঝিতে হইবে।

যস্মাদ্ "গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুম্" [১] ইত্যাদিনা তাদৃশত্বমুচ্যতে তৎ তস্মাৎ। নমো নমস্কারম্। মুক্তিপদে নবমপদার্থস্য মুক্তেরপ্যাশ্রয়ে পরিপূর্ণদশমপদার্থে। যদ্বা মুক্তিরিহ পঞ্চমস্কন্ধগদ্যানুসারেণ প্রেমৈব তৎপদে তদ্বিষয়ে পরিপূর্ণভগবল্লক্ষণে ত্বয়ি দায়ভাগ্ ভবতি, ভ্রাতৃবণ্টন ইব ত্বং তস্য দায়ত্বেন বর্তস ইত্যর্থঃ। মুক্তিমাত্রন্তু সকৃন্নমস্কারেণৈবাসন্নং স্যাৎ। যথা বিষ্ণুধর্মে—

দুর্গসংসারকান্তারমপারমভিধাবতাম্।
একঃ কৃষ্ণে নমস্কারো মুক্তিতীরস্য দৈশিকঃ॥

ইতি। 'তত্তে' ইত্যত্র সুসমীক্ষমাণঃ প্রতীক্ষমাণ ইতি টীকা। যদ্বা প্রতিক্ষণং নিরুপাধিকৃপয়ৈব প্রভুণা তথা তথা ক্রিয়মাণামনুকম্পাং সুষ্ঠুরূপামীক্ষমাণস্তত্রানন্দীভবন্ তাং সম্যক্ পশ্যন্ বিভাবয়ন্ তথা হৃদা যদ্বা বাচা যদ্বা বপুষা নমো বিদধজ্জন ইত্যাদিব্যাখ্যা জ্ঞেয়া। নমস্কারেঽপ্যপরাধাশ্চৈতে পরিহর্তব্যাঃ বিষ্ণুস্মৃত্যাদিদৃষ্টাঃ, যে

যেহেতু 'গুণাধিষ্ঠাতা তোমার গুণসমূহের পরিমাপ করিতে (কেহই প্যারে না)'—ইত্যাদি দ্বারা তিনি যে সেইরূপ (অর্থাৎ অপরিমেয়-গুণস্বভাব)—এই প্রকার বলা হইল, 'সেই হেতু'। 'নমঃ' শব্দে নমস্কার। 'মুক্তিপদে' অর্থাৎ নবম পদার্থ যে-মুক্তি—তাহারও আশ্রয়স্বরূপ পরিপূর্ণ যে দশম পদার্থ, তাহাতে (দায়াধিকারী)। অথবা 'মুক্তি' শব্দ এখানে পঞ্চম স্কন্ধস্থ গদ্যানুসারে প্রেমই বুঝিতে হইবে—তাহার পদস্বরূপ অর্থাৎ তদ্বিষয়ক পরিপূর্ণ ভগবল্লক্ষণ যে তুমি—তাহাতে দায়ভাগী হন, অর্থাৎ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বণ্টনের ন্যায় তুমি তাহার দায় (পৈতৃক ধন) রূপে বিদ্যমান থাক—ইহাই অর্থ। মাত্র মুক্তি একবার নমস্কার দ্বারাই আসন্ন হয়। যেমন বিষ্ণুধর্মে উক্ত হয়—

'দুর্গম সংসাররূপ অপার বনমধ্যে প্রধাবিত মনুষ্যগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণপদে একবার মাত্র নমস্কার মুক্তিতীরের নির্দেশক।'

'সেই হেতু' (তোমার কৃপার নিমিত্ত) সমীক্ষমাণ অর্থাৎ প্রতীক্ষমাণ—ইহাই টীকার অর্থ। অথবা এইরূপ ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে যে, অহেতুক কৃপাবশে প্রভু-কর্তৃক প্রতিক্ষণে আচরিত সেই সেই অনুগ্রহ নিরীক্ষণ করিয়া উহাতে আনন্দিত হইয়া এবং উহারই সম্যক্ দর্শন বা ভাবনা করিয়া হৃদয়, বাক্য বা শরীরের দ্বারা নমস্কার বিধানপূর্বক (সেই ব্যক্তি মুক্তিপদের ভাগী হন)। বিষ্ণুস্মৃতি প্রভৃতি অনুসারে নমস্কারেও এই সকল অপরাধ সর্বতোভাবে বর্জনীয়—

১ ভা. ১০. ১৪. ৭

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥ ৩০৪ ॥

[ভা. ১১. ৬. ৩১]

ইতি তত্র তত্র চ কার্যদ্বারৈব নির্দিষ্টম্। উদাহরণন্তু—'স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ' [১] ইত্যাদৌ, "কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া" [২] ভোগেচ্ছয়া 'তং চকার' ইতি বাসনান্তর-ব্যবচ্ছেদঃ। ৯ ॥ ৪। শ্রীশুকঃ ॥

তদেতদ্দাস্যসম্বন্ধেনৈব সর্বমপি ভজনং মহত্তরং ভবতীত্যাহ—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ৩০৫ ॥

[ভা. ৯. ৫. ১১]

যস্য ভগবতো নামশ্রবণমাত্রেণ যথাকথঞ্চিচ্ছ্রবণেন কিং পুনঃ সম্যক্ তত্তদ্ভজনেনেত্যর্থঃ। তর্হি দাসোঽস্মীত্যভিমানেন সম্যগেব ভজতাং সর্বত্র সাধনে সাধ্যে চ কিমবশিষ্যতে। তদধিকমন্যৎ কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ। ৯ ॥ ৫। দুর্বাসা শ্রীমদম্বরীষম্ ॥

"তোমার উপযুক্ত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা তোমার মায়া জয় করিতে সমর্থ হইব।" ৩০৪ ॥

এখানে তত্তৎ কার্য দ্বারাই দাস্য নির্দিষ্ট। উদাহরণ যেমন—'সেই (অম্বরীষ রাজা) শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে মন (সমর্পণ করিয়াছিলেন)' ইত্যাদিস্থলে 'সেই রাজার কামনা দাস্যে ছিল, কিন্তু বিষয়বাসনাতে অর্থাৎ ভোগেচ্ছায় ছিল না'—এই বচনে অন্য বাসনার নিষেধই করা হইয়াছে। ইতি। নবম স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে শ্রীশুকের উক্তি ॥

এই দাস্য সম্বন্ধেই ভজনসমূহ যে মহত্তর হয়—তাহাই বলিতেছেন, যথা—

"যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র লোকে নির্মলতা প্রাপ্ত হয়, তীর্থস্বরূপ সেই শ্রীচরণের সম্যক্ ভজনকারী দাসগণের কিই বা আর অবশিষ্ট থাকে?" ৩০৫ ।

যাঁহার অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম শ্রবণমাত্র অর্থাৎ যে কোন প্রকার শ্রবণমাত্রই (লোক পবিত্র হয়), তখন সম্যক্‌ভাবে তাহার ভজনে যে হইবে—তাহাতে আর কি বলিবার আছে? অতএব 'আমি দাস' এই অভিমানে সম্যক্‌ভাবে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহাদের সকল সাধন ও সাধ্য বিষয়ে আর কি অবশিষ্ট থাকে? অতএব ইহার উপরে আর অন্য কিছু নাই—ইহাই অর্থ। ইতি। নবম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে অম্বরীষ রাজার প্রতি দুর্বাসার উক্তি ॥

১ ভা. ৯. ৪. ১৮, পূর্বশ্লোক ৩০৯ অঙ্কে দ্র°।　　২ ভা. ৯. ৪. ১৭

[সখ্যম্]

অথ সখ্যম্। তচ্চ হিতাশংসনময়ং বন্ধুভাবলক্ষণম্। 'যন্মিত্রং পরমানন্দম্'[1] ইত্যত্র তথৈব মিত্রপদন্যাসাৎ। যথা রামার্চনচন্দ্রিকায়াম্—

পরিচর্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদাদিষু শেরতে।
মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্তুঞ্চ বন্ধুবৎ॥

ইতি। অস্য চোত্তরত্র পাঠঃ প্রেমবিশ্রম্ভবদ্ভাবনাময়ত্বেন দাস্যাদপ্যুত্তমত্বাপেক্ষয়া। কিঞ্চ পরমেশ্বরেঽপি যৎ সখ্যং শাস্ত্রে বিধীয়তে তন্নাশ্চর্যম্। 'ন দেবো দেবমর্চয়েৎ' ইতি তদ্ভাবস্যাপি বিধানশ্রবণাৎ। কিন্তু তদ্ভাবস্তৎসেবাবিরুদ্ধ ইতি শুদ্ধভক্তৈরুপেক্ষ্যতে। সখ্যন্তু পরমসেবানুকূলমিত্যুপাদীয়ত ইতি। তদেতৎ সাক্ষাদ্ভজনাত্মকং দাস্যং সখ্যঞ্চ টীকায়ামপি দর্শিতমস্তি "তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রীদাস্যং পুনর্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ"[2] ইত্যত্র শ্রীদামবিপ্রবাক্যে। যথা—শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তবাৎসল্যং দৃষ্ট্বা তদ্ভক্তিং প্রার্থয়তে তস্যেতি। সৌহৃদং প্রেম চ সখ্যং হিতাশংসনঞ্চ মৈত্রী উপকারিত্বঞ্চ দাস্যং সেবকত্বঞ্চ,

[সখ্য]

অনন্তর সখ্য বিষয়ে বলা হইতেছে। উহা হিতকথনরূপ বন্ধুভাবলক্ষণযুক্ত। 'পরমানন্দরূপী (পূর্ণব্রহ্ম) মিত্র'—এই বাক্যে মিত্রপদ প্রয়োগ করায় ঐরূপই বুঝিতে হইবে। রামার্চনচন্দ্রিকায় যেমন উক্ত হয়—

'পরিচর্যাপরায়ণ কোন কোন লোক শ্রীভগবান্‌কে দেখিতে এবং তাঁহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতে তাঁহার মন্দিরাদিতে শয়ন করেন।'

ইহার শেষে বন্ধু শব্দের উল্লেখ থাকায় প্রেমবিশ্বাসরূপ ভাবের প্রাচুর্যবশতঃ দাস্য অপেক্ষা ইহাতে উত্তমতাই প্রকাশ পাইয়াছে। অপিচ, শাস্ত্রে যে পরমেশ্বরের প্রতি সখ্যের বিধান হইয়াছে উহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। যেহেতু 'দেব না হইয়া দেবতাকে অর্চনা করিবে না'—ইহাদ্বারা সেই সমভাবেরই বিধান আছে। তাঁহার সেই (একাত্ম) ভাব তাঁহার সেবার বিরোধী বলিয়া শুদ্ধ ভক্তগণ উহার উপেক্ষা করেন। কিন্তু সখ্যভাব সেবার পরম অনুকূল বলিয়া গৃহীত হয়। এই সাক্ষাদ্ভজনাত্মক দাস্য ও সখ্য (শ্রীধরস্বামি-পাদের) টীকাতেও 'সেই শ্রীভগবানেরই প্রতি সৌহার্দ, সখ্য, মিত্রভাব ও দাস্য আমার জন্মে জন্মে হউক'—এই শ্রীদামবিপ্রের বাক্যে দর্শিত হইয়াছে, যথা—শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি যাহাতে ভক্তি হয়—তাহাই প্রার্থনা করিবার জন্য শ্রীদামবিপ্র এরূপ বলিয়াছেন :—সৌহার্দ অর্থাৎ প্রেম, সখ্য অর্থাৎ হিতকথন, মিত্রতা অর্থাৎ উপকারিতা, দাস্য অর্থাৎ

---

১ ভা. ১০. ১৪. ৩০ ২ ভা. ১০. ৮১. ২৯

হিতাশংসী যস্তস্য হরেঃ। তস্মাদারোপিতানাং নশ্বরাণাং বিষয়াণাং জায়াপত্যাদীনামুপার্জনৈঃ কিমিতি। ৭ ॥ ৭। শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুরবালকান্ ॥

তদ্ যথা—

মযি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ ৩০৭ ॥

[ভা. ৯. ৪. ৩৮]

অত্র দৃষ্টান্তেনাংশতঃ সখ্যাত্মিকা ভক্তির্লক্ষ্যতে। ৯ ॥ ৪। শ্রীবৈকুণ্ঠো দুর্বাসসম্ ॥

এবঞ্চ—

শান্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্বভূতানুরঞ্জনাঃ।
যান্ত্যঞ্জসাচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধবাঃ ॥ ৩০৮ ॥

[ভা. ৪. ১২. ৩৬.]

অচ্যুত এব প্রিয়বান্ধবো যেষাম্। অচ্যুতস্য পদং তৎসনাথং লোকম্। অচ্যুতশব্দাবৃত্ত্যা ফলস্য কেনাপ্যংশেন ব্যভিচারিত্বং নেতি দর্শ্যতে। ৪ ॥ ১২। শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥

হিত উপদেশ করেন, সেই শ্রীহরির (সেবায় অতিপ্রয়াস কি আছে)? অতএব আরোপিত স্ত্রীপুত্রাদি নশ্বর বিষয়সমূহের উপার্জনের কি প্রয়োজন? ইতি সপ্তম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে অসুরবালকদিগের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি ॥

সেই সখ্য যথা—

"(শ্রীভগবান্ বলেন) সৎপতিকে যেরূপ সৎস্ত্রীগণ বশীভূত করেন, সেইরূপ আমাতে বদ্ধহৃদয় সাধুগণ ভক্তির দ্বারা আমাকে বশীভূত করেন।" ৩০৭ ॥

এই স্থলে সৎস্ত্রীর আংশিক দৃষ্টান্তে সখ্যাত্মিকা ভক্তিকে লক্ষিত করা হইল। ইতি। নবম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে দুর্বাসার প্রতি শ্রীবৈকুণ্ঠের উক্তি ॥

আরও এই প্রকার (উক্ত হয়)—

"যাঁহারা শান্ত ও সমদর্শী, শুদ্ধ ও সর্বভূতে অনুরাগী এবং অচ্যুতকেই প্রিয় বান্ধব বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা অনায়াসে অচ্যুতপদ লাভ করেন।" ৩০৮ ॥

'অচ্যুতই প্রিয় বান্ধব যাঁহাদের।' 'অচ্যুতে পদ' বলিতে অচ্যুত যে লোকের প্রভু এমন ধাম। 'অচ্যুত' পদের পুনরুল্লেখ থাকায় কোন প্রকারেই ফল লাভের যে ব্যভিচার সম্ভাবনা নাই তাহাই দেখান হইল। ইতি। চতুর্থ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি ॥

ইতি। কেচিচ্ছুদ্ধক্ষেত্রজ্ঞার্পণমেব। যথা শ্রীমদালকমন্দারস্তোত্রে—

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা গুণতো যানি যথা তথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়োরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ॥

ইতি। কেচিচ্চ দক্ষিণহস্তাদিকমপ্যর্পয়ন্তস্তেন তৎকর্মমাত্রং কুর্বতে ন তু দেহাদিকর্মেত্যাত্মপি দৃশ্যতে। তদেতৎ সর্বাত্মকং সকার্যমাত্মনিবেদনং যথা—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥ ৩০৯॥

[ভা. ৯. ৪. ১৫-১৭]

কেহ কেহ শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ (যে জীব) তাহার অর্পণকে (আত্মার্পণ বলে)। যেমন, আলকমন্দার স্তোত্রে উক্ত হয়—

'শরীরাদিতে আমি যে-কেহ হই বা গুণনিবন্ধন যাহাই হই না কেন, সেই আমি আজই আমাকে আপনার পাদপদ্মযুগলে সমর্পণ করিলাম।'

কেহ কেহ দক্ষিণহস্তাদি (তাঁহাতে) সমর্পণ করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহারই কর্মমাত্র করেন, কিন্তু দেহাদি কর্ম করেন না—ইহাও দেখা যায়। তাই সর্বাত্মক কার্যসমেত আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত, যথা—

"সেই (অম্বরীষ রাজা) শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে মন, বৈকুণ্ঠনাথের গুণানুবর্ণনে বাক্যাবলী, শ্রীহরির মন্দির মার্জনাদিতে হস্তদ্বয়, অচ্যুতের সৎকথায় কর্ণ, শ্রীমুকুন্দের চিহ্নাঙ্কিত আলয়প্রভৃতির দর্শনে চক্ষুর্দ্বয়, ভগবদ্ভৃত্যজনের গাত্রস্পর্শে অঙ্গত্বক্, শ্রীভগবানের চরণকমলসম্পৃক্ত তুলসীর সৌরভে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, শ্রীভগবানে সমর্পিত প্রসাদের আস্বাদনে রসনা, শ্রীহরির ধামে গমন করিবার জন্য পদদ্বয়, হৃষীকেশের চরণবন্দনায় শিরোদেশ, এবং তাঁহার দাস্যের নিমিত্ত কামনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কামবাসনায় তিনি এসকল সমর্পণ করেন নাই, কিন্তু যাহাতে—তমোগুণের অতীত শ্রীভগবানের আপনার জন যে-রতিকে আশ্রয় করেন,—সেই রতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এরূপ করিয়াছিলেন।" ৩০৯॥

ইত্যাদিনা শ্রীভগবন্মতেঽপি। তদেতদাত্মনিবেদনং ভাবং বিনা ভাববৈশিষ্ট্যেন চ দৃশ্যতে। পূর্বং যথা 'মর্ত্যো যদা' ইত্যাদি। উত্তরং যথৈকাদশ এব 'দাস্যেনাত্মনিবেদনম্'[1] ইতি, যথা চ রুক্মিণীবাক্যে 'মাত্মার্পিতশ্চ ভবতঃ'[2] ইতি। ৯॥৪। শ্রীশুকঃ॥

তদেবং বৈধী ভক্তির্দর্শিতা। অস্যাশ্চোক্তানামন্যানামনুক্তানাঞ্চ কুত্রচিৎ কস্যাপ্যঙ্গস্যান্যত্র তু তদিতরস্য যন্মহিমাধিক্যং বর্ণ্যতে, তত্তচ্ছ্রদ্ধাভেদেন তত্তৎ-প্রভাবোল্লাসাপেক্ষয়েতি ন পরস্পরবিরুদ্ধত্বম্। অধিকারিভেদেন হ্যৌষধাদীনামপি তাদৃশত্বং দৃশ্যতে।

[রাগানুগা ভক্তিঃ]

অথ রাগানুগা। তত্র বিষয়িণঃ স্বাভাবিকো বিষয়সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ। যথা চক্ষুরাদীনাং সৌন্দর্যাদৌ। তাদৃশ এবাত্র ভক্তস্য শ্রীভগবত্যপি রাগ ইত্যুচ্যতে। স রাগো বিশেষণভেদেন বহুধা দৃশ্যতে "যেষামহং প্রিয় আত্মা

(তখন সে অমৃতত্ব লাভে আমার সমান ঐশ্বর্য লাভ করে)'। এই আত্মনিবেদন ভাব ব্যতীত অথবা বিশিষ্ট ভাবের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। প্রথমটি যথা—'মানুষ যখন (কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আত্মনিবেদন করে)' ইত্যাদি বাক্যে। দ্বিতীয়টি যথা—'দাস্যভাবে (আমাতে) আত্মনিবেদন' একাদশ স্কন্ধে এই (শ্রীভগবানের) বাক্যে, এবং রুক্মিণীর বাক্যে যথা—'আমি আপনাতে আমার আত্মা সমর্পণ করিয়াছি।' ইতি। নবম স্কন্ধে চতুর্থ-অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি॥

বৈধী ভক্তি এইরূপে দেখান হইল। এই (বৈধী) ভক্তির কথিত অঙ্গসমূহের এবং অকথিত অঙ্গসমূহের মধ্যে কোথাও কোন অঙ্গের, আবার অন্যত্র অন্য অঙ্গের যে অধিক মাহাত্ম্য বলা হয়—বুঝিতে হইবে সেই সেই শ্রদ্ধাভেদে সেই সেই অঙ্গগুলির প্রভাব বিষয়ে অধিকতর উল্লাস অবলম্বনে ঐ প্রকার বলা হয়, এবং এই কারণে উহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধসম্ভাবনা নাই। অধিকারিভেদে ঔষধাদিরও তাদৃশতা দেখা যায়।

[রাগানুগা ভক্তি]

অনন্তর রাগানুগা ভক্তি (বলা হইতেছে)। বিষয়ী ব্যক্তির বিষয়াদির সংসর্গ লাভের জন্য স্বাভাবিক ইচ্ছার আতিশয্যরূপ যে প্রীতি তাহাকেই রাগ বলে। যেমন চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতির

[1] ভা. ১১. ১১. ৩৪ [2] ভা. ১০ ৫২. ৩৯

তদেবং তত্তদভিমানলক্ষণভাববিশেষেণ স্বাভাবিকরাগস্য বৈশিষ্ট্যে সতি তত্তদ্রাগপ্রযুক্তা শ্রবণকীর্তনস্মরণ-পাদসেবন-বন্দনাত্মনিবেদনপ্রায়া ভক্তিস্তেষাং রাগাত্মিকা ভক্তিরিত্যুচ্যতে। তস্যাশ্চ সাধ্যায়াং রাগলক্ষণায়াং ভক্তিগঙ্গায়াং তরঙ্গরূপত্বাৎ সাধ্যত্বমেবেতি ন তু সাধনপ্রকরণেঽস্মিন্ প্রবেশঃ।

অতো রাগানুগা কথ্যতে। যস্য পূর্বোক্তং রাগবিশেষে রুচিরেব জাতাস্তি ন তু রাগবিশেষ এব স্বয়ং, তস্য তাদৃশরাগসুধাকরকরাভাস-সমুল্লসিতহৃদয়স্ফটিকমণেঃ শাস্ত্রাদিশ্রুতাসু তাদৃশ্যা রাগাত্মিকায়া ভক্তেঃ পরিপাটীষ্বপি রুচির্জায়তে। ততস্তদীয়ং রাগং রুচ্যানুগচ্ছন্তী সা রাগানুগা তস্যৈব প্রবর্ততে। এষৈবাবিহিতেতি কেষাঞ্চিৎ সংজ্ঞা। রুচিমাত্রপ্রবৃত্ত্যা বিধিপ্রযুক্তত্বেনাপ্রবৃত্তত্বাৎ। ন চ বক্তব্যং বিধ্যনধীনস্য ন সম্ভবতি ভক্তিরিতি।

সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন অভিমানোচিত ভাববিশেষের দ্বারা স্বাভাবিক রাগেরও বৈশিষ্ট্য আছে বুঝিতে হইবে এবং সেই সেই রাগের প্রেরণায় শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন. পাদবন্দন ও আত্মনিবেদন-বহুল যে ভক্তি, তাহাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। সেই ভক্তি হইল সাধ্যস্থানীয়া রাগলক্ষণরূপী ভক্তিগঙ্গার তরঙ্গের, মত, অতএব উহা সাধ্যস্থানীয়ই এবং সেইজন্য সাধনপ্রকরণে উহার সন্নিবেশ হয় নাই।[১]

ইহার পরে রাগানুগা ভক্তির কথা বলা হইতেছে। যাহার পূর্ববর্ণিত রীতিতে (অর্থাৎ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাবশতঃ) রাগবিশেষে রুচি জন্মিয়াছে কিন্তু যাহার সাক্ষাদভাবে আপনা হইতে রাগবিশেষের উদয় হয় নাই, তাহার তাদৃশ রাগ-ভক্তিরূপ চন্দ্রমা হৃদয়রূপ স্ফটিকমণিকে কিরণপ্রভায় উল্লসিত করায় শাস্ত্র প্রভৃতি হইতে শ্রুত রাগাত্মিকা ভক্তির পরিপাটীসমূহেও রুচি বা লোভ উৎপন্ন হয়। তাহার পর লোভবশতঃ তাঁহার রাগ অনুসরণ করিয়া যে ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়, উহা রাগানুগারূপে প্রবর্তিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে 'অবিহিতা ভক্তি' নাম দিয়া থাকেন। তাহার কারণ, ইহাতে একমাত্র রুচিই ভক্তি-প্রবৃত্তির হেতু, ইহাতে শাস্ত্রবিধি-প্রযুক্ততা নাই। এরূপ বলা যায় না যে— যে-জন শাস্ত্রবিধির অধীন নয় তাহার ভক্তি সম্ভব নয়। কারণ শ্রুত হয়—

১ শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতি কেবল বৈধী ভক্তির বিষয় নহে। কারণ, শ্রবণ-কীর্তনাদি-ভক্তিই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। শাস্ত্রবিধি প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হইলে উহা বৈধী ভক্তি, আর রাগপ্রেরণায় অনুষ্ঠিত হইলে উহা রাগানুগা ভক্তি বলিয়া অভিহিত হয়। রাগলক্ষণা ভক্তি গঙ্গাস্থানীয়, আর শ্রবণ-কীর্তনাদি তরঙ্গস্থানীয়। তরঙ্গ গঙ্গা হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, কারণ, তরঙ্গমালা গঙ্গারই একটি অবস্থাবিশেষ। অথচ তরঙ্গই গঙ্গা নহে, তরঙ্গ হইতে গঙ্গা ভিন্ন বস্তু। এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ দৃষ্টান্তে শ্রবণ-কীর্তনের মধ্যে রাগলক্ষণা ভক্তির প্রকাশ। অতএব উহারাও (শ্রবণ-কীর্তনাদিও) সাধ্য।

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ॥
[ভা. ২. ১. ৭]

ইতি শ্রূয়তে। ততো বিধিমার্গভক্তির্বিধিসাপেক্ষেতি সা দুর্বলা। ইয়ন্তু স্বতন্ত্রৈব প্রবর্ততে ইতি প্রবলা চ জ্ঞেয়া।

অত এবাস্যা জন্মলক্ষণং ভক্তিব্যতিরেকেণান্যত্রানভিরুচিমুপলক্ষ্য—

সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্ধমানা বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ।
হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য সমস্তদুঃখাপ্যয়মাশু ধত্তে॥
[ভা. ৩. ৫. ১৩]

ইতি। সা পূর্বোক্তা কথাগৃহীতা মতিস্তদ্রুচিরিত্যর্থঃ। বিধিনিরপেক্ষত্বাদেব পূর্বাভ্যাং দাস্যসখ্যাভ্যামেতদীয়য়োস্তয়োর্ভেদশ্চ জ্ঞেয়ঃ। এবমেবোক্তং 'তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্'[১] ইতি। অত এব বিধ্যুক্তক্রমোঽপি নাস্যামত্যাদৃতঃ। কিন্তু রাগাত্মিকাশ্রুতক্রম এব।

'হে রাজন্! মুনিসকল বিধি ও নিষেধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপে আনন্দে বিভোর হইয়াও শ্রীহরির গুণানুকথনে প্রায়ই রমণ করেন।'

অতএব বিধিমার্গের ভক্তি শাস্ত্রবিধি-সাপেক্ষ বলিয়া দুর্বল। কিন্তু এই রাগানুগা ভক্তি স্বতন্ত্রভাবে প্রবর্তিত হয় বলিয়া উহা প্রবল—ইহাই জানিতে হইবে।

এই (রাগানুগা) ভক্তি কাহারও জন্মিয়াছে কি না বুঝিতে গেলে তাহার লক্ষণ হইতেছে—সেই ভক্তি ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে তাহার রুচি না থাকা। তাহাই উপলক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—

'উহা (হরিকথারুচি) ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির উহা ভিন্ন অন্য কথায় বিরাগ উৎপাদন করে এবং নিয়ত শ্রীহরির চরণকমল ধ্যানে যাহার হৃদয় আনন্দপূর্ণ, সত্বর তাহার দুঃখসমূহ বিনাশ করিয়া দেয়।'

'উহা' বলিতে পূর্বোক্ত হরিকথায় গৃহীত মতি অর্থাৎ রুচি। বিধিনিরপেক্ষ বলিয়া পূর্বোক্ত (বৈধী ভক্তিতে অন্তর্ভুক্ত) দাস্য ও সখ্য হইতে বৈধী ভক্তির দাস্য-সখ্যে ভেদ আছে বুঝিতে হইবে।[২] তাই বলা হয়—'(জাতরুচি ব্যক্তির শাস্ত্র) অধ্যয়ন যথার্থ সার্থক হইয়াছে।' অতএব বিধিবিহিত ক্রম এই রাগানুগাতে বিশেষ সমাদৃত নয়, কিন্তু রাগাত্মিকা ভক্তিতে শ্রুত যে ক্রম উহাই সমাদৃত হয়।

১ ভা. ৭. ৫. ১৮, পূর্ব শ্লোক ১৬৯ অঙ্কে (পৃ° ২৫৭) দ্রষ্টব্য।

২ বৈধী ভক্তিতে শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতি নবধা-লক্ষণ ভক্তির মধ্যে অর্চন, দাস্য ও সখ্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু রাগানুগা ভক্তিতে এই তিনটি ব্যতীত মাত্র ছয়টির উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, অর্চনাঙ্গ ভক্তি বিধিসাপেক্ষ বলিয়া উহা রাগানুগার অন্তর্ভুক্ত নহে। বৈধী ভক্তিতে যে দাস্য ও সখ্য - উহাও বিধিসাপেক্ষ। কিন্তু রাগানুগা ভক্তিতে যে দাস্য ও সখ্য—উহা অন্যপ্রকারের। কারণ, এখানে অন্তশ্চিন্তিত নিজাভীষ্ট সেবোপযোগী দেহেই দাস, সখা প্রভৃতি অভিমানে সেবা।

তত্র রাগাত্মিকায়াং রুচির্যথা—

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা ॥ ৩১০ ॥

[ভা. ১১. ৮. ৩৫]

অত্র স্বাভাবিকসৌহৃত্যাদিধর্মৈস্তস্মিন্নেব স্বাভাবিকপতিত্বং স্থাপয়িত্বা পরস্মৌপাধিক-পতিত্বমিত্যভিপ্রেতম্। অন্যত্র 'পত্যাবেকত্বং সা গতা যস্মাচ্চরুমন্ত্রাহুতিব্রতা' ইতি ছান্দোগপরিশিষ্টানুসারেণ কৃত্রিমমেবাত্মত্বম্। তস্মিন্ পরমাত্মনি তু স্বভাবত এবেত্যাত্মশব্দস্যাপ্যভিপ্রায়ঃ। এবং যদ্যপি তস্মিন্ পতিত্বমনাহার্যমেবাস্তি তথাপি আত্মনৈব মূলভূতেনৈব তং বিশেষতঃ ক্রীত্বা যথান্যাপি কন্যা বিবাহাত্মকেন স্বাত্মসমর্পণেন কঞ্চিৎ পতিত্বেনোপাদত্তে, তথাভাবেনাশ্রিত্যানেন পরমমনোহররূপেণ তেন সহ রমে রমা লক্ষ্মীর্যথা।

[রুচিপ্রধানস্য রাগানুগামার্গস্য মনঃপ্রধানত্বম্]

তদেবং তস্যাঃ পিঙ্গলায়া রাগে স্বরুচির্দ্যোতিতা। রাগানুগায়াং প্রবৃত্তিরপীদৃশী।

তৎপ্রসঙ্গে রাগাত্মিকা ভক্তিতে রুচি, যথা—

"(পিঙ্গলার উক্তি)—শ্রীনারায়ণের সহিত শ্রীলক্ষ্মী যেরূপ রমণ করেন, আমি সেইরূপ হে সুহৃৎ, হে প্রিয়তম হে নাথ, যিনি শরীরী জনগণের আত্মা—তাঁহার নিকটে নিজেকে বিক্রয় করিয়া আত্মা দ্বারা তাঁহার সহিত রমণ করিব।" ৩১০ ॥

এখানে (অর্থাৎ এই শ্লোকে) সৌহৃদ্য প্রভৃতি ধর্মগুলির স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকায় একমাত্র তাঁহাতেই (শ্রীনারায়ণেই) যে স্বাভাবিক পতিত্ব আছে—এবং (নারায়ণ ব্যতীত) অন্য জনে (দেহাভিমানী জীবে) যে ঔপাধিক পতিত্ব—ইহাই শ্লোকটির অভিপ্রেত অর্থ। অন্য শাস্ত্রে, যেমন ছান্দোগপরিশিষ্ট বচনে (সপিণ্ডীকরণ প্রসঙ্গে) 'চরু, মন্ত্র, আহুতি ও ব্রতের দ্বারা স্ত্রী পতিতে একত্ব প্রাপ্ত হয়'—এইরূপ উল্লেখ আছে—উহা কৃত্রিম বা কল্পিত আত্মত্ব মাত্র। পরমাত্মরূপ শ্রীনারায়ণই স্বভাবতঃ একমাত্র আত্ম-শব্দের বাচ্য, কারণ, নিখিল দেহধারীর তিনি মূলভূত আত্মস্বরূপ। তথাপি সেই শ্রীনারায়ণকে আত্মদান-রূপ মূল্যের দ্বারা বিশেষভাবে ক্রয় করিয়া—যেমন ব্যবহারজগতে অন্য কন্যা বিবাহরূপ আত্মসমর্পণের দ্বারা কোন পুরুষকে পতিত্বে বরণ করে, তাদৃশ পতিভাব আশ্রয় করিয়া পরম মনোহররূপ সেই শ্রীনারায়ণের সহিত শ্রীলক্ষ্মী যেমন রমণ করেন—আমিও সেইরূপ রমণ করিব (ইহা পিঙ্গলার উক্তি)।

[রুচিপ্রধান রাগানুগামার্গে মনেরই প্রাধান্য]

অতএব ইহাতে সেই পিঙ্গলার রাগাত্মিকা ভক্তির প্রতি নিজ রুচি প্রকাশিত হইল। রাগানুগা ভক্তিতে (সাধকের) প্রবৃত্তিও এই প্রকার—

ভাবনৈব। এবং পিতৃভাবাদাবপি জ্ঞেয়ম্। অন্যথা ভগবত্যহংগ্রহোপাসনাবত্তেষ্বপি দোষঃ স্যাৎ। তথা ধ্যায়ন্তীতি পূর্বোক্তং মনঃপ্রধানত্বমেবোরীকৃতম্। অপিশব্দেন তত্তদ্রাগসিদ্ধানাং কৈমুত্যমাক্ষিপ্যতে।

[বিধিনৈরপেক্ষ্যেণ রাগানুগায়াং সিদ্ধিঃ]

ননু "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ"[১] ইত্যনেন পূর্বমীমাংসায়াং বিধিনৈবাপূর্বং জায়ত ইতি শ্রূয়তে। তথা "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণোক্ত-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা" ইত্যাদিনা যামলে শ্রুত্যাদ্যেকতরোক্তক্রমনিয়মং বিনা দোষঃ শ্রূয়তে। তথা—

শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥

থাকায় প্রসিদ্ধ (শ্রীভগবানের) মাতৃজনের (যশোদা প্রভৃতির) সহিত (বাৎসল্য ভাবযুক্ত) সাধকের অভেদ কল্পনা স্বীকার করা হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের (অর্থাৎ যশোদা প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের) অনুগত ভাবেই আপনাকে ভাবিত করিবেন—ইহাই অর্থ। পিতৃভাবের সাধনাতেও এই প্রকার বুঝিতে হইবে। নচেৎ আমি ভগবান্—এইরূপ অহংগ্রহরূপ উপাসনায় যেরূপ দোষ হয়, তাঁহাদের (অর্থাৎ পরিকরবৃন্দের সহিত অভেদ কল্পনাতেও) সেইরূপ দোষ হয়। আবার, শ্লোকে 'ধ্যান বা মনে করেন'—এইরূপ উল্লেখ থাকায় পূর্বোক্ত মনের প্রাধান্যই সূচিত হইতেছে। 'তাঁহাদিগকেও'—এই 'অপি' শব্দের দ্বারা বোঝান হইল যে, যাঁহারা তত্তৎ রাগানুগায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যে সমধিক নমস্য—ইহাতে আর বলিবার কি আছে ?

[বিধিনিরপেক্ষতায় রাগানুগায় সিদ্ধিলাভ]

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—পূর্ব মীমাংসায় তো জানা যায়—'ইষ্টফলার্থক বেদবিধিই ধর্মের লক্ষণ', অতএব বিধি হইতে অপূর্বাখ্য ধর্ম হয়। তথা—'শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণোক্ত পঞ্চরাত্রবিধি ব্যতীত (ভক্তি উৎপাতের নিমিত্ত কল্পিত হয়)'—ইত্যাদি যামলবচনে জানা যায় যে, শ্রুতি প্রভৃতি যে কোন একটিতে বিহিত ক্রমনিয়ম বিনা দোষ হয়। তথা—(শ্রীভগবানের উক্তি)—

'শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞাস্বরূপ। যে ঐ দুইটিকে উল্লঙ্ঘন করে, সে আমার আজ্ঞাভঙ্গকারী ও আমার দ্বেষকারী বলিয়া গণ্য হয়। সে আমার ভক্ত বা ভজনশীল হইলেও তাহাকে বৈষ্ণব বলা যায় না।'

১ পূর্বমীমাংসা সূত্র ১. ১. ২

ইত্যত্র শ্রুত্যাদ্যুক্তাবশ্যকক্রিয়ানিষেধয়োরুল্লঙ্ঘনং বৈষ্ণবত্বব্যাঘাতকং শ্রূয়তে। কথং তর্হি বিধিনিরপেক্ষয়া তয়া সিদ্ধিঃ?

উচ্যতে—শ্রীভগবন্নামগুণাদিষু বস্তুশক্তেঃ সিদ্ধত্বান্ন ধর্মবত্তত্র চোদনা-সাপেক্ষত্বম্। অতো জ্ঞানাদিকং বিনাপি ফললাভো বহুত্র শ্রুতোঽস্তি। চোদনা তু যস্য স্বতঃপ্রবৃত্তির্নাস্তি তদ্বিষয়ৈব। তথা ক্রমবিধিশ্চ তদ্বিষয়ঃ, তস্মিন্নেব নানাবিক্ষেপবতি রুচ্যভাবেন রাগাত্মিকভক্তিশৈলীমনভিজানতি। সত্যামপি 'ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে'[1] ইত্যাদিন্যায়েন যথা কথঞ্চিদনুষ্ঠানতঃ সিদ্ধৌ সুষ্ঠু বর্ত্মপ্রবেশায় ক্রমশশ্চিত্তাভিনিবেশায় চ মর্যাদারূপঃ স নির্মীয়তে। অন্যথা সন্ততদ্ভক্ত্যুন্মুখতাকর-তাদৃশরুচ্যভাবান্মর্যাদা-নভিপত্তেশ্চাধ্যাত্মিকাদিভিরুৎপাতৈর্বিহন্যতে চ স ইতি। ন তু স্বয়ং প্রবৃত্তিমত্যপি

এখানে শ্রুতি প্রভৃতিতে উক্ত অবশ্যকরণীয় বিধি ও নিষেধের উল্লঙ্ঘনে যে বৈষ্ণবত্বের ব্যাঘাত হয়—তাহাই শোনা যায়। তাহা হইলে কেমন করিয়া বিধিনিরপেক্ষ রাগানুগা ভক্তি দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধি হইতে পারে?

(উত্তরে) বলিতেছেন—শ্রীভগবানের নাম গুণ প্রভৃতিতে বস্তুশক্তি স্বতঃসিদ্ধভাবে বিদ্যমান থাকায় ধর্ম যেরূপ বেদবিধির উপর নির্ভর করে, ভক্তি সেরূপ উহার উপর নির্ভর করে না। অতএব (ভক্তি বিষয়ে) জ্ঞান প্রভৃতির অভাব সত্ত্বেও ফলপ্রাপ্তির কথা বহুস্থলে শোনা যায়।[2] কিন্তু যাহার আপনা হইতে (ধর্মে) প্রবৃত্তি নাই, তাহার ক্ষেত্রেই বেদবিধির আবশ্যকতা আছে। এবং ক্রমবিধিও তাহার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যাহার চিত্ত নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত এবং (রাগ ভক্তিতে) রুচি না থাকায় রাগাত্মিকা ভক্তির রীতি নীতি সম্বন্ধে বোধ নাই—একমাত্র তাহারই ক্ষেত্রে (পূর্বোক্ত শ্রুতিস্মৃতিরূপ ভগবদাজ্ঞা পরিপালনের বিধি আছে)। যদিও '(শ্রুতি-স্মৃতিরূপ) নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া দৌড়াইয়া গেলেও (ভাগবত ধর্মাশ্রিত ব্যক্তি স্খলিত হয় না)'—ইত্যাদি ন্যায় বশতঃ কোন না কোন প্রকারে অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয়, তথাপি (ভক্তিমার্গে) সুন্দর ভাবে প্রবেশ করাইবার জন্য এবং ক্রমশঃ উহাতে চিত্তের অভিনিবেশ সম্পাদনের জন্য বিধিনিয়মের পথ নিরূপিত হইয়াছে। নচেৎ শ্রীভগবদ্ভক্তির উন্মুখতাকারী তাদৃশ রুচিই যাহার চিত্তে জাগে নাই, অথচ সেই রুচির অভাবে যদি কোন বিধিনিয়মেরও ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে (উচ্ছৃঙ্খলতাবশতঃ) সে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক (এবং আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) প্রভৃতি নানাবিধ বিঘ্নে জড়িত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বয়ং (ভজনানুষ্ঠানে) রুচিমান্, তাহার জন্য বিধিনিয়ম নিরূপিত হয় নাই। কারণ,

১ ভা. ১১. ২. ৩৫

২ যেমন অজামিল শ্রীভগবান্ নারায়ণের নাম লইতেছেন বলিয়া জানিতেন না। পুত্রবুদ্ধিতে নারায়ণের নাম গ্রহণ সত্ত্বেও তিনি সিদ্ধিলাভ করেন।

ন জপো নার্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ ।
কেবলং সন্ততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজভাবিনাম্ ॥

[লোকশিক্ষার্থং রাগানুগায়ামপি বিধেরুপযোগঃ]

অজাততাদৃশরুচিনা তু সদ্বিশেষাদরমাত্রাদৃতা রাগানুগাপি বৈধীসম্বলিতৈবানুষ্ঠেয়া। তথা লোকসংগ্রহার্থং প্রতিষ্ঠিতেন জাততাদৃশরুচিনা চ। অত্র মিশ্রত্বে চ যথাযোগ্যং রাগানুগয়ৈকীকৃত্যৈব বৈধী কর্তব্যা। কেচিদষ্টাদশাক্ষরধ্যানং গোদোহনসময়-বংশীবাদ্যসমাকৃষ্ট-তত্তৎসর্বময়ত্বেন ভাবয়ন্তি। যথা চৈকে তাদৃশমুপাসনং সাক্ষাদ্‌ব্রজজনবিশেষায়ৈব মহ্যং শ্রীগুরুচরণৈর্মদভীষ্টবিশেষসিদ্ধ্যর্থমুপদিষ্টং ভাবয়ামি, সাক্ষাত্তু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনং সেব্যমান এবাসা ইতি ভাবয়ন্তি।

'যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে নিয়ত ভাবনাশীল, তাঁহাদের জপ নাই, পূজা নাই, ধ্যান নাই, এবং বিধিক্রমও নাই।'

[লোকশিক্ষার্থ রাগানুগাতেও বিধির উপযোগ]

যদিও (রাগানুগাপরায়ণ) সদ্ভক্তবিশেষের রাগানুগাতেই মাত্র সমাদর, তথাপি যাহার তাদৃশ রুচি উদিত হয় নাই, তাহার পক্ষে বৈধীযুক্তা রাগানুগাই অনুষ্ঠান করা উচিত। আবার, যে-ব্যক্তির ঐরূপ রুচি সঞ্জাত হইয়াছে এবং যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তিনিও লোকশিক্ষার নিমিত্ত বৈধীযুক্তা রাগানুগা ভক্তিই অনুষ্ঠান করিবেন। এখানে বৈধীর সহিত রাগানুগার যে মিশ্রণের কথা বলা হইল, তাহাতে কিন্তু রাগানুগার সহিত যথাযোগ্যভাবে মিল রাখিয়াই বৈধীর অর্থাৎ ভক্তিশাস্ত্রবিধির অনুষ্ঠান করিতে হইবে।[১] যেমন, (রাগানুগামার্গে) কোন কোন সাধক অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ধ্যান বিধিটিকে গোদোহনকালে বংশীধ্বনিতে সমাকৃষ্ট সেই সেই (কান্তা, সখা পিতা, মাতা, দেব-গন্ধর্ব, পশু-পক্ষী) সকলে একত্র মিলিত - এই প্রকারেই (মাধুর্যভাব রক্ষা করিয়া) ভাবনা করিয়া থাকেন। আবার যেমন, কেহ কেহ সেই (রাগানুগীয়) উপাসনায় এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন যে—'আমার বিশেষ অভীষ্ট স্থান ও সেবা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রীগুরু আমাকে এই উপাসনামার্গ উপদেশ করিয়াছেন—যাহাতে আমি সাক্ষাৎ বিশিষ্ট একজন ব্রজবাসিরূপে নিজেকে ভাবিত করিয়াছি[২], প্রত্যক্ষতঃ কিন্তু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকেই (তাঁহার শ্রেষ্ঠজনের অনুগত হইয়া) সেবা করিয়া আসিতেছি।'

১ ইহার তাৎপর্য এই যে, বৈধীকে প্রাধান্য দিয়া তদনুসারে রাগানুগাকে উহার সহিত মিলন ঘটাইতে হইবে না, কিন্তু রাগানুগা অনুসারেই বৈধীর মিল ঘটাইতে হইবে।

২ নিজ সিদ্ধ দেহ ভাবনাটি এই প্রকারে হইয়া থাকে। আমি যেন সেই ব্রজের কেহ ছিলাম; কোনও গুরুতর অপরাধবশতঃ দ্বীপান্তরিত প্রবাসীর ন্যায় মায়াব্রহ্মাণ্ডে নির্বাসিত হইয়াছি, কিন্তু আমার সেই অভীষ্ট স্থান ও সেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য শ্রীগুরু উপাসনায় উপদেশ করিয়াছেন। তাই আমি ব্রজজন-বিশেষরূপে নিজেকে ভাবিত করিতেছি।

[বিধিনিষেধয়োরুল্লঙ্ঘনং দ্বিবিধম্— ধর্মশাস্ত্রোক্তৌ ভক্তিশাস্ত্রোক্তৌ চ]

অথ "শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে" ইত্যাদি-নিন্দিতমাত্র-স্বাবশ্যকক্রিয়ানিষেধয়োরুল্লঙ্ঘনং দ্বিবিধম্। তৌ হি ধর্মশাস্ত্রোক্তৌ ভক্তিশাস্ত্রোক্তৌ চেতি। ভগবদ্ভক্তিবিশ্বাসেন দৌঃশীল্যেন বা পূর্বয়োরকরণকরণপ্রত্যাসত্তৌ ন বৈষ্ণবভাবাদ্ভ্রংশঃ, "দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাম্" [১] ইত্যাদ্যুক্তেঃ, "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" [২] ইত্যাদ্যুক্তেশ্চ। তাদৃশরুচিমতি তু তয়ৈব রুচ্যা দ্বিষ্টত্বাদপুনর্ভবাখ্যানন্দস্যাপি বাঞ্ছা নাস্তি কিমুত পরমঘৃণাস্পদস্য। অতস্তত্র স্বত এব ন প্রবৃত্তিঃ। প্রমাদাদিনা কদাচিজ্জাতং চেদ্বিকর্ম তৎক্ষণাদেব নশ্যত্যপি। উক্তঞ্চ—"বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" [৩] ইতি।

অথ বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্তৌ। তৌ তর্হি বিষ্ণুসন্তোষৈকপ্রয়োজনাবেব ভবতঃ। তয়োশ্চ তাদৃশত্বে শ্রুতে সতি তদীয়রাগরুচিমতঃ স্বত এব প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী স্যাতাম্, তৎ-

[বিধিনিষেধের উল্লঙ্ঘন দ্বিবিধ— ধর্মশাস্ত্রের ও ভক্তিশাস্ত্রের উক্তিতে]

'শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞাস্বরূপ'—ইত্যাদি বচনে অবশ্যকর্তব্য বিধিনিষেধের যে উল্লঙ্ঘন নিন্দিত হইয়াছে, উহা দ্বিবিধ। এক ধর্মশাস্ত্রোক্ত, অপর ভক্তিশাস্ত্রোক্ত। ভগবদ্ভক্তিবিশ্বাসবশতঃ অথবা দুঃশীলতাবশতঃ পূর্বোক্ত (অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রোক্ত) বিধির অকরণে এবং নিষেধের আচরণে বৈষ্ণবভাব হইতে কেহ ভ্রষ্ট হয় না; কারণ উক্ত হয়—'(যে-ব্যক্তি শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত) সে দেব, ঋষি, ভূত ও আপ্তজনগণের (এবং পিতৃপুরুষের ঋণে আবদ্ধ নয়)।' আরও উক্ত হয়—'(আমাকে যে ভজনা করে) সে অতিশয় দুরাচার হইলেও (সাধু বলিয়া গণ্য)।' যাহার (ভক্তিতে) পূর্বকথিত রুচি জন্মিয়াছে, তাহার কিন্তু সেই রুচি হেতু (ধর্মশাস্ত্রীয় বিধিতে আদরের কথা দূরে থাকুক), দ্বেষ-বুদ্ধি জন্য মোক্ষ প্রভৃতি আনন্দসামগ্রীতেও অভিলাষ থাকে না—তাহার পক্ষে পরম ঘৃণ্য নিষিদ্ধ আচরণে যে প্রবৃত্তি হইবে না—ইহাতে আর বলিবার কি আছে? অতএব (সেইরূপ রুচিমান্ ভক্তের) ঐ বিষয়ে (ধর্মশাস্ত্রীয় বিধিনিষেধে) স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি নাই। যদি অসাবধানতা ইত্যাদি জন্য কখনও কিছু বিরুদ্ধ কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎই উহা বিনাশপ্রাপ্তও হয়। উক্ত প্রমাণ যথা—'কোন প্রকারে যদি বিরুদ্ধাচরণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে (ধ্যানবশতঃ) হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ সে সকল বিদূরিত করেন।'

অতঃপর বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ সম্বন্ধে বলা হইতেছে। সেই দুইটী (বিধি ও নিষেধ) নিশ্চয়ই একমাত্র বিষ্ণুসন্তোষরূপ ফলের নিমিত্ত প্রযুক্ত। তাহারা যখন ঐ প্রকার বলিয়া শাস্ত্রে শ্রুত হয়,

---

১ ভা. ১১. ৫. ৩৭ ২ ভ. গী. ৯. ৩০ ৩ ভা. ১১. ৫. ৩৮

তাবদনুকূলভাবঃ। পরমনিষিদ্ধেন প্রতিকূলভাবেনাপ্যাবেশো ঝটিতি স্যাৎ। তদাবেশ-সামর্থ্যেন প্রতিকূলদোষহানিঃ স্যাৎ। সর্বানর্থনিবৃত্তিশ্চ স্যাদিতি ভাবমার্গস্য বলবত্বে দৃষ্টান্তোঽপি দৃশ্যতে। তত্র যদ্যনুকূলভাবঃ স্যাত্তদা পরমৈকান্তিসাধ্য এবাসৌ।

অথ ভাবমার্গসামান্যস্য বলবত্বং দর্শয়িতুং প্রকরণমুত্থাপ্যতে। শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—

অহো অত্যদ্ভুতং হ্যেতদ্দুর্লভৈকান্তিনামপি।
বাসুদেবে পরে তত্ত্বে প্রাপ্তিশ্চৈদ্যস্য বিদ্বিষঃ ॥ ৩১২ ॥

[ভা ৭. ১. ১৫]

একান্তিনাং পরমজ্ঞানিনামপি যতস্তস্য সা ন সম্ভবতি।

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সর্ব এব বয়ং মুনে।
ভগবন্নিন্দয়া বেণো দ্বিজৈস্তমসি পাতিতঃ ॥ ৩১৩ ॥

[ভা. ৭. ১. ১৬]

তমসি নরকে। বহুনরকাদি-ভোগানন্তরমেব পৃথুজন্মপ্রভাবোদয়েন তস্য সদগতিশ্রবণাৎ। এবং—

(শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর) অনুকূল ভাবের কথা দূরে থাকুক, এমন কি, পরম নিষিদ্ধ প্রতিকূল ভাবের দ্বারাও (শ্রীকৃষ্ণে) আবেশ সত্বর ঘটিয়া থাকে এবং সেই আবেশের শক্তি এত বড় যে, প্রতিকূলতা আচরণের দোষও বিনষ্ট হইয়া যায় ও সকল অনর্থের নিবৃত্তি হয়। এই ভাবমার্গের এই শক্তি-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে যদি অনুকূল ভাবটী থাকে, তাহা হইলে উহা পরম ঐকান্তিক জ্ঞানিগণের বহু সাধনসাধ্য হইবে।

অনন্তর ভাবমার্গের বলবত্তা দেখাইবার জন্য প্রকরণ উত্থাপিত হইতেছে। শ্রীযুধিষ্ঠির বলিতেছেন—

"ঐকান্তিক পরম জ্ঞানিগণের যাহা দুর্লভ—সেই বাসুদেবরূপ পরমতত্ত্ব প্রাপ্তি বিদ্বেষপরায়ণ চেদিরাজনন্দন (শিশুপালের পক্ষে) সত্যই অতি অদ্ভুত।" ৩১২ ॥

যেহেতু একান্তিগণ অর্থাৎ পরম জ্ঞানিবৃন্দেরও পক্ষে উহার প্রাপ্তি সম্ভব নয়।

"আবার, হে মুনিবর! বেণরাজ শ্রীভগবানের নিন্দা করিয়া দ্বিজগণ কর্তৃক অন্ধকাররূপ নরকে নিপাতিত হইল—(ইহাই বা শিশুপালের সহিত তুলনায় কিরূপে সম্ভব)—এই সকল আমরা জানিতে ইচ্ছা করি।" ৩১৩ ॥

'অন্ধকারে' অর্থাৎ নরকে। বহু নরকাদিরূপ দুঃখ ভোগের পর পৃথুরাজের জন্মপ্রভাব হেতু তাহার (অর্থাৎ বেণরাজের) সদগতির কথা শোনা যায়। এই—

দমঘোষসুতঃ পাপ আবাল্যকলভাষণাৎ।
সম্প্রত্যমর্ষী গোবিন্দে দন্তবক্রশ্চ দুর্মতিঃ ॥ ৩১৪ ॥

[ভা. ৭. ১. ১৭]

ইত্যাদি। স্পষ্টং তত্রোত্তরম্—শ্রীনারদ উবাচ যথা—অহো ভগবন্নিন্দকস্য নরকপাতেন ভাব্যমিতি-বদতস্তব কোঽভিপ্রায়ঃ। ভগবৎপীড়াকরত্বাদ্বা তদভাবেঽপি সুরাপানাদি-বন্নিষিদ্ধ-নিন্দাশ্রবণাদ্বা। তত্র তাবদ্বিমূঢ়ৈর্জনৈর্নিন্দাদিকং প্রাকৃতান্ তম আদিগুণান্-দিশ্যৈব প্রবর্ততে। ততঃ প্রকৃতিপর্যন্তাশ্রয়স্য তৎকৃতনিন্দাদেরপ্রাকৃতগুণবিগ্রহাদৌ তস্মিন্ প্রবৃত্তির্নাস্ত্যেব। ন চ জীববৎ প্রকৃতিপর্যন্তে বস্তুজাতে ভগবদভিমানোঽস্তি। ততশ্চ তেন তস্য পীড়াপি নাস্ত্যেব। তদেতদাহ সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ—

নিন্দনস্তবসৎকার-ন্যক্কারার্থং কলেবরম্।
প্রধানপরয়ো রাজন্নবিবেকেন কল্পিতম্ ॥ ৩১৫ ॥

[ভা. ৭. ১. ২২]

"দমঘোষসুত (শিশুপাল) বাল্যকালের কলভাষণ কাল হইতে এখন পর্যন্তও শ্রীগোবিন্দে ক্রোধপরায়ণ এবং (তাহার ভ্রাতা) দন্তবক্রও দুর্মতিপরায়ণ।" ৩১৪ ॥

ইত্যাদি (প্রশ্ন যুধিষ্ঠির করিয়াছিলেন)। ইহার স্পষ্ট উত্তর দিতে গিয়া শ্রীনারদ বলিলেন—'আচ্ছা, শ্রীভগবানের যে-ব্যক্তি নিন্দা করে, সে নরকে পতিত হয়'—এই কথা যে তুমি বলিতেছ, উহা তুমি কি অভিপ্রায়ে বলিতেছ—শ্রীভগবানের পীড়াকর বলিয়া (নিন্দায় নরকগতি হয়) বা পীড়াকর না হইলেও সুরাপানাদির মত নিষিদ্ধ যে ভগবন্নিন্দা—তাহার শ্রবণহেতু (নরকগতি হয়)। তন্মধ্যে মায়াবিমূঢ় জনগণ যে নিন্দাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা প্রাকৃত তমঃ প্রভৃতি গুণগুলির অবলম্বনেই হইয়া থাকে। অতএব, প্রকৃতি পর্যন্তই যে-নিন্দার আশ্রয়সীমা,—সেই নিন্দাদি প্রাকৃত-গুণাতীত লীলা-বিগ্রহাদিরূপ শ্রীভগবানে প্রযুক্ত হইতে পারে না। আবার, জীব (মায়ামুগ্ধ হইয়া) প্রকৃতি ও তৎকার্য বস্তুসমূহে যেরূপ আমিত্বাদি অভিমানযুক্ত (হইয়া নিন্দাতে বিষাদ ও স্তুতিতে হর্ষ প্রাপ্ত) হয়, শ্রীভগবানের সেইরূপ উহাতে কোন অভিমান নাই। অতএব নিন্দাদিতে নিশ্চয় তাঁহার পীড়াও নাই। উহাই সার্ধ তিন শ্লোকে (শ্রীনারদ) বলিতেছেন—

"হে রাজন্! নিন্দা, স্তবাদিরূপ সৎক্রিয়া এবং ন্যক্কার—এই তিনটি বোধের নিমিত্ত যে দেহ কল্পিত হইয়াছে, উহা প্রকৃতি ও পুরুষের যথার্থ বোধের অভাব হেতুই হইয়া থাকে।" ৩১৫ ॥

তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্ ॥ ৩১৭ ॥
[ভা. ৭. ১. ২৫]

যুঞ্জ্যাদিতি স্নেহকামাদীনাং বিধাতুমশক্যত্বাৎ সম্ভাবনায়ামেব লিঙ্। বৈরানুবন্ধাদীনামেকতরেণাপি যুঞ্জ্যাদ্ধ্যায়েচ্চেত্তদা ভগবতঃ পৃথগ্ নেক্ষতে তদাবিষ্টো ভবতীত্যর্থঃ। বৈরানুবন্ধো বৈরভাবাবিচ্ছেদঃ। নির্বৈরো বৈরাভাবমাত্রমৌদাসীন্যমুচ্যতে। তেন কামাদিরাহিত্যমপ্যায়াতি। বৈরাদিভাবরাহিত্যমিত্যর্থঃ। তেন বা বৈরাদিভাবরাহিত্যেন যুঞ্জ্যাৎ, বিহিতত্বমাত্রবুদ্ধ্যা ধ্যায়েৎ, ধ্যানোপলক্ষিতং ভক্তিযোগং কুর্যাদিত্যর্থঃ। স্নেহঃ কামাতিরিক্তঃ পরস্পরমকৃত্রিমঃ প্রেমবিশেষঃ। স তু সাধকে তদভিরুচিরেব। তদেবং সর্বেষাং তদাবেশ এব ফলমিতি স্থিতে ঝটিতি তদাবেশসিদ্ধয়ে তেষু ভাবময়মার্গেষু নিন্দিতেনাপি বৈরেণ বিধিময্যা ভক্তের্ন সাম্যমিত্যাহ—

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ৩১৮ ॥
[ভা. ৭. ১. ২৬]

"অতএব বৈরানুবন্ধের দ্বারা, বৈরাভাবের দ্বারা, ভয়ের দ্বারা, স্নেহ বা কামের দ্বারা শ্রীভগবানে মন নিযুক্ত করিবে—উহা ভিন্ন অন্য কিছুতে দৃষ্টি দিবে না।" ৩১৭ ॥

'নিযুক্ত করিবে'—এখানে সম্ভাবনা অর্থে বিধিলিঙ্—(অর্থাৎ নিযুক্ত করিতে পারিবে—এই অর্থে); কারণ, স্নেহ ও কাম প্রভৃতিকে বিধির দ্বারা কাজে লাগান যায় না। 'বৈরানুবন্ধ' প্রভৃতি কয়েকটির মধ্যে যে কোন একটার দ্বারাও যদি কেহ মন নিযুক্ত করে, অর্থাৎ ধ্যান করে, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছুতে দৃষ্টি পড়ে না; কারণ, সে ব্যক্তি উহাতেই আবিষ্ট হয়। 'বৈরানুবন্ধ' বলিতে শত্রুতার অবিচ্ছেদ। 'বৈরাভাব' বলিতে শত্রুতার অভাবমাত্ররূপ ঔদাসীন্য, অতএব উহাতে কামাদি থাকে না, অর্থাৎ শত্রুতাভাবের অভাব থাকে। 'সেই শত্রুতাভাবের অভাবের দ্বারা' (তাহাতে মন) নিযুক্ত করিবে—ইহা শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য মনে করিয়া ধ্যান করিবে, অর্থাৎ ধ্যানোপলক্ষণযুক্ত ভক্তিযোগ করিবে। 'স্নেহ' বলিতে কামভাবের অতিরিক্ত পরস্পর অকৃত্রিম প্রেমবিশেষ। উহা সাধকের পক্ষে শ্রীভগবানেই রুচিস্বরূপ। তাই এই সকলের (বৈরানুবন্ধ প্রভৃতির দ্বারা যে ধ্যান করা হয়—তাহার) ফলই হইল শ্রীভগবানে আবেশ এবং ইহা যখন স্থির হইল তখন বুঝিতে হইবে যে, শীঘ্রই শ্রীভগবদাবেশ সিদ্ধির নিমিত্ত সেই সেই ভাবময়রীতি মধ্যে নিন্দিত যে-বৈরভাব—তাহার সহিত সাম্যও বৈধী ভক্তির নাই। তাই বলিয়াছেন—

"শত্রুভাবে (আবেশবশতঃ) মর্ত্য জীব যত সত্বর তন্ময়তা লাভ করিতে পারে, (শাস্ত্র-শাসন অনুসারে) ভক্তিযোগের দ্বারা সেরূপ সত্বর তন্ময়তা পায় না—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।" ৩১৮।

বৈরানুবন্ধেনেতি ভয়স্যাপ্যুপলক্ষণম্। যথা শৈঘ্র্যেণ তন্ময়তাং তদাবিষ্টতাং ভক্তিযোগেন বিহিতত্বমাত্রবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণেন তু ন তথা। আস্তাং তাদৃশবস্তুশক্তিযুক্তস্য তেষু প্রকাশমানস্য ভগবতো ভগবদ্বিগ্রহাভাসস্য বা বার্তা। প্রাকৃতেঽপি তদ্ভাবমাত্রস্য ভাব্যাবেশফলং মহদ্দৃশ্যত ইতি সদৃষ্টান্তং তদেব প্রতিপাদয়তি—

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া ॥ ৩১৯ ॥

[ভা. ৭. ১. ২৭-২৮]

সংরম্ভো দ্বেষো ভয়ঞ্চ, তাভ্যাং যোগস্তদাবেশস্তেন। তৎস্বরূপতাং তস্য স্বমাত্মীয়ং রূপমাকৃতির্যত্র তত্তাং তৎসারূপ্যমিত্যর্থঃ। এবমিতি এবমপীত্যর্থঃ। নরাকৃতিপরব্রহ্মত্বাদ্ মায়য়ৈব প্রাকৃতমনুজতয়া প্রতীয়মানে। ননু কীটস্য পেশস্কৃদ্দ্বেষে পাপং ন ভবতি, তত্র

‘শত্রুভাবের দ্বারা’—এই পদে ভয়েরও উপলক্ষণ। (উহাদের দ্বারা) যেমন শীঘ্র তন্ময়তা অর্থাৎ তদাবিষ্টতা (লাভ করে)—মাত্র শাস্ত্রবিহিতত্ব বুদ্ধিতে আচরিত ভক্তিযোগের দ্বারা কিন্তু সেরূপ (লাভ করে) না। সেই (শিশুপাল প্রভৃতির) মধ্যে শ্রীভগবানের বা শ্রীভগবদ্বিগ্রহের তাদৃশ বস্তুশক্তিযুক্ত অভিনিবেশের কথা আর কি বলিব? প্রাকৃত বস্তুতেও সেইরূপ (ভয় প্রভৃতির) ভাবমাত্রে ভাবজাত অভিনিবেশের মহাফল দেখা যায়। ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন—

“কীট (অর্থাৎ তেলাপোকা) ভ্রমর কর্তৃক ভিত্তির ছিদ্রপথে অবরুদ্ধ হইয়া দ্বেষ ও ভয়ের সহিত যোগবশতঃ তাহার কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহারই স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। এই রূপ যোগমায়া শক্তিবশে মনুষ্যরূপে প্রতীয়মান ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে শত্রুভাবের দ্বারা যাহারা তাঁহারই অনুচিন্তন করে, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়।” ৩১৯ ॥

(শ্লোকের) ‘সংরম্ভ’ পদের অর্থ দ্বেষ, এবং ভয়—সেই দুইটীর ‘যোগ’ অর্থাৎ আবেশ—তদ্দ্বারা। ‘তৎস্বরূপতা’ বলিতে তাহার ‘স্ব’ অর্থাৎ একাত্মরূপ আকৃতি যাহার—তাদৃশ অবস্থা অর্থাৎ তৎ-সমরূপতা। ‘এইরূপ’ অর্থাৎ এইরূপও। নরাকৃতিতে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) পরমব্রহ্ম, তথাপি মায়া দ্বারাই প্রাকৃত মনুষ্যরূপে তিনি প্রতীয়মান—(এইরূপ শ্রীকৃষ্ণে অভিনিবেশ)। অবশ্য কীটের পক্ষে ভ্রমরের প্রতি দ্বেষ করায় তাহার কোন পাপ হয় না, কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণে (দ্বেষাভিনিবেশবশতঃ) পাপ হয়।—এই উদ্দেশ্যেই বলিতেছেন—শত্রুভাবের দ্বারা যে অনুচিন্তন অর্থাৎ তাঁহাতে আবেশ—

কুচয়োঃ" [1] ইত্যাদৌ 'অনন্তচরণেন রুজো মৃজন্তি' ইতি 'পরিরভ্য কান্তমানন্দমূর্তিম্' ইতি কার্যদ্বারা তত্তস্তুতেঃ। তত্রাপি 'সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ' [2] ইত্যত্র প্রীত্যভিব্যক্তেশ্চ। অত এব [3]

সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপমীশ্বরম্।
অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত ॥

[ভা. ১০. ৪৮. ৭]

দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্বেশ্বরেশ্বরম্।
যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ ॥

[ভা. ১০. ৪৮. ৯]

ইতি চৈবং যোজয়ন্তি। কৈবল্যমেকান্তিত্বম্। তেন যো নাথঃ সেবনীয়স্তম্। পুরা তাদৃশ-ত্রিবক্রত্বাদিলক্ষণ-দৌর্ভাগ্যবত্যপি। অহো আশ্চর্যে—অঙ্গরাগার্পণলক্ষণেন ভগবদ্ধর্মাংশেন কারণেন সম্প্রতীদং "সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া রমস্ব" [4] ইত্যাদিলক্ষণং সৌভাগ্যমযাচতেতি। অতঃ— ১০

নিন্দিত নয়। যেহেতু—'সেই কুব্জা কামসন্তপ্ত নিজকুচযুগলের' ইত্যাদি শ্লোকের বর্ণনায় 'অনন্তের চরণস্পর্শে ব্যথা প্রশমিত করিল' এবং 'আনন্দমূর্তি কান্তকে আলিঙ্গন করিল' ইত্যাদির উল্লেখ আছে, এবং উক্ত কার্য দ্বারা সেই কামের প্রশংসাই করা হইল। এবং সেখানেও—'হে প্রিয়তম! আমার সহিত (কিছু দিন) এখানে বাস কর'—এই শ্লোকে (তাঁহার) প্রীতিই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

'সেই (কুব্জা) পূর্বে দুর্ভাগা হইয়াও কি আশ্চর্য কৈবল্যভাবের অধীশ্বর দুষ্প্রাপ্য ঈশ্বরকে মাত্র অঙ্গরাগ অর্পণ করিয়া এই প্রকার (ভগবৎ-) সঙ্গ যাচ্ঞা করিলেন।'

'যিনি সর্বেশ্বরেরও নিয়ন্তা—সেই দুরারাধ্য শ্রীবিষ্ণুকে যে-ব্যক্তি আরাধনা করিবার পর মনের প্রীতিকর অসত্য অর্থ প্রার্থনা করে, সে অবশ্যই কুমনীষী।'

উপরের এই অংশ পূর্বের সহিত যোজনা করিয়া (শ্রীশুকদেব) বলিলেন—(কুব্জা ভগবৎসঙ্গ প্রার্থনার দ্বারা বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন)। 'কৈবল্য' অর্থাৎ একান্তিভাব, তদ্দ্বারা যিনি 'নাথ' অর্থাৎ সেবনীয়—তাঁহাকে (পাইয়া)। পূর্বে তাঁহার দেহ ত্রিবক্র ছিল বলিয়া (কুব্জা) দুর্ভাগ্যবতী ছিলেন। 'অহো' অর্থাৎ আশ্চর্যের বিষয় যে, অঙ্গরাগ সমর্পণরূপ ভগবদ্ধর্মাংশের কারণতাবশতঃ সম্প্রতি 'হে প্রিয়তম! আমার সহিত কয়েক দিন বাস কর'—এই প্রকার সৌভাগ্য তিনি প্রার্থনা করিলেন। অতএব—

১ ভা. ১০. ৪৮. ৬　　২ ভা. ১০. ৪৮. ৮
৩ অত্রৈব—মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ।　　৪ ভা. ১০. ৪৮. ৮

অথোপপতিভাবেন—ন[1] চ পাপাবহোঽসৌ, যৎ 'পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ'[2] ইত্যাদিনা তাভিরেবোত্তরিতত্বাৎ। 'গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ'[3] ইত্যাদিনা শ্রীশুকবচনেন চ।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ [ভা. ১০. ৩২ ১১]

ইত্যত্র নিরবদ্যসংযুজামিত্যনেন স্বয়ং শ্রীভগবতা চ।

তাদৃশানামন্যেষামপি তদ্ভাবো দৃশ্যতে। যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনম্—

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥
তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥

আবার, উপপতিভাবেও উহা (কাম) পাপজনক নহে ; যেহেতু—'হে প্রিয়, পতি, পুত্র ও বান্ধবগণের অনুবৃত্তি করাই (স্ত্রীগণের স্বধর্ম, এই উপদেশ তুমি দিয়াছ, কিন্তু তাহা তোমাতেই বর্তমান)'[4]—ইত্যাদি উক্তি দ্বারা সেই ব্রজাঙ্গনাগণই ইহার উত্তর দিয়াছেন। শ্রীশুকদেবও ইহার (মীমাংসায়) বলিয়াছেন—'গোপীগণের ও তাঁহাদের পতিগণেরও মধ্যে (তিনি অন্তর্যামিরূপে বিরাজ করিতেছেন)।'

স্বয়ং শ্রীভগবানও (গোপীগণের উদ্দেশ্যে) তাঁহাদের অনবদ্য প্রেমসংযোগের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

'দেবতার মত পরমায়ুঃ পাইলেও তোমাদের এই অনবদ্য (নির্মলতাময়) প্রেমসংযোগের অনুরূপ প্রত্যুপকার আমি করিতে পারিব না।'

(নিত্যসিদ্ধা গোপী ভিন্ন) অন্য তাদৃশ ব্যক্তিগণের মধ্যেও সেই সেই ভাব দেখা যায়, যেমন পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বচনে উক্ত হয়—

'পূর্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ রামরূপে অবতীর্ণ শ্রীহরিকে দেখিয়া সেই রমণীয় শ্রীহরিকে ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং কামভাবের দ্বারা শ্রীহরিকে লাভ করিয়া ভবসাগর হইতে মুক্ত হন।'

(উদ্ধৃত বচন হইতে) যখন জানা যায় যে,পুরুষগণের মধ্যেও ভগবদ্বিষয়ক স্ত্রীভাবের উদয় হয়, তখন উহা

১ মুদ্রিত পুস্তকে 'ন' এই পদটি নাই।
২ ভা. ১০. ২৯. ১৯ ৩ ১০. ৩৩. ৩৫
৪ অর্থাৎ তোমার সেবাতেই আমাদের পতিপুত্রাদির সেবা করা হইবে।

ইতি। অতঃ পুরুষেষ্বপি স্ত্রীভাবেনোদ্ভবাদ্ভগবদ্বিষয়ত্বাৎ প্রাকৃতকামদেবোদ্ভাবিতঃ 'প্রাকৃতঃ কামোঽসৌ, কিন্তু 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ'[১] ইতি শ্রবণাৎ, আগমাদৌ তস্য কামত্বেনোপাসনাচ্চ ভগবতৈবোদ্ভাবিতোঽপ্রাকৃত এবাসৌ কাম ইতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীমদুদ্ধবাদীনাং পরমভক্তানামপি চ তচ্ছ্লাঘা শ্রূয়তে—"এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বঃ"[২] ইত্যাদৌ। কিং বহুনা, শ্রুতীনামপি তদ্ভাবো বৃহদ্বামনে প্রসিদ্ধঃ। যতস্তত্র শ্রুতয়োঽপি নিত্যসিদ্ধগোপিকাভাবাভিলাষিণ্যস্তদ্রূপেণৈব তদ্‌গণান্তঃপাতিন্যো বভূবুরিতি প্রসিদ্ধিঃ। এতৎপ্রসিদ্ধিসূচকমেবৈতদুক্তং তাভিরেব—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ড-বিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥ [ভা. ১০. ৮৭. ২৩]

ইতি। বিস্পষ্টশ্চায়মর্থঃ—যদ্‌ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বং শাস্ত্রদৃষ্ট্যা প্রয়াসবাহুল্যেন মুনয় উপাসতে

প্রাকৃত কামদেবের উদ্ভাবিত প্রাকৃত কাম নহে, কিন্তু বুঝিতে হইবে যে একমাত্র শ্রীভগবান্ কর্তৃক উদ্ভাবিত এই কাম অপ্রাকৃতই; যেহেতু শ্রুত হয়—'(শ্রীভগবান্) মন্মথেরও মনোমথনকারী' এবং আগমাদিতে কামরূপে শ্রীভগবানের উপাসনার বিধি আছে।[৩] উদ্ধবাদি পরমভক্তগণও ইহার (অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ক কামের) প্রশংসা করিয়াছেন, যথা—'এই গোপবধূগণই পৃথিবীতলে যথার্থ দেহ ধারণ করিয়াছেন (যেহেতু শ্রীভগবানে ইঁহারা পরমপ্রেমবতী)।' অধিক কি? শ্রুতিগণেরও সেইরূপ কামভাবের কথা বৃহদ্বামন-পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে। যেহেতু শ্রুতিগণও নিত্যসিদ্ধা গোপিকাগণের ভাবাভিলাষিণী হইয়া সেই রূপেই তাঁহাদের দলমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন—এই প্রকার সেই স্থলে প্রসিদ্ধি আছে। এইরূপ প্রসিদ্ধিসূচক উক্তি সেই শ্রুতিগণই করিয়াছেন, যথা—

'প্রাণবায়ু, মন ও ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক দৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়ে (যে তত্ত্বের) উপাসনা করেন, শত্রুগণও কেবল স্মরণ দ্বারাই তাহা প্রাপ্ত হয়। আবার, গোপস্ত্রীগণ তোমার ভুজগসদৃশ ভুজদণ্ডে বুদ্ধি আসক্ত করিয়া চরণ-কমল-সুধা লাভ করেন, আমরাও (শ্রুতিগণও) তাঁহাদের মত সমদৃষ্টিসম্পন্না হইয়া (অর্থাৎ গোপীগণের ভাবে ভাবিত হইয়া) তাঁহাদের মত চরণ-কমল-সুধা লাভ করি।'

১ ভা. ১০. ৩২. ২ ২ ভা. ১০. ৪৭. ৫৮

৩। অপ্রাকৃত নবীন মদন শ্রীকৃষ্ণের মহামোহনতার কণিকামাত্র শক্তি লাভ করিয়াই প্রাকৃত কামদেবের মোহনশক্তি। শ্রীকৃষ্ণই অপ্রাকৃত কামদেব এবং কামবীজের দ্বারা তাঁহার অনুরূপ উপাসনারও বিধি আছে প্রাকৃত কামদেবের যিনি মন মোহিত করেন সেই শ্রীকৃষ্ণই গোপীগণ বা তদ্ভাবাপন্ন মুনিগণের হৃদয়ে অপ্রাকৃত কামই জাগাইয়া থাকেন।

তদরয়োঽপি যস্য স্মরণাত্তদুপাসনং বিনৈব যযুঃ। তথা স্ত্রিয়ঃ শ্রীগোপস্ত্রুবস্তে তব শ্রীনন্দনন্দনরূপস্য উরগেন্দ্রদেহতুল্যৌ যৌ ভুজদণ্ডৌ তত্র বিষক্তধিয়ঃ সত্যস্তবৈবাঙ্ঘ্রি-সরোজসুধাস্তদীয়স্পর্শবিশেষজাতপ্রেমমাধুর্যাণি যযুঃ, বয়ং শ্রুতয়োঽপি সমদৃশ-স্তত্তুল্যভাবাঃ সত্যঃ সমাস্তাদৃশগোপিকাত্বপ্রাপ্ত্যা তৎসাম্যমাপ্তাস্তা এবাঙ্ঘ্রিসরোজ-সুধা যাতবত্য ইত্যর্থঃ। অর্থবশাদ্বিভক্তিপরিণামঃ। অঙ্ঘ্রীতি সাদরোক্তিঃ। অত্র তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাদিত্যনেন ভাবমার্গস্য ঝটিত্যর্থসাধনত্বং দর্শিতম্। সমদৃশ ইত্যনেন রাগানুগায়া এব তত্র সাধকতমত্বং ব্যঞ্জিতম্। অন্যথা সর্বসাধনসাধ্যবিদুষ্যঃ শ্রুতয়োঽন্যথৈব প্রবর্তেরন্। তথা স্মরণপরযুগ্মদ্বয়েঽস্মিন্ স্বস্বযুগে প্রথমস্য মুখ্যত্বং দ্বিতীয়স্য গৌণত্বং দর্শিতম্। উভয়ত্রাপ্যপিশব্দসাহিত্যেনোত্তরত্র পাঠাদেকার্থতা-প্রাপ্তেঃ। অতঃ স্ত্রিয় ইতি নিত্যাঃ শ্রীগোপিকা এব তা জ্ঞেয়াঃ। তথৈব শ্রুতিভিরপি

ইহার অর্থ স্পষ্ট— যে ব্রহ্মাখ্য তত্ত্ব মুনিগণ শাস্ত্রদৃষ্টিপূর্বক বহু আয়াসের দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন, শত্রুগণও তদুপাসনা ব্যতীত উহা (আবেশতাময়) স্মরণের দ্বারাই পাইয়া থাকে। তথা, স্ত্রীগণ অর্থাৎ গোপরমণীগণ তোমার অর্থাৎ শ্রীনন্দনন্দনরূপী তোমার ভুজগ-দেহতুল্য যে ভুজদণ্ডদ্বয় —উহাতে আসক্তবুদ্ধি হইয়া তোমারই পাদপদ্ম-সুধাসমূহ অর্থাৎ তদীয় স্পর্শবিশেষে উদ্ভূত প্রেম-মাধুর্য লাভ করেন। আমরা শ্রুতিগণও সমদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ তুল্যভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহাদের সমভাব অর্থাৎ তাদৃশ গোপিকাত্ব প্রাপ্তির দ্বারা তৎসমতা লাভ করিয়া সেই পাদপদ্ম-সুধাসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। 'যযুঃ' (এই ক্রিয়াপদটির) অর্থবশে (উত্তম পুরুষের বহুবচনের কর্তৃপদের সহিত অন্বয় প্রয়োজনে) 'যাতবত্যঃ'—এই প্রকার বিভক্তির পরিবর্তন করিতে হইল। 'অঙ্ঘ্রি' শব্দের দ্বারা (চরণের যে উল্লেখ) উহা আদরপূর্বক উল্লেখ বুঝিতে হইবে। 'শত্রুগণও স্মরণের দ্বারা উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন'—এইরূপ উল্লেখ থাকায় (রুচিপ্রধান) ভাবমার্গে যে শীঘ্রই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়—তাহাই দেখান হইল। 'সমদৃষ্টিসম্পন্ন'—এই পদের দ্বারা রাগানুগাই যে শ্রেষ্ঠ সাধন তাহাই এখানে অভিব্যক্ত হইল। নচেৎ, নিখিল সাধ্য-সাধন তত্ত্বে অভিজ্ঞ শ্রুতিগণ নিশ্চয়ই অন্য প্রকারে প্রবৃত্ত হইতেন। 'স্মরণ' পদে সমাপ্ত (শ্লোকের) যুগল পাদ হইতে দুই যুগ্ম পাদের প্রত্যেকটীতে প্রথমোক্ত ('মুনিগণ' ও 'গোপস্ত্রীগণকে') মুখ্য এবং দ্বিতীয়োক্ত দুই পদকে ('শত্রুগণ' ও 'আমরা' বলিতে 'শ্রুতি-গণকে') গৌণ বলিয়া দেখান হইয়াছে। কারণ, উভয় স্থলেই (দ্বিতীয়োক্ত পদের সহিত) 'অপি' (যেমন 'শত্রুগণও', 'আমরা শ্রুতিগণও')—এইরূপ (অপেক্ষার্থক) 'ও' শব্দের যোগ থাকায় এবং পরে (অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে) উল্লেখ থাকায় উহাদের একার্থতা হইয়াছে। অতএব—স্ত্রীগণ বলিতে নিত্যসিদ্ধা গোপিকাগণই বুঝিতে হইবে।[1] কারণ, শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামে উঁহাদিগকে এরূপ

১ শ্লোকটীর চারিটি পাদে দুই যুগ্ম পাদ। প্রথম ও তৃতীয় পাদে যাঁহাদের বিষয় বলা হইয়াছে, তাঁহারা দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে বিবৃত অক্তের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুঝিতে হইবে।

পাণ্ডবসম্বন্ধিবিশেষাশ্চ পূর্বাবস্থামবলম্ব্য সাধকত্বেন নির্দিষ্টাঃ। অতঃ সম্বন্ধজস্নেহেঽপি তদভিরুচিমাত্রং জ্ঞেয়ম্। 'ভক্ত্যা' বিহিতয়া। অস্যা এব প্রতিলব্ধত্বেন ভাবমার্গং নিদেষ্টুমুপক্রান্তত্বাৎ।

যদি দ্বেষেণাপি সিদ্ধিস্তর্হি বেণঃ কিমিতি নরকে পাতিত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি ॥ ৩২২ ॥

[ভা. ৭. ১. ৩০]

পুরুষং ভগবন্তং প্রতি লক্ষ্যীকৃত্য পঞ্চানাং বৈরানুবন্ধাদীনাং মধ্যে বেণঃ কতমোঽপি ন স্যাৎ। তস্য তং প্রতি প্রাসঙ্গিকনিন্দামাত্রাত্মকং বৈরং ন তু বৈরানুবন্ধঃ। ততস্তীব্রধ্যানাভাবাৎ পাপমেব তত্র প্রতিফলিতমিতি ভাবঃ। ততোঽসুরতুল্যস্বভাবৈরপি তস্মিন্ স্বমোক্ষার্থং বৈরভাবানুষ্ঠানসাহসং ন কর্তব্যমিত্যভিপ্রেতম্। অতএব 'যে বৈ ভগবতা প্রোক্তাঃ'[১] ইত্যাদেরপ্যতিব্যাপ্তির্ব্যাহন্যতে। অনভিপ্রেতত্বেনাপ্রোক্তত্বাৎ। যস্মাদেবং—

সাধকবিশেষ বৃষ্ণিগণ এবং পাণ্ডবসম্বন্ধী ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের পূর্ব পূর্ব অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া সাধকরূপে নির্দেশ করা হইতেছে। অতএব আত্মীয়-সম্বন্ধজ স্নেহেও তদভিরুচি মাত্র জানিতে হইবে। 'ভক্তি দ্বারা' অর্থাৎ বিহিত ভক্তি দ্বারা '(আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি)'—এই বচনে বৈধী ভক্তিই পাওয়া যাইতেছে এবং তদ্দ্বারাই (ভক্তিরূপ) ভাবমার্গ-নির্দেশ করিতে উপক্রম করা হইয়াছে।

যদি দ্বেষের দ্বারাও সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা হইলে বেণরাজা কি কারণে নরকে নিপতিত হইল—এই প্রশ্নের আশঙ্কায় বলিতেছেন—

"পুরুষরূপী শ্রীভগবানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া (বৈরানুবন্ধ প্রভৃতি) পাঁচটি বিষয়ে আবিষ্ট যে সকল ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের কোনটিরই মধ্যে বেণ অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" ৩২২ ॥

'পুরুষ' অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৈরানুবন্ধ প্রভৃতি পাঁচটীর মধ্যে যাহারা (আবিষ্টচিত্ত) বেণ তাহাদের মধ্যে কেহ ছিল না। প্রাসঙ্গিক ভগবন্নিন্দামাত্রের দ্বারা সে ভগবানের প্রতি শত্রুতা করিয়াছিল কিন্তু শত্রুতার প্রতি তাহার অনুবন্ধ ছিল না। অতএব তীব্র ধ্যানরূপ আবিষ্টতার অভাববশতঃ তাহার চরিত্রে পাপই প্রতিফলিত হইয়াছিল—ইহাই ভাবার্থ। তাই ভগবানের প্রতি অসুরতুল্য স্বভাবের ব্যক্তিগণের পক্ষেও নিজের মুক্তির জন্য বৈরভাব অনুষ্ঠানের সাহস করা উচিত নহে—ইহাই অভিপ্রেত অর্থ। অতএব, 'যে সকল সাধন শ্রীভগবান্ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে (উহাই ভাগবত ধর্ম)'—এই উক্তির অতিব্যাপ্তি হইল না। (বৈরভাব) অনভিপ্রেত বলিয়া শ্রীভগবান্ উহার কথা বলেন নাই। যেহেতু এইপ্রকারে (শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি) হয়,—

---

১ ভা. ১১. ২. ৩২, পূর্বে ৩৬১ পৃ° ২১৬ শ্লোকাঙ্ক দ্র° (পূর্বে ভা. শ্লোকের সংখ্যা ভুল আছে, শুদ্ধি দ্র°)।

তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ॥ ৩২৩ ॥

[ভা. ৭. ১. ৩০]

ইতি। অত্রাপি পূর্ববন্নিবেশয়েদিতি সম্মতিমাত্রং ন বিধিঃ। কেনাপি তেষ্বপ্যুপায়েষু যুক্ততমেনৈকেনেত্যর্থঃ। অহো যস্তাদৃশবহুপ্রযত্নসাধ্যবৈধভক্তিমার্গেণ চিরাৎ সাধ্যতে স এবাচিরাদ্ভাববিশেষমাত্রেণ, তত্র চ দ্বেষাদিনাপি। তস্মাদেবংভূতে পরমসদ্‌গুণ-স্বভাবে তস্মিন্ দূরেঽস্তু পামরজনভাব্যস্য বৈরস্য বার্তা. কো বাধম ঔদাস্যমবলম্ব্য প্রীতিমপি ন কুর্যাদিতি রাগানুগায়ামেব তচ্চ যুক্ততমত্বমঙ্গীকৃতং ভবতি। ৭ ॥ ১। শ্রীনারদঃ যুধিষ্ঠিরম্ ॥

[রাগানুগায়ামেব অভিধেয়ত্বম্]

তদেবং ভাবমার্গসামান্যস্যৈব বলবত্ত্বেঽপি কৈমুত্যেন রাগানুগায়ামেবাভি-ধেয়ত্বমাহ—

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালশাল্ব-পৌণ্ড্রাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতিধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ তত্সাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥ ৩২৪ ॥

[ভা. ১১. ৫. ৪৪]

"অতএব কোন না কোন একটা উপায়েও শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে।" ৩২৩।

এখানেও পূর্বের মত '(শ্রীকৃষ্ণে) মনোনিবেশ করিবে'—ইহা সম্মতি মাত্র, বিধি নহে। সেই সেই উপায়গুলির মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত—তাহা দ্বারা (মনোনিবেশ করিবে)—ইহাই অর্থ। কি আশ্চর্য যে, তাদৃশ বহুপ্রযত্নসাধ্য বৈধীভক্তিমার্গে যাহা বহুকালে সাধিত হয়, তাহাই (শ্রীভগবানে) রাগানুরাগ ভাববিশেষমাত্রে অতিশীঘ্রই সাধিত হয়। আবার, সেখানে দ্বেষাদির দ্বারাও সাধিত হয়। অতএব পরমসদ্‌গুণস্বভাব সেই শ্রীভগবানে পামরজন কর্তৃক আচরিত বৈরভাবের কথা দূরে থাকুক, এমন অধম কে আছে যে ঔদাস্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতিও না করিবে! অতএব রাগানুগাতেই যে সেই প্রীতিভাব সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত—ইহাই স্বীকার করা হইল। ইতি। সপ্তম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি।

[রাগানুগাতেই অভিধেয়তা]

এই প্রকারে সাধারণতঃ ভাবমার্গেরই যখন প্রাধান্য, তখন রাগানুগাতেই যে অভিধেয়তা—তাহাতে আর কি বলিবার আছে—ইহাই কৈমুত্যন্যায়ে বলা হইতেছে—

"শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রকাদি নৃপগণ যখন মাত্র শত্রুভাবশতঃ তাঁহার শয়ন ও উপবেশন কালে গতি, বিলাস, ও দর্শন প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার আকার-প্রকার ধ্যান করিয়া তাকার বুদ্ধিবশতঃ তদীয় গতি লাভ করিয়াছেন, তখন যাঁহারা তাঁহাতে নিত্য অনুরক্ত—তাঁহাদের কথা আর কি বলিব!" ৩২৪।

[দ্বেষাদৌ ন ভক্তিত্বম্]

অত্র দ্বেষাদাবপি কেচিদ্ভক্তিত্বং মন্যন্তে। তদসৎ, ভক্তিসেবাদিশব্দানামানুকূল্য এব প্রসিদ্ধের্বৈরে তদ্বিরোধত্বেন তদসিদ্ধেশ্চ। পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ ভক্তিদ্বেষাদীনাঞ্চ ভেদোঽবগম্যতে।

যোগিভির্দৃশ্যতে ভক্ত্যা নাভক্ত্যা দৃশ্যতে ক্বচিৎ।
দ্রষ্টুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাচ্চ জনার্দনঃ॥

ইত্যত্র চ। ননু 'মন্যেঽসুরান্ ভাগবতান্'[1] ইত্যাদৌ শ্রীমদুদ্ধববাক্যে তেষামপি ভাগবতত্বং নির্দিশ্যতে। নৈবম্। যতো মন্য ইত্যনেনোৎপ্রেক্ষাবগমাদ্ ন স্বয়ং ভাগবতত্বং তত্রাস্তীত্যেবং সিধ্যতীতি। সা চোৎপ্রেক্ষা তেন তচ্ছোকোৎকণ্ঠ্যবতা কেবলদর্শনভাগ্যাংশেনৈব রচিতা যুক্তৈব—যথা হন্ত বয়মেব বহির্মুখাঃ, যেষামন্তিমসময়ে তন্মুখচন্দ্রমসো দর্শনসম্ভাবনাপি ন বিদ্যতে, যেভ্যশ্চাসুরা অপি ভাগবতাঃ, যে খলু

[দ্বেষাদিতে ভক্তিত্ব নাই]

এস্থলে দ্বেষাদিতেও কেহ কেহ ভক্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। যেহেতু ভক্তি ও সেবা প্রভৃতি শব্দগুলির আনুকূল্য অর্থেই প্রসিদ্ধি আছে। বৈরভাবে আনুকূল্যের সহিত বিরোধ থাকায় উহাতে ভক্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ভক্তি ও দ্বেষাদির মধ্যে পার্থক্যই জানা যায়, যেমন—

'যোগিগণ কর্তৃক ভক্তির দ্বারাই জনার্দন দৃষ্ট হন, অভক্তির দ্বারা কখনও দৃষ্ট হন না। রোষ ও মাৎসর্য হেতু কেহ জনার্দনকে দেখিতে সমর্থ হয় না।'

আচ্ছা, 'অসুরগণকে আমি ভগবদ্ভক্ত বলিয়া মনে করি'—উদ্ধবের এই বাক্যে যে তাহাদিগের ভাগবতত্ব বলা হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, এইরূপ বলা যায় না। যেহেতু '(ভাগবত বলিয়া) মনে করি'—এই উল্লেখবশতঃ উৎপ্রেক্ষা[2] বুঝায়, অতএব আপনা হইতে তাহাদের ভাগবতত্ব নাই—ইহাই সিদ্ধান্ত। সেই যে উৎপ্রেক্ষা—তাহাও উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণবিরহে উৎকণ্ঠিত, সেই সময়ে কেবল দর্শন-সৌভাগ্যের প্রসঙ্গেই বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং উহা সঙ্গতই হইয়াছিল। (ঐ উক্তির অভিপ্রায়) যথা—'হায়! আমরাই কৃষ্ণবহির্মুখ, কারণ, আমাদের অন্তিম কালে শ্রীভগবানের মুখচন্দ্রমা দর্শনের সম্ভাবনাও নাই, কিন্তু সেই আমাদের অপেক্ষা অসুরগণও ভাগবতস্বভাব—যে হেতু তাঁহারা

১ ভা ৩.২.২৪
২ যে যাহা নয় তাহাকে তাহাই বলিয়া উল্লেখ করার নাম উৎপ্রেক্ষা।

ভোজনপানস্নপন-বীজনাদিলক্ষণলালনেচ্ছাপি তস্যাকৃত্রিমৈব জায়তে। সাধারণভক্তি-সদ্ভাবেনৈব হি—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ [ভা. ১০. ৮১. ৩]

ইত্যুক্তম্। শ্রীশুকদেবেন চ তদেতদেবাকাঙ্ক্ষয়া শ্লাঘিতম্।

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥ [ভা. ১০. ১৫. ১৫]

ইত্যাদিনা। নানেন চৈশ্বর্যস্য হানিঃ, তদানীমপি তস্যৈশ্বর্যস্যান্যত্র স্ফুরদ্রূপত্বাৎ। ভক্তেচ্ছাময়ত্বস্য চেশিতরি প্রশংসনীয়স্বভাবত্বাদেব। যথা শ্রীব্রজেশ্বরীবদ্ধ এব যমলার্জুনমোক্ষং কৃতবান্, তাদৃশৈশ্বর্যেঽপি তস্মিন্ শ্রীব্রজেশ্বরীবশ্যতৈব শ্রীশুকদেবেন বন্দিতা 'এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ' [১] ইত্যাদিনা। তস্মাদ্ যে চাদ্যাপি তদীয়রাগানুগা-পরাস্তেষামপি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনত্বাদিমাত্রধর্মৈরুপাসনা যুক্তা। যথা শ্রীগোবর্ধনোদ্ধরণ-লব্ধবিস্ময়ান্ শ্রীগোপান্ প্রত্যুক্তং স্বয়ং ভগবতৈব বিষ্ণুপুরাণে—

কর্তৃক অনুষ্ঠেয় তাঁহার ভোজন, পান, স্নান ও ব্যজনাদিরূপ লালনের ইচ্ছাও তাঁহাতে অকৃত্রিমরূপে প্রকাশ পায়। সাধারণভাবে ভক্তি যদি থাকে তাহা হইলে উক্ত হয়—

'যে ব্যক্তি পত্র, পুষ্প, ফল, জল আমাকে ভক্তিভরে প্রদান করে, সেই সংযতাত্মা ব্যক্তির ভক্তিদত্ত সেই সকল দ্রব্য আমি প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করি।'

শ্রীশুকদেবও এই সেবাকাঙ্ক্ষার প্রশংসা করিয়াছেন—

'পরম ভাগ্যবান্ কতকগুলি গোপবালক তাঁহার পাদসংবাহন করিয়াছিলেন, আর কেহ কেহ পাপমুক্ত হইয়া ব্যজনীর দ্বারা তাঁহাকে বাতাস করিয়াছিলেন।'

অবশ্য ইহাতে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যহানি হয় না, কারণ, সেই সময়েই অন্য স্থানে তাঁহার ঐশ্বর্যের স্ফূর্তি রহিয়াছে। যিনি সর্বসমর্থ ঈশ্বর, তাঁহাতে ভক্তের ইচ্ছাময়ত্ব থাকায় সেইরূপ স্বভাব প্রশংসনীয়ই। যেমন, ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদা কর্তৃক (উলূখলে) বদ্ধ হইয়াই তিনি যমলার্জুনকে মুক্তি দান করিলেন—সেই উহাতে (যমলার্জুন-মোচনে) তাদৃশ ঐশ্বর্য প্রকাশ পাইলেও তিনি যে ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদার বশ্য—তাহাতে সেই ভক্ত-বশ্যতারই বন্দনা করিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—'হে মহারাজ! এই প্রকারে (ব্রজেশ্বরীর বন্ধনস্বীকারে শ্রীভগবান্ ভক্তবশ্যতাই) দেখাইয়াছেন।' অতএব, এখনও যাঁহারা রাগানুগাপরায়ণ, তাঁহাদের পক্ষে ব্রজেন্দ্রনন্দনত্বাদি ধর্মে তাঁহার উপাসনা করা কর্তব্য। গোবর্ধন ধারণ দর্শনে বিস্মিত গোপবালকগণের প্রতি স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন—

[১] ভা. ১০. ৯. ১৯

তদেবমন্যত্রাসম্ভবতয়া রাগানুগামাহাত্ম্যদৃষ্ট্যা পূর্ণভগবত্তাদৃষ্ট্যা চ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনস্য মাহাত্ম্যং মহদেব সিদ্ধম্, তত্রাপি গোকুললীলাত্মকস্য। অথ তদ্ভজনমাত্রস্য মাহাত্ম্যমুপক্রমত এব যথা—

মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্।
যৎ কৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥ [ভা. ১. ২. ৫]

ইতি। তত্রেতদ্বক্তব্যম্—পূর্বং মনসঃ প্রসাদহেতুঃ পৃষ্টঃ; অনেন তু শ্রীকৃষ্ণপ্রশ্নমাত্রস্য তদ্ধেতুতোক্তা। ন তু 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্মঃ' [১] ইত্যাদিনা তদীয়ানন্তরপ্রকরণে যথা মহতা প্রযত্নেন কর্মার্পণমারভ্য ভক্তিনিষ্ঠাপর্যন্ত এব জাতে প্রাদুর্ভাবানন্তরভজনস্য তদ্ধেতুতোক্তা, তথেতি।

অত এবাবতারান্তরকথায়া অপি তদভিনিবেশ এব ফলমিত্যাহ— [২]

হরেরদ্ভুতবীর্যস্য কথা লোকসুমঙ্গলাঃ ॥
কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি।
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্ ॥ ৩২৫ ॥
[ভা. ২. ৮. ২-৩]

সেই রাগানুগা ভজন অন্যত্র (অন্য দেবে) অসম্ভব, অতএব রাগানুগার মাহাত্ম্য বিবেচনায় এবং পূর্ণভগবত্তার দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণভজনেরই প্রকৃষ্ট মাহাত্ম্য সিদ্ধ হইতেছে এবং তন্মধ্যে শ্রীগোকুললীলা-ত্মক শ্রীকৃষ্ণভজনেরই (শ্রেষ্ঠতা)। আবার, সেই শ্রীকৃষ্ণভজনমাত্রের মাহাত্ম্য উপক্রম করিয়া বলা হয়—

'হে মুনিগণ! আপনারা আমাকে উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, যে হেতু আপনাদের উত্থাপিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্ন লোকহিতকর এবং উহা হইতে অন্তঃকরণও প্রসন্নতা লাভ করে।'

এখানে বক্তব্য এই—পূর্বে ঋষিগণ মনের প্রসন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। (তাহার উত্তরে) উপরের ঐ উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্নই যে মনের প্রসন্নতার হেতু—তাহাই বলা হইল। অবশ্য '(যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি)—তাহাই লোকগণের পরম ধর্ম'—ইত্যাদি উক্তি দ্বারা তৎপরবর্তী প্রকরণে—বিশেষ যত্নপূর্বক কর্মার্পণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তিনিষ্ঠা পর্যন্ত ভূমিকা সম্পন্ন করিবার পর উহা হইতে যে-ভক্তির উদ্ভব হয় এবং তাহার পর যে শ্রীকৃষ্ণভজন—তাহাই মনঃপ্রসন্নতার হেতু বলিয়া যেরূপ (সেখানে) উল্লেখ আছে, এখানে কিন্তু তদ্রূপ নহে।

অতএব, অন্য অবতারসমূহের কথা শ্রবণের ফলও যে শ্রীকৃষ্ণেই অভিনিবেশ—তাহাই বলিতেছেন—

"হে মহাভাগ! অদ্ভুত-বীর্যবান্ শ্রীহরির লোকমঙ্গলকর সেই কথাসকল বলুন যাহা শুনিয়া আমি অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণে আসক্তিমুক্ত মনকে নিবিষ্ট করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারি।" ৩২৫ ॥

---

১ ভা. ১. ২. ৬　২ শ্রীভগবানুবাচ—হস্তলিখিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ।

ইতি। হরেস্তদবতাররূপস্য। অখিলাত্মনি সর্বাংশিনি কৃষ্ণে শ্রীমদর্জুনসখে। ২ ॥ ৮। রাজা ॥

[রাগানুগাভক্তানাং জ্ঞানযোগাদিষু অনাদরঃ]

তথা শ্রীমদুদ্ধবসংবাদান্তে চ যথা। তত্র যদ্যপি পূর্বাধ্যায়সমাপ্তৌ উক্তায়া জ্ঞানযোগচর্যায়া ভক্তিসহভাবেনৈব স্বফলজনকত্বং শ্রীভগবতোক্তং তথাপি তাং জ্ঞানযোগচর্যামংশতোঽপ্যনঙ্গীকুর্বতা পরমৈকান্তিনা শ্রীমদুদ্ধবেন—

> সুদুশ্চরামিমাং মন্যে যোগচর্যামনাত্মনঃ।
> যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেত্তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত ॥
> প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
> বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্ষিতাঃ ॥
> [ভা. ১১. ২৯. ১-২]

ইতি। অত্র স্ববাক্যে তস্যা দুষ্করত্বেন প্রায়ঃ ফলপর্যবসায়িত্বাভাবেন চোক্তত্বাৎ, শুশ্রূষ্যমাণায়া ভক্তেস্তু সুকরত্বেনাবশ্যক-ফলপর্যবসায়িত্বেন চাভিপ্রেতত্বাৎ, তদ্ভক্তিরেব কর্তব্যেতি স্বাভিপ্রায়ো দর্শিতঃ। তদেবং তাং জ্ঞানযোগচর্যামনাদৃত্য ভক্তিমেবাপি

'শ্রীহরির' অর্থাৎ অবতাররূপ শ্রীহরির, 'অখিলাত্মা' অর্থাৎ সকল অংশের (অর্থাৎ অবতারের) মূলীভূত অর্জুনসখা যে শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহাতে। ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে রাজা পরীক্ষিতের উক্তি ॥

[রাগানুগা ভক্তের জ্ঞানযোগাদিতে অনাদর]

এইরূপ উদ্ধবসংবাদের শেষেও উক্ত হয়। যদিও সেখানে পূর্ব অধ্যায়ের সমাপ্তি স্থলে শ্রীভগবান্ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞান ও যোগাচরণ ভক্তির সহকারিরূপে স্বফলপ্রাপ্তি ঘটাইয়া থাকে, তথাপি সেই জ্ঞান ও যোগাচরণকে অংশমাত্রেও স্বীকার না করিয়া পরমৈকান্তী ভক্ত উদ্ধব বলিয়াছেন—

'হে অচ্যুত! যাহার চিত্ত বশীভূত নহে, তাহার পক্ষে এইরূপ যোগাচরণ নিতান্ত দুষ্কর বলিয়া মনে করি। অতএব লোকে যাহাতে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, আপনি তাহাই সহজ করিয়া বলুন। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! যোগ আচরণ করিতে গিয়া প্রায়ই মনোনিবেশ না হওয়ায় মনোনিগ্রহে কাতর যোগিগণ বিষাদগ্রস্ত হন।'

এখানে (উদ্ধবের) নিজ বাক্যে যোগাচরণ যে দুষ্কর এবং উহা যে প্রায়ই ফলপ্রাপ্তি ঘটাইতে পারে না—ইহাই বলা হইয়াছে, এবং তিনি যে ভক্তি বিষয়ে শুনিতে চাহেন, সেই ভক্তি সুকর এবং আবশ্যক ফলপ্রাপ্তি ঘটাইয়া থাকে বলিয়া তাহা অভিপ্রেত—অতএব সেরূপ ভক্তিই যে কর্তব্য—ইহাই উদ্ধবের নিজ অভিপ্রায় স্বরূপে দেখান হইল। এইরূপে জ্ঞান ও যোগাচরণে অনাদর

কুর্বাণাস্তব শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব ভক্তিং তাদৃশাস্তু জ্ঞানযোগাদিফলানাদরেণৈব কুর্বন্তীতি পুনরাহ চতুর্ভিঃ—

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্মভিস্ত্বন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ ॥ ৩২৬ ॥
[ভা. ১১. ২৯. ৩]

যস্মাদেবং কেচন বিষীদন্তি—অথাত অত এব যে হংসাঃ সারাসারবিবেকচতুরাঃ তে তু সমস্তানন্দপূরকং পদাম্বুজমেব নু নিশ্চিতং সুখং যথা স্যাত্তথা শ্রয়েরন্ সেবন্তে। পদাম্বুজস্য সম্বন্ধিপদানুক্তিঃ সাক্ষাদ্দৃশ্যমানত্বদীয়পদাম্বুজাভিব্যঞ্জনার্থা। অমী চ শুদ্ধভক্তা যোগকর্মভিস্ত্বন্মায়য়া চ বিহতাঃ কৃতভক্ত্যনুষ্ঠানান্তরায়া ন ভবন্তি। যতো ন চ মানিনস্তে মানিনোঽপি ন ভবন্তি। পুরুষার্থসাধনে ভগবতো নিরুপাধিদীনজন-কৃপায়া এব সাধকতমত্বং মন্যন্তে ন যোগিপ্রভৃতিবৎ স্বপ্রযত্নস্যেত্যর্থঃ। এবম্ভূতস্য ভক্তস্য জ্ঞানযোগাদীনাং যৎফলং তন্মাত্রং ন কিন্ত্বন্যন্মহদেবেত্যাহ—

করিয়া যাঁহারা একমাত্র ভক্তি অর্থাৎ তোমার শ্রীকৃষ্ণরূপেরই ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারা জ্ঞানযোগাদি-সাধ্য ফলেও অনাদর দেখাইয়া সেইরূপ ভক্তি করেন—তাহাই চারিটি শ্লোকে পুনরায় বলিতেছেন—

"হে পদ্মনেত্র (শ্রীকৃষ্ণ)! যাঁহারা হংসস্বভাব (অর্থাৎ বিচারে চতুর), তাঁহারা আনন্দদায়ক তোমার পাদপদ্মকেই সানন্দে আশ্রয় করিয়া থাকেন। হে বিশ্বেশ্বর! এই সকল (তত্ত্বৎ-) মানহীন ব্যক্তিগণ যোগ ও কর্মসমূহের দ্বারা ও তোমার মায়া দ্বারা বিহত হন না।" ৩২৬ ॥

যে হেতু কেহ কেহ যোগাচরণে বিষাদপ্রাপ্ত হন, সেই হেতু যাঁহারা হংসস্বভাব অর্থাৎ সার এবং অসার বিষয়ে বিচারপটু, তাঁহারা কিন্তু সমস্ত আনন্দের পরিপূরক (তোমার) পাদপদ্মকেই—যাহাতে নিশ্চিত সুখ লাভ হয়, সেইভাবে আশ্রয় করেন, অর্থাৎ সেবা করেন। পাদপদ্মের সম্বন্ধী যে 'তুমি' (অর্থাৎ 'তোমার')—সেই পদের উল্লেখ না থাকায় ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, সাক্ষাৎ দৃশ্যমান যে তুমি—তাহারই পাদপদ্ম। এই সকল শুদ্ধ ভক্ত যোগ ও কর্মসমূহের দ্বারা এবং তোমার মায়া দ্বারা বিহত অর্থাৎ ভক্ত্যনুষ্ঠানে বাধাপ্রাপ্ত হন না। যেহেতু তাঁহারা সেই অনুষ্ঠান বিষয়ে মানী অর্থাৎ অভিমানী নহেন। পুরুষার্থসাধন বিষয়ে তাঁহারা শ্রীভগবানের দীনজনের প্রতি নিরুপাধিক কৃপাকেই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া মনে করেন, কিন্তু যোগী প্রভৃতির ন্যায় নিজের প্রযত্নকে শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া স্বীকার করেন না। জ্ঞান ও যোগাদির যে ফল—এতাদৃশ শুদ্ধ ভক্তের পক্ষে মাত্র উহাই যে পাওয়া যায় তাহাই নহে, কিন্তু অন্য মহৎফলও হয়। তাই বলিতেছেন—

সংসারস্য বিস্মৃতয়ে মোক্ষায় বা কো ভজেৎ? ন কোঽপীত্যর্থঃ। অস্মাকন্তু তত্তৎ ফলমপি ত্বদ্ভক্তেরেবান্তর্ভূতমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। বাশব্দেন তত্রাপ্যনাদরঃ সূচিতঃ, তদুক্তম্—'যৎ কর্মভির্যত্তপসা' ১ ইত্যাদি।

ননু কথং তত্তৎ ফলমপি বিসৃজন্তি, ন তু মাম্, কিং বা মম কৃতম্? তত্রাহ—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥ ৩২৯॥
[ভা ১১. ২৯. ৬]

হে ঈশ! কবয়ঃ সর্বজ্ঞা ব্রহ্মতুল্যায়ুষোঽপি তৎকালপর্যন্তং ভজন্তোঽপীত্যর্থঃ। তব কৃতমুপকারমৃদ্ধমুদ উপচিতত্বদ্ভক্তি-পরমানন্দাঃ সন্তঃ স্মরন্তোঽপচিতিং প্রত্যুপকার-মানৃণ্যমিতি যাবৎ, তাং ন উপয়ন্তি পশ্যন্তি। তস্মান্ন বিসৃজেদিত্যুক্তম্। কৃতমাহ—যো ভবান্ তনুভৃতাং ত্বৎকৃপাভাজনত্বেন কেষাঞ্চিৎ সকলতনুধারিণাং বহিরাচার্যবপুষা

'ভূতির নিমিত্ত' অর্থাৎ ঐশ্বর্যের জন্য বা সংসারের 'বিস্মৃতির নিমিত্ত' বা মোক্ষের জন্য কেহ কি ভজনা করে? না, কেহই করে না—ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু—আমাদের সেই সেই ফল সমূহও আপনার ভক্তিতেই অন্তর্ভুক্ত—তাহাই 'কিই বা না হয়'—এই শ্লোকাংশে বলা হইতেছে। '(কিই বা)'—এই 'বা' শব্দের দ্বারা' (সেই ঐশ্বর্যাদিফলে) অনাদরই সূচিত হইয়াছে। তাই বলা হয়—'যাহা কর্মের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা পাওয়া যায়, (ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা তাহা লাভ করে)'—ইত্যাদি।

আচ্ছা, যদি বল (ভক্ত) কেন সেই সেই (ঐশ্বর্যাদি) ফল ত্যাগ করে, কিন্তু আমাকে ত্যাগ করে না, আমি (তাহাদের) এমন বা কি করিয়াছি?—তদুত্তরে বলিতেছেন—

"হে ঈশ্বর! কবিগণ (সর্বজ্ঞ ঋষিবৃন্দ) ব্রহ্মার তুল্য পরমায়ু লাভ করিয়াও তোমার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া এমনই আনন্দ লাভ করেন যে, আর কিছুতেই তাঁহারা আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না। কারণ, আপনি দেহধারী জীব-মাত্রেরই বাহিরে ও অন্তরে (যথাক্রমে) গুরুরূপে ও চিত্তের ধ্যেয় বস্তুরূপে অশুভ নাশ করিয়া আপনার নিজ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন।" ৩২৯॥

হে ঈশ্বর! 'কবিগণ' অর্থাৎ 'সর্বজ্ঞবৃন্দ' ব্রহ্মতুল্য পরমায়ুঃ লাভ করিলেও অর্থাৎ সেই (সুদীর্ঘ) কাল পর্যন্ত ভজনা করিয়া আপনার কৃত উপকারে বর্ধিত আনন্দে অর্থাৎ আপনার ভক্তি-বিবৃদ্ধ পরমানন্দ লাভ করিয়া এবং তাহাই স্মরণ করিয়া প্রত্যুপকার রূপ পরিশোধ যাহাতে হয়—তদুদ্দেশ্যে তাহার অপচয় দেখিতে চাহেন না। তাই—'তোমাকে ত্যাগ করেন না'—বলা হয়। (আপনার) কৃত (উপকার) কি? তাহাই বলিতেছেন—'আপনি যে দেহধারী জীববৃন্দের'—অর্থাৎ তাহারা আপনার

১ ভা. ১১. ২০. ৩২ পূর্বে ৯২ পৃষ্ঠায় পূর্ণ শ্লোক দ্র°।

গুরুরূপেণ, অন্তশ্চৈত্ত্যবপুষা চিত্তস্ফুরিতধ্যেয়াকারেণাশুভং স্বভক্তিপ্রতিযোগি সর্বং বিধুন্বন্ স্বগতিং স্বানুভবং ব্যনক্তি ইতি। ১১॥২৯। শ্রীমদুদ্ধবঃ॥

[গোকুললীলাত্মক-শ্রীকৃষ্ণে ভক্তের্মাহাত্ম্যম্]

তথৈব স্বভক্তেরতিশয়িত্বং শ্রীভগবানপি তদনন্তরমুবাচ। তত্র চ তাদৃশান্ প্রতি শুদ্ধাং স্বভক্তিং 'হন্ত তে কথয়িষ্যামি'[১] ইত্যাদিচতুর্ভিরুক্ত্বাপ্যেতাদৃশান্ প্রতি চ করুণয়া স্বভজনপ্রবর্তনার্থমন্যদ্বিচারিতবান্ চতুর্ভিঃ[২]। যতঃ প্রায়শো লোকাঃ স্পর্ধাদিপরাঃ কথঞ্চিদন্তর্মুখত্বেঽপি সর্বান্তর্যামিরূপ-তদ্ভজনমাত্রজ্ঞানিন ইত্যালোচ্য কৃপয়া তেষাং স্পর্ধাদীন্ ঝটিতি দূরীকর্তুং স্বস্মিন্নেবান্তর্মুখীকর্তুঞ্চ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"[৩] ইত্যাদ্যুক্ত-তদন্তর্যামিরূপস্বাংশস্য ভজনস্থানে স্বভজনমুপদিষ্টবান্। যথা—

কৃপাপাত্র বলিয়া সকল দেহধারীরই বাহিরে আপনি আচার্যরূপে অর্থাৎ গুরুরূপে, আর অন্তরে চিত্তের ধ্যেয় বস্তুরূপে অর্থাৎ চিত্তে স্ফুরিত ধ্যেয়াকারে আপনার ভক্তির বিরোধী অশুভসমূহ নাশ করিয়া আপনার 'নিজ ভাব' অর্থাৎ নিজের অনুভব ব্যক্ত করাইয়া থাকেন। ইতি একাদশ স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধবের উক্তি॥

[গোকুললীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশ ভক্তির মাহাত্ম্য]

নিজ ভক্তির মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও শ্রীভগবান্ অনন্তর অনুরূপভাবে বলিয়াছেন। সেখানে তাদৃশ (ভক্তগণের) প্রতি শুদ্ধ স্বভক্তি সম্বন্ধে '(আমি) তোমাদিগকে (সুমঙ্গল ধর্ম) উপদেশ করিব'—বলিয়া চারিটি শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন। এবং তাহার পর যাঁহারা তাদৃশ ভক্ত নহেন—তাঁহাদেরও প্রতি করুণায় নিজ ভজন প্রবর্তনের নিমিত্ত চারিটি শ্লোকে অন্যপ্রকার বিচারও করিয়াছেন। যে হেতু লোকে প্রায়ই স্পর্ধাশীল অর্থাৎ আত্মশ্লাঘাপরায়ণ এবং কিছুটাও যদি তাহারা অন্তর্মুখ হয়, তবুও মাত্র সর্বান্তর্যামিরূপেই শ্রীভগবদ্ভজনের জ্ঞান তাহাদের দেখা যায়—ইহাই ভাবিয়া কৃপাপূর্বক তাহাদের সেই স্পর্ধা প্রভৃতিকে শীঘ্র দূর করিতে এবং নিজের প্রতি তাহাদিগকে অন্তর্মুখ করিবার জন্য 'সমস্ত জগৎ একাংশে ব্যাপ্ত করিয়া আমি আছি'—ইত্যাদি উক্তির দ্বারা অন্তর্যামিরূপ অংশস্বরূপের ভজন স্থানে নিজের (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপের ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। যেমন (উক্ত হয়)—

১ ভা. ১১. ২৯. ৮ ২ ভা. ১১. ২৯. ১২-১৫ দ্র০।
৩ ভ. গী. ১০. ৪২

মামেব সর্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্ ।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥ ৩৩০ ॥

[ভা. ১১. ২৯. ১২]

টীকা চ—অন্তরঙ্গাং ভক্তিমাহ—মাম্ ইতি ত্রিভিঃ। সর্বভূতেষ্বাত্মনি চাত্মানমীশ্বরং স্থিতং মামেব ঈক্ষেতেত্যেষা।

কথংভূতমীশ্বরম্ ? বহিরন্তঃপূর্ণমিত্যর্থঃ। তৎ কুতঃ ? অপাবৃতম্ অনাবরণম্। তদপি কুতঃ ? যথা খম্ অনঙ্গত্বাদ্বিভুত্বাচ্চেত্যর্থঃ। অত্র মামেবেতি শ্রীকৃষ্ণরূপমেবেক্ষত, ন তু কেবলান্তর্যামিরূপমিত্যভিপ্রায়েণৈবান্তরঙ্গাং ভক্তিমাহেতি ব্যাখ্যাতম্। ততশ্চ—

ইতি সর্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে ।
সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ ॥
ব্রাহ্মণে পুক্কশে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে ।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥ ৩৩১ ॥

[ভা. ১১. ২৯. ১৩-১৪]

"নির্মলাশয় ব্যক্তি সর্বভূতে এবং আত্মাতে অবস্থিত বাহিরে ও অন্তরে পূর্ণ এবং আকাশের ন্যায় অনাবৃত আত্মস্বরূপ আমাকেই দর্শন করে" । ৩৩০ ॥

টীকা—'আমাকেই (দর্শন করে)'—প্রভৃতি এই তিনটি শ্লোকে অন্তরঙ্গা ভক্তি সম্বন্ধে বলা হইতেছে। সর্বভূতে এবং আত্মায় অবস্থিত আত্মস্বরূপ অর্থাৎ ঈশ্বররূপে স্থিত আমাকে দর্শন করে—এই পর্যন্ত টীকা।

কিরূপ ঈশ্বর ? না—বাহিরে ও ভিতরে যিনি পূর্ণ। কেন পূর্ণ ? না—তিনি অনাবৃত অর্থাৎ আবরণহীন। কেন তিনি সেরূপ ? না—আকাশ যেরূপ, তিনি সেইরূপ, যেহেতু তিনি সঙ্গ বা আসক্তি-রহিত এবং বিভু। এখানে 'আমাকেই (দর্শন করে)'—এইরূপ উল্লেখ থাকায় শ্রীকৃষ্ণরূপী আমাকেই দর্শন করে, কিন্তু কেবল অন্তর্যামিরূপে আমাকে দর্শন করে না—ইহাই বুঝিতে হইবে এবং এই অভিপ্রায়েই অন্তরঙ্গা ভক্তি সম্বন্ধে বলা হইতেছে বলিয়া (এই শ্লোকের) এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাই (পরে বলা হয়)—

"হে মহাতেজাঃ (উদ্ধব)! যে-ব্যক্তি কেবল জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াছে, পূর্বোক্ত সর্ব ভূত আমারই মধ্যে বিদ্যমান মনে করিয়া সে তাহাদের সম্মান করে। ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, চোরে ও ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে দানকারীতে, সূর্যে ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে এবং অক্রূর ও ক্রূরের প্রতি যে-ব্যক্তি এই প্রকার সমদৃষ্টি করে, সেই পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হয়।" ৩৩১ ॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ [ভ. গী. ১৮. ৬১-৬৬]

ইতি। অত্র চ গুহ্যং পূর্বাধ্যায়োক্তং জ্ঞানম্, গুহ্যতরমন্তর্যামিজ্ঞানম্, সর্বগুহ্যতমং তন্মনস্ত্বাদিলক্ষণং তদেকশরণত্বলক্ষণঞ্চ তদুপাসনম্ ইতি সমানম্। এবং শ্রীগীতাস্বেব নবমাধ্যায়েঽপি—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ [ভ. গী. ৯. ১]

হে ভরতকুলোদ্ভব! তুমি সর্বতোভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর, তাঁহার অনুগ্রহে পরম শান্তি এবং শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে। আমি তোমার নিকটে গোপনীয় হইতেও গোপনীয়—এই (পরম) জ্ঞান-তত্ত্ব কীর্তন করিলাম। ইহা অশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তোমার হিতার্থে আমি পুনরায় সর্বগুহ্যতম পরম বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমাতে মন সমর্পণ কর, আমাকে ভজনা কর, আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান কর, আমাকে নমস্কার কর—তুমি আমার প্রিয়,—আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক এই সত্য করিতেছি যে, তাহা হইলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত (আনুষ্ঠানিক) ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও। তুমি পরিতাপ করিও না, আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব।'

এখানে (গীতার) পূর্বের অধ্যায়ে কথিত যে জ্ঞান উহা গুহ্য, আর অন্তর্যামিরূপে (শ্রীভগবানের) যে জ্ঞান—উহা গুহ্যতর, এবং তাঁহাতে মন সমর্পণরূপ যে উপাসনা বা উহার সমপর্যায়ভুক্ত একমাত্র তাঁহারই শরণগ্রহণরূপ যে উপাসনা—উহাই গুহ্যতম। তাই গীতায় নবম অধ্যায়েও (শ্রীভগবান্) বলিয়াছেন—

'(হে পার্থ)! তুমি অসূয়াশূন্য। যাহা জ্ঞাত হইলে (সংসার-বন্ধনরূপ) অশুভ হইতে মুক্ত হইবে, আমি সেই গুহ্যতম (ঈশ্বর-বিষয়ক) জ্ঞান (উপাসনা) বিজ্ঞান সহ তোমাকে বলিব।'

'রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্' [১] ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণার্থং প্রশস্য শ্রীকৃষ্ণরূপস্বভজন-শ্রদ্ধাহীনান্ নিন্দংস্তচ্ছ্রদ্ধাবতঃ প্রশস্তবান্ স্বয়মেব। যথা—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥

[ভ. গী. ৯. ১১-১৩]

ইতি। মামব অনাদরেণ মানুষীং তনুমাশ্রিতং জানন্তীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্বান্তর্যামি-ভজনাদপ্যুত্তমত্বেন তদনন্তরঞ্চ সর্বগুহ্যতমমিত্যত্র সর্বগ্রহণাৎ সর্বত উত্তমত্বেন শ্রীকৃষ্ণভজনে সিদ্ধে তদবতারান্তরভজনাৎ সুতরামেবোত্তমতা সিধ্যতি। অথ তামেব কৈমুত্যেনাপ্যাহ—

'এই বিদ্যা পরম বিদ্যা এবং ইহা পরমগুহ্য'—ইত্যাদি বাক্যে বক্তব্য বিষয়ের প্রশংসা করিয়া যাঁহারা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণরূপে ভজন করিতে শ্রদ্ধাহীন—তাহাদিগের নিন্দা করিয়াছেন এবং সেই ভজনে যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ সেইরূপ ব্যক্তিদিগকে (শ্রীভগবান্) নিজে প্রশংসাই করিয়াছেন, যথা—

'আমি ভূতসমূহের মহেশ্বর, কিন্তু আমি মানবদেহ ধারণ করিয়াছি বলিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার পরমতত্ত্ব না জানিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাহারা (আমা ব্যতীত অন্যান্য দেবতাকে আশুফলপ্রদ মনে করিয়া) আশায় বিফল হয়, কর্মে নিষ্ফল হয়। বিফলজ্ঞানযুক্ত সেই বিচেতন ব্যক্তিগণ রাক্ষসী আসুরী এবং মোহিনী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে। কিন্তু হে পার্থ! মহাত্মাগণ দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমাকে ভূতসমূহের আদি ও অব্যয় জ্ঞান করিয়া অনন্যমনে আমাকেই ভজনা করেন।'

'আমাকে' 'অব' অর্থাৎ অনাদরপূর্বক মনুষ্য-দেহধারী বলিয়া 'জানে'। অতএব, সর্বান্তর্যামিরূপে তাঁহার ভজন অপেক্ষাও (শ্রীকৃষ্ণরূপে) ভজন উৎকৃষ্ট, এমন কি পরে উহাকে সর্বগুহ্যতম বলায় এবং সর্ব শব্দের উল্লেখে সর্বাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণভজনের উত্তমতা সিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার অন্য অবতারের ভজন অপেক্ষাও যে শ্রীকৃষ্ণভজনের উত্তমতা—তাহাই সমধিকভাবে সিদ্ধ হইল। ইহাই কৈমুত্যন্যায় অবলম্বনে বলা হইতেছে, যথা—

---

১ ভ গী, ৯. ২

যো যো ময়ি পরে ধর্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ।
তত্রায়াসোঽনিরর্থঃ স্যাদ্ভয়াদেরিব সত্তম ॥ ৩৩৩ ॥

[ভা. ১১. ২৯. ২১]

ময়ি মদর্পিতত্বেন কৃতো যো যো ধর্মো বেদবিহিতঃ স স যদি নিষ্ফলায় ফলাভাবায় কল্প্যতে ফলকামনয়া নার্প্যত ইত্যর্থঃ, তদা তত্র তত্রায়াসঃ শ্রান্তিরনিরর্থঃ স্যাদ্ব্যর্থো ন ভবতি। নিষ্ফলায়েতি বিশেষণং ফলভোগাদিরূপ-তদ্ভক্ত্যন্তরায়াভাবেনানিরর্থতাতিশয়-তাৎপর্যম্। তত্রানিরর্থত্বে কৈমুত্যেন শ্রীকৃষ্ণলক্ষণস্য স্বস্যাসাধারণভজনীয়তাবাঞ্জকো দৃষ্টান্তো ভয়াদেরিবেতি। যথা কংসাদৌ মৎসম্বন্ধমাত্রেণ ভয়াদেরপ্যায়াসো নিরর্থো ন ভবতি মোক্ষসম্পাদকত্বাদিত্যর্থঃ।

অথ শ্রীমদুদ্ধববৎ শ্রীকৃষ্ণৈকানুগতানাং সাধনত্বে সাধ্যত্বে চ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপ এব পরমোপাদেয় ইত্যাহ—

জ্ঞানে কর্মণি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে।
যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্বিধঃ ॥ ৩৩৪ ॥

[ভা. ১১. ২৯. ৩১]

"হে সত্তম! যে যে ধর্ম আমার উদ্দেশ্যে কৃত হয়, উহা ফলকামনা-রহিত হইলেও উহাতে শ্রম অর্থহীন হয় না, যেমন (কংসের মৎসম্বন্ধী) ভয়ও (মোক্ষপ্রাপ্তিতে) সার্থক হইয়াছিল।" ৩৩৩ ॥

'আমার উদ্দেশ্যে' অর্থাৎ আমাতে অর্পিত বলিয়া কৃত যে যে বেদবিহিত ধর্ম, তাহা যদি নিষ্ফলরূপে অর্থাৎ ফলাভাবের নিমিত্ত কৃত হয় অর্থাৎ ফলকামনায় আমাতে সমর্পিত না হয়—তাহা হইলে সেই সেই 'আয়াস' অর্থাৎ শ্রম 'অনিরর্থক হয়' অর্থাৎ ব্যর্থ হয় না। 'নিষ্ফলরূপে'—এই বিশেষণ থাকায় বুঝিতে হইবে—তাঁহার ভক্তির অন্তরায়ই হইল ফলভোগাদি এবং সেই বাধা না থাকায় অবশ্যই উহাতে বিশেষ সার্থকতা আছে। উহা যে সার্থক হইবে ইহাতে আর বলিবার কি আছে—কারণ শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহার নিজেতে অসাধারণ ভজনীয় গুণের সমাবেশ আছে। উহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়—'যেমন (কংসাদির মৎসম্বন্ধী) ভয় হইতে (মোক্ষ লাভ হয়)।' যেমন কংসাদির যে ভয়, দ্বেষ প্রভৃতি—উহা মাত্র আমার (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হওয়ায় সে বিষয়ে শ্রম নিরর্থক হয় নাই, কারণ উহা হইতে মোক্ষ লাভ হইয়াছে।

আবার, শ্রীউদ্ধবের ন্যায় যাঁহারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণানুগত তাঁহাদের সাধন ও সাধ্য বিষয়ে যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপই পরম উপাদেয়, তাহাই (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) বলিতেছেন—

"হে তাত! জ্ঞান, কর্ম, যোগ এবং (কৃষ্যাদি) বৃত্তিচেষ্টা ও দণ্ডনীতি ইত্যাদি যাবতীয় ।ধ অর্থ (চতুর্বর্গ) যে লাভ হয়, তোমার পক্ষে সে সকলই আমি।" ৩৩৪ ॥

[তত্র রাসাদিলীলাত্মকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভজনে পরমবৈশিষ্ট্যম্]

অথ গোকুলেঽপি শ্রীমদ্ব্রজবধূসহিত-রাসাদিলীলাত্মকস্য পরমবৈশিষ্ট্যমাহ—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩৩৮ ॥
[ভা. ১০. ৩৩. ৩৯]

চকারাদন্যচ্চ। অথেতি বার্থে, শৃণুয়াদ্বা বর্ণয়েদ্বা। উপলক্ষণঞ্চৈতদ্ধ্যানাদেঃ। পরাং যতঃ পরা নান্যা কুত্রচিদ্বিদ্যতে তাদৃশীম্। হৃদ্রোগং কামাদিকমপি শীঘ্রমেব ত্যজতি। অত্র সামান্যতোঽপি পরমত্বসিদ্ধেস্তত্রাপি পরমশ্রেষ্ঠ-শ্রীরাধাসংবলিত-লীলাময়-তদ্ভজনস্তু পরমতমমেবেতি স্বতঃ সিধ্যতি। কিন্তু রহস্যলীলা তু পৌরুষবিকারবদিন্দ্রিয়ৈঃ পিতৃপুত্রদাসভাবৈশ্চ নোপাস্যা, স্বীয়ভাববিরোধাৎ। রহস্যত্বঞ্চ তস্যাঃ ক্বচিদল্পাংশেন ক্বচিত্তু সর্বাংশেনেতি জ্ঞেয়ম্। ১০ ॥ ৩৩। শ্রীশুকঃ ॥

[তন্মধ্যে রাসাদিলীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের ভজনেই পরমবৈশিষ্ট্য]

আবার, গোকুলেও ব্রজবধূদিগের সহিত (শ্রীকৃষ্ণের) যে রাসাদিলীলা—তাহারই পরমবৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—

"ব্রজবধূদিগের সহিত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর এই ক্রীড়াবিলাস এবং অন্যান্য লীলাকথা যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে শ্রবণ অথবা বর্ণনা করেন, তিনি শ্রীভগবানে পরম ভক্তি লাভ করিয়া ধীরত্ব প্রাপ্ত হন এবং শীঘ্রই হৃদ্রোগ (কাম) প্রভৃতি ত্যাগ করেন।" ৩৩৮ ॥

(শ্লোকের) 'এবং'—এই শব্দে বুঝিতে হইবে অন্য (লীলা)। (শ্লোকের) 'অথ' শব্দের অর্থ 'বা', অর্থাৎ শ্রবণ বা বর্ণনা করেন। ইহা ধ্যান প্রভৃতিরও উপলক্ষণ। 'পরম' অর্থাৎ যাহার উপরে অন্য কিছু কোথাও নাই—এমন যে (ভক্তি—তাহা)। 'হৃদ্রোগ' বলিতে কামাদি—উহাও শীঘ্রই ত্যাগ করেন। সাধারণভাবে ভক্তির পরমত্ব সিদ্ধ হইলেও তন্মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠা যে শ্রীরাধা—তৎসংবলিত লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের ভজনই যে পরমতম তাহাই এখানে স্বতঃসিদ্ধ হইল। কিন্তু যাহাদের ইন্দ্রিয় পৌরুষ-বিকারগ্রস্ত—এবং যাহারা পিতা, পুত্র বা দাসভাবাপন্ন—তাহাদের পক্ষে—(শ্রীরাধাকৃষ্ণের) এই রহস্যলীলা উপাস্য নহে, কারণ তাহাতে নিজভাবের সহিত বিরোধ হয়। এই লীলা যে রহস্যরূপা—উহা কোথাও অল্পাংশে, কোথাও সর্বাংশে জানিতে হইবে। ইতি। দশম স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥

এবমেবৈকস্মিন্ ভজনে কিঞ্চিৎ প্রেমাদিত্রিকে জায়মান অনুবৃত্ত্যা ভজতঃ পরমপ্রেমাদি জায়তে—বহুগ্রাসভোজিন ইব পরমতুষ্ট্যাদি। ততশ্চ ভগবৎপ্রসাদেন কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিম্ ইত্যেষা।

শান্তিং কৃতার্থত্বম্, সাক্ষাদন্তর্বহিশ্চ প্রকটিত-পরমপুরুষার্থত্বাদব্যবধানে-নৈবেত্যর্থঃ। পূর্বপদ্যে ভক্ত্যাদীনাং তুষ্ট্যাদয়ঃ ক্রমেণৈব দৃষ্টান্তা জ্ঞেয়াঃ। উত্তরত্রাপ্যে-তৎক্রমেণৈব ভক্তিতুষ্ট্যোঃ সুখৈকরূপত্বাৎ, পুষ্ট্যনুভবয়োরাত্মভরণৈকরূপত্বাৎ, ক্ষুদপায়-বিরক্ত্যোঃ শান্ত্যেকরূপত্বাৎ। যদ্যপি ভুক্তবতোঽন্নেঽপি বৈতৃষ্ণ্যং জায়তে ভগবদনু-ভবিনস্তু বিষয়ান্তর এবেতি বৈধর্ম্যম্, তথাপি বস্ত্বন্তরবৈতৃষ্ণ্যাংশ এব দৃষ্টান্তো গম্যত ইতি। ১১॥২। শ্রীকবির্নিমিম্॥

তদেতদ্ব্যাখ্যাতমভিধেয়ম্। অত্রান্যোঽপি বিশেষঃ শাস্ত্রমহাজন-দৃষ্ট্যানুসন্ধেয়ঃ।

দিতেছে বলিয়া ইহা উপলক্ষণ—(অর্থাৎ প্রত্যেক অন্নাংশেই) ঐ তিনটি হইয়া থাকে। এইরূপ, একবার ভজনে প্রেমাদি তিনটির যদি (যুগপৎ) উদ্ভব হয়, তাহা হইলে উহার অনুবৃত্তিতে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে পরম প্রেমাদিরূপের উদ্ভব হইবে—যেমন বহুগ্রাস-ভোজীর পরম তুষ্টি প্রভৃতি হইয়া থাকে এইরূপ ভগবদনুগ্রহে তিনি কৃতার্থ হন—তাই 'অচ্যুতপাদপদ্ম যিনি ভজনা করেন'—ইত্যাদি শ্লোক বলিলেন। এই পর্যন্ত টীকা।

'শান্তি' (লাভ করেন)—অর্থাৎ কৃতার্থতা (লাভ করেন)। 'সাক্ষাৎ' অর্থাৎ কি অন্তরে ও বাহিরে—সর্বত্রই পরমপুরুষার্থতা প্রকটিত হয় বলিয়া তিনি অব্যবহিত ভাবেই (কৃতার্থতা লাভ করেন)। পূর্ব পদ্যে ('হরিভজনকারীর ভক্তি ইত্যাদি জন্মে'—এই পদ্যে) তুষ্টি প্রভৃতির ন্যায় ভক্তি ইত্যাদির যথাক্রম দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে। আর, পরের শ্লোকেও উক্ত ক্রম অনুসারেই একই সুখরূপ বলিয়া প্রেমভক্তি ও তুষ্টির দৃষ্টান্ত, একই আত্মভরণরূপ বৈশিষ্ট্য থাকায় পুষ্টি ও ভগবদনুভবের দৃষ্টান্ত এবং একই শান্তিরূপের লক্ষণ থাকায় ক্ষুন্নিবৃত্তি ও (অন্য বিষয়ে) বিরাগ—এই উভয়ের দৃষ্টান্ত। অবশ্য যে-ব্যক্তি ভোজন সমাপ্ত করে, তাহার অন্নেও বিতৃষ্ণা জন্মে, কিন্তু যিনি শ্রীভগবদনুভব করেন, তাঁহার অন্য বিষয়েই বিতৃষ্ণা জন্মে—এই দিক্ দিয়া উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে; তথাপি অন্য বস্তুতে যে বিতৃষ্ণা হয়—সেই বিতৃষ্ণাংশেই দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে। ইতি। একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিমিরাজের প্রতি শ্রীকবির উক্তি।

এইরূপে অভিধেয় (ভক্তির) বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হইল। এ সম্বন্ধে অন্য যে কিছু বিশেষ কথা আছে, তাহা শাস্ত্র ও মহাজনের দৃষ্টি অনুসারে অনুসন্ধান-যোগ্য।

গুরুঃ শাস্ত্রং শ্রদ্ধা রুচিরনুগতিঃ সিদ্ধিরিতি মে
যদেতত্তৎ সর্বং চরণকমলং রাজতি যয়োঃ।
কৃপামাধ্বীকেন স্নপিতনয়নাম্ভোজযুগলৌ
সদা রাধাকৃষ্ণাবশরণগতী তৌ মম গতিঃ ॥

ইতি কলিযুগপাবন-স্বভজনবিভজন প্রয়োজনাবতার-শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্য-দেবচরণানুচর-বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন-শ্রীরূপসনাতনানুশাসন-ভারতীগর্ভে শ্রীভাগবতসন্দর্ভে ভক্তি-সন্দর্ভো নাম পঞ্চমঃ সন্দর্ভঃ। সমাপ্তশ্চায়ং শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ ॥

[অন্যতরস্য অনুবাদকর্তুরাত্মনিবেদনম্]

[পূজ্যশ্রীতাতপাদৈর্মধুররসধুনী-ভক্তিসন্দর্ভবাণী-
ভাবোদাত্তানুবাদো বুধজনসুখদোঽকারি যোঽংশেন হন্ত।
বৈকুণ্ঠং তেষু যাতেষ্বথ ময়ি তনয়ে কৃষ্ণগোপালনাম্নি
ন্যস্তো ভারঃ কথঞ্চিদ্‌গুরুপদকৃপয়োত্তীর্ণকৃত্যো নতোঽস্মি ॥]

॥ সম্পূর্ণঃ ॥

'গুরু, শাস্ত্র, শ্রদ্ধা, রুচি, অনুগতি ও সিদ্ধি—আমার এই সব যা কিছু যাঁহাদের (উভয়ের) চরণকমলে বিরাজ করে, যাঁহাদের দুই যুগল নয়ন-পদ্ম কৃপারূপ মধুরসে অভিষিক্ত—সেই অশরণগতি শ্রীরাধাকৃষ্ণই আমার নিত্য গতি।'

কলিযুগে উদ্ধারের সাধন যে-নিজভজন (শ্রীকৃষ্ণরূপে ভজন)—সেই ভজনবিতরণই যাঁহার অবতারের প্রয়োজন—সেই শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণানুচর এবং বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বরণীয় মুখপাত্র শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের উপদেশবাক্য যাহার মধ্যে বিদ্যমান—এমন শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত ভক্তিসন্দর্ভ নামক ইহা পঞ্চম সন্দর্ভ। এই শ্রীভক্তিসন্দর্ভ এইখানে সমাপ্ত হইল।

[অন্য অনুবাদকের আত্মনিবেদন]

['পরমপূজ্য পিতৃদেব মধুররসতরঙ্গিণী ভক্তিসন্দর্ভবাণীর পণ্ডিতজনসুখকর যে ভাবোদাত্ত অনুবাদ আংশিকভাবে করিয়াছিলেন, তিনি যখন বৈকুণ্ঠধামে প্রয়াণ করেন, তাহার পর তাঁহার সেই (অসমাপ্ত) গুরুভার কৃষ্ণগোপাল নামক তাঁহার এই পুত্র—আমার উপরে ন্যস্ত হয়। গুরুপাদের কৃপায় কোন প্রকারে সেই কর্তব্য সম্পাদন করিয়া প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।']

॥ সম্পূর্ণ ॥

ঈ

	পৃ	পং
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং	৫৮৬	১১
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু (১৮৯	৩১৫	৩

উ

	পৃ	পং
উক্তং পুরস্তাদেতত্তে	৫৬০	৩
উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা	৪৪৯	৫
উদ্দিশ্য দেবতা এব	৩৭৬	৫
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে (২৭৯)	৪৭৮	২

ঋ

	পৃ	পং
ঋগ্বেদো হি যজুর্বেদঃ	৪৫৮	১১
ঋতে নারায়ণাদীনি	৪৫৫	১১

এ

	পৃ	পং
এক এবেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ	৩২৮	৯
এককালং দ্বিকালং	৪৮৫	৮
একতঃ কার্ত্তিকো বৎস	৫১৮	৬
একবিংশগণৈঃ সার্ধং	৫২২	১২
একস্মিন্নপ্যতিক্রান্তে	৪৭৫	৮
একাদশী মহাপুণ্যা	৫২১	১৩
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত	৫১৯	১
একাদশ্যাং নিরাহারো	৫২০	৪
একান্তেন সদা বিষ্ণৌ	২৫১	৪
একোঽহং পঞ্চধা জাতঃ	১৩৫	৯
এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মং (২১৯)	৩৭১	৯
এতত্তে কথিতং তাত	৯৬	১
এতদুক্তং প্রত্যুবাচ	১৩১	৮
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি	৩৩৮	১
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ (৩১৩)	৫৫৩	১০
এতদ্বৈ সর্ববর্ণানাম্ (২৯৮)	৫১৫	৭
এতন্নির্বিদ্যমানানাম্ (২৬৫)	৪৫০	১১
	১৭১	১৩
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং	১৬২	৯
এতাবান্ যোগ (২৭৫)	৪৭৩	১৩
এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং (১৬১)	২৪৫	১০
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ (৯২)	১০৪	১০
এতেন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ	১৪৭	১১
এতৈরুপক্রুতং নিত্যং (২৫৯)	৪৪৩	৭
এবমপ্যর্কতোয়াদা (৬৩)	৭৫	৫
এবং কৃষ্ণে ভগবতি (৩১৯)	৫৫৮	৭
এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ (২৯৬)	৫১৪	১০
এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য (৭০)	৮৩	৩
এবং নির্জিতষড়্‌বর্গৈঃ (৫৭)	৬৪	৩
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ (২২১)	৩৭২	১০
এবং প্রলোভ্যমানো	২৫১	১
এবং যদা স্বনিগমনোক্তং	৩৯৭	৭
এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা (২৬৭)	৪৪৭	৪
এবং সততযুক্তা যে	১২২	৬
এবং স্বচিত্তে স্বত এব (২)	৮	২
এষ এব হি লোকানাং	১৩৪	১
এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ (৮৫)	৯৪	

ক

	পৃ	পং
কতমোঽপি ন বেণঃ (৩২২)	৫৬৯	৫
কথং বিনা রোমহর্ষং	২১৩	৯
কথা ইমাস্তে কথিতা (২৫০)	৪৩২	২
কদা গম্ভীরয়া বাচা	৫৪৪	১
কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং (১০৭)	১৪৯	৬
কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্	৪৫৩	১০
কর্মণা মনসা বাচা	৪০১	১০
কর্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে (৯৯)	১১৪	৬
কর্মনির্হারমুদ্দিশ্য (২৩৩)	৩৯০	৯
কর্মনিষ্ঠাঃ (২৯৪)	৫০৮	৯
কর্মভ্যঃ প্রাগযোগ্যস্য	৩৭৪	১০
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যাঃ (২৭১)	৪৬৭	১১
কলের্দোষনিধে রাজন্	৯৯	১৩
কলৌ কলুষচিত্তানাং	১১৫	২
কলৌ কৃতযুগং তস্য	৪৭০	৬
কলৌ ন রাজন্ জগতাং (২৭৪)	৪৭২	১০
কামক্রোধাদিযুক্তোঽপি	৩৪৬	১৩
কামাদ্ দ্বেষাদ্ভয়াৎ (৩২০)	৫৫৯	৬
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা (২১৭)	৩৬৭	৩
কালেন নষ্টা প্রলয়ে (৭৬)	১৬৩	৬
	৮৭	৫
কালেন নষ্টা বাণীয়ং	৩২৩	৯
কা সা রক্ষা ন তাং	২২৯	

	পৃ	পং
কিমনেন কৃতং পূর্বম্	৫৬২	১
কিং চিত্রমচ্যু৺ (৩২৭)	৫৮০	১
কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ (৫১)	৫৬	৯
কিং তস্য বহুভিঃ শাস্ত্রৈঃ	১৭২	৫
কিং বর্ণয়ে তব বিভো (১৪৪)	২০৯	৮
কিং বা ভাগবতা ধর্মা (১১৯)	১৭৭	২
কিং বা যোগেন সাংখ্যেন (৫১)	৫৬	১৩
কিং বেদৈঃ কিমু শাস্ত্রৈর্	১৭২	২
কিং সত্যমনৃতঞ্চেতি	২৭৯	১
কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশাঃ	১১৮	৯
কীটপক্ষিমৃগাণাঞ্চ	১৬৬	২
কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ (৩১৯)	৫৫৮	৫
কুলং শীলমথাচারমবিচার্য	৩৪৬	১০
কুলাচারবিহীনো	১১৭	৬
কুলানাং শতমাগামি	২২৬	৫
কৃচ্ছ্রো মহানিহ (৪৮)	৫৩	১০
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ (৬৫)	৭৭	৯
কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ (২৭৩)	৪৬৯	৩
কৃতানুযাত্রা	১৯২	২
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং	১৭১	১
(২৭০)	৪৬৭	২
কৃপয়া ভূতজং দুঃখং	৪০৪	১
কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ (১৯৯)	৩৩২	১
কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং ত্যক্ত্বা	৫১৭	১২
কৃষ্ণে স্বধামোপগতে	৪৭৩	৪
কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা (১২৬)	১৬৭	৭
	১৮৫	৬
কেবলেন হি ভাবেন (২৪১)	৪১৮	৭
কেশবার্চা গৃহে যস্য	৪৮৫	৫
কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং (১৩৪)	১৯৪	১১
কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা (৩০৬)	৫৩৩	৭
কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ	৪৩৬	১
কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো (৫৪)	৬১	৩
ক্রতুরাজেন গোবিন্দ	১৩৫	৪
ক্লেশভূর্যল্পসারাণি (২১৮)	৩৭০	২
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্	১২৩	৩
ক্ষণার্ধেনাপি তুলয়ে ন	৩১৬	৭
	৪২৯	৮

গ

	পৃ	পং
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্	৫০৪	১
গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ (৬৮)	৮১	৩
গাং পর্যটন্ (২৯৯)	৫২৩	৬
গুরুভক্ত্যা স মিলতি	৩৫৫	১
গুরুর্ন স্যাৎ স্বজনো ন স (২১০)	৩৫৫	৮
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য	৪০৮	২
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং	৪৫২	১
গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু	৪০৭	৪
গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ (১৯১)	৩২০	২
গোপালং পূজয়েদ যস্তু	১৩৮	২
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো (৩২১)	৫৬৭	৪
গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং	৩১৮	৫
চতুর্মুখঃ শতানন্দো	৪৫৬	১
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং	৩৩৮	৯
চিন্তাং কুর্যান্ন রক্ষায়ৈ	৫৩৫	১০

জ

	পৃ	পং
জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য	২৯৪	৪
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্	৪৩৮	১০
জন্মকোটিসহস্রেষু	১০৮	৩
জন্মান্তরসহস্রেষু	১৩২	৯
	২২১	১২
	৫৩০	৫
জলেনাপি জগন্নাথঃ	৫১২	১২
জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু (১১২)	২৬২	৫
জায়মানং হি পুরুষং	৩০৩	৩
জিতমজিত তদা ভগবান্ (১২০)	১৭৭	৭
জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্ (১৪৮)	২১৬	২
জীবচ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রি (৩৯)	৪৭	৭
জীবন্মুক্তা অপি	১৫৭	১০
জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে	১৫৮	২
জীবরাশিভিরাকীর্ণঃ (২৮৭)	৫০৬	১
জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং	১৪৬	১
জীবিতং যস্য ধর্মার্থে	৩৪১	৬
জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য	২২৩	৬
জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতে	২৮০	২

	পৃ	পং
তুষ্ট্যর্থং দেবকীসূনো	৫১৭	৯
তৃণাদপি সুনীচেন	৪৬৬	১
তে ন স্মরস্ত্যতিতরাং (২৪৬)	৪২৩	৪
তে নাধীতশ্রুতিগণা (২৪০)	৪১৭	৪
তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি	১৬৫	১১
তেষামেবানুকম্পার্থম্	১০৯	১১
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত	৩৩৯	১
তেষু নিত্যং মহাভাগ (২৪৭)	৪২৮	১১
তেষ্বেব ভগবান্ (২৮৯)	৫০৬	৫
তে সন্তঃ সর্বভূতানাং	৪৬৫	৮
তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ	৫৬৪	১০
তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে (১২৯)	১৯০	৭
ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং (২৩)	৭৩	৯
ত্রিভুবনবিভবহেতবে (১৯৬)	৩১৩	২
ত্রিঃ সপ্তভিঃ পিতা (১৫১)	২২৭	৫
ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা (১৩০)	১৯১	৬
ত্বৎপাদুকে অবিরতং	১১০	১১
ত্বত্ত সর্বং পরিত্যজ্য (৬৬)	৭৮	৩
ত্বমপাদভ্রশ্রুতবিশ্রুতং (১`৭)	১৭৬	৩
ত্বয়োপভুক্তস্রগ্ (৩০৪)	৭৯	৩
	৫৩১	১
ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি	৪০১	৭
ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা	৭৬	৮
দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ	২৩৯	২
দমঘোষসুতঃ পাপ (৩১৪)	৫৫৪	১
দানব্রত-তপোহোম (৯৫)	১০৭	১৪
দিগ্গজৈর্দন্দশূকেন্দ্রৈ (১২৩)	১৮২	১
দিব্যং জ্ঞানং যতো	৪৮৪	১
দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য	২২০	৯
দুরারাধ্যং সমারাধ্য	৫৬১	৭
দুর্গসংসারকান্তারম্	৫২২	৬
দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং (২৮৫)	৪৯৫	৩
দুর্লভো মাধমাসস্তু	৫২২	৫
দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্দূরে (১৫৪)	২৩৮	১
দৃষ্টঃ পঙ্ক্তেদহরহঃ	২৩০	৯
দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভির্নির্মুক্তঃ (২৩০)	৩৮৮	৮

	পৃ	পং
দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো (২৯০)	৫০৭	১
দৃষ্ট্বা ভাগবতং দূরাং	২৩৪	২
দৃষ্ট্বা ভাগবতং বিপ্রং	২৩৪	৪
দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে চ	৫১৬	৩
দেবদ্রোহাদ্ গুরুদ্রোহঃ	৪৫৬	১২
দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং	২`১	৩
দেবর্ষ্যর্হৎস্থ বৈ সৎসু (২৮৬)	৫০৫	৮
দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানাম্	১৯৫	৭
দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং (১৯২)	৩২০	৯
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী	৭	৭
দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্	৩২৯	৯
দ্বাদশ্যেতে বিজানীমো	১৫৩	৭
দ্বাদশ্যাং জাগরে	৫২৬	৪
দ্বিজানামনুপনীতানাং	৪৮৬	৫
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহক (:৫৫)	২৩৯	৭
দ্বিবিধো ভূতসর্গো	১৫৬	১
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং	১৪২	৮

ধ

	পৃ	পং
ধর্মঞ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ	১১৬	১২
ধর্মস্তু সাক্ষাৎ	১৫৩	১
ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবো	৬৫	৮
ধর্মঃ সত্যোদয়োপেতো (৭৯)	৮৮	১৩
	১৫৭	২
ধর্মং ভাগবতং শুদ্ধং (১৩৮)	২০৩	২
ধর্মমূলং হি ভগবান্ (৫৮)	৬৪	১০
ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য (৬)	১৪	১১
ধর্মায় যশসেঽর্থায়	৫১৮	২
ধর্মার্থকাম ইতি (৫৫)	৬২	৮
ধর্মার্থং জীবিতং যেষাং	৩৪০	৮
ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ (১০১)	১১৯	১
ধিষ্ণ্যেষ্বেতেষু মদ্রূপং (২৯৫)	৫১০	১১
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্	৪৬৭	৭

ন

	পৃ	পং
ন কামকর্মবীজানাং (১৯৩)	৩২১	৭
ন কাময়েঽন্যং তব (২৮১)	৪৭৯	১০
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা (১৭৬)	২৮৬	১০
ন কুর্যান্ন বদেৎ	৮০	১

	পৃ	পং
নৈবোপযন্ত্যপচিতিং (৩২৯)	৫৮২	৫
নৈবাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং (১৬৪)	২৪৮	২
নৈবাং মতিস্তাবৎ	১৯৬	৩
	৩০০	১
নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুত (৮৭)	১০১	৩
	৩২	৩
নোত্তমঃশ্লোকবার্ত্তানাং	৯৯	৩

প

	পৃ	পং
পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃ	৫৪৪	১১
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং	১৬৯	২
	৫২১	১
	৫৭৭	৩
পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু	১২৪	১
পরদুঃখেনাত্মদুঃখং	৩২২	১০
পরপত্নী-পরদ্রব্য	২৬৭	৮
পরিচর্য্যাপরাঃ কেচিৎ	৫৩২	৪
পরীত্যাভ্যর্চ্য ধিষ্ণ্যাগ্র্যাং	৪৩৯	৯
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং (৬২)	৬২	৬
পাত্রং ত্বত্র নিরুক্তং (২৮৬)	৫০৫	৬
পাদসংবাহনং চক্রুঃ	৫৭৪	৬
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদ (৩০৯)	৫ ৬	১০
পানেন তে দেবকথাসুধায়াঃ (৪৪)	৫২	১
পাপং ভবতি ধর্মোঽপি	২২৭	৭
পার্থিবাদ্দারুণো ধূমঃ	২৭	৬
পিতেব পুত্রং করুণো	১৪২	১৩
পিবন্তি যে ভগবত	৪১	৬
পূতনা লোকবালঘ্নী	৫৪৭	৬
পুরাণসংহিতাম্	৯৭	৯
পুরাণ্যনেন (২২৮)	৫০৬	৩
পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে	৫৬৪	৮
পুরুষেষপি (২৯২)	৫০৮	২
পুরেঽভূমন্ বহবো (৯৬)	১০৯	১
পূজিতং পূজ্যমানং বা	৪৮৫	১১
পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুঃ	২৩৩	১০
প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ (২২৫)	৩৮২	৯
প্রতিষ্ঠিতার্চা ন ত্যাজ্যা	১৪৪	৪
প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য	৪০৪	১৩
প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ	২৪৬	৩
প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং	৩০৯	১
প্রসাদাস্নং সদা	৫২০	১০
প্রাধান্যতো যানৃষ আমনন্তি (২৫৪)	৪৩৭	৯
প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং	১০১	২
প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ	৫৭৮	১০
প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্	৫৪১	১
প্রাহাস্মান্ যমুনাভ্রাতা	২১৫	৬
প্রীণাতু ভগবানীশঃ	৩৭৮	৯
প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ	২০৮	৬
প্রেতাঃ পিশাচাঃ	১৮২	১১
প্রেমাতিভরনির্ভিন্ন	৩১০	১
প্রেয়ান্ন তেঽন্যো	৩৩৭	৩
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন (৮১)	৯০	৫

ব

	পৃ	পং
বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো	১৬৭	২
বোধঃ কলুষিতস্তেন	৩৫২	১৩
ব্রহ্মকোপোত্থিতাদ্	৯৯	১
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ	১১৭	১০
ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা	১২৮	১০
ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ	২৮৭	৩
ব্রাহ্মণে পুরুশে স্তেনে (৩৩১)	৫৮৪	১১

ভ

	পৃ	পং
ভক্তক্ষণঃ ক্ষণো বিষ্ণোঃ	৪২	১২
ভক্তিগ্রাহ্যো হৃষীকেশো	৫১২	১০
ভক্তিযোগো বহুবিধো	৩৯৫	২
ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে	৪৯৩	৫
ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি	৪০৫	৭
ভক্তিঃ পরেশানুভবো (৩৪০)	৫৯৪	৪
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো	২৫১	৭
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ (১৪৭)	২১২	৩
ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা (১৪৬)	২১১	২
ভগবচ্চরণদ্বন্দ্বধ্যানং	৪৭৬	১২
ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি (১৯৭)	৩২৩	১১
ভগবদ্ধর্মিণঃ সাধোঃ (৪৯)	৫৫	৬
ভগবন্তং হরিং প্রায়ো	৭৫	১০

	পৃ	পং
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদ্ (৬৪)	১৬	৪
	১৬৪	৬
যঃ করোতি হরেঃ পূজাং	৫২৬	১২
যক্ষাণাঞ্চ পিশাচানাং	৪৯৬	১
যচ্চ তে পরমং তত্ত্বং	৫০৩	৪
যচ্ছ্রীর্বাচাং জনয়তি রতিং (২৬৬)	৪৬১	
যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎ (১১৩)	১৬০	
যজ্ঞায় ধর্মপতয়ে বিধি (১৩৯)	২০৩	
যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ	২৭৫	
যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং	২২৬	
যৎ করোষি যদশ্নাসি	১৬৯	
	৩৬৮	
যৎ কর্মভির্যত্তপসা (৮৪)	৯২	
যত্তটস্থস্ত চিদ্রূপং	৩৩১	৪
যত্তোঽপ্যনস্তাৎ	২৫০	
যৎপাদনিঃসৃতসরিৎ	৪৫৪	৫
যৎপাদপঙ্কজপলাশ (৪৮)	৫৩	৮
যৎপাদসেবাভিরুচিঃ	২৬৮	৬
(২০৫)	৩৫১	১
	৪৭৯	৪
যৎপ্রীণনাদ্বর্হিষি দেব (১৪২)	২০৭	৬
যত্র পূজাপরো	১৮২	৯
যত্র যত্র মহীপাল	৪৬৩	১০
যত্র রাজাদিরহিতা	২৯৫	১
যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব	১৪৮	১
যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ (২৫১)	৪৩৪	৪
যৎসেবয়া ভগবতঃ (২৪৪)	৪২১	১
যৎস্পর্ধয়া ময়া চৈতৎ	১২০	১০
যথা কাঞ্চনতাং যাতি	৫১৬	১২
যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি (১১২)	১৫৯	৩
যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চিঃ (১২৫)	১৮৩	১০
	১৮৪	৪
যথা তরোর্মূলনিষেচনেন (৫২)	৫৯	৩
যথা ত্বামরবিন্দাক্ষ (৩৩৬)	৫৯০	১২
যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতে (৮০)	৮৯	২
যথা যথা হরের্নাম	১৭১	৯
যথা বা ব্রহ্মণ্যস্ত	২৩২	১১
যথা বিধিনিষেধৌ চ	৪৯১	৪

	পৃ	পং
যথা বৈরানুবন্ধেন (৩১৮)	৫৫৭	১২
যথা সমস্তলোকানাং	১১১	২
যথা সিন্ধুরসম্পর্শাত্তাম্রং	৪০৫	১০
যথা হরৌ ভগবতি (১১৫)	১৭৫	১
যথা হি পুরুষস্তেহ (৫৪)	৬১	৫
যদা নেচ্ছতি পাপানি	২৬৮	১১
যদা যস্যানুগৃহ্লাতি	৪৯১	১
যদি দাস্যস্যাভিমতান্ বরাং	২৫৫	১
যদি মাং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি	১১৫	১
যদি বোঽস্তি ময়ি প্রীতিঃ	৫৭৫	১
যদুত্তমঃশ্লোক (২৬৯)	৪৬৩	৪
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ (১৭১)	২৬১	৫
যদৈকপাদেন স (১৫৬)	২৪০	১
যদ্দুর্লভং যদপ্রাপ্যং	১১৩	৯
যদ্ যদিষ্টতমং লোকে	৫১২	১
যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং	৪৭৪	১
যন্নীশো ধারয়িতুম্ (৭১)	৮৩	১২
যদ্ যুক্তাস্তেঽস্থ বস্তু	২০০	৩
যস্তেতদখিলং কর্তুং	৪৪৮	৯
যং ন যোগেন সাংখ্যেন (২৪২)	৪১৯	৬
যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা (২২৪)	৩৮০	৬
যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ (২৭৪)	৪৭২	১২
যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্ (১২৮)	১৮৭	৬
যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ (৩০৫)	৫৩১	৮
যন্নিবদ্ধোঽভিমানোঽয়ং (৩১৬)	৫৫৫	৫
যমাদিভির্যোগপথৈঃ (১০৩)	১২১	১২
যং যং বাপি স্মরন্	২৪৪	৪
যযাচ আনয়	১৭৩	১
যশঃশ্রিয়ামেব (৮৮)	১০১	১১
যশ্চৈতৎ পরয়া ভক্ত্যা	৫০১	৮
যস্তু নারায়ণং দেবং	১২৮	৬
	৩৪১	১৩
যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য	১২৭	২
যস্মিন্ ন্যস্তমতির্ন যাতি	৪৭০	১০
যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ	৩১	১
যস্য প্রসন্নো ভগবান্	১৯২	৯
যস্য যৎসংগতিঃ পুংসো	৪০৮	৭
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং	৫২৪	১১

	পৃ	পং
বরমেকং বুণে	১২৭	১১
বর্ত্তমানঞ্চ যৎ পাপং	২২০	৩
বর্হাম্বিতে তে নয়নে (৩৮)	৪৭	১
বস্ত্রোপবীতাভরণ	৫০৩	৯
বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ	৩৫০	১
বাতবসনা য ঋষয়ঃ	৭৯	৫
বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমল	১৬৮	৫
বাসুদেবপরা বেদা (২১)	৩০	২
বাসুদেবপরং জ্ঞানং (২১)	৩০	৪
বাসুদেবং পরিত্যজ্য...স্বমাত্তরং	১২৬	১১
বাসুদেবং পরিত্যজ্য.. ত্যক্ত্বামৃতং	১২৬	১৩
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং	২৬৯	২
বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভি (৩৩৮)	৫৯২	৩
বিজিতহৃষীকবায়ুভি (২০৯)	৩৫৪	৩
বিদ্যাতপোধ্যানযোনি	১০৭	৮
বিপ্রং কৃতাগসমপি	৪২৭	১
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতা (১০০)	১১৬	২
বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যো বা (১৫৪)	২৩৮	৩
বিবিক্তক্ষেমশরণো (২২৭)	৩৮৪	৮
বিশিষ্টঃ সর্বধর্ম্মাণাং	১৭৮	৬
বিষয়স্নেহসংযুক্তো	২৩০	৫
বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং	৪৭৬	৮
বিষয়ানভিসন্ধায় (২৩২)	৩৯০	৪
বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং	২১৩	৬
বিষ্ণুপাদোদকেনৈব	৪৯২	৮
বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি	৩৬১	১০
বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং	১১০	৮
বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে	১১৮	২
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো	৪২৭	৮
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা	৩৩০	১২
বিষ্ণোশ্চ কারণং নৃত্যং	৪২৬	.১
বিষ্ণোস্ত্রৈলোক্যনাথস্য	৪৮২	১০
বিষ্ণৌ ভক্তিং স্থিরাং	১২১	'২
বিষ্ণ্বর্চায়াং শিলাধীর্গুরুষু	১৪১	৭
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য (১৯৮)	৩২৪	৩
বিসৃজতি হৃদয়ং (১৯৮)	৩২৪	৩
বেদধর্মবিরুদ্ধাত্মা	৫৫২	১
বেদাক্ষরাণি যাবন্তি	৪৫৮	৭
বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং	৬৫	৪
বেদোক্তমেব কুর্বাণো (৬২)	৭১	১০
বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র	৩৪৫	৩
বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ (৩২৪)	৫৭০	১২
বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং	৪০৫	২
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা (২৯৫)	৫১০	৭
বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু	৪৮৮	৭
বৈষ্ণবো যদ্গৃহে ভুঙ্‌ক্তে	২১৫	৮
বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত	৫২০	১
ব্রতোপবাস	১০৮	৬

শ

	পৃ	পং
শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধ	৩৩৬	
শমোদমস্তপঃশৌচং	১১৭	২
শরণং তং প্রপন্না	৪০৩	৪
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো (৬৭)	৮০	৪
শাঠ্যেনাপি নমস্কারং	২১৭	১
শান্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ (৩০৮)	৫৩৪	৯
শারীরা মানসা দিব্যা (১২৪)	১৮৩	২
শালগ্রামশিলা যত্র	৫০৯	৭
শালগ্রামসমীপে তু	৫০৯	৯
শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিং বা	১৪১	২
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন	৪৫৫	১
শিবে চ পরমেশানে	৩৪১	৯
শুক্লাকৃষ্ণাবিভেদশ্চ	৫১৯	৪
শুচিশুক্রগতে কালে	৫১৩	৩
শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য (১১)	২১	১৩
	৪৮১	৩
শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং	৪২৫	৯
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি	৫২১	১১
শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং (২৬৮)	৪৬২	৮
শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গ (৬১)	৭০	৫
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্য (১৪৫)	২১০	১০
শ্রদ্ধয়োপহৃতং শ্রেষ্ঠং (৩০০)	২৬৬	৩
	৫২৪	৪
শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে	৩৮৫	৪
শ্রদ্ধালুর্মৎকথাঃ শৃণ্বন্ (৭২)	৮৪	৭

	পৃ	পং
স সমারাধিতো	২২০	৬
স সর্বধীবৃত্ত্যনু (২৬)	৩৬	২
সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরম্	৮০	১২
(৮৬)	৯৫	৩
সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে	১৬৫	৩
সহস্রজপ্তেন যথা	২৩৫	৭
সহস্রনামমাহাত্ম্যং	৫২৬	১
সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী (১৩৬)	২০২	৩
সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা (১৩৭)	২০২	৯
সাত্ত্বিকং সুখম্	১৯৭	১০
সাধু বীর ত্বয়া (২৫৫)	৪৩৯	২
সাধূনাং সমচিত্তানাং	২৯৩	১০
সাধ্যঃ সিদ্ধঃ সুসিদ্ধশ্চ	৪৮৯	৭
সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্য (২৩৪)	৩৯২	
সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং	১৭১	
সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতো	৯৭	
সুদুস্তরামিমাং মন্যে	৫৭৮	
সুরুচিস্তং সমুত্থাপ্য (১৩১)	১৯২	
সুহৃৎপ্রেষ্ঠতমো নাথ (৩১০)	'৫৪২	
সূর্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা (২৯৫)	৫১০	
সূর্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণো (২৯৫)	৫১০	
সৈবং কৈবল্যনাথং তং	৫৬১	৪
সৌরমন্ত্রাশ্চ যেঽপি	৪৮৯	১
সৌরাশ্চ শৈবা গণেশা	১৩৫	৭
স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি	৫১৬	১
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈঃ (২৯৫)	৫১০	৯
স্থানতত্ত্বমতো বক্ষ্যে	৩২৯	৪
স্থিরং সুখঞ্চাসনমাস্থিতো (২১৫)	৩৬০	১
স্মরতঃ পাদকমল (২৭৭)	৪৭৫	২
স্মরন্তঃ কীর্তয়ন্তশ্চ	৭৯	৯

	পৃ	পং
স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ	১০৭	২
	১৭৩	৮
স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি	৪২৫	৬
স্মৃতে সকল-কল্যাণ	১৭৯	৫
স্বকৃতপুরেষমীষ (১৭৮)	২৯০	৯
স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈ (১৭৪)	২৮১	৪
স্বপাদমূলং ভজতঃ	২৭২	৫
স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ	১৫৩	৫
স্বয়ং সমুত্তীর্য সুদুস্তরং (১৮০)	৩০২	১
স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং (৯৭)	১১০	৩
স্বাতন্ত্র্যাৎ ক্রিয়তে কর্ম	৫৪৮	৬
স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা (১৭৫)	২৮২	৬
হনন্ ব্রাহ্মণমত্যন্তং	২৩৫	১০
হন্তাস্মিন্ জন্মানি (১৫৮)	২৪১	৭
	৩০৯	৭
হন্তি নিন্দন্তি বৈ	৪৫৩	১
হরিশ্চন্দ্রো রন্তিদেব	৯৪	১১
হরিপূজা-বিহীনাশ্চ	১৫৬	৮
হরিভক্তিপরাণাস্তু	২১৫	১১
হরিরেব সদা ধ্যেয়ো	১৩৪	৫
হরিরেব সদারাধ্যঃ	১৩৭	১২
হরেরদ্ভুতবীর্যস্য	৫৭৭	১১
হরের্গুণাক্ষিপ্ত	৩১৭	৫
হরের্নাম হরের্নাম	৪৭২	৩
হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা	৪০৪	১০
হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ (১২৩)	১৮২	৩
হিংসা তদভিমানেন (৩১৬)	৫৫৫	৩

২ ॥

শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রকার প্রভৃতির নামোল্লেখের সূচী

(পৃষ্ঠা ও পংক্তির উল্লেখ করা হইল)

অগস্ত্যসংহিতা ১০৮.৫ ; ৫৮২.৯ ; ৪৯১.৩

অগ্নিপুরাণ বা আগ্নেয় ১৪০.১০ ; ১৫৫.১১ ; ৪৮৫.১০ ; ৫১৯.১৫

অমর ২৫২.৭

অষ্টাক্ষরব্যাখ্যান ২৯০.১

আগম ৪০৫.৯ ; ৫০৪.৪ ; ৫১৫.১১, ১৪ ; ৫১৭.৬ ; ৫৩৭.৭

আগ্নেয়—অগ্নিপুরাণ দ্রষ্টব্য।

আদিবারাহ ১৩২.৮ ; ৪১৬.৫ ; ৪৮২.৩, ৫ ; ৫২৭.১

আলকমন্দারস্তোত্র ৫৩৬.১

ইতিহাস ১০৪.৮

ইতিহাসসমুচ্চয় ২২১.৭ ; ২৯৪.৯ ; ৪২৩.১০ ; ৪২৫.৫

উপনিষৎ ৮০.৯ ; ৮২.১১ ; ১১৯.৮ ; ১৩৬.১২ ; ১৫৫.৮

কর্ণামৃত ৪৪১.১০

কাত্যায়নসংহিতা ২৩১.১১

কাশীখণ্ড ১১৭.৯

কূর্মপুরাণ বা কৌর্ম ৪৫৬.১১ ; ৪৮৭.৩ ; ৫৬৩.১০

ক্রমদীপিকা ৫১৪.১

গরুড় পুরাণ, গারুড় ১১৩.৮ ; ১৫৬.৪ , ১৬৬.১ ; ১৮৩.৫ ; ২২২.৭ ; ২৫১.৩ ; ২৫৬.১ ; ২৭১.৮ ; ২৮৭.২ ; ৩৬১.৯ ; ৪২৫.১১ ; ৪২৭.৭ ; ৪২৮.৪ ; ৪৭৫.৭ ; ৫১৩.২ ; ৫৭১.১

গরুড়সংহিতা ৪৮২.৯

গীতা ৯১.১১ ; ৯৩.৫ ; ১০৯.৯ ; ১১৯.৮ ; ১২২.৫ ; ১২৫.২ ; ১৩৬.১২ ; ১৫৪.২ ; ১৫৫.৮ ; ১৬০.১০ ; ১৯৫.৫ ; ১৯৮.৯ ; ২১১.৮ ; ২৪৪.৬ ; ২৫১.৬ ; ২৭৩.৫ ; ২৮৩.১ ; ৩২১.২ ; ৩৩১.৩ ; ৩৩৫.১ ; ৩৩৭.৭ ; ৩৬১.১ ; ৩৬৮.৬ ; ৩৭১.২ ; ৩৭৬.৭ ; ৩৮৯.২ ; ৩৯৯.৫ ; ৪৩৩.৩ ; ৪৩৮.৯ ; ৫২৫.১১ ; ৫৫৬.৩ ; ৫৮৬.৯ ; ৫৮৭.১২

গোপালতাপনী . ২৫৮.১০ ; ৩৯৬.১ ; ৫০২.৬ ৫৮৬.৩

গৌতমীয় বা গৌতমীয় তন্ত্র ১৩৮.১ ২৭৪.২ ৪০০.২ ; ৫২০.১ ; ৫৪৮.৯

গৌতমীয়কল্প ৪৯৩.৮

ছান্দোগপরিশিষ্ট ৫৪২.৭

জাবালিসংহিতা ৪৭৪.৬

জ্ঞান (অর্থাৎ জ্ঞানশাস্ত্র) ৩০.৪,১০

টীকা (অর্থাৎ শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা) ৭.১ ; ৯.১ ; ৩১.৯ ; ৩২.৯ ; ৩৩.১৪ ; ৩৯.৪ ; ৪২.৭ ; ৪৯.১ ; ৫১.৮ ; ৫২.৭ ; ৫৪.১ ; ৫৭.৩ ; ৫৭.৪ ; ৫৮.৮ (স্বামী) ; ৫৯.৮ ; ৬৬.৫ ; ৬৮.৬ ; ৭২.২,১১ ; ৮৩.১৫ ; ৮৫.১ ; ৮৬.১৩ ; ৮৭.৮ ; ৮৯.৭ ; ৯১.৬ ; ৯৪.৬ ; ৯৫.৮ ; ১০১.৮ ; ১০২.১ ; ১০৩.১ ; ১১৬.৭ ; ১১৯.৪ ; ১২৪.১০ ; ১৬৩.৪ ; ১৭৮.১৪ ; ১৮৫.৯ ; ১৮৬.৪ ; ১৮৯.৫ ; ২০৩.৫ ; ২১১.৫ ; ২২৪.৯ ; ২৩৮.৬ ; ২৪৪.১১ ; ২৪৫.১৩ ; ২৫৭.৬ ; ২৭০.৮ ; ২৭১.১ ; ২৮৬.১৩ ; ২৮৯.১ ; ২৯৫.৬ ; ৩১৯.১০ ; ৩২৪.৮ ; ৩৩২.৮ ; ৩৩৩.১১ ; ৩৫৮.১ ; ৩৬৮.৪ ; ৩৭৩.১২ ; ৩৯৯.৪ ; ৪০৬.৫ ; ৪৩২.৭ ; ৪৪৬.৬ ; ৪৫০.১৪ ; ৫১১.১ ; ৫৭৬.২ ; ৫৮৪.৪ ; ৫৯০.৮ ; ৫৯১.১ ; ৫৯৪.৯

তত্ত্বসাগর ৫১৬.১১

তন্ত্র ৭১.১৩ ; ১১০.৬ ; ৪৮৯.৩ ; ৪৯৩.৩

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্র ৪৯৪.৯

ধর্ম ৩০.৫ ; ৩০.১১

নামকৌমুদী ১৯০.৩ ; ২৩১.৫ (ভগবন্নামকৌমুদী) ; ২৪৬.১ ; ৪৪৮.৩ (ভগবন্নামকৌমুদী), ৪৬০.৪

নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্র ৪৭১.৯

লঘুভাগবত ২২০.২
বামন ৪৫৫.৭
বারাহ ৫২৩.৯
বাসনাভাষ্য ১৫৭.৮
বিষ্ণুধর্ম ১৩১.২ ; ১৩৮ ৫ ; ১৫৫.১১ ; ২২৩ ৬ (বিষ্ণুধর্মোত্তর), ২২৬.৪ ; ২২৯.৫, ১০ ; ২৩১.১ ; ২৩৫.১৩ ; ২৩৭.৫ ; ২৬৮.২ ; ২৩৯.১ ; ২৯৭ ৬, ১১ ; ৪৪৮.৭ ; ৪৫৮.১০ ; ৪৬৩.১২ ; ৪৬৪.১২ ; ৪৬৯ ১০ ; ৪৭০.১, ৫ ; ৪৮৫.৭ ; ৫০৩.১১ ; ৫১৬.৩ ; ৫'৮.১৩ ; ৫২৯.৫
বিষ্ণুপুরাণ ১১১.৭ ; ১৭৯.৪ ; ২১৩.৮ ; ২৩৪.৭ ; ২৬৭.১০ ; ২৭৪.৬ ; ৩৩০.১৪ ; ৩৪০.১০, ১১ ; ৩৬১'৫ ; ৩৬৯ ৫ ; ৪৭১.১
বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয় ১৫৮.৪
বিষ্ণুযামল ৪৯২.৭ ; ৫১৩.৮ ; ৫১৯.৩
বিষ্ণুরহস্য ৪৭৮.৯ ; ৪৮৬.৯, ১৩ ; ৫১৭.৮
বিষ্ণুস্মৃতি ৫২৯.১১
বৈষ্ণবচিন্তামণি ৪৭১ ৬
বৈষ্ণবতন্ত্র ১২৮.৩ ; ৩৪১.১১ ; ৩৯৯.৬ ; ৪৮৭.৫
বৈষ্ণবাগম ১৩৪.৭
বেদ—শ্রুতি দ্রষ্টব্য।
বেদান্ত ২৮৭.৪, ৫
হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র ১৪৪.৬ ; ৩২৮.৮, ৩৩৪.৩ ; ৫০৩.২
হরিভক্তিবিলাস ৪০২.১
হরিভক্তিসুধোদয় ৪০৮.৯
হরিবংশ ১৩৪.৪ বা ১৩.৪ ?
শ্রুতি (বা বেদ) ১৪.১ ; ১৯.৫ ; ৩০.২, ৭, ১২, ১৫ ; ৩৭.৮ ; ৪০.৭, ১০, ১১ ; ৪৯.১৫,১৬ ; ৬৫.১, ২, ৪ ; ৭১.৬, ৮, ১০ ; ৭২.৫, ৯ ; ৭৪.৩, ৫ ; ৭৭.২ ; ৮৭.৫ ; ১০৬.৭, ১০ ; ১০৭.৭ ; ১৩৩.১১,১৪ ; ১৪৬.৮ ; .৬৩.৬ ; ১৭০.১০ ; ১৭২.২ ; ২০৩.৫ ; ২৬১.৯ ; ২৭০.১০ ; ২৮৩.৩ ; ২৯২.৩ ; ২৯৯.৫ ; ৩০০.৬, ৭, ৯, ১৪ ; ৩০৬.৮ ; ৩৩৩.১১ ; ৩৪৫.১১ ; ৩৭৯.৫ ; ৩৮১.১২ ; ৩৮২.১ ; ৩৯৬.২ (শতপথশ্রুতি) ; ৩৯৯.৪ ; ৪১৭.৪, ৭ ; ৪৫৮.১১ (ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব) ; ৪৬২.১ ; ৪৬৬.৬ ; ৪৮৯.১২ ; ৪৯৩.৩, ৪ ; ৪৯৪.৮ ; ৫১৫.১৪ ; ৫৪৫.৬,৭,৮ ; ৫৪৬.১ ; ৫৪৮.৪ ; ৫৫০.৩ ; ৫৫১.৮ ; ৫৫২.১, ৩, ৪ ; ৫৬৫.৫, ৬ ; ৫৬৬.১০
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৫৯৬.৫
শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৫৯১.১০
সনৎকুমারসংহিতা ৪৮৯.৬
সনাতন ৫৯৬.৬
সন্দর্ভ ২.১০ ; ১৭.২
সহস্রনামস্তোত্র ২৪২.২
সূতসংহিতা ১৩৩.১৩
সৌপর্ণ ৫২২ ৪
সৌরপুরাণ ৫১৮.১৩
স্কান্দ ১০৭.৪ ; ১১০.৭ ; ১১৭.৫ ; ১২৬.১০ ; ১৩৫.১১ ; ১৪৭.১০ ; ১৫৯.১১ ; ১৬৫.২, ৬ ; ১৭০.১ ; ১৭৮.৫ ; ১৭৯.১ . ১৮৯.১০ ; ২১৭.৪ ; ২১৯.৫ ; ২২০.৮ ; ২৩০.৮ ; ২৩৪.১ ; ২৩৭ ২ ; ৩২২.৯ ; ৩৪০.৭ ; ৩৫০.৬ : ৪৫২.১১ ; ৪৫৫.১০ ; ৪৫৯.১ ; ৪৬৩.৯, ১২ ; ৪৬৭.১ ; ৪৬৮ ১১ ; ৪৭০.১, ২ ; ৪৭৪.১ ; ৪৮১.১১ ; ৪৮১.'২ ; ৪৮৩.৩ ; ৪৮৫.৪ ; ৫০৯.৭ ; ৫১৮.৫ ; ৫১৯.৮ ; ৫২১.৫ ; ৫২২.৮ ; ৫২৫.১০, ১৩ (দ্বারকামাহাত্ম্য) ; ৫২৬.৩ (রেবাখণ্ড), ৯ (কার্তিকমাহাত্ম্য) ; ৫৪৪.৩
স্মৃতি ৬৫ ১, ৪ ; ২৭০.১০ ; ৪৮৯.১২ ; ৫৪৫.৬, ৮ ; ৫৪৮.৪ ; ৫৫০.৩ ; ৫৫১.৮ [মনুস্মৃতি ও বিষ্ণুস্মৃতি দ্রষ্টব্য]
স্মৃত্যর্থসার ৫১৫.১০

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯২	১৬	আকিঞ্চনাখ্য	অকিঞ্চনাখ্য
৩০১	১	বিরাজমাণে°	বিরাজমানে°
৩০৪	২৭	থাকেন	থাকেন, কিন্তু সাধুগণ দীনবৎসল
৩৪৮	১১	অহ্°	অর্হ°
৩৫৮	৮	°ক্লৈবায্য°	°কৈকায্য°
৩৬২	পাদটীকা ২	১৭৬ অঙ্কের তাৎপর্য ব্যাখ্যায়	১৭৫ অঙ্কের পাদটীকায় (পৃষ্ঠা ২৮৪) ও ভূমিকায়
৩৬৩	৫	৬. ৩. ৩২	১১. ২. ৩২
৩৬৭	৩	মনসৈ°	মনসে°
৪০৭	১,২	বৈষ্ণবাণাং	বৈষ্ণবানাং
৪৭৩	৫	°মেষঃ	°মেষ
৫৫০	১০	বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্তৌ।	বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্তৌ